প্রথম প্রকাশ
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রকাশক :
পরিচয় পাবলিশার্স
২১, হায়াৎ খাঁ লেন
কলিকাতা—৯

মুদ্রাকর :
সত্যেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত
নিরুপমা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২১, হায়াৎ খাঁ লেন,
কলিকাতা —৯

প্রাসঙ্গিকী

ফ্রেডরিক ফোরসাইথের লেখকীসত্ত্বার পরিচয় মনে হয় নতুন করে দিতে হবে না, পাঠক-পাঠিকা আগেই তাঁর সম্যক পরিচয় পেয়ে গেছেন রাজনৈতিক তথা ঐতিহাসিক উপন্যাস ''দি ডিসিভার'', ''দি ফিস্ট অব গড'', ''দি নেগোসিয়েটর'' প্রভৃতি উপন্যাসে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। আর এই ''দি ফ্যানটম অব ম্যানহাটন'' স্পটতই দাবী করতে পারে জীবনরহস্য ধর্মী উপন্যাস, যা তাঁর, লেখনীর চমৎকারিত্বে একটি ঐতিহাসিক দলিল, যা কিনা বিংশ-শতাব্দীর শুরুতে এক বিকৃত মুখের যুবক ও সুন্দরী যুবতী অপেরা সংগীত জগতের গায়িকার প্রেম-বিরহকে কেন্দ্র করে সামাজিক অনুশাসন এবং তারই পরিণতি খুনের দু'টি মর্মান্তিক ঘটনা স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবে চিরদিন। প্যারিসে ''প্যারিস অপেরায়'' করপস্ ডি ব্যালেটের মিস্ট্রেস অ্যানটয়নেটি গিরি একটি সার্কাস পার্টি থেকে নিজের জন্মদাতা কর্তৃক অমানুষিকভাবে অত্যাচারিত এক বিকলাঙ্গ যুবক এরিককে উদ্ধার করে নিয়ে এসে অপেরা হাউসের ভূগর্ভস্থ একট ঘরে লুকিয়ে রাখে লোকচক্ষুর আড়াল করতে। সেখানেই সে ভালোবেসে ফেলে কুমারী ডি স্যাগনি নামে এক সুন্দরী যুবতী অপেরা সংগীত শিল্পীকে, কিন্তু সমাজের অনুশাসনে শেষ পর্যন্ত তাদের মিলন সম্ভব হয়নি। তখন এরিকের উদ্ধারকর্ত্রী অ্যানটয়নেটি গিরি তাকে নিউ ইয়র্ক গামী একটি জাহাজে তুলে দেয়। দীর্ঘ বারো বছর পরে ফ্রান্স তথা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অপেরা সংগীত শিল্পী মাদাম ডি স্যাগনি সর্বপ্রথম আমেরিকায় আসেন ম্যানহাটন অপেরার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গান গাইতে তাঁর বারো বছরের পুত্র পিয়েরকে সঙ্গে নিয়ে। সেখানেই মিসেস স্যাগনি মিলিত হন তাঁর প্রাক্তন প্রেমিক এরিকের সঙ্গে, যিনি পিয়েরের জন্ম দিয়েছিলেন বারো বছর আগে প্যারিসে।

দীর্ঘ বারোবছর পরে পিতা-পুত্রের মিলন হলেও মাদাম ডি স্যাগনি খুন হলেন। ''দি ফ্যানটম অব ম্যানহাটন'' এর কাহিনী আগাগোড়াই রহস্যময়। রহস্যময় পুরুষ মহামানব এরিক, যিনি সব সময়েই মুখোশের আড়ালে ঢেকে রাখতেন তার বিকৃত মুখ, বারো বছর পরে, সেই মুখোশ তিনি খুলে ফেললেন, কারণ তাঁর পুত্র পিয়েরই তখন তাঁর মুখোশ হয়ে গেলো। প্রেম, বঞ্চনা ও অবহেলার মূর্ত প্রতীক এরিকের রহস্যময় জীবনকাহিনী আশাকরি পাঠক-পাঠিকাদের হৃদয় জয় করে নেবে অবশ্যই।

অনুবাদক ঃ **সৌরেন দত্ত**

প্রিয় এরিক,

এই চিঠিটা যদি তুমি কোন দিন পাও, আর যে সময় তুমি পাবে, আমি তখন এই পৃথিবী ছেড়ে অন্য এক জগতে চলে যাবো। এই চিঠিটা লেখার আগে আমি আমার মনের সঙ্গে অনেক লড়াই করেছি আর তা কেবল করেছি এই কারণে যে, আমি অনুভবে বুঝেছি তুমি, শুধু তুমিই এত বেশী দুঃখ বেদনার কথা জানো বলেই অন্তত সত্যকে তোমার জানা উচিত। আরও একটা কারণ হলো এই যে, আমি সহজে আমার স্রষ্টার সঙ্গে মিলিত হতে পারি না, আমি বেশ ভালো করেই জেনে গেছি, জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে আমি তোমাকে প্রতারণা করেছি।

জানি না এখানে এই চিঠিতে যা লেখা হয়েছে তা তোমাকে আনন্দ দেবে কিনা, নাকি আগের মতো আবার তোমার মনে ক্রোধের সঞ্চার হবে. তা আমি আগে ভাগে বলতে পারবো না। কিন্তু এখানে এটাই সত্য ঘটনা, এক সময় যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল তোমাকে, যা তুমি তখন জানতে না আর এখনও কিছুই জানো না। কেবল আমি, ক্রিষ্টিন ডি স্যাগনি আর তার স্বামী রাওল এই সত্যটা জানে। অবশ্যই আমি তোমাকে বিনীত অনুরোধ করবো, এই সত্যটাকে নম্রভাবে এবং সতর্কতার সঙ্গে মোকাবিলা করে নিও।

—ম্যানহাটনের মহাপুরুষের সৌজন্যে।

অ্যানটয়নেটি গিরির স্বীকারোক্তি

সেন্ট ভিনসেন্ট ডি পল-এর নির্দেশে সিস্টারদের দাতব্য অতিথি শালা, প্যারিস, সেপ্টেম্বর, ১৯০৬

আমার মাথার উপরকার ছাদের প্লাস্টার খসে পড়ছে আর তার খুব কাছাকাছি একটা মাকড়সা জাল বুনে চলেছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এই মাকড়সাটিই আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে, আবার এখন থেকে কয়েকমাস পরে আমি যখন থাকবো না, সে তখন এখানে থাকবে।

কেন এমন হলো ? এই যে আমি, অ্যানটয়নেটি গিরি, আটান্ন বছর বয়সে প্যারিসের জনগণের একটি ধর্মশালায় শুয়ে রয়েছি, যে সব বোনেরা এখানে আমার দেখভাল করে, তারা আমার সৃষ্টিকর্ত্তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমি যে খুব একটা ভালো লোক আদৌ তা মনে করি না। বিশেষ করে এই সব বোনেদের মতো, যারা প্রতিনিয়ত মানুষের সেবা করে যাচ্ছে, যারা তাদের সতীত্ব, নম্রতা এবং বশ্যতা স্বীকার করবার জন্যে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমি কখনও সেরকম হতে পারবো না। জানেন ওদের বিশ্বস্ততা আছে, আমি কখনোই সেরকম বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে পারিনি। এখন আমি জেনেছি এটাই কি সেই সময়? সম্ভবত। কারণ আমার দৃষ্টির সামনে সেই ছোট্ট উঁচু জানালায় রাতের আকাশটা ভরে ওঠার আগেই আমি চলে যাবো। আমার মনে হয়, আমি এখানে এসেছি এই কারণে যে, আমি স্রেফ কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েছিলাম। আমার বালিশের নিচে একটা ছোট্ট ব্যাগ আছে, তা কেউ জানে না। কিন্তু সেটা রাখা আছে বিশেষ প্রয়োজনে। চল্লিশ বছর আগে আমি রঙ্গমঞ্চের যৌথ নাচের নর্ত্তকী ছিলাম। তখন আমার শরীরটা ছিল ছিপছিপে রোগাটে ধরনের, বয়স কম এবং সুন্দর দেখতে ছিলাম।

তবে সবচেয়ে বেশী সুন্দর সুপুরুষ দেখতে ছিল লুসিয়েন। সবাই সমবেত স্বরে তাকে লুসিয়েন লে বেল বলে সম্বোধন করতো। তার সুন্দর মুখখানি একটি সুন্দরী মেয়ের মতো, তাকে না পাওয়ার বেদনা একটি সুন্দর মেয়ে হাতুড়ি পেটার মতো যন্ত্রনা অনুভব করতো তার হৃদয়ে। একদিন এক সূর্যস্নাত রোববার সে আমাকে বোইস ডি বাউলোনে নিয়ে যায় এবং আমাকে প্রস্তাব দেওয়ায় আমি তাকে গ্রহণ করেছিলাম। এক বছর পরে সেখানে লুসিয়েন বন্দুকের গুলিতে নিহত হয়। তারপর দীর্ঘ প্রায় বছর পাঁচেক আমি আর বিয়ের কথা ভাবিনি। তখন আমি ব্যালেটে নাচ করতে থাকি।

আমার বয়স তখন আটাশ, আমার নৃত্য জীবনের অবসান হয়। তারপর একটা কারণে জুলস-এর সঙ্গে আমি মিলিত হই এবং অচিরেই আমরা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হই। যথা সময়ে আমরা আমাদের বিবাহিত জীবনের ফসল তুলি, আমি একটি শিশু-কন্যার জন্ম

দিই, যার নাম রাখি মেগ। আরো আছে, তারপর থেকেই আমি একটু একটু করে আমার নম্র স্বভাব হারাতে বসি। সংগঠিত দলের প্রধান নর্ত্তকী তার চেহারাটা স্লিম এবং নরম রাখবার জন্যে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে যাচ্ছিল । কিন্তু পরিচালক মহাশয় অত্যন্ত ভালো এবং দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন। কোরাসের মিস্ট্রেস তখন অবসর নিতে যাচ্ছিলেন । তিনি আমাকে বলেন, মিস্ট্রেসের অবসর গ্রহণের পর তিনি চান না তার জায়গায় অপেরার বাইরে থেকে কাউকে বহাল করতে। এ লাইনে আমার অভিজ্ঞতা ছিল তাই তিনি আমাকেই তার স্থলাভিসিক্ত করতে চান। তিনি আমাকে নিয়োগ করে নিলেন অতঃপর, মেইট্রেসি ডু করপ্স ডি ব্যালেট। আমার শিশুকন্যা মেগ-এর ভার একজন নার্সের ওপর দিয়ে আমি আমার নতুন কাজে যোগ দিলাম। তখন ১৮৭৬ সাল. গারনায়ের নতুন এবং চমৎকার অপেরা হাউস খোলার এক বছর পরের ঘটনা। অবশেষে এভাবেই আমার প্রিয় প্যারিসের জীবনযাত্রার যে ক্ষতি হয়েছিল তা নিরসন হলো এবং আমার পরবর্তী জীবন বেশ ভালা ভাবেই কাটতে থাকলো।

আমার স্বামী জুলস একজন মেদবহুল বেলজিয়ান মহিলার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে আরডেনসে পালিয়ে যায়, আমি তাতে কিছু মনে করিনি, আমার কাছ থেকে তার সেভাবে পালিয়ে যাওয়াটা আমি খোলা মনেই গ্রহণ করলাম। অনেক চেষ্টা করার পর শেষ পর্যন্ত একটা চাকরী পেলাম, ছোটোখাটো একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকার পক্ষে যথেষ্ট। এখন আমি অবাক হয়ে জুলস-এর কথা ভাবি কি হলো ওর? অনেক দেরী হয়ে গেছে, এখন খোঁজ করে লাভ নেই। আর মেগ? তার মায়ের মতো সেও একজন ব্যালেট ড্যান্সার এবং কোরাস গার্ল। বছর দশেক আগে পড়ে গিয়ে ডান-হাঁটুতে আঘাত পায় এবং চিরদিনের জন্যে অকেজো হয়ে যায়। তবু তার ভাগ্য ভালো, আমার সাহায্য পেয়ে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠে আবার কাজে লেগে যায়। মেগের কথাও ভাবি, সেই বা এখন কোথায় ? মিলান, রোম নাকি সম্ভবত মাদ্রিদে। আর এসব কথা ভাবতে গিয়ে আমি আর একবার মনোযোগী হওয়ায় জন্যে ভিকমটেসি ডি স্যাগনিকে ধমকে উঠলাম।

তাই ভাবছি, আমি এখানে কি করছি, এত আগে থেকে কবরের জন্যে অপেক্ষা করছি? আজ থেকে আট বছর আগে, আমার পঞ্চাশতম জন্মদিনে আমার অবসর নেওয়া হয়ে যায়। এ ব্যাপারে তারা খুবই চমৎকার লোক। মিস্ট্রেস হিসেবে আমার বাইশ বছর চাকরি করার দরুন মোটা টাকার বোনাস প্রদান, বাকী জীবন বেঁচে থাকার পক্ষে যথেষ্ট। এছাড়া বিত্তবানদের মাথামোটা মেয়েদের কোচিং করে যে অর্থ পাই সেটা খুব একটা বেশী না হলেও অন্তত আমার কাছে যথেষ্ট ছিল গত বসন্তকাল পর্যন্ত।

আর তখন থেকেই যন্ত্রণাটা শুরু হয় .প্রথমে খুব বেশী নয়, কিন্তু হঠাৎ একদিন তীব্র যন্ত্রণা, তলপেটের গভীরে। প্রথমে মনে হয়েছিল বুঝি হজমের গন্ডগোল, তারা আমাকে হজমের ওষুধ দেয়। কিন্তু তখনো আমি জানতাম না আমার পেটে ক্যান্সার হয়েছিল। জুলাই মাস পর্যন্ত জানতে পারিনি। তখন অনেক দেরী হয়ে গেছলো। তাই আমি এখানে শুয়ে আছি আমার শেষের সেই দিনটির অপেক্ষায়। শেষ ঘুমের জন্য আমাকে খুব বেশী দিন

অপেক্ষা করে থাকতে হবে না এমন কি আমি এখনআর মৃত্যুভয় পাই না ! সম্ভবত তিনি আমাকে দয়া করবেন, আমাকে যন্ত্রণামুক্ত করে দেবেন। আমি অন্য কিছুতে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করলাম। আমি যেসব মেয়েদের ট্রেনিং দিয়েছিলাম, তাদের কথা ভাবতে বসলাম। আমার যুবতী মেয়ে মেগ-এর কথাও ভাবলাম, আশাকরি সে এখন তার মনের মানুষের খোঁজ করছে, এবং তার মনের মতো ভালো পুরুষের দেখাই পাবে। আর অবশ্যই আমি আমার ছেলেদের কথা ভাবি, একদা বেদনায় জর্জ্জরিত আমার দুই ছেলে। আজকাল তাদের কথাই বেশী করে ভাবি।

'মাদাম, মঁসিয়ে অ্যাবে এসেছেন এখানে।'

'ধন্যবাদ সিস্টার। আজকাল আমি খুব একটা ভালো দেখতে পাই না। কোথায় তিনি?'

'বাছা, এই তো এখানে আমি, ফাদার সেবাস্তিয়েন। তোমার পাশেই রয়েছি। তুমি তোমার হাতের ওপরে আমার হাতের স্পর্শ কি অনুভব করছো?'

'হ্যাঁ ফাদার।'

'এখন ঈশ্বরের কাছে তোমার শান্তি প্রার্থনা করা উচিত। আমি তোমার স্বীকারোক্তি নেবার জন্য প্রস্তুত।'

'হ্যাঁ, এই তো সময়। আমি অনেক পাপ করেছি ফাদার, আমাকে ক্ষমা করবেন।'

'বেশ তো বলো বাছা। কোনো কিছুই গোপন করো না।'

'অনেক অনেকদিন আগেকার কথা, তখন ১৮৮২ সাল, আমি তখন এমন একটা কিছু করেছিলাম, যা আমার জীবনের মধ্যে একটা পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি, কি যে ঘটবে তখন আমি আদৌ জানতাম না। আকস্মিক শক্তি আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলছিল তখন। আর উদ্দেশ্যের দিক থেকে কাজ ভাল হবে বলেই তো আমি ভেবেছিলাম। আমার বয়স তখন চৌত্রিশ, প্যারিস অপেরায় করপ্স ডি ব্যালেটের মিস্ট্রেস ছিলাম। আমার বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু আমার স্বামী আমাকে ত্যাগ করে অন্য একটি মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যায়।'

'বাছা অবশ্যই তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে হবে তোমাকে। জানো তো মানুষকে ক্ষমাই হচ্ছে প্রায়শ্চিত্তের একটা অংশ।'

'ওহো ফাদার, আমি তাই করি, অনেক দিন থেকেই। কিন্তু আমার একটা মেয়ে ছিল, মেগ তার নাম, তখন তার বয়স মাত্র ছয়। নেউলিতে একটা মেলা চলছিল তখন, সেখানে এক রোববার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যাই। মেলাটা ছিল সার্কাসের। মেগ আগে কখনো সার্কাস দেখেনি। তবে সেখানে আরো অনেক খেলা ছিল। সারি সারি সব তাঁবু, তাঁবুগুলোর ওপরে বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং, পৃথিবীর সব থেকে শক্তিশালী মানুষ, শ্রেষ্ঠ ব্যায়ামবিদ, একটা লোকের সারাদেহে এতো বেশী উল্কি কাটা রয়েছে যে তার গায়ের চামড়া দেখাই যায় না, একটা কালো কুচকুচে লোকের নাকের উপর দিয়ে হাড় বেড়িয়ে পড়েছে, কোদালের মতো বিরাট বিরাট দাঁত তার এবং দাড়ি -গোঁফ ভর্তি একজন মহিলা .....

এরকম কত না বিস্ময়কর সব খেলার দৃশ্য, মানুষের মনে বিশেষ করে বাচ্চাদের মনে সাড়া জাগানো খেলা বটে।'

লাইনের একেবারে শেষ প্রান্তে খাঁচার মতো একটা বাক্স চোখে পড়ে, তলায় চাকা লাগানো। প্রায় একফুট লম্বা গরাদ দিয়ে ঘেরা বাক্সটা এবং মেঝের ওপরে নোংরা দুর্গন্ধময় খড় বিছানো। বাইরে ঝলমলে সূর্যের আলো, কিন্তু খাঁচার ভিতরটা আবছায়া অন্ধকারে ঢাকা। তাই কি ধরনের জন্তু সেখানে বন্দী করে রাখা হয়েছে দেখার জন্যে দু'টো গরাদের ফাঁকে চোখ রেখে পিটপিট করে তাকালাম। ভেতরটা খুব একটা স্বচ্ছ নয়, লোহার চেনের ঝন্‌ঝন্ আওয়াজ শুনতে পেলাম, এবং খড়ের গাদার ওপর ছোট্ট খাঁচায় গাদাগাদির মতো করে কে যেন শুয়ে রয়েছে। ঠিক সেই সময়ে একটি লোক সেখানে এসে হাজির হলো।'

'বিরাট মাপের হৃষ্টপুষ্ট চেহারার লোক, রসকসহীন লালমুখ। তার কাঁধে ঝোলানো একটা ট্রে, তাতে ছিল টাট্টুঘোড়াশালা থেকে সংগ্রহ করা ঘোড়া বিষ্ঠার ডেলা এবং কিছু পচা ফলের টুকরো।'মহাশয়া , দেখতে চান নাকি? সে বললো,'দেখবো, জানোয়ারটার ওপর আঘাতের দৃশ্য আপনি সহ্য করতে পারেন কিনা। যাইহোক, এবার এক ফ্রাঙ্ক ফেলুন তো।' তারপর সে খাঁচাটার দিকে ফিরে চিৎকার করে উঠলো,'এসো, খাঁচার সামনে এসে দাঁড়াও, কথা না শুনলে তোমার কি পাওনা হবে জানো তো?' লোহার চেনটা আবার ঝন্‌ঝন্ করে উঠলো, আর তারপরেই গরাদের কাছে চুঁইয়ে পড়া সূর্যের আলোয় দেখলাম, মানুষের চেয়ে অনেক বেশী জানোয়ার সুলভ কিছু একটা যেন এসে দাঁড়ালো গুটিগুটি পায়ে।'

'কিন্তু , এবার খুব কাছ থেকে ভাল করে তাকাতে গিয়ে দেখলাম, অবশ্যই সে একজন মানুষ, যদিও আপাত দৃষ্টিতে সেটা বোঝবার উপায় নেই। ছেঁড়া একটুকরো কাপড় পুরুষটির পরনে, আলগা এলোমেলো, সে তখন একটা আপেল চিবোচ্ছিল। বস্তুতপক্ষে এখানে যেসব দর্শক আসে তাদেরই নিক্ষিপ্ত ফল বা অন্য কিছু খাবার খেয়েই জীবনধারন করে আসছে সে। পশুবিষ্ঠা আর দুর্গন্ধময় ময়লা তার রোগাটে শরীরের প্রায় সর্বত্র জড়িয়ে রয়েছে। তার হাতে হাতকড়ি পরানো আর পায়ে লোহার বেড়ি পরানো; এবং গায়ে লোহার পাতি জড়ানো। তবে তার দেহের প্রতিটি ক্ষতস্থান উন্মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে করে সেখানে কীটাঙ্গের দল এসে তাদের হুল ফোটাতে পারে, তার যন্ত্রনা আরো তীব্র করে তুলতে পারে। কিন্তু তার সেই যন্ত্রনাক্লিষ্ট মুখ আর ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখে কান্নায় ফেটে পড়লো মেগ।'

'তার করোটি আর মুখ ভয়ঙ্কর বীভৎসভাবে বিকৃত দেখাচ্ছিল, করোটির ওপরে মাত্র কয়েকগাছা চুলের প্রদর্শন চোখে পড়ছিল, কার্যত সেটা টাক মাথারই সামিল। মুখটা মুচড়ে- দুমড়ে আর বেঁকে গিয়ে একদিকে ঝুলে পড়েছিলএমন ভাবে, দেখে মনে হলো যেন বহু আগে প্রকান্ড একটা হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল সেখানে, আর মুখের মাংস তুলতুলে নরম এবং বিকৃত ঠিক আগুনে পোড়া মোমের মতো, চোখদুটো কোটরাগত। তবে মুখের অর্ধেক এবং চোয়ালের একটা অংশ বিকৃত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যায়, এর ফলে এই অংশটুকু একজন স্বাভাবিক মানুষের মতোই দেখাচ্ছিল।'

'মেগ একটা টফি আর আপেল হাতে ধরে দাঁড়িয়েছিল। জানি না কেন, কিন্তু আমি সেটা তার হাত থেকে নিয়ে খাঁচার গরাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং সেটা মেলে ধরলাম। ওদিকে খাঁচার বাইরে সেই হৃষ্টপুষ্ট লোকটা প্রচণ্ডভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, রাগে উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠে অভিযোগ করলো, আমি নাকি তার বাঁচার অধিকার থেকে বঞ্চিত করছি তাকে। আমি তাকে অস্বীকার করে গরাদের ওপারে সেই লোকটির হাতে টফি আর আপেলটা ছুঁড়ে দিলাম। এবং সেই বিকৃত চেহারার মানুষটির চোখের ওপর দৃষ্টি ফেললাম।'

'ফাদার আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয়ান যুদ্ধের সময় ব্যালেট যখন স্থগিত রাখা হয়, যারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আগত সৈনিকদের সেবাশুশ্রূষা করেছিল তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। তাদের যন্ত্রণা দুঃখদুর্দশা আমি নিজের চোখে দেখেছি, তাদের আর্ত চিৎকার আমি নিজের কানে শুনেছি। কিন্তু এই আর্ত মানুষটির চোখে আমি বেদনার যে আর্তি দেখেছিলাম তা আগে কখনো দেখিনি।'

' দেখো বাছা, মানুষের শারীরিক গঠনতন্ত্রে বেদনা একটা অপরিহার্য অংশ। কিন্তু সেদিন তুমি তাকে টফি আর আপেল দিয়ে যা করেছো তা কোনো পাপ কাজ নয়, তবে সেটা তার প্রতি তোমার করুণা প্রদর্শন, সমবেদনা জ্ঞাপন। আমি তোমার প্রকৃত পাপের কথা শুনতে চাই, সব শুনে দেখি যদি তোমাকে ক্ষমা করতে পারি!'

'কিন্তু সে রাত্রে আমি ফিরে যাই আর তাকে চুরি করে নিয়ে যাই।'

'কি, কি করেছিলে তুমি?'

'আমি পুরানো বন্ধ অপেরা হাউসে যাই, কারপেন্টারি শপ থেকে একটা ভারি বোল্ট কার্টার, এবং ওয়ারডোব থেকে একটা বড় ক্লোক সংগ্রহ করে একটা দু'চাকার গাড়ি ভাড়া করি। তারপর নেউলিতে ফিরে যাই। চাঁদের আলোয় মেলা প্রাঙ্গণ মরুভূমির মত জনশূন্য দেখাচ্ছিল তখন। ক্রীড়া প্রদর্শকরা তখন যে যার খাঁচায় ঘুমোচ্ছিল। খেঁকি কুকুরগুলো ঘেউঘেউ করতে শুরু করে দেয়, তাদের মুখ বন্ধ করতে আমি তাদের দিকে মাংসের টুকরো ছুঁড়ে দিই। তারপর আমি আমার পরিকল্পনা মতো সন্ধান করতে গিয়ে বিকৃত চেহারার মানুষটির খাঁচাটা দেখতে পেয়ে তার কাছে এগিয়ে গেলাম। বোল্ট কার্টার দিয়ে লোহার গরাদ গুলো, দরজার কব্জাগুলো চটপট কেটে ফেললাম এবং খাঁচার ভেতরে মুখ ঢুকিয়ে নরম গলায় ডাকলাম।'

' তাকে একটা দেওয়ালের সঙ্গে লোহার চেন দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। আমি তখন বোল্টকার্টার দিয়ে তার হাতের ও পায়ের শৃঙ্খল কেটে ফেলে তাকে বাইরে আসার জন্য অনুরোধ করি। প্রথমে তাকে ভয়ঙ্কর আতঙ্কিত হয়ে উঠতে দেখলাম, কিন্তু চাঁদের আলোয় সে যখন আমাকে দেখলো, সে তখন তার মনোভাব বদল করে মাটিতে লাফিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আলখাল্লা দিয়ে তার আপাদমস্তক ঢেকে ঘোড়ারগাড়ির কাছে টেনে নিয়ে গেলাম। তার গা থেকে বিশ্রী গন্ধটা পেয়ে চালক প্রথমে টালবাহানা করতে থাকে, কিন্তু তাকে বাড়তি টাকা দিতেই সে তখন দ্রুত গাড়ি চালিয়ে আমাদের রু লে পেলেটিয়ারের পিছনে আমার ফ্লাটে নিয়ে এল। ফাদার, এখন বলুন, তাকে নিয়ে আসাটা কি পাপ?'

'নিশ্চয়ই বাছা, আইনত সেটা একটা অপরাধ। সে ছিল মেলার মালিকের। হতে পারে সেই মালিকটি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিল। তবুও....... তবে ঈশ্বরের কাছে এটা অপরাধ কিনা আমি জানি না । আমার মনে হয় না।'

'আরো আছে ফাদার। আপনার হাতে সময় আছে তো?'

'দেখো, তুমি এখন মৃত্যুর প্রায় শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছো। আমার মনে হয়, আরো কয়েক মিনিট সময় দিতে পারি তোমাকে। কিন্তু মনে রেখো, এখানে অন্য আরো অনেকেই মৃত্যুর পথে পা বাড়িয়ে অপেক্ষা করছে, তখন তাদেরও আমাকে দরকার।'

'জানেন ফাদার, মাসখানেক আমার ফ্ল্যাটে তাকে লুকিয়ে রেখেছিলাম। জীবনে প্রথম সে আমার ফ্ল্যাটে এসে স্নান করে, তারপর থেকে নিয়মিত। তার দেহের ক্ষতগুলো আমি জীবানুমুক্ত করে দিই এবং যাতে আস্তে আস্তে ক্ষতগুলো সেরে ওঠে তার জন্য ব্যান্ডেজ করে দিই। আমার স্বামীর পোষাক পরতে দিই তাকে এবং মানুষের খাবার খেতে দিই যাতে তার তাড়াতাড়ি স্বাস্থ্যোদ্ধার হয়। জীবনে সেই প্রথম সে ভালো বিছানায় মানুষের মতো শয়ন করে খুশিতে উপচে পড়ে। মেগ তাকে প্রথম দেখেই যে ভয়ে আঁতকে উঠেছিল, তখনো সেই ভয় তার যায়নি। তাই তাকে সঙ্গে নিয়ে আলাদা ঘরেই শোয়াই। আর আমার আগন্তুকটিও কম ভীতু ছিল না। তার ঘরের দরজার সামনে কাউকে দেখতে পেলে আর রক্ষা নেই। সে তখন নিজেকে লুকোবার জন্য দ্রুত আড়ালে চলে যাবে। আমি আবার এও দেখলাম কথা ও সে বলতে পারে, ফরাসী ভাষায়, তবে অ্যালসেশিয়া-দেশীয় ভাষায়। কিন্তু খুবই ধীরে ধীরে কথা বলে সে, তাই কি তার জীবনের গল্প শোনাতে একমাসেরও বেশী সময় লেগে গিয়েছিল তার।'

'নাম তার এরিক মুলহেইম, চল্লিশ বছর আগে তার জন্ম হয়, অ্যালসে শে তখন ফরাসীর অধীনে ছিল, তবে খুব শীঘ্রই জার্মানির অন্তভুক্ত হতে যাচ্ছে। সে ছিল একটা সার্কাস পরিবারের একমাত্র পুত্র, প্রতিনিয়ত একটি ক্যারাভানে চড়ে এক শহর থেকে আর এক শহরে ঘুরে বেড়াতো।'

'তার অদ্ভুত জন্মবৃত্তান্তের কথা ছেলেবেলাতেই সে জানতে পেরেছিল, আমাকে সেকথা বলেছিল। সে যখন ভূমিষ্ট হয়, তার অমন বিকৃত চেহারা দেখে ধাত্রী তো ভয়ে আঁতকে উঠেছিল। তখন থেকেই তার চেহারাটা এমনই বীভৎস দেখতে ছিল যে, ধাত্রী তাড়াতাড়ি শিশুটিকে তার মায়ের কোলে সঁপে দিয়ে পালিয়ে যায় এবং যাবার সময় চিৎকার করে সবাইকে বলে যায়, তার মা একটি শয়তানের জন্ম দিয়েছে।'

'অতএব বেচারা এরিক জন্মমুহূর্ত থেকেই মানুষের ঘৃণার পাত্র হয়ে যায়, সবাই তাকে পরিত্যাগ করে। তাদের বিশ্বাস, তার কুৎসিত চেহারা তার পাপেরই পরিণতি।'

'তার বাবা ছিলেন সার্কাসের কার্পেন্টার ইঞ্জিনিয়ার এবং ফাইফরমাস খাটা লোক। বাবার কাজ দেখে এরিকের প্রথম প্রতিভার প্রকাশ পায় যন্ত্রপাতি আর হাতের সাহায্যে জিনিষ পত্তর তৈরী করা কাজের মধ্যে। এই সব কাজের কলাকৌশল পরবর্তীকালে প্যারিসে তার জীবনে একটা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল।'

'কিন্তু তার বাবা ছিল মদ্যপ ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। অতি নগন্য অপরাধে কিংবা আদৌ কোনো অপরাধ ছাড়াই সে তার ছেলেকে প্রতিনিয়ত চাবুক দিয়ে পেটাতো। তার মা ছিল অপদার্থ, ঘরের একটা কোণে বসে বসে আক্ষেপ করা ছাড়া তার করার আর কিছু ছিল না। যৌবনকালটা দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে এবং চোখের জল ফেলে দিন কাটাতে গিয়ে সে খাঁচার জীবন এড়িয়ে সার্কাসের অন্যসব জীবজন্তুদের সঙ্গে খড়ের গাদায় ঘুমোবার চেষ্টা করতো। সে জন্তু জানোয়ারদের মধ্যে ঘোড়াদেরই বেশী পছন্দ করতো। তার বয়স তখন মাত্র সাত, ঘোড়ার আস্তাবলে শোবার সময় তাঁবুতে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। সেই বিধ্বংসী আগুনে সার্কাস সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়, এর ফলে দেউলিয়া হয়ে পড়ে সার্কাসপার্টি। কর্মচারী এবং শিল্পীরা অন্য সব সার্কাস পার্টিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। এরিকের বাবা বেকার হয়ে আকণ্ঠ মদ্যপান করতে থাকে, তার জীবনে মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। তার মা কাছাকাছি স্ট্র্যাসবর্গে পরিচারিকার কাজ নিয়ে পালিয়ে যায়। অর্থাভাবে মদের খরচা তুলতে তার বাবা তাকে একজন লোকের কাছে বিক্রী করে দেয়, তার ব্যবসা ছিল মেলায় যতসব অভিনব খেলা দেখানো। সে দীর্ঘ ন' বছর ধরে চাকা লাগানো খাঁচার মধ্যে থেকে জীবন কাটিয়েছে। নিষ্ঠুর দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্যে প্রতিদিন তার উপর দৈহিক অত্যাচার করা হতো, তার গায়ে পশুবিষ্ঠা মাখিয়ে দেওয়া হতো।'

'বাছা আমি তোমার কথা শুনে পরিষ্কার বুঝতে পারছি, এ এক করুণ কাহিনী। কিন্তু এর সঙ্গে তোমার মারাত্মক পাপের কি সম্পর্ক আছে?'

'ধৈর্য ধরুন ফাদার, ধৈর্য ধরুন। আমাকে পুরো ঘটনা বলতে দিন, তাহলেই বুঝতে পারবেন, এই সত্য কাহিনী কেউ কখনো শুনেছে বলে আমার জানা নেই। এরিককে আমি আমার অ্যাপার্টমেন্টে রেখে দিই, কিন্তু একদিন মনে হল, বেশীদিন আর রাখা বোধহয় সম্ভব নয়। প্রতিবেশীরা তো ছিলই, তাছাড়া বাড়িতে অনেকেরই যাতায়াত ছিল, তাদের চোখে ধুলো দিয়ে ভয়ে ভয়ে কত দিনই বা কাটানো যায়। তাই এক রাত্রে করলাম কি, আমি তাকে আমার কাজের জায়গা, অপেরায় নিয়ে গেলাম আর সেখানেই সে তার নতুন আস্তানার সন্ধান পেয়ে গেল। অবশেষে এই জায়গাটাই তার কাছে নিরাপদ আর পবিত্র স্থান বলে মনে হলো। এমনি একটা গোপন স্থান যে, সারা বিশ্ব শত চেষ্টা করেও তাকে খুঁজে পাবে না। তার বীভৎসতার নগ্ন শিখা থাকা সত্ত্বেও সে নীরবে একেবারে নিচের ঘরে চলে এল। সেই ঘরের গাঢ় অন্ধকার তার ভয়ঙ্কর বীভৎস মুখ ঢেকে রাখার পক্ষে যথেষ্ট। সে কার্পেন্টার শপ থেকে আনা বাঁশ আর যন্ত্রপাতি দিয়ে লেকের ধারে মনের মতো করে নিজের একটা ঘর তৈরী করেছে। সে নিজের ঘরটা তার পছন্দ মতো সাজিয়েছে। তারপর সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে স্বল্প সময়ে স্টাফ ক্যান্টিন থেকে সে তার ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে প্রয়োজনীয় খাবার সংগ্রহ করে আনতে পারতো, এমনকি পরিচালকের জন্য নির্দিষ্ট সুস্বাদু খাবারও চুরি করে আনতে পারতো।'

'জানেন ফাদার, সে বই পড়তে পারতো। অপেরা লাইব্রেরীর দরজায় তালা লাগানো থাকতো, সেই তালার একটা ডুপ্লিকেট চাবি সে তৈরী করে নিয়েছিল। লাইব্রেরীতে বছরের

পর বছর ধরে বই পড়ে সে নিজেই নিজের শিক্ষার যা ব্যবস্থা করেছিল, তা আগে কখনো পায়নি। সে রাতের পর রাত জেগে মোমবাতির আলোয় লাইব্রেরীর সমস্ত বই গোগ্রাসে গিলেছিল। বলা বাহুল্য বেশীরভাগ বই ছিল মিউজিক এবং অপেরার ওপর। সেই সব বই পড়ে প্রতিটি অপেরা আর গীতিনাট্যে একক সংগীত সম্পর্কে যে জ্ঞানলাভ সে করেছিল কোনো সুস্থ, সবল ও শিক্ষিত মানুষও তা পারে না। সে তার কায়িক পরিশ্রম এবং দক্ষতার গুণে নিজের মধ্যেএমন একটা গোপন জ্ঞানের ভান্ডার গড়ে তুলেছিল যা সে কেবল নিজেই জেনেছিল অন্য কেউ নয়। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে দড়ির খেলায় নিজেকে সে এমনি অভ্যস্ত করে তুলেছিল উঁচু চলন্ত ক্রেনের উপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে দৌড়ে, হেঁটে যেতে একটুও ভয় পেত না। দীর্ঘ এগারো বছর সেখানে বাস করেছিল, এবং এইভাবেই সে আন্ডার গ্রাউন্ডের একজন বাসিন্দা বনে যায়।'

'তবে এ ব্যাপারে গুজব ছড়াবার আগেই রাতে খাবার, পোষাক, মোমবাতি, যন্ত্রপাতি হারাতে শুরু করেছিল সেখানে। একজন সরল বিশ্বাসী কর্মচারী মাটির নিচের ঘরগুলোতে ভূত কিম্বা অশরীরি ছায়ামুর্ত্তির আবির্ভাবের কথা নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করে দেয়। অতএব এভাবেই তার সম্পর্কে কিংবদন্তী শুরু হয় এবং উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে।'

'শোনো বাছা, আমিও কিন্তু এসব গুজবের কথা শুনেছিলাম, সে আজ প্রায় বছর দশেক আগে হবে। না, তার থেকেও বেশী হতে পারে...... সেই সময়ে আমার মনে আছে, দুর্ভাগ্যবশতঃ এক ব্যক্তিকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে দেখা যায়, আমি তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাই। তখন কে যেন আমাকে বলেছিল, সেই অদৃশ্য অশরীরি ছায়ামুর্ত্তি এই নিষ্ঠুর কাজটা করে থাকবে।'

'হ্যাঁ ফাদার, আমিও শুনেছি, লোকটির নাম ছিল বুকুয়েট। কিন্তু সেই নিষ্টুর কাজ এরিকের নয়। আমি শুনেছি, যোশেফ বুকুয়েট বহুদিন থেকেই হতাশায় ভুগছিল, তাই এর থেকেই ধরে নেওয়া যায় যে, অবশ্যই সে নিজেই নিজের জীবন হনন করেছিল, অর্থাৎ সেটা পরিষ্কার একটা আত্মহত্যার কেস। প্রথমে এই গুজবটাকেও আমি স্বাগত জানিয়েছিলাম এই ভেবে যে, তারা আমার সেই হতভাগ্য ছেলেটিকে অপেরা হাউসের নীচে অন্ধকার কক্ষে তার সেই ছোট্ট সাম্রাজ্যে নিরাপদে থাকতে দেবে, কারণ আমি বেশ ভলো করেই জানতাম, তার সেই গোপন বাসস্থানের সন্ধান কেউ পেতে পারে না। আর সম্ভবত তারা হয়তো তাই করতো, অন্তত তিরানব্বই সালের সেই ভয়ঙ্কর হেমন্তকাল পর্যন্ত তো বটেই। সেই হেমন্তেই সে বোকার মত একটা কাজ করে বসে। জানেন ফাদার, সেই সময় সে প্রেমে পড়ে যায়।'

'তার সেই প্রেমিকাটির নাম ছিল ক্রিস্টিন ডেই। আজ সম্ভবত তাকে মাদাম লা ভিকমটেসি ডি স্যাগনি নামে জানেন।'

'কিন্তু এ অসম্ভব। এ হতে পারে না.......'

'হ্যাঁ, সেই মেয়েটিই, তখন আমার অধীনে সে ছিলো কোরাস গার্ল। নর্তকী হিসাবে যত না তার খ্যাতি ছিল, তার চেয়ে কণ্ঠস্বর ছিলো একবারে পরিষ্কার। কিন্তু শিক্ষণ প্রাপ্ত

নয়। বিশ্বের সেরা সেই সুকণ্ঠীর কণ্ঠস্বর রাতের পর রাত ধরে শুনে যেত এরিক। সে তাতে একটুও ক্লান্তবোধ করতো না , কিংম্বা বিরক্তি। কণ্ঠস্বরকে আরো কি করে উন্নত করা যায় , এ ব্যাপারে তার পড়াশোনা ছিল অনেক। সে জানতো কি করে মেয়েটিকে কোচ করা যায়। তারপর থেকে মেয়েটিকে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে, এবং যখন সে তার প্রশিক্ষণের কাজ শেষ করে, এক রাত্রে মেয়েটি প্রধান ভূমিকা নেয়, এবং পরের দিন সকালে সে স্টার বনে যায়।'

'বাছা আমার, মনে হয় সমাজচ্যুত এরিক ভেবেছিল, মেয়েটি তার সেই রাতারাতি সুনাম অর্জনে এরিকের অবদানের বিনিময়ে হয়তো তাকে ভালোবাসে, কিন্তু নিশ্চিন্তভাবেই বাস্তবে সেটা অসম্ভব ছিল, কারণ ইতিমধ্যে সে অন্য একটি যুবককে ভালোবেসে ফেলেছিল। এরিক কিন্তু তখন বেপরোয়া হয়ে ওঠে। সে তখন একটা অদ্ভুত কাজ করে বসে, মেয়েটির কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে এক রাত্রে এরিক সোজা মঞ্চ থেকে তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায় তার নিজস্ব অপেরায়, ডন যুয়ান ট্রিয়ুমফ্যান্টে।'

'কিন্তু প্যারিসের সবাই এই কেলেঙ্কারির কথা শুনেছিল, এমন কি আমার মতো একজন নিরহঙ্কার যাজকও শুনেছিল। এক ব্যক্তি খুন হয়েছিল সেদিন.....'

'হ্যাঁ ফাদার। টেনর পিয়াঙ্গি। এরিক তাকে খুন করতে চায়নি, কেবল তার মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিল । কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, ইতালীয় যুবকটির শ্বাসরোধ হয়ে যায় আর তাতেই তার মৃত্যু হয়। অবশ্যই তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে সেখানে। ঘটনাচক্রে পুলিশ কমিশনার সে রাত্রে দর্শকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। তিনি একশোজন সৈনিককে ডেকে পাঠান। তারা শক্তিশালী টর্চ সহ প্রতিহিংসাপরায়ণ লোকেদের একটা দলকে সঙ্গে নিয়ে অপেরা হাউসের মাটির তলায় নেমে যায় গোপন কক্ষগুলিতে সন্ধান চালানোর জন্য। তারা একেবারে নিচে নেমে গিয়ে হ্রদ পর্যন্ত এগিয়ে যায়।'

'তারা গোপন সিঁড়ির ধাপগুলো আবিষ্কার করে, হ্রদের পাশে বাড়ি, করিডর ইত্যাদি চোখে পড়ে তাদের, এবং তারা সেখানে খ্রিস্টিনকে দারুন মর্মাহত হয়ে মূর্চ্ছা যেতে দেখে। সে তখন তার পাণিপ্রার্থী যুবক ভিকম ডি স্যাগনির পাশে ছিলো, প্রিয় মিষ্টি রাওল । সে তাকে সেখান থেকে নিয়ে যায়, এবং একজন পুরুষ যেমন ভাবে পারে, ঠিক সেই ভাবেই যত্ন স্নেহকারে তার বলিষ্ট হাতে সে তাকে আরাম দেয়।

দু'মাস পরে মেয়েটির কোলে একটি শিশু দেখা যায়। তাই সে মেয়েটিকে বিয়ে করে, তাকে তার নাম ও পদবী দেয়, তার ভালোবাসা এবং বিবাহের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্তর দেয়। চুরানব্বই-এর গ্রীষ্মে পুত্রটির জন্ম হয়। এবং তারা তাকে ঘরে নিয়ে আসে। আর পরবর্তী বারোটা বছরে সারা ইউরোপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্টা সুকণ্ঠী গায়িকা হিসেবে পরিচিতা হয় মেয়েটি।'

'কিন্তু বাছা, তারা এরিককে আর কখনো দেখতে পায়নি। আর আমার যতদুর মনে পড়ে সেই অশরীরী ছায়ামূর্ত্তি বা ভূতের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি তারপর থেকে।'

'হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন ফাদার, তারা আর কখনো দেখতে পায়নি তাকে। আমি

কিন্তু তাকে ঠিকই দেখতে পেয়েছিলাম। আমি একা নিঃসঙ্গ হয়ে কোরাস রুমের পিছনে আমার ছোট্ট অফিসরুমে ফিরে যাই। আমি যখন ওয়ারড্রোবের পর্দাটা সরাই তখনি তাকে যথাস্থানে দেখতে পাই। মুখে মুখোশ, যা সবসময় লাগিয়ে থাকতো সে, এমন কি একা একা থাকার সময়েও হাত দুটো জড়ো করা, এগারো বছর আগে আমার অ্যাপার্টমেন্টে সিঁড়ির নিচে অন্ধকারে যেমন লুকিয়ে থাকতো, ঠিক সেভাবেই সে ঘাপটি মেরে বসেছিল ওয়ারড্রোবের নিচে।'

'আর তুমি নিশ্চয়ই পুলিশকে জানিয়েছিলে?'

'না ফাদার, আমি পুলিশকে জানাইনি, তখনও সে আমার ছেলে ছিল, আমার দুইছেলের একজন। তাই আমি ক্ষিপ্ত জনতার হাতে আবার তুলে দিতে পারিনি তাকে। অতএব আমি তখন তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হয়ে উঠলাম। আমি মেয়েদের একটা টুপি, বোরখা এবং একটা লম্বা ক্লোক সংগ্রহ করে তাকে পরালাম। তারপর আমরা দুজনে যখন পাশাপাশি সিঁড়ি বেয়ে নিচে এসে রাস্তায় নামলাম, তখন আমাদের দেখে পথচারীরা ভেবে নিল দুজন নারী রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে। আমরা ছাড়া আরো শ'য়ে শ'য়ে পথচারীরা পথ চলছিল, কেউ আমাদের খেয়ালই করলো না।'

'অপেরা হাউস থেকে আধমাইল দূরে আমার অ্যাপার্টমেন্টে আমি তাকে লুকিয়ে রেখেছিলাম, কিন্তু তার সম্পর্কে ''সন্ধান চাই'' নোটিশটা সর্বত্র টাঙানো ছিল। আর তার সন্ধান দিতে পারলে পুরস্কারের অর্থও ঘোষণা করা হয়েছিল। অতএব তাকে প্যারিস ছেড়ে, ফ্রান্স ছেড়ে চলে যেতে হবে।'

'তার মানে তুমি তাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলে? আর সেটা হ অপরাধ এবং পাপ।'

'ফাদার, তাই যদি হয়, তাহলে তার জন্য আমি প্রায়শ্চিত্ত করবো। এবং এখনই। তখনকার শীতের মরসুমটা ভয়ঙ্কর ঠান্ডা ছিল। অনবরত তুষারপাত হচ্ছিল। প্রচন্ড ঠান্ডায় রক্ত হিম হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অমন শীতে ট্রেন ধরা প্রশ্নাতীত ছিল। তাই লে হার্ভে যাওয়ার জন্য চারঘোড়ার একটা হুটওয়ালা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করি। সেখানে একটা সস্তা লজিং-এ তাকে লুকিয়ে রাখি। শেষ পর্যন্ত জাহাজের এক ক্যাপ্টেনের দেখা পাই, নিউ ইয়র্ক গামী একটা ছোট্ট স্টীমারের ক্যাপ্টেন, মোটা টাকা ঘুষ পেয়ে এরিকের যাওয়াব ব্যাপারে সে কোনো প্রশ্নই তোলে নি। ১৮৯৪ সালের জানুয়ারীর মাঝামাঝি একরাত্রে দীর্ঘতম উপকূলের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে একটু একটু করে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া সেই স্টীমারের অস্পষ্ট আলো দেখতে থাকি। সেই স্টীমার এরিককে নতুন পৃথিবীর আলো দেখাতে নিয়ে যাচ্ছিল। ফাদার, বলুন তো আমাদের মধ্যে অন্য একজন কেউ কি এখানে এসেছে? দেখতে পাচ্ছি না বটে, তবে এখানে অন্য একজনের উপস্থিতি আমি অনুভব করছি।'

'হ্যাঁ, এখানে একজন রয়েছে, সে এইমাত্র প্রবেশ করলো।'

'ম্যাডাম, আমি আরমন্ড ডুফোর। একজন ধর্মসম্প্রদায়ের শিক্ষানবিস সভ্য আমার

চেম্বারে ঢুকে বলে, এখানে আমাকে একান্ত প্রয়োজন।'

'আর আপনি হলফ বাক্য পাঠ করানোর একজন নোটারি ও কমিশনার, এই তো ?'

'হ্যাঁ ম্যাডাম।'

'মঁসিয়ে ডুফোর, আমার বালিশের তলায় হাত ঢোকান। আমি নিজেই একাজ করতে পারতাম, কিন্তু এতই দুর্বল হয়ে পড়েছি, হাত নড়াচড়া করতে পারছি না। ধন্যবাদ, কি পেলেন ?'

'একটা চিঠি, একটা খামের ভেতরে পোরা রয়েছে। আর একটা ছোট্ট হরিণের চামড়ার ব্যাগ।'

'যথার্থই! এবার কালি ও কলম হাতে নিয়ে খামটির ওপর লিখুন, আজ এই চিঠিটা আপনার হাতে দেওয়া হলো, এবং সেটা আপনি অথবা অন্য কেউ খোলেনি। লেখার পর সই করুন।'

'শোনো বাছা, একটু তাড়াতাড়ি করো। আমরা এখনো আমাদের কাজ শেষ করতে পারিনি।'

'ফাদার, একটু ধৈর্য ধরুন। আমি জানি, আমার সময় সীমিত। কিন্তু দীর্ঘ কয়েক বছর নীরব থাকার পর এখন আমাকে অধ্যায়টা শেষ করার জন্যে আমাকে অবশ্যই সংগ্রাম তো কবতেই হবে। মঁসিয়ে লে নোটায়ার, লেখা শেষ করেছেন তো?'

'হ্যাঁ ম্যাডাম, আপনার অনুরোধ মতো লিখছি।'

'আর খামের মুখে ?'

'দেখছি, লেখা রয়েছে এম.এরিক মুলহেইম, আপনার হাতের লেখা বলেই তো মনে হচ্ছে।'

'আর ছোট্ট চামড়ার ব্যাগটা ?'

'ওটা আমার হাতেই রয়েছে।'

'দয়া করে ওটা খুলে দেখুন।'

'খুলেছি, এর মধ্যে দেখছি নেপোলিয়ানের স্বর্ণমুদ্রায় ভর্তি। এর আগে কখনো এগুলো দেখিনি।'

'কিন্তু এগুলো এখনো চালু আছে ?'

'অবশ্যই, আর অত্যন্ত মূল্যবানও বটে।'

'তাহলে আমার ইচ্ছা, ওগুলো আপনি নিন; আর চিঠিটা আপনি নিজে নিউ ইয়র্ক সিটিতে নিয়ে গিয়ে ডেলিভারি দেবার ব্যবস্থা করুন।'

'চিঠিটা দিতে আমাকে নিজে যেতে হবে নিউ ইয়র্কে? কিন্তু ম্যাডাম, আমি যে নিউ ইয়র্ক শহরটা চিনিনা......... এমনকি আমি কখনো সেখানে ....'

'আমাকে দয়া করুন মঁসিয়ে নোটায়ার, ওই ব্যাগে অনেক স্বর্ণমুদ্রা আছে। আপনার অফিস থেকে পাঁচ সপ্তাহ অনুপস্থিত থাকলে আপনার যে আর্থিক ক্ষতি হবে, তা পূরণ করতে ওই স্বর্ণমুদ্রাগুলো কি যথেষ্ট নয়?'

'প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলেই আমি মনে করি। কিন্তু–.'

'শোনো বাছা, এবার ফাদার তাদের কথার মাঝে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, এই লোকটি যে এখনো জীবিত আছে, তুমি তো জানো না।'

'ওহো ফাদার, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে এখনো বেঁচে আছে। সব সময়ে সব বিপদ কাটিয়েই সে বেঁচে উঠবে।'

'কিন্তু তার ঠিকানা তো আমার জানা নেই। কোথায় গেলে তাকে পাওয়া যাবে ?'

'মঁসিয়ে ডুফোরকে জিগ্যেস করো। বিদেশে আগমনকারীদের রেকর্ড ঘেঁটে দেখো। তার নামটা খুবই অপ্রচলিত। হয়তো সেখানেই কোথাও সে লুকিয়ে আছে। সব সময় সে তার মুখটা লুকোবার জন্য মুখোশ পরে থাকে।'

'খুব ভালো কথা ম্যাডাম। আমি চেষ্টা করবো। আমি সেখানে গিয়ে তাকে খুঁজে বার করার জন্য চেষ্টা করবো । তবে সাফল্যের প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারবো না।'

'ধন্যবাদ। বলুন ফাদার, সিস্টারদের মধ্যে কেউ একজন কি একচামচ টিনচারের সাদা পাউডার আমাকে দিতে পারবে?'

'আমি যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে রয়েছি ততক্ষণ পর্যন্ত নয়। কিন্তু কেন ?'

'কি অদ্ভুত , আমার সব জ্বালা-যন্ত্রনা এখন উধাও। যন্ত্রনার হাত থেকে একি সুন্দর মুক্তি ! আমি কোনো দিকই দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু আমি যেন একটা সুড়ঙ্গ আর একটা খিলান দেখতে পাচ্ছি। একটু আগেও আমার সারা অঙ্গে যে যন্ত্রনা বেদনা ছিল তা আমাকে আর কষ্ট দিচ্ছে না । একটু আগেও যেখানে প্রচণ্ড ঠান্ডা ছিল, এখন সর্বত্র গরম হাওয়া যেন বইছে।'

'মঁসিয়ে অ্যাবে, আর দেরী করবেন না। উনি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।'

'ধন্যবাদ সিস্টার। আশাকরি আমি আমার কর্তব্যের কথা জানি।'

'আমি ওই খিলানের দিকে হেঁটে চলেছি, শেষ প্রান্তে একটা আলোর রেখা দেখতে পাচ্ছি। আর কি মিষ্টি সেই আলো। ওহো, লুসিয়েন, তুমি কি ওখানে? আমার প্রেম, আমি তোমার কাছে যাচ্ছি।'

'তাড়াতাড়ি করুন ফাদার।'

'বাছা, তোমার আত্মার মঙ্গল হোক। তোমার অন্তিম যাত্রাপথ যেন বাধামুক্ত হয়, সুখের হয়।'

'ধন্যবাদ ফাদার।'

এরিক মুলহেইমের গান

পেন্টহাউস স্যুইট, ই.এম. টাওয়ার, পার্ক রো, ম্যানহাটন, অক্টোবর, ১৯০৬

প্রতিদিন, সে গ্রীষ্মে হোক কিংবা শীতকালেই হোক বর্ষায় কিংবা সূর্যস্নাত দিনেই হোক, আমি তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে জেগে উঠি। পোষাক পরে আমি আমার কোয়ার্টার থেকে নিউ ইয়র্কের এই ছোট্ট স্কোয়ারে আকাশছোঁয়া বিল্ডিং-এর একেবারে সর্বোচ্চ তলায় উঠে যাই। স্কোয়ারের কোন দিকে আমি দাঁড়িয়ে আছি, সেটার ওপর নির্ভর করে, এখান থেকে আমি হাডসন নদী পেরিয়ে , নিউ জার্সির মুক্ত সবুজ ভুমির দিকে তাকাতে পারি। কিংবা উত্তরে এই বিহ্বলিত, আচম্বিত দ্বীপের মিডটাউন এবং আপটাউন শাখার দিকে, যা একদিকে প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তিতে ভরপুর, আবার অন্যদিকে অপচয়, দারিদ্র, কলঙ্ক ও অপরাধের আড্ডাখানা। আবার দক্ষিণে মুক্ত সমুদ্রের দিকে ইউরোপের পথে মুক্ত সমুদ্রের দিকে আমি যখন ভ্রমন করেছিলাম, এক অদ্ভুত তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার। কিংবা পূর্বে ব্রুকলিনের দিকে নদীটাকে সমুদ্রের মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে দেখেছি, আর সেটাই দেশের সীমান্ত রেখা, বড় খেয়ালী। ক্ষণে ক্ষণে সীমানা বদলে যায়, যার নাম কোনি দ্বীপ, আমার ধন সম্পদের মুল উৎস।

সাত সাতটা বছর এক বর্বর বাবার সন্ত্রাসের শাসনে এক দুর্বিষহ জীবন কাটাতে হয়েছে আমাকে, ন'বছর শৃঙ্খলিত অবস্থায় একটা খাঁচায় জন্তুর মতো থাকতে হয়েছে। এগারো বছর প্যারিস অপেরার নিচে ভূগর্ভে একটা ঘরে বন্দী হয়েছিলাম। আর বছর দশেক ধরে প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে নিজের বিবেককে জাগিয়ে তোলার পর এখানে এমন একটা সুন্দর জায়গায় এসে পৌঁছেছি। আমি জানি, এখন আমার প্রচুর ধন-সম্পদ আর আমি প্রবল পরাক্রমশালী, যা ক্রোসিয়াসের স্বপ্নকেও ছাড়িয়ে যায়। তাই আমি এই আঁকাবাঁকা শহরের দিকে তাকাতে গিয়ে ভাবি, আমি তোমাদেব, মনুষ্য জাতিকে কত না অবজ্ঞা করি, ঘৃণা করি।

দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা শেষে আমি ১৮৯৪ সালের প্রথম মাসে এখানে এসে পৌঁছই। এক এক সময় আটলান্টিক মহাসাগর কতই না ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল, প্রবল সামুদ্রিক ঝড় আর জলোচ্ছ্বাসে একসময় আমার জীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। এমনকি আমাদের জাহাজের অস্তিত্ব রক্ষা করা খুবই মুশকিল হয়ে পড়েছিল জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে। আমি আমার খাটে অসুস্থ হয়ে শুয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনতে থাকি। একজন সহৃদয় ব্যক্তি আমার জাহাজ ভাড়াটা আগে থেকেই মিটিয়ে দিয়েছিলেন, যাকে আমি কখনো চোখে দেখিনি। জাহাজের নাবিকরা আমার ওপর যে অকথ্য অত্যাচার আর অপমান করেছিল অসহ্য, তবু আমি মুখ বুজে সব সহ্য করে গেছি এই ভেবে যে, প্রতিবাদ করলে তারা আমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে

রাখতো । কারণ তারা জানতো আমি তাদের কি পরিমান ঘৃণা করি। একবার ক্ষেপে গেলে আমি তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে বসতে পারি। সমুদ্রের সেই তাণ্ডবলীলা চললো একটানা চার সপ্তাহ ধরে, তারপর জানুয়ারীর শেষে এক তিক্ত রাত্রে সমুদ্র শান্ত হয়ে গেল, এবং আমরা তখন ম্যানহাটন দ্বীপের দক্ষিণে পাড়ি দেওয়ার পথে নোঙর ফেলতে থাকি।

কোথায় এলাম, আমি কিছুই জানতাম না, তবে এটুকু জেনেছিলাম, আমরা কোনো এক জায়গায় এসে পৌঁছেছি। তবে নাবিকদের নিজেদের মধ্যে কর্কশ গলায় বলতে শুনলাম, এরপর আমাদের ইষ্ট রিভার এবং বন্দর পর্যন্ত যেতে হবে কাস্টমস ইন্সপেকশনের জন্য। আর তখনি আমি জানতে পারলাম, তাদের কাছে আমার পরিচিতি আবার প্রকাশ হয়ে পড়বে, তারা তখন আমার উপর অকথ্য অত্যাচার চালাবে, বিদেশী বলে সেখানে আমার প্রবেশের অধিকার বাতিল হয়ে যাবে এবং আমাকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে ফেরত পাঠানো হবে।

মাঝরাতে যখন মাতাল নাইটওয়াচম্যান সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তখন আমি একটা দুঃসাহসিক কাজ করে বসলাম। ডেক থেকে একটা লাইফ বেল্ট সংগ্রহ করে জাহাজের একেবারে এক কিনারায় চলে গেলাম। আমাব চোখের সামনে রাতের রহস্যময় বরফ-সমুদ্র ভেসে এল। পিচ কালো অন্ধকারে মৃদু আলোর রেখা আমি দেখতে পেলাম দুরে। কিন্তু কত দুরে ঠিক ঠাওর করতে পারলাম না। তবে আমি আমার জীবনকে তুচ্ছ করে লাইফ বেল্টের ভরসায় বরফ-শীতল জলে নিজেকে ভাসিয়ে দিলাম অতঃপর। ভেসে চললাম সেই মুক্ত আলোক মালার দিকে। ঘন্টাখানেক বাদে একটা বীচে এসে উঠলাম। চারিদিকে ধূ-ধূ বালি আর হিমায়িত ঠাণ্ডায় আমার শরীরটা তখন জমে যাওয়ার উপক্রম হলো। ঠক ঠক করে কাঁপছিলাম। জায়গাটা যে কোথায় তখনো জানতে পারিনি, তবে নতুন পৃথিবীতে আমার প্রথম পদার্পণ হল গ্রেভসেন্ড উপসাগরের বীচে, কোনি দ্বীপে।

বীচের একেবারে ওপরে কয়েকটা জীর্ণ কুটিরের জানালা চুঁইয়ে পড়া প্রদীপের আলো দেখতে পাচ্ছিলাম। সেখানে গিয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে দেখলাম সারিবদ্ধ ভাবে অনেকগুলো লোক গাদাগাদি হয়ে সদ্য ধরা মাছের আঁশ ছাড়াচ্ছে। আর একটা দৃশ্য আমার চোখে পড়েছিল তখন, দেখি সারি সারি জীর্ণ কুটিরগুলো যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে একটা উন্মুক্ত জমি পড়ে রয়েছে, সেখানে তেমনি কয়েকজন জরাজীর্ণ লোক জমায়েত হয়ে আগুন জ্বেলে তার চার পাশে ঘিরে বসে তাদের হিমশীতল দেহ গরম করে নিতে ব্যস্ত। এদিকে প্রচন্ড ঠান্ডায় আমিও তখন প্রায় অর্ধমৃত, আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম আমারও তখন আগুনের তাপ দরকার, তা না হলে সেই ঠাণ্ডায় রক্ত জমে গিয়ে মৃত্যু আমার অনিবার্য। সেই আগুনের শিখা অনুসরণ করে আমি এগিয়ে গেলাম সেদিকে, কাছে গিয়ে আগুনের হলকা অনুভব করলাম । লোকগুলোর দিকে তাকালাম। আমার মুখোশটা আমার পোষাকের মধ্যে রেখে দিয়েছিলাম, আমার এই ভয়ঙ্কর মাথা আর মুখটা আগুনের শিখায় জ্বল-জ্বল করছিল। তারা হঠাৎ আমার এমন কদাকার মুখ দেখে আমার দিকে ফিরে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল। আমি জীবনে খুবই কম হেসেছি, তার কোনো কারণ নেই। কিন্তু সেদিন সেই ভোরের আগে

শেষরাতে কনকনে ঠাণ্ডায় আগুনের উত্তাপে একটু আরাম পাওয়ার সম্ভাবনা দেখে মনে মনে হাসলাম। তারা এবার আমার দিকে ভালো করে তাকালো .....এবং ভ্রুক্ষেপই করলো না। যে কারণেই হোক তারা সবাই বিকলাঙ্গ। রাতের অন্ধকারে গ্রেভসেন্ড উপসাগরের তীরে এইসব জরাজীর্ণ মানুষগুলোর জীবনযাত্রার তীক্ষ্ণ ছবি দেখার সুযোগ পেলাম। প্রচন্ড শীতের রাতে জেগে থেকে একদল না খেতে পাওয়া মানুষ মাছের আঁশ ছাড়িয়ে বাজারে বিক্রীর উপযুক্ত করে তুলছে, অন্যদিকে জেলেরা তখন কেমন আরামে সুখনিদ্রায় মগ্ন।

তারা আমার মতোই হতভাগা, তাই তারা আমাকে আগুনের তাপ নিতে দিল, এবং তাদের আগুনে আমার শীতল শরীরটাকে গরম করতে দিল। এক সময় তারা জানতে চাইল, আমি কোত্থেকে আসছি, যদিও স্পষ্টতই তারা দেখছিল আমি সমুদ্র থেকে উঠে আসছি। ইংলিশ অপেরার বই পড়ে এই ভাষার কিছু কিছু শব্দের অর্থ আমি শিখেছিলাম। তার সাহায্যেই উত্তরে আমি তাদের বললাম, ফ্রান্স থেকে পালিয়ে আসছি। তাদের সঙ্গে আমার কোনো তফাৎ নেই, কোথাও না কোথাও থেকে তারাও পালিয়ে এসেছে, এবং এখানকার সমাজের সঙ্গে সমঝোতা করে এই বালুচরে ডেরা বেঁধে রয়েছে। তারা আমাকে ফেঞ্চি নামে সম্বোধন করলো, আর তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে থাকতে দিল তাদের জীর্ণ কুটিরে, রাতে তাদের কাজের সাথী হয়ে শেষ রাতে মাছধরা জালের ওপর মাথা রেখে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া, প্রায়ই ঠান্ডায় কষ্ট পেতে হতো, ক্ষুধায় পেটে জ্বালা ধরতো। সে যাইহোক, কঠোর আইনের শাসন, শৃঙ্খলিত অবস্থায় জেলবন্দী হয়ে থাকার চেয়ে এ অনেক ভালো, এ ভাবেই নিজের মনকে সান্ত্বনা দিই তখন।

বসন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই আমি বুঝতে শিখলাম, কোনি দ্বীপের অবশিষ্টাংশ জেলে পাড়ার লোকেরা কেন অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আমি আবার এও জানতে পারি, সারা দ্বীপটায় আইন বলতে কিছু নেই, সেখানকার বাসিন্দাদের আইন-মাফিকই সবাই ওঠা-বসা করে। সেই আইন না মানার আইন অদূরে সরু প্রণালী পেরিয়ে ব্রুকলিন শহরে তখনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। আধা-রাজনীতিবিদ এবং আধা দুর্বৃত্ত জন ম্যাকেনের অপশাসন কায়েম হয়েছিল সেখানে, তবে সম্প্রতি তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু সে চলে গেলেও তার কিংবদন্তী তখনো চালু ছিল এই ক্ষ্যাপা দ্বীপে, অবাধে হাস্য- কৌতুকের মেলা, ব্রথেলের ব্যবসা, অপরাধ, অনৈতিক কাজকর্ম এবং চটুল ফুর্তির ব্যবসা বেশ রমরমা ভাবেই চলছিল। এই সব দুর্বৃত্তদের শেষ লক্ষ্য ছিল নিউ ইয়র্কের মধ্যবিত্ত সমাজের লোকজন যারা প্রতি উইকএন্ডে এখানে বেড়াতে আসে, আর ফেরে সর্বস্বান্ত হয়ে। এই সব দুর্বৃত্তরা তাদের মনোরঞ্জনের জন্য অঢেল ফুর্তি এবং ব্রথেলে গা ভাসিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিল, সুন্দরী নারীদেহের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের সমস্ত অর্থ সৌভাগ্য ছিনিয়ে নিত। সাময়িক তৃপ্তির আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠতে গিয়ে তারা একবার ভেবে দেখতো না, সেখানে তারা তাদের সৌভাগ্য কিভাবে হারিয়ে ফেলছে।

বাকীরা যারা সমাজচ্যুত নয়, যারা ভালোভাবে বাঁচতে চায়, যারা দিবারাত্র মাছের জাল ছাড়িয়ে কোনোরকমে জীবনধারনের একটা সৎ পথ বেছে নিয়েছে, যারা নিজেদের

বোকামোর জন্য কখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না, ততোধিক বিত্তবানদের মতো সুখে স্বাচ্ছন্দে বসবাস করতে পারবে না আমি তাদের দলে নেই। কিন্তু এখানে এই সব জীর্ণ কুটিরে ততোধিক জরাজীর্ণ আধ-পেটা খাওয়া মানুষের সঙ্গে দিনের পর দিন কাটালে আমার এই দুর্ভাগ্য কখনোই বদলাতে পারে না। তবে আমি এও জানি যে, আমার বোধশক্তি আর উদ্ভাবনী ক্ষমতা দিয়ে কি করে এই সব জীর্ণ কুটির থেকে বেড়িয়ে পড়া যায়। এবং সস্তায় মানুষের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা যায়, ভাগ্য ফেরানো যায়। হয়তো সেসব কুরুচিপূর্ণ হতে পারে। কিন্তু তাতে কি এসে যায় আমার ? ওদের মতো মোটা মোটা টাকার সন্ধান করাই আমার লক্ষ্য, অত সব ন্যায়-নীতি আঁকড়ে পড়ে থাকলে কোনোদিনই বিত্তবানদের সঙ্গে টেক্কা দেওয়া সম্ভব নয়। তখন সেই দ্বীপে নতুন নতুন বিনোদন পার্ক গজিয়ে উঠছিলো, আমাকেও তার অংশীদার হতে হবে। কিন্তু কি ভাবে? প্রথমে রাতের অন্ধকার নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল আমাকে। তারপর সবার অলক্ষ্যে নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে শহরে পাড়ি দিয়ে প্রথমে ধোবিখানা এবং বীচসংলগ্ন খালি কটেজ থেকে কয়েক সেট পোষাক চুরি করলাম। এরপর আমার কাজ হল একটা কুটির বানানো। তাই একটা নির্মীয়মান বিল্ডিং সাইট থেকে প্রয়োজনীয় কতকগুলো কাঠের তক্তা সংগ্রহ করলাম। কিন্তু আমার একটা বড অসুবিধা হল, এই বিকৃত মুখমণ্ডলের জন্য পাছে কেউ দেখে ফেলে সেই আশঙ্কায় দিনের বেলা চলাফেরা করতে পারতাম না। যে সমাজে আইন বলতে কিছু নেই, যেখানে ভ্রমনার্থীরা উইকএন্ডে বেড়াতে এসে নির্বিচার লুণ্ঠিত হয়, সেখানে আমার মত অসহায়ের নিরাপত্তা কোথায়?

এই সময় একজন নবাগত আমাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে এল। বয়স তার বড় জোর সতেরো। আমার থেকে দশ বছর কম। কিন্তু বয়সের তুলনায় তাকে আমার চেয়ে বেশী বয়স্ক দেখায়। অন্যদের মতো তার দেহে কোনো ক্ষত চিহ্ন ছিল না আর বিকলাঙ্গও নয়। বিষণ্ণমুখ, ভাবলেশহীন কালো কালো দুটি চোখ। সে এসেছিল মালটা থেকে, শিক্ষিত, সেখানে তার শিক্ষা ক্যাথলিক ফাদারদের কাছ থেকে। অনর্গল ইংরাজি বলতে পারে সে, লাতিন ও গ্রীক ভাষাও তার বেশ ভালোই জানা ছিল। কিন্তু যাজকদের সীমাহীন অত্যাচারে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়ে এখানে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল সে। রান্নাঘর থেকে একটা ছুরি নিয়ে সে তার শিক্ষকের বুকে বিঁধিয়ে দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়। এখানে আসার পথে প্রথমে মালটা থেকে বারবেরি উপকূলে পালিয়ে যায়, সেখানে কিছুদিন একটা সমকামীর বাড়িতে কামলালসার তৃপ্তিদানকারী -বয় হিসেবে কাজ করে। তারপর সেখান থেকেও পালিয়ে সবার অগোচরে নিউ ইয়র্কগামী একটা জাহাজে চেপে বসে বিনা ভাড়ায় পাড়ি দেবার জন্য। কিন্তু একজন পলাতক আসামী হিসেবে ফেরার, তাকে কেউ ধরিয়ে দিতে পারলে মোটা টাকার পুরস্কার দেওয়া হবে। যাইহোক কোনো রকমে সীমান্ত লঙ্ঘনের অপরাধ এড়িয়ে গিয়ে কিছুদিন ইলিস দ্বীপে আত্মগোপন করে থাকার পর গ্রেভসেন্ড উপসাগরের উপর দিয়ে ভেসে আসে।

এরকমই একটি সাহসী যুবককে আমি খুঁজছিলাম যে আমার দিনের বেলার কাজ

করে দিতে পারবে, তবে আমার উদ্ভাবনী দক্ষতা ও ক্ষমতা সদ্ব্যবহার করার পথটা তার জানা দরকার, তা না হলে কি করেই বা আমাদের এখান থেকে বার করে নিয়ে যাবে সে? সব কাজেই আমার অধীনস্থ প্রতিনিধি হয়ে গেল সে, এবং আমরা একসাথে সেই মাছের আড়ৎ থেকে নিউ ইয়র্কের প্রায় অর্ধেক কি তারও বেশী সম্পদ ও ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠলাম। আমি তাকে কেবল ডারিয়াস হিসেবেই জানি। কিন্তু যদি আমি তাকে শেখাই, সেও আমাকে পাল্টা শিক্ষা দেবে, সে আমার যতসব পুরোনো আর বোকা বোকা বিশ্বাসগুলোকে বদলে দিয়ে এক এবং কেবল সত্যিকারের ঈশ্বর মহান প্রভুকে আরাধনা করতে শেখাবে, যিনি আমাকে কখনো নিচে নামাননি।

সত্যি স্বীকার করতেই হয়, ঈশ্বরের কি করুনা ! দিনের বেলায় আমার চলাফেরার সমস্যাটা কত সহজেই না সমাধান হয়ে গেল। ১৮৯৪ সালের মাছের ছাল বা আঁশ কেটে পরিস্কার করার কাজে যে সামান্য অর্থ আমি পেয়েছিলাম তা থেকে কৃপণের মত সঞ্চয় করে ১৮৯৪ সালের গ্রীষ্মে একজন কারিগর গাছের রস থেকে তৈরী এমন একটা অদ্ভুত মুখোশ তৈরী করে দিয়েছিল যা আমার চোখদুটো আর মাথা ছাড়া সারা মুখটা ঢেকে দিয়েছিল। মুখোশটা পরে আমি তখন গেঁয়ো লোকের মত দেখতে হয়ে যাই। পরনে ব্যাগি জ্যাকেট এবং প্যান্টালুন । তখন দিনের বেলায় রাস্তায় হেঁটে চললেও আমাকে সন্দেহ করার কিছু ছিল না, মুখোশের আড়ালে আমার বিকৃত মুখটা সম্পূর্ণ ভাবে ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো। এমনকি পথচারীরা এবং বাচ্চারা আমার সেই অদ্ভুত চেহারা দেখে হাত নেড়ে আমাকে সম্ভাষণ জানাতো, হাসতো। তখন গেঁয়ো লোকের সাজটা যেন আমার দিনের আলোয় সহজ ভাবে চলাফেরা করার একটা পার্সপোর্ট এনে দিয়েছিল। আমি যে তখন কতগুলো কেলেঙ্কারি আর ছলচাতুরী আবিষ্কার করেছিলাম, আজ আর তা মনে নেই।

সহজ সরলভাব প্রায়শই ভালো হতে দেখা যায়। একদিন আমি আবিষ্কার করলাম, প্রতি উইকএণ্ডে ভ্রমনার্থীরা কোনি দ্বীপ থেকে ২,৫০,০০০ পোষ্টকার্ড ডাকে পাঠায় তাদের আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের কাছে। সবার মধ্যে স্ট্যাম্প কেনার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যেতো। তাই আমি এক সেন্টের পোষ্টকার্ড কিনে তার উপর "পোস্টেজ পেড" শব্দের স্ট্যাম্প মেরে দিতাম এবং সেগুলো দুসেন্টে বিক্রী করতাম। ভ্রমনার্থীরা খুশি। কিন্তু তারা জানতো না পোস্টেজের জন্য কোনো দাম দিতে হত না, ফ্রী ছিল। কিন্তু আমাকে তখন যেন টাকার নেশায় পেয়ে বসেছিল। টাকা, আরো টাকা চাই আমার। তবে বছর দেড়েকের মধ্যে আমাকে কেবল একবারই এর বিরুদ্ধ ফল ভোগ করতে হয়েছিল । এক রাতে কুটিরে ফেরার সময় চারজন দুর্বৃত্তের খপ্পরে পড়ে যাই, আমার হাতে ছিল ডলার ভর্তি একটি ব্যাগ। তাদের হাতে ছিলো আগ্নেয়াস্ত্র। তারা যদি কেবল আমার টাকাটা ছিনতাই করে নিত, সেটা খারপ হলেও জীবনহানির আশঙ্কা থাকতো না। কিন্তু তারা আমার গেঁয়ো মানুষের মুখোশটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়ে আমার বিকৃত মুখটা দেখে ফেলে। এবং তারা তখন আমাকে এমন পেটায় যে, আমার তখন আধমরা হওয়ার অবস্থা।

প্রায় একমাস শয্যাশায়ী থাকার পর তবে আমি হাঁটাচলার ক্ষমতা আবার ফিরে পাই।

তারপর থেকে আমি সঙ্গে একটা ছোট পিস্তল রাখতে শুরু করি। আমি শপথ নিয়ে বলতে পারি যে, এরপর কেউ আমাকে আঘাত করা দুরে থাক আমাকে স্পর্শ করার সাহস পর্যন্ত পাবে না।

শীতের সময় পল বয়টন নামে একটি লোকের নাম শুনতে পাই। সারা মরশুমের উপযোগী একটা ঘেরা বিনোদন পার্ক খুলতে চায় সে সেই দ্বীপের মধ্যে। আমি তখন ডারিয়াসকে নির্দেশ দিই, লোকটার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করার জন্য। তার কাছে নিজেকে পরিচয় দিতে হবে, সদ্য ইউরোপ থেকে আসা একজন দক্ষ ডিজাইনিং ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে। তাতে কাজ হলো। বয়টন তার নতুন এন্টারপ্রাইজের জন্যে এক নাগাড়ে ছ'রকমের বিনোদনের ব্যবস্থা করে। অবশ্যই আমি সেই সব বিনোদন ব্যবস্থার ডিজাইন করে দিই। তবে আজ বলতে দ্বিধা নেই যে, এসব কাজে আমি প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছিলাম। যেমন চোখের দৃষ্টি দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা, দৃষ্টি সম্মোহন যাকে বলে। আর আমার কারিগরী দক্ষতার গুনে ভ্রমনার্থীদের মধ্যে ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে একটা গভীর আবেগ সৃষ্টি করেছিলাম। এসবই তাদের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিল। ১৯৯৫ সালে বয়টন সি লিয়ন পার্কের উদ্বোধন করে এবং ঠাসা ভিড় উপছে পড়ে সেখানে।

বয়টন ডারিয়াসকে তার আবিষ্কারের দাম দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি তাকে থামিয়ে দিই। তার বদলে আমি তার সমস্ত আয়ের ডলার প্রতি দশ সেন্ট দাবি করি। আর এই চুক্তি দশ বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। বয়টন তার সমস্ত অর্থ এই ফানফেয়ারে ঢেলে ছিল, কিন্তু পরে ঋণ গ্রস্ত হয়ে পড়ে, প্রথম দিকে অবশ্য মাসখানেকের মধ্যে ডারিয়াসের পরিচালনায় এই সব বিনোদনমুলক খেলা দেখানোর খেলায় সপ্তাহে একশো ডলার আমাদের ভাগে আসে। কিন্ত তখনো আরো অনেক বেশী অর্থের সমাগম হওয়ার দরকার ছিল।

ওদিকে রাজনৈতিক নেতা ম্যাকেনের উত্তরাধিকার হয় লাল চুলের জর্জ টিলইউ, যার কাজ ছিল আগুন জ্বালানো। সেও এমনি একটি বিনোদন পার্ক খুলতে চায় রাতারাতি বিত্তবান হয়ে ওঠার জন্যে, আমি অলক্ষ্যে তার মনের ইচ্ছা পূরণ করার ভার নিই। এর ফলে বয়টনের ক্ষোভ হওয়া সত্বেও, যার এ ব্যাপারে কিছুই করার ছিল না, আমি তখন টিলইউ-এর প্রতিষ্ঠানের জন্যে আরো বেশী উদ্ভাবনী দক্ষতা দিয়ে আরো ভালো ডিজাইনের নতুন নতুন খেলা সৃষ্টি করলাম। একাজে আমার ভাগের লাভের অংশে বিশেষ সুবিধে দেবার চুক্তি হল। টিলইউ-এর স্টীপ্‌লচেজ পার্কের উদ্বোধন হয় ১৮৯৭ সালে। এবং এর থেকে আমাদের প্রতিদিন হাজার ডলার আয় হতে থাকে। আমি তখন ম্যানহাটন বীচের কাছে একটা চমৎকার বাংলো কিনে চলে যাই। প্রতিবেশী বলতে নামমাত্র, বেশীরভাগ উইকএন্ডে ভীড় করে থাকে। আমার তখন বেশ সুসময় চলছে। গেঁয়ো লোকের কস্টিউম পরে স্বাধীনভাবে অনায়াসে ঘোরাফেরা করতে পারছিলাম দুটি বিনোদন পার্কের ভ্রমনার্থীদের মধ্যে তাদের সন্দেহের বাইরে থেকে।

কোনি দ্বীপে প্রায়ই বক্সিং টুর্নামেন্টের আয়োজন হতো, আর এই টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করেই কোটিপতিরা জুয়া খেলতো। সেই সময় সবেমাত্র নতুন রেলপথ চালু হয়েছিল

ব্রুকলিন ব্রীজ থেকে ম্যানহাটন বীচ হোটেল পর্যন্ত। জুয়াড়ীরা সেই ট্রেনেই চেপে আসতো কোনি দ্বীপে। আমি নজর রাখছিলাম, কিন্তু যেহেতু বেশীরভাগ লড়াই আগে থেকে কে জিতবে নির্ধারিত হয়ে থাকতো,তাই আমি জুয়াখেলায় অংশগ্রহণ করতাম না। তাছাড়া সারা নিউ ইয়র্ক এবং ব্রুকলিনে জুয়াখেলা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু অপরাধীদের স্বর্গরাজ্যএবং শেষ পীঠস্থান এই কোনি দ্বীপে, বুকমেকার হিসেবে প্রচুর অর্থের হাত বদল হতো। ১৮৯৯ সালে জিম জেফরিজ বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ান হওয়ার জন্য বব ফিজসিমনসকে কোনি দ্বীপে লড়বার জন্য চ্যালেঞ্জ জানায়। আমাদের যৌথ ভাগ্যান্বেষণে তখন আড়াই লক্ষ ডলার সঞ্চয় হয়েছিল। আমি তখন এই অর্থ সম্পূর্ণভাবে চ্যালেঞ্জার জেফরিজের ওপর খাটাবার কথা ভাবলাম। আমার প্রস্তাব শুনে ডারিয়াস তো প্রায় পাগলের মতো ক্ষেপে উঠলো। আমি যতক্ষণ না আমার মতলবের কথা তার কাছে ব্যাখ্যা করলাম, আমাকে পাত্তাই দিতে চায় নি। তাকে একটু শান্ত করে আমি তখন এ খেলায় আমাব আসল খেলার কথা বললাম এইভাবে ঃ

আমি লক্ষ্য করেছি দুটো রাউন্ডের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই ফাইটার প্রায় সব সময়েই বিশুদ্ধ জলের বোতল থেকে জলপান করে থাকে, কখনো থু করে জল বাইরে ফেলে দেয় না, সব সময়েই গলাধঃকরণ করে থাকে। আমার নির্দেশ মতো ডারিয়াস একজন সাংবাদিকের ছদ্মবেশে ফিজসিমনসের জায়গায় পৌঁছে যায়। আর তারপর তার কাজটা খুবই সহজ ছিল, সবার অলক্ষ্যে চকিতে তার জলের বোতলে ক্লান্তি নাশক ঔষুধ মিশিয়ে দেয়, যাতে করে পরবর্তী রাউন্ড শুরু হওয়ার আগে সে সেই জল খেয়ে ঝিমিয়ে পড়ে। এরপর সেই লড়াইয়ে যা হওয়ার তাই হলো। ফিজসিমনসের অবসাদগ্রস্তের সুযোগ নিয়ে জেফরিজ তাকে নকআউট করে দেয়। তার এই জয়ের সুবাদে, আমরা বাজীতে জেতার এক মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করে নিই। পরে সে বছরেই কোনি অ্যাথলেটিক ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত বক্সিং-এর লড়াই-এ জেফরিজ সেলর টম শারকির বিরুদ্ধে আবার চ্যাম্পিয়ানের খেতাব অর্জন করে। বেচারা শারকি! দুঃখ করলে চলে না। এরই নাম জুয়াখেলা। জেফরিজের সেই জয়লাভের সুবাদে আমরা দুই মিলিয়ন ডলার লাভ করি. এরপরেই আমার মনে হল আর নয়, এবার এই দ্বীপ থেকে সরে পড়তে হবে, নতুন ব্যবসার ধান্দা করতে হবে, কারণ বেশ কিছু দিন থেকেই লক্ষ্য করছিলাম, কোনি দ্বীপে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে, আর তখন সেখানে এমনি ছন্নছাড়া ভাব যে, টাকা রোজগারের জন্য অনেক বেশী বেআইনি কারবার গজিয়ে উঠছে। এ খবর নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের । তবু তা সত্ত্বেও কোনি দ্বীপে একটা শেষ দাঁও মারতে হবে, দুজন কর্মতৎপর প্রতারক, ফ্রেডারিক থমসন আর স্কিপ ডান্ডি তখন অনেক বড় একটা তৃতীয় বিনোদন পার্ক খুলতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। প্রথমজন একজন মদ্যপ ইঞ্জিনিয়ার এবং অপরজন মুলধন বিনিয়োগকারী। তারা তখন রাতারাতি টাকা জমানোর জন্য এতই উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল যে, তাদের ব্যাঙ্কে যে টাকা জমা ছিল তা তাদের প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম। তাদের এই অর্থাভাবের সুযোগ নিতে চাইলাম, ডারিয়াসকে নির্দেশ দিলাম, অর্থ ঋণ দেওয়ার জন্য একটা "শেল" কোম্পানি খুলতে।

একটি লোন কর্পোরেশন। পরিবর্তে ই.এম. কর্পোরেশন এক দশক ধরে লুনা পার্কের বিনিময়ে মোট অর্থ বিনিয়োগের ওপর শতকরা দশভাগ সুদ দাবী করলো। আর আমাদের লোন কর্পোরেশনের শর্ত বিনা সুদে টাকা ধার দেওয়া। তারা তখন এক কথায় আমাদের শর্তে রাজী হয়ে গেল। তাদের কোনো পছন্দ বলতে কিছুই ছিল না। আগের উদ্যোক্তরা দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার দরুন পার্কটা অর্ধ-সমাপ্ত অবস্থায় পড়েছিল। যাইহোক আমাদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে তারা লুনা পার্কটার অসমাপ্ত কাজ শেষ করে ১৯০৩ সালের ২রা মে উদ্বোধন করলো। সেদিন সকাল দশটায় থমসন এবং ডান্ডি যেখানে দেউলিয়া ছিল, সেদিনই সূর্যাস্তের ঠিক পরে পরেই তারা তাদের সব ঋণ পরিশোধ করে দেয়। প্রথম চারমাসের মধ্যে লুনা পার্ক থেকে মোট আয় হয় পাঁচ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ এক মাসে এক মিলিয়ন ডলারের থেকে বেশী আয় এবং তখনো তাদের এই বিপুল আয়ের ধারা অব্যাহত ছিল। আর তখনই আমরা ম্যানহাটন থেকে সরে আসি তাদের কাছ থেকে মোটা টাকা মুনাফা করে।

তারপর থেকে আমি অত্যাধুনিক সুসজ্জিত ব্রাউন স্টোন হাউসের ভেতরে থেকে বেশীরভাগ সময় কাটাতে থাকি। এর ফলে তখন গেঁয়ো লোকের মুখোশের আর প্রয়োজন ছিল না আর আমার হয়ে ডারিয়াস স্টক এক্সচেঞ্জে যোগ দেয়। আমি তাকে সময় সময় নতুন নতুন শেয়ার ইস্যুর খবরাখবর যোগান দিতে থাকি। এই বিস্ময়কর দেশে সব কিছুর কেনা বেচা যে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, অচিরেই সেটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আর এও বুঝলাম, নতুন নতুন ভাবধারায় প্রোজেক্টগুলি যদি দক্ষতার সঙ্গে উন্নীত করা হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তার শেয়ার বাজারে বিক্রী হতে বাধ্য। দেশে তখন অর্থনীতি উত্তোরত্তর ক্রমশই বেড়ে চলছিল, ব্যবসার জোয়ার তখন পশ্চিমাভিমুখী। প্রতিটি নতুন নতুন ইন্ডাস্ট্রিতে কাঁচা মালের চাহিদা ছিল। কাঁচা মালের আমদানি এবং তৈরী জিনিসের রপ্তানির জন্যে প্রয়োজন ছিল, জাহাজ ও রেলপথের সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা।

বেশ কয়েক বছর ধরে আমি কোনি দ্বীপে ছিলাম, দেখেছি পূর্ব ও পশ্চিমপ্রান্তে লক্ষ্য লক্ষ্য বিদেশীদের ঢল নেমেছে। আমার টেরেসের ঠিক নিচেই লোয়ার ইস্ট সাইড, এখন সেদিকে তাকালেই সব কিছু দেখতে পাই, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি লোক তাদের দারিদ্রতার সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে যাচ্ছে, আর সেই সংগ্রামের অনিবার্য পরিনাম হচ্ছে সংঘর্ষ, অনৈতিকতা এবং অপরাধ প্রবণতার প্রকাশ। অথচ মাত্র এক কি দু'মাইল আগেই রয়েছে উচ্চবিত্তবানদের প্রাসাদোপম ম্যানসন, তাদের কোচ এবং প্রিয় অপেরা।

১৯০৩ সালে কিছু আকস্মিক দুর্ঘটনার পর আমি স্টক মার্কেটে জটিলতা সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করি এবং বিশাল শিল্পপতিরা, যেমন পিয়ারপন্ট মর্গান কি ভাবে তাদের সৌভাগ্যের চূড়ায় আরোহন করলো, সেই রহস্যটা খুঁজে বার করলাম।

ওদের মতো আমিও আমার ব্যবসা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগী হলাম। যেমন ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ায় কয়লা, পিটার্সবার্গে স্টিল, টেক্সাসে রেলপথ, বাল্টিমোর হয়ে সাভানা থেকে বোস্টনে জাহাজ পথ, নিউ মেক্সিকোয় রুপো, আর সারা ম্যানহাটন দ্বীপে বিষয় সম্পত্তি ইত্যাদি ব্যবসাগুলোর মাধ্যমে আমি আমার সৌভাগ্যের সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠতে

চাই। কিন্তু তাদের চেয়েও আমি আরো ভালো এবং কর্মঠ ব্যবসায়ীতে পরিণত হলাম। আর এসবই সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র একনিষ্টভাবে সত্যিকারের ঈশ্বরের আরাধনা করে। যার পথ আমাকে দেখিয়েছিল ডারিয়াস। এর জন্য স্বর্ণদেবতা মামনের কাছে কোনো ক্ষমা নেই, কোনো দাতব্য নেই, করুণা নেই, নেই কোনো সন্দেহ সংকোচ কিংবা দ্বিধা। সেখানে কোনো আলো নেই, কোনো অনিশ্চিত ভবিষ্যতের স্থান নেই, নেই কোনো স্থান নিঃস্ব কপর্দকশুন্য চরম দুর্দশাগ্রস্ত বা হতভাগ্য ব্যক্তির। সেখানে দরকার এমন একজন কঠোর প্রকৃতির ব্যক্তি, যে কিনা দামী ধাতুর সামান্য কিছু পেয়েই আহ্লাদে আটখানা হয়ে যায়না, যার চাহিদা অনেক, অনেক বেশী, তাল তাল সোনা সে পেতে চায় তার হাতের মুঠোয়, তাতেই তার আনন্দ, তাতেই সে বিশাল বিশাল ব্যবসায়ীদের ওপর প্রভুত্ব করার সুযোগ করে নিতে পারবে। তাল তাল সোনাই দেয় সম্পদের ক্ষমতা। আর সেই ক্ষমতা বলে এমনকি একটা মহৎ বিশ্বজয়ের কালচক্রে অনেক অনেক বেশী সোনার খনির আবিষ্কার করতে পারবে।

এসব কিছুতেই এখন আমি ডারিয়াসের প্রভু এবং অনেক উঁচু আসনে অধিষ্ঠানরত। আর থাকবোও চিরদিন। সব কিছুতেই একজন থাকবে পৃথিবীতে, সে আমি, আর কেউ নয়। এই গ্রহে এমন একজন ঠান্ডা নরম প্রভৃতির কিংবা আরো নিষ্ঠুর ব্যক্তি বোধহয় সৃষ্টি হয়নি এর আগে কখনো। মৃত আত্মার একটি জীব কি কখনো হাঁটা চলা করতে পারে? এক্ষেত্রে আমার কাছ থেকে সে অনেক, অনেক দুরে, যেখানে হয়তো আমি কখনো পৌঁছতে পারবো না। তবু বলবো তার একটা দুর্বলতা আছে। স্রেফ একটি। একদা একটি নির্দিষ্ট রাত্রে, তার কচ্চিৎ অনুপস্থিতিতে কৌতুহলী হয়ে আমি তাকে অনুসরণ করি। মুরিশ সম্প্রদায়ের একটি গুহায় গিয়ে সে হাজির হয় এবং যতক্ষণ না সে অবসন্ন হয়ে পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত একনাগাড়ে সিদ্ধি বা ভাং জাতীয় নেশার দ্রব্য খেতে থাকে। মনে হল এটাই তার একমাত্র ত্রুটি বা দুর্বলতা। আমি একবার ভেবেছিলাম সে আমার বন্ধু হতে পারে, কিন্তু আমি অনেক পরে জানতে পারি আমার আগেই তার আর এক বন্ধু জুটে গেছলো। সে তার স্বর্ণতৃষ্ণা মেটাতে রাতের পর রাত, দিনের পর দিন কাটাচ্ছে, এবং আমার সঙ্গেই থাকছে সে, বলা বাহুল্য আমার প্রতি বিশ্বস্তও সে একটাই কারণে এই যে, সেটার সীমাহীন পরিমানের পথ প্রশস্ত করে দিতে পারি, যাতে তার তাল তাল স্বর্ণপ্রাপ্তি ঘটে।

১৯০৩ সালে নিউ ইয়র্কে পার্করোয় একটা খালি প্লটে ই.এম. টাওয়ার সর্বোচ্চ আকাশছোঁয়া বিল্ডিং নির্মানের কাজে হাত দেওয়ার মতো আমার যথেষ্ট সঙ্গতি ছিল। ১৯০৪ সালে সেটার নির্মান পর্বের ইতি পড়ে। স্টীল, কংক্রিট গ্রানাইট এবং কাচের তৈরী চল্লিশ তলা বিল্ডিং। আর সত্যিকারের সৌন্দর্য হলো, আমার নিচে সাইত্রিশটি তলা ভাড়া দেওয়া হয়। এবং এ বাবদ আমি যে অর্থ চেয়েছিলাম তা সেই বিল্ডিং-এর মূল্যের দ্বিগুণ। আটত্রিশতম তলাটা কর্পোরেশনের কর্মচারীদের জন্য বরাদ্দ করা হয়। মার্কেটের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ফোন এবং টিকার টেপের ব্যবস্থা ছিল। তার উপরের তলাটা অর্ধেকটা ডারিয়াসের জন্য সংরক্ষিত এবং বাকি অর্ধেক কর্পোরেটরের বোর্ডরুম। বাকী রইল শেষতলাটা অর্থাৎ চল্লিশতম তলাটা আমার নিজস্ব পেন্ট হাউস যার আপার টেরেস থেকে নিচের এবং চার

পাশের সব কিছু দেখতে পাই, তবে বাইরের কেউ কিন্তু আমাকে দেখতে পায় না।

অতএব...... আমার চাকা লাগানো খাঁচা, আমার অস্পষ্ট ভূগর্ভস্থ ঘরটা যেন আকাশে শিকারী পাখির বাসার মতো হয়ে গেছে, যেখানে আমি মুখোশ ছাড়াই বেড়াতে পারি, অথচ কেউ আমার মুখ দেখতে পাবে না, তবে আকাশে উড়ন্ত শঙ্খচিলের দৃষ্টি আমি এড়াতে পারি না। আর পারিনা দক্ষিনা বাতাসের স্পর্শ বাঁচাতে। আর এখান থেকেই এমনকি আমি দেখতে পাই আমার একটি মাত্র ইচ্ছা পূরনের জন্যে সদ্য নির্মিত এবং দ্বীপ্তিময় বাড়ির ছাদ। আমার এই একটি মাত্র প্রোজেক্ট যা আরো টাকা কামানোর জন্য তৈরী হয়নি তবে উদ্দেশ্য একটাই, বলপুর্বক অর্থ আদায়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে।

অদূরে পশ্চিমে থার্টি- ফোর্থ স্ট্রীটে সদ্য সমাপ্ত ম্যানহাটন অপেরা হাউস দাঁড়িয়ে রয়েছে, প্রতিদ্বন্দ্বী মেট্রোপলিটন, কানের কাছেই সেটার গোড়া পত্তন করবে। আমি যখন এখানে এলাম আমার তখন আবার অপেরা দেখার ইচ্ছা হলো। কিন্তু আমার যে মেট্রোপলিটন হলে পর্দাঢাকা বক্স চাই। সেখানকার কমিটির কর্তৃত্ব মিসেস অ্যাস্টরের হাতে, আর তার অন্তরঙ্গ চারশো বন্ধুর দল অতি জঘন্য চরিত্রের, তাদের হুকুম, সাক্ষাৎকারের জন্য আমাকে তাদের সামনে হাজির হতে হবে। অবশ্যই সেটা অসম্ভব। অগত্যা আমি তখন ডারিয়াসকে পাঠালাম। কিন্তু তারা তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো। তাদের দাবী আমাকে তাদের মুখোমুখি হতে হবে। তারা এই অপমানের মূল্য দেবে। আমি আমার মতো আর একজন অপেরা প্রেমিকের সন্ধান পেলাম, যে তিরস্কৃত হয়েছিল। অস্কার হ্যামারস্টেইন, ইতিমধ্যেই যে একটি অপেরা হাউস খুলেছিল বটে কিন্তু সেটা ব্যর্থ হয়ে যায়। সে-ই আবার আর একটার জন্যে অর্থের জোগান দিচ্ছিল এবং ডিজাইন করছিল। আমি তার অদৃশ্য পার্টনার হয়ে যাই। ডিসেম্বরে সেটা চালু হবেএবং মেট্রোপলিটনের ফ্লোরটা পরিষ্কার করে ফেলা হবে. কোনো খরচ বহন করা হবে না। মহান গোনসি তারকা হবে, তবে বেশীরভাগ ভূমিকা হবে মেলবার নিজের, হ্যাঁ মেলবা আসবে এবং গান গাইবে। এমন কি হ্যামারস্টেইন এখনো প্যারিসে। বুলেভার্ড ডেস ক্যাপুসিনস-এ গারনিয়ারে হোটেলে রয়েছে, তাকে নিউ ইয়র্কে নিয়ে আসার জন্য অঢেল টাকা খরচ করে যাচ্ছে।

এ যেন এক অভূতপূর্ব কৃতিত্ব। আমি এই সব হীন মর্যাদাসম্পন্ন লোকগুলোকে, ভ্যান্ডারবিলটস, রকফেলারস, হুইটনিস. গাউল্ডস. অ্যাস্টরস এবং মরগানসদের মহান মেলবার গান শোনার আগে হামাগুড়ি দিয়েই ছাড়বো।

বাকীদের জন্য আমি দেখার ব্যবস্থা করবো। হ্যাঁ দেখবো বটে, তবে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে একটুও দ্বিধা করবো না। জীবনটা বড় বেদনার, বাতিলের ভয় এবং ঘৃণার, তুমি আমার এবং আমি তোমার। তার মানে এর মধ্যে দেওয়া নেওয়ার প্রশ্ন থেকে যায়। কেবল একজনই আমাকে দয়া দেখিয়েছিল, আমাকে একটা খাঁচা থেকে ভূগর্ভস্থ একটা ঘরে স্থান দিয়েছিল, তারপর একটা জাহাজে তুলে দিয়েছিল আমাকে, সেসময় অবশিষ্ট সবাই আমার সন্ধান করে ফিরছিল, তাদের মধ্যে একজন হলেন আমার মা, যাকে আমি খুব কমই কাছে পেয়েছি, বড় একটা জানি না।

এবং আর একজন যাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছিলাম। কিন্তু সে আমাকে ভালোবাসতে পারেনি। তার জন্যে তুমিও আমাকে ঘৃণা করো, মানুষের বংশধর? কারণ একজন মহিলা আমাকে একজন পুরুষ হিসেবে জোর করে ভালোবাসতে নিজেকে বাধ্য করতে পারেনি। কিন্তু সেখানে আমার একটা মুহূর্তের জন্যেও পৌঁছতে হবে এরকম ব্যাপারও ছিল। একটা স্বল্প সময়ের লক্ষ্যে চেস্টারটনের গাধাঁর গল্পর মতো : " প্রচন্ড ভয়ের প্রহর সহ্য করে যদি কেউ ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে পারে অবশেষে তার জীবনে বহু আকাঙ্খিত সুখের সময় আসবেই আসবে।" এসব কথা আমি যখন ভাবি তখন আমারও মনে একটুকরো আশা জাগে, হতে পারে সে বড় দুরাশা, তবু আশায় আশায় আমার বুকবাঁধা, সে আসবে, আমাকে ভালোবাসবে ...... আমার এই বিকৃত মুখের দিকে কেউ একটি বারের জন্য ফিরে তাকায় না, একটু সান্তনা দেওয়া দুরে থাক, আমার যন্ত্রনার কথা একমুহূর্তের জন্যে একটু ধৈর্য্য ধরে শোনবার প্রয়োজন মনে করে না। এ কি কম দুঃখের কথা ? কি আমার অপরাধ ? বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মেছি বলে ? অথচ কেউ একবারের জন্যেও বোঝবার চেষ্টা করে না, এর জন্যে যারা দায়ী, আমার বাবা-মা, যাদের কাম লালসার ফল ভোগ করতে হচ্ছে আমাকে, তাদের কাউকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চাই না, কিন্তু তাদের অসংযমতার জন্যেই আমি যে শিকার হয়েছি, কে তার বিচার করবে? আমার মনটা তাই জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছে, বুকে অসহ্য যন্ত্রণা, সমাজের কাছ থেকে কোনো নারীর কাছ থেকে এতটুকু ভালোবাসা না পাওয়ার বেদনা। তবু আমার হৃদয়টা একেবারে ছাইয়ে পরিনত হয়নি, পুড়ে গেলেও ভস্মীভুত হয়নি, না, তেমন কিছুই হয়নি, হবার নয়। আর কখনো হবারও নয়। কারণ এবার থেকে আমি আমার মনটাকে অন্যখাতে বওয়ানোর চেষ্টা করবো, অন্যরূপে অন্য ভালোবাসায়, সে এক ঐশ্বরিক প্রেমে, আধ্যাত্মিক মনের প্রকাশে, জাগতিক সব কিছু ভুলে গিয়ে আমি নিজেকে সঁপে দেবো একমাত্র ঈশ্বরের পদতলে, যিনি আমাকে কখনো দুরে ঠেলে দেবেন না। তাই আমি ঠিক করলাম, সারা জীবন ধরে আমি কেবল তাঁরই আরাধনা করবো এরপর থেকে.....কারণ তিনি ছাড়া আমার কোনো গতি নেই, অন্তত এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে।

আরমন্ড ডুফোরের হতাশা

ব্রডওয়ে, নিউ ইয়র্ক সিটি, অক্টোবর,১৯০৬

এই শহরকে আমি মনে প্রাণে ঘৃণা করি । আমি এখানে কখনোই আসতাম না। তাছাড়া এই পৃথিবীতে আমি কেনই বা এসেছিলাম? কারণ প্যারিসে মৃত্যুপথ যাত্রী একজন মহিলার ইচ্ছার জন্যেই, আর আমি এও জানি, এ সবই তার মস্তিষ্ক বিকৃতির জন্যে এবং অবশ্যই এক ব্যাগ নেপোলীয় স্বর্ণমুদ্রার জন্যে স্বর্নতৃষ্ণা। কিন্তু তা সত্তেও সম্ভবত আমার সেটা কখনো নেওয়া উচিত হ'ত না।

এ লোকটি বা কোথায় যার হাতে একটা চিঠি তুলে দিতে হবে আমাকে, যার কোনো মানে হয় না ? ফাদার সেবাস্তিয়েনই আমাকে সব বলতে পারেন, অতি কুৎসিত চেহারা তার আর এই কারণেই সহজে তাকে চেনা যায়। কিন্তু কার্যত ঠিক তার উল্টোটাই দেখা গেল, সে এখন এক অদৃশ্য মানুষে রূপান্তরিত। এখন প্রতিদিন আরো বেশী করে নিশ্চিত হচ্ছি এই ভেবে যে, আমি তাকে কখনো দেখতে পাবো না এখানে। এলিস দ্বীপের অফিসাররা যে তাকে ঢুকতে সেখানে দেয়নি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি সেখানে গিয়ে দেখি, সেকি বিশৃঙ্খল অবস্থা, সারা পৃথিবীর যত সব গরীব দুঃস্থ লোকেরা মনে হলো এই দেশে শরনার্থী হয়ে ঢুকেছে এবং তাদের মধ্যে বেশীরভাগ লোকই এই ভয়ঙ্কর ভয়াবহ শহরে থেকে যাচ্ছে। এর আগে আমি কখনো এত বেশী জীবন সংগ্রামে পরাজিত ছিন্নমুল লোক দেখিনি, দিনের পর দিন সর্বশ্রান্ত জাহাজ থেকে উদ্বাস্তুদের ঢল নামতে দেখেছি জাহাজঘাটায়,জরাজীর্ন চেহারা, মলিন পোশাক, হাতে পুঁটুলি যা এ জগতে তাদের শেষ সম্বল, বন্দরের আশেপাশের জনশুন্য বাড়ীগুলো ভরিয়ে তুলছে এক এক করে, আশাহীন দ্বীপের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে তারা। বুঝতে পারি না, কেন তারা নিজের নিজের দেশ ছেড়ে এখানকার শান্তিপ্রিয় লোকেদের শান্তি বিঘ্নিত করতে আসছে, তাদের গলগ্রহ হয়ে থাকতে এসেছে? কেন তারা নিজেদের দেশে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে পারলো না? নিজের দেশেই যারা মানিয়ে নিতে পারে না, তারা বিদেশে কিভাবেই বা মানিয়ে নিয়ে থাকবে, ভাবা যায় না। তাই মনে হয়, এদের নিয়ে অবশ্যই সমস্যা দেখা দেবে এ দেশের মানুষের কাছে। অন্য দ্বীপ থেকে তাদের সব উচ্চতা ছাপিয়ে যা দেখা যায় সেটা হচ্ছে একটা মুর্তি, আমরা সেটা তাদের উপহার দিয়েছিলাম, টর্চ হাতে একজন মহিলা, যা থেকে জ্ঞানের আলোর ইঙ্গিত বহন করে আনে, এভাবেই বুঝি তাদের অজ্ঞতা দুর করার সহজ উপায়। বারথোলডিকে আমাদের বলা উচিত ছিল। তার নিন্দনীয় মুর্তিটা ফ্রান্সে রেখে দিতে এবং ইয়াঙ্কিদের তার বদলে অন্য কিছু দেবার জন্যে, সম্ভবত লারাউজি ডিক্সনারি, যাতে করে তারা একটা সত্য ভাষা এবং আচার-ব্যবহার শিখতে পারে।

কিন্তু তা সম্ভব নয়, কিছু প্রতিকী জিনিষ দেওয়া উচিত ছিলো তাদের। এখন ইউরোপে

তাদের অন্য রূপ, তারা সেটাকে চুম্বকের মতো ব্যবহার করছে, সেখানকার যা কিছু পরিত্যক্ত, যা কিছু বাতিল বলে ব্যবহারের অযোগ্য বলে ঘোষণা করেছে সেখানকার সভ্য মানুষ, সেগুলোকেই তারা আকর্ষণ করতে চায়। অবশ্যই সেখানেই থেমে থাকতে চায়নি তারা, ঝাঁকে ঝাঁকে চলে এসেছে এখানে আরো ভালো জীবনধারণের আশায়। হায় দুরাশা! এই সব ইয়াঙ্কিরা বড়ই জেদী। এই সব লোকেদের এখানে প্রবেশাধিকার দিয়ে তারা কি ভাবে আশা করে একটা জাতি গঠন করবে? বাল্টি উপসাগর এবং ব্রেস্ট লিটোভাস্ক-এর মধ্যে, ট্রিনটেইস থেকে টাওরমিনা পর্যন্ত দেশগুলো থেকে বাতিল করা লোকগুলোকে নিয়ে তারা কি এমন ভালো কিছু আশা করে? তারা কি মনে করে, এই সব উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে নিয়ে ধনশালী এবং শক্তিশালী জাতি গঠন করবে?

চিফ ইমিগ্রেশন অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ফরাসী ভাষায় কথা বলার মতো লোক ছিল তাঁর কাছে। কিন্তু দোভাষীর মাধ্যমে তিনি যা বললেন তা এই রকম: যারা স্পষ্টতই রোগগ্রস্ত এবং বিকলাঙ্গ তাদের বাতিল করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এদেশ থেকে। অতএব এর থেকে ধরে নিলাম আমার লোকটি নিশ্চয়ই সেই গ্রুপের অর্ন্তভুক্তহয়ে থাকবে। এমনকি যদিও সে এদেশের ভেতরে প্রবেশ করেই থাকে, সে আজ প্রায় বছর বারো হয়ে গেল, তাহলে এদেশের কোথাও না কোথাও রয়েছে সে, যার পরিধি পূব থেকে পশ্চিমে তিন হাজার মাইল তো বটেই।

অতএব আমি তখন শহরের কর্তৃপক্ষের কাছে ফিরে গেলাম। কিন্তু তাদের বক্তব্য হল, তাদের শহরে পাঁচটি পৌরসভা রয়েছে আর কার্যত এখানকার বসতবাড়ির কোনো রেকর্ড নেই। আমার লোকটি ব্রুকলিন, কুইনস, ব্রোনক্স, স্টেটেন দ্বীপ ইত্যাদির যেকোন যায়গায় থাকতে পারে। তাই ম্যানহাটন দ্বীপে থাকা ছাড়া আমার কোনো পছন্দ ছিল না এবং এই পলাতকের উপর সুবিচারের জন্য প্রার্থনা করলাম। একজন সৎ ফরাসী লোকের করণীয় আর কিই বা থাকতে পারে?

সিটি হলে এক ডজন মুলহেইমের রেকর্ড তালিকা টাঙ্গানো ছিল। আমি সেই তালিকার উপর চোখ বুলিয়ে দেখেছি, যদি তার নাম স্মিথ হতো তাহলে এখনই আমি বাড়ী ফিরে যেতাম। এমনকি এখানে তাদের অনেকগুলো টেলিফোন আছে, এবং সেইসব টেলিফোনের মালিকদের একটা তালিকা আছে, কিন্তু সেই তালিকায় এরিক মুলহেইমের নাম ছিল না। আমি আয়কর কর্তৃপক্ষের কাছে ও জানতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তারা আমাকে জানিয়ে দেয়, তাদের রেকর্ড গোপনীয়।

তবে সবার মাঝে দেখলাম পুলিশই কেবল ভালো, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে জানে। একজন আইরিশ সার্জেন্টের দেখা পেলাম। তিনি আমাকে কথা দিলেন, অনুসন্ধান করে দেখবেন, তবে এর জন্য ফি লাগবে। আমি বেশ ভালোভাবেই জানি যে এই "ফি" তার ট্রাউজারের পকেটে চলে যাবে। কিন্তু কত ফি লাগবে সেকথা না বলেই তিনি নিজের থেকেই রেকর্ডরুমে চলে গেলেন এবং একটু পরেই ফিরে এসে জানালেন, মুলহেইম নামে

কোনো ব্যক্তি কখনো পুলিশী ঝামেলায় পড়েনি, তবে তাদের কাছে আধ ডজন মুলারদের কেস লিপিবদ্ধ করা আছে, যদি আমায় কোনো সাহায্য লাগে তাহলে এ ব্যাপারে তিনি বিস্তারিত খবর দিতে পারেন আমাকে। মূর্খ!

সেই দ্বীপে তখন একটা সার্কাস পার্টির অনুষ্ঠান চলছিল, আমি সেখানে গেলাম এই আশা নিয়ে যে, যদি তার স্ব-ইচ্ছায় বা জোর করে সেই সাকার্স পার্টিতে তাকে কাজে লাগানো হয়ে থাকে। কিন্তু সেখানেও তার কোনো হদিস পাওয়া গেল না । আমি সেখানকার বড় হাসপাতাল বেলভিউতে গিয়ে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কোনো বিকলাঙ্গ রোগীর চিকিৎসা করতে আসার মতো কোনো রেকর্ড নেই সেখানে। এরপর অন্য আর কোথাও যাওয়ার কথা আমি ভাবতেই পারলাম না।

বিশাল বুলেভার্ডের পিছনে একটা ভালো হোটেলে উঠেছিলাম । আমি তাদের সেই ভয়ঙ্কর স্টু খেলাম এবং বীভৎস বিয়ার পান করলাম, একরকম বাধ্য হয়েই বলা যেতে পারে যেহেতু বিকল্প কিছু ছিল না, আর থাকলেও সেগুলোও যে আরো বেশী অখাদ্য হবে না তার কি গ্যারান্টি আছে। আমাকে রাত কাটাতে হলো একটা সরু খাটে শুয়ে। আমার তখন খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ফিরে যাই আমার ইলি সেন্ট লুইসের চমৎকার আরামদায়ক অ্যাপার্টমেন্টে এবং ততোধিক চমৎকার মেদবহুল মাদাম ডুফোরের চ্যাটালো পাছায় চাপ দিই। শীতের প্রকোপ ক্রমশই বাড়ছে এদিকে আমার টাকাও কমে আসছে। তাছাড়া আমার প্রিয় সভ্য শহর প্যারিসে ফিরে যেতে চাই, যেখানে লোকেরা অন্য কোথাও পালিয়ে না গিয়ে বরং নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে, যেখানে গাড়িগুলো সীমিত গতিতে চলে , এখানকার পাগল চালকের মতো যথেচ্ছ বেপরোয়া গতিতে নয়। তাছাড়া প্যারিসের ট্রাম '.ড়িগুলো জীবন হানি কিংবা হাতপা ভাঙ্গার মতো মোটেই বিপজ্জনক নয়।

ব্যাপারটা আরো খারাপ করার জন্য আমি ভাবলাম, শেক্সপীয়রের কিছু অবিশ্বাস্য ভাষার শব্দ ব্যবহার করি, কারণ আমি দেখেছি আর শুনেছি যে ইংরাজ লর্ডরা যারা অওটেউইলেয় এবং ম্যানটিলিতে তাঁদের ঘোড়াদের রেসের মাঠে দৌড় করাতে আসেন, এখানে এসে তারা কিন্তু নাকিসুরে অত্যন্ত দ্রুত কথা বলে থাকেন।

গতকাল এই একই রাস্তায় এক ইতালীয় কফির দোকানে উৎকৃষ্ট কফি পরিবেশন করতে দেখেছিলাম এমনকি সিয়ান্টিক মদও। বরডিউক্স নয়, তবে অবশ্যই প্রসাবের মতো ইয়াঙ্কি বিয়ার নয়। এমন কি এখনো মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর এই রাস্তায় সেই কফি, সেই মদের সমারোহ দেখলেও আমি আমার স্নায়ুর চাপ কমাতে স্ট্রং কফিই পান করবো। তারপর ফিরে যাবো এবং ঘরে ফেরার প্যসেজ বুক করবো।

কোলি ব্লুমের ভাগ্য

লুইসির বার, টোয়েন্টি এইটথ স্ট্রীটে ফিফ্‌থ এভিনিউ. নিউ ইয়র্ক সিটি, অক্টোবর,১৯০৬

শুনুন, আমি আপনাদের একটা কথা বলে রাখি. এমন এক সময় ছিল যখন একজন সাংবাদিক হিসাবে পৃথিবীর সব থেকে দ্রুত প্রবহমান ব্যস্ত শহরে গিয়ে সাংবাদিকতা করা একটা মস্ত বড় কাজ বলে গন্য করা হত। ঠিক আছে, আমরা সবাই জানি, ঘন্টার পর ঘন্টা, এমনকি দিনের পর দিন ঘুরে ঘুরে জুতোর শুকতলা খুইয়ে ফেলেও দেখা যায় যে, প্রচুর নামী-দামী ভি.আই.পি'র সাক্ষাৎকার নেওয়ার পরেও লেখার মতো তেমন সাড়া জাগানো কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই তো ! আচ্ছা বার্নি আমরা এখানে আর এক রাউন্ড বিয়ার পেতে পারি ?

হ্যাঁ, অবশ্যই ! বার্নি বিয়ারের ফরমাস দিয়ে বললো, জানেন, এমন একটা সময় ছিল যখন সিটি হলে কোনো কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটেনি। বিবাহ বিচ্ছেদের কোনো ঘটনা ঘটেনি, সেন্ট্রাল পার্কে কোনো মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়নি। এবং জীবনের উচ্ছ্বাসে কোনোরকম ঘাটতি হয়নি। তাহলে তুমি ভাবতেই পার যে, রিপোর্ট করার মত তেমন উল্লেখ যোগ্য কোনো ঘটনা যখন ঘটেইনি তখন আমি এখানে কিই বা করছি? হয়তো সত্যি সত্যি আমার বাবার পঘকীপসিতে সাজসজ্জা সরবরাহ করার ব্যবসাটার ভার আমার নেওয়া উচিত ছিল। আমরা সবাই এই মনোভাবের কথা জানি। কিন্তু সেটাই তো কথা। আর তাতেই তো মনে হয়, পঘকীপসিতে পুরুষদের প্যান্ট বিক্রী করার চেয়ে সেটা অনেক ভালো। তুমি যদি স্মার্ট হও তাহলে দেখবে, তারই মধ্যে হঠাৎ কিছু ফেলে যাওয়া বস্তুর মধ্যে থেকেই লেখার ভালো কিছু খোরাক পেয়েযাবে। আর গতকাল সেরকম একটা ঘটনাই তো ঘটেছে আমার জীবনে। গোট্টা এ ব্যাপারে তোমার কথাই তো বলেছে। ধন্যবাদ বার্নি।

এই কফির দোকানেরই ঘটনা। তুমি ফেলিনিকে জানো ? টোয়েন্টি- সিক্সথ্-এর ব্রডওয়েের ওপর সে একটা বড় খারাপ দিন। সেন্টাল পার্ক খুনের কেসে একটা নতুন আলোর সন্ধানে সারাটা দিন কাটানোর পরেও আলোকপাত বলতে কিছুই হল না। ওদিকে মেয়রের অফিস তো ডিটেকটিভ ব্যুরোর ওপর মেজাজ দেখাচ্ছে, কারণ প্রেসকে দেওয়ার মতো নতুন কোনো খবর তারা পাচ্ছে না। আমিও ছাপানোর মত এক কলম লেখার খোরাক সংগ্রহ করতে পারিনি। এই কথাটাই বলার জন্যে সিটি ডেস্কে ফিরে গিয়ে তার পরিণতির মুখোমুখি হওয়ার কথা ভাবলাম। এবং সেখানে গিয়ে পাপা ফেলিনির অর্থহীন ফলের টুকরো, প্রচুর সিরাপ পান করা, এই আর কি ! তুমি এসব কিছু জানো ? তুমি কি যাও সেখানে ?

তাই খুব ভিড় উপচে পড়ছিল সেখানে, আমি শেষ বুথটা নিলাম। মিনিট দশেক পঁরে

একটা লোক এলো সেখানে। যেন সে কোনো পাপ কাজ করেছে, আর সেই কারণেই তাকে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। চারিদিক চকিতে একবার তাকিয়ে দেখে নিতে গিয়ে সে দেখলো, আমার নিজের একটা বুথ রয়েছে, সে তখন আমার বুথে এসে ঢুকলো। অত্যন্ত অমায়িক সে। নতজানু হয়ে অভিবাদন জানালো আমাকে। আমিও মাথা নেড়ে স্বাগত জানালাম। বিদেশী ভাষায় কিছু যেন বলতে চাইল সে। একটা খালি চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললাম তাকে। চেয়ারে বসে সে কফির ফরমাস দিল। নাফি বললো না সে, বললো শুধু কাফি। ওয়েটার ইতালীয়, তাই তার খুব সুবিধে হলো। মনে হলো লোকটি সম্ভবত একজন ফরাসী হবে। কেন? এই কারণে যে, তাকে ফরাসীর মতো দেখাচ্ছিল। তাই আমিও তাকে নম্রভাবে ফরাসী ভাষাতেই সম্ভাষণ জানালাম।

আমি কি এর পরেও ফরাসী ভাষায় আলোচনা চালিয়ে যাবো ! সে কি চীফ র‍্যাবি ইহুদির মতো? সে যাইহোক. ঠিক আছে, অল্পবিস্তর ফরাসী বলেই মনে হচ্ছে। তাই আমি তাকে বললাম, ''বল-জুয়ার মন-সুয়ার।'' স্রেফ নিজেকে একজন ভালো নিউ ইয়র্কার হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চাইলাম। এই ফরাসী ভদ্রলোক ক্ষেপে উঠল। সে তখন অনর্গল ফরাসী ভাষায় কথা বলে যেতে থাকলো। সে তখন খুবই দুরাবস্থায়, প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি। ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা চিঠি বার করে আনলো, সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখাচ্ছিল, খামের উপর মোমের প্রলেপ, একধরনের শীলমোহরের মতো। আমার মুখের সামনে সেটা মেলে ধরলো।

এখন এক্ষেত্রে আমি তখনো এমনই এক দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের প্রতি ভালো ব্যবহার করে যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম। আর মনে মনে ভাবছিলাম, আইসক্রিম"। খেয়েই সেখান থেকেই বেড়িয়ে পড়বো, কিন্তু তা না করে ভাবলাম, এত তাড়া কিসের, আরো কিছু সময় থেকে ভদ্রলোককে সাহায্য করা উচিত কারণ মনে হচ্ছে আজকের দিনটা আমার থেকেও বেশী খারাপ তার কাছে এবং এর একটা ব্যাখ্যা কিছু হতে পারে। তাই আমি তখন পাপা ফেলিনিকে ডেকে জানতে চাইলাম সে ফরাসী ভাষায় কথা বলতে পারে কিনা। কোনো উপায় নেই। সে কেবল ইতালীয়আর ইংরাজী ভাষা জানে, তবে তার ইংরাজী বলার মধ্যে সিসিলীয় উচ্চারণ ভাঙ্গির টান আছে। তারপর আমি ভাবলাম, এখানে কে তাহলে ফরাসী ভাষায় কথা বলতে পারে ?

এখন তোমরা কাঁধ ঝাঁকাতে পার, আর বেরিয়ে যেতে পারো, ঠিক আছে? আর এও বলে রাখি, তোমরা কিছু একটা হারাবে। কিন্তু আমি কোলি ব্লুম, পঞ্চেন্দ্রিয়র বেশী স্বতঃলব্ধ জ্ঞান আমার আছে । কেবল মাত্র একটা ব্লক আগে টোয়েন্টি সিক্সথ্ আর ফিফথ্ স্ট্রীটের অবস্থা এখন কি রকম? আমি ডেলমনিকোর কথা বলছি। কে এই ডেলমনিকো চালায়? কেন চার্লি ডেলমনিকো! আর এই ডেলমনিকো পরিবার কোত্থেকেই বা এসেছে? ঠিক আছে, এর উত্তরটা আমি দিচ্ছি, সুইজারল্যান্ড, তবে সেখানে তারা সব ভাষাতেই কথা বলে থাকে। এমনকি যদিও চার্লি স্টেটে জন্মেছে আমার ধারণা সম্ভবত সে একটু-আধটু ফরাসী ভাষা জানে।

তাই আমি ফ্রেঞ্চিকে সেখান থেকে বার করে নিয়ে এলাম। মিনিট দশেক পরে ইউনাইটেড স্টেট্‌স -এর সব থেকে বিখ্যাত রেস্তোরাঁর বাইরে এসে দাঁড়ালাম। তোমরা কি কখনো ওখানে পা রেখোছো? না তো? ঠিক আছে, এটা অন্য রকম একটা কিছু। পালিশ করা মেহগিনি, প্লাম ভেলভেট, নিরেট পেতলের টেবল ল্যাম্প, প্রতিটি জিনিষে যথেষ্ট সুরুচির ছাপ আছে। এবং রীতিমতো দামী। আমার সাধ্যের অতিরিক্ত। এরপর চার্লি ডি নিজেই এসে হাজির হলো এবং সেটা সে জানেতো । তবে এই বিশাল রেস্তোরাঁর এটাই বৈশিষ্ট্য, ঠিক আছে? আচার ব্যবহার একেবারে নিখুঁত। নতজানু হয়ে সে জানতে চাইল কি ভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারে। উত্তরে আমি তাকে বললাম, এই ফ্রেঞ্চির মাধ্যমে সুদূর প্যারিস থেকে আমি এসেছি, ওর একটা বড় সমস্যা আছে, সঙ্গে সে একটা চিঠি এনেছে। কিন্তু সেটা যে কি, মানে চিঠিতে কি বলতে চাওয়া হয়েছে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

মিস্টার চার্লি ফরাসী ভাষায় সেই ফরাসী লোকটির কাছে অতি নম্রভাবে খোঁজখবর নিলো, আর সে তখন তার চিঠিটা তুলে দিলো মিস্টার চার্লির হাতে। আমি সেটার একটা শব্দও বুঝতে পারি না, তাই অগত্যা আমি চারিদিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি। পাঁচটি টেবিল এগিয়ে বেট-এ-মিলিয়ন গেট, দিনের খাবার থেকে শুরু করে খড়কে পর্যন্ত সাজানো সামগ্রীর ভেতর দিয়ে যেতে হবে সেদিকে। তার ঠিক অনতিদূরে ডায়মন্ড জিম ব্রেডি লিয়ান রাসেলের সঙ্গে খাচ্ছিল, যার এস.এস. ম্যাজেস্টিক জাহাজ ডোবানোর বদনাম আছে। ভালো কথা, আপনি কি জানেন ডায়মন্ড কিভাবে খায়? আমি শুনেছি, কিন্তু আমি কখনো বিশ্বাস করি না, সেটা যে কত বড় সত্য গতকাল রাত্রে আমি নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছি। নিজের ওই চেয়ারে বসেছিল, তার পেট আর টেবিলের মধ্যে ব্যবধান ছিল ঠিক পাঁচ-ইঞ্চি, বেশী নয় আর কমও নয়। তারপর সে আর নড়লো না, যতক্ষন না তার পেটটা টেবিল স্পর্শ করলো।

এই সময় চার্লি তার বক্তব্য শেষ করলো। তারপর সে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলে, ফ্রেঞ্চির আসল পরিচয় হলো প্যারিসের উকিল, নাম তার মন-সিউয়ার আরমন্ড ডুফোর। নিউ ইয়র্কে সে এসেছে একটা কঠোর সমস্যার সমাধান সূত্র খুঁজে বের করতে। একজন মৃত্যুপথ যাত্রী মহিলার চিঠি তুলে দিতে এসেছে জনৈক মিস্টার এরিক মুলহেইমের হাতে, যে নিউ ইযর্কের বাসিন্দা হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। প্রতিটি জায়গায় গিয়ে খোঁজ করেছে সে, কিন্তু সফল হয়নি কোথাও। এ ব্যাপারে আমিও বলতে পারি ওই নামের আমিও কাউকে জানিনা, নামও শুনিনি কখনো।

কিন্তু চার্লি তার দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে কি যেন ভাবছিল, তারপর আমাকে সে বললো "মিস্টার ব্লুম, আপনি ই. এম. কর্পোরেশনের নাম শুনেছেন?"

এখন আমি আপনাকে পাল্টা প্রশ্ন করছি, পোপ ক্যাথলিকের কথা বলছেন? অবশ্যই আমি শুনেছি। অবিশ্বাস্যভাবে বিত্তবান, বিস্ময়করভাবে শক্তিশালী এবং নিজেকে একেবারে গোপন রাখার স্বভাব তার। স্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ার কেনাবেচা আর মুনাফা অর্জনে জে. পিয়ারপন্ট মরগানের নাম সর্বাগ্রে তার চেয়ে বিত্তবান কেউ নেই এখানে, ভবিষ্যতে

হওয়ার সম্ভবনাও যে নেই কারোর এ আমি হলপ করে বলতে পারি। পার্ক রোয়ে ই.এম. টাওয়ারেই তার সম্পদের ভিত প্রতিষ্ঠিত। এই তো!

চার্লি বললো, 'ঠিক তাই'। ঠিক আছে, তা হতে পারে। একান্ত নির্জনে নিভৃতে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, যে নিজে একা ই. এম. কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রন করছে, সে, হ্যাঁ সেই লোকটিকেই মিস্টার মুলহেইম নামে সম্বোধন করা যেতে পারে। এখন কথা হচ্ছে, চার্লির মতো লোক যখন বলে ''তা হতে পারে'' তখন ধরে নিতে হয় কিছু একটা শুনেছে সে, কিন্তু তুমি কিছুতেই তার কাছ থেকে সেটা জানতে পারবে না। মিনিট দুই পরে আমরা ফিরে আবার রাস্তায় নামলাম। আমি একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে আমরা উঠে বসলাম এবং চালককে পার্ক রো-এর দিকে যেতে বললাম।

এখন তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, একজন রিপোর্টার হয়ে শহরে তার কাজ সব থেকে ভলো বলে চিহ্নিত হয়? আমি একজন ফরাসীকে তার সমস্যা সমাধানের কাজে সাহায্য করছিএবং নিউ ইয়র্কে নির্জনে আত্মগোপনকারী এক ছলনাময় লোককে দেখার সুযোগ পেতে যাচ্ছি, একজন অদৃশ্য মানুষ। এ কাজ কি আমি করতে পারি? আর এক পিন্ট গোল্ডেন বিয়ারের ফরমাস দাও, তবে আমি বলবো।

আমরা পার্ক রোয় এসে পৌঁছলাম এবং হেঁটে টাওয়ারের দিকে চললাম। টাওয়ারটা এত লম্বা? বিশাল, সর্বোচ্চ তলাটা যেন আকাশের মেঘ ছুঁই ছুঁই। সমস্ত অফিস গুলো বন্ধ হয়ে গেছে। বাইরে অন্ধকার, কিন্তু লবিতে একটা ডেস্কের সামনে একটা আলো জ্বলছে, এবং একজন পোর্টারকে দেখা গেলো সেখানে। তাই আমি বেল বাজালাম। খোঁজ নিতে এলো সে। আমি তাকে আমাদের প্রয়োজনের কথা জানালাম। সে তখন আমাদের লবিতে ঢুকতে দিয়ে প্রাইভেট টেলিফোনে কাকে যেন ডাকলো। লাইনটা টাওয়ারের ভিতরেই কোথাও হবে, কারণ কোনো অপারেটারকে আহ্বান করলো না। তারপর সে নিজে ফোনে কথা বলে অপর প্রান্তের কথা শুনতে থাকলো। তারপর বললো, চিঠিটা তার হাতে দিয়ে আমরা চলে যেতে পারি, সেটা সে যথাস্থানে পাঠিয়ে দেবে।

অবশ্যই চিঠিটা আমার কাছে ছিল না, তাছাড়া আমি আমার ইচ্ছে মতো কাজ করতে পারি না। তাই আমি তাকে বললাম, প্যারিস থেকে মন- সিউয়ার ডুফোর এসেছেন, তিনি নিজে তার হাতে চিঠিটা তুলে দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পোর্টার আবার ফোনে নিচু গলায় কি যেন বললো, তারপর রিসিভারটা আমার হাতে তুলে দিল। একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল.....কে কথা বলছেন? উত্তরে আমি বললাম, 'চার্লস ব্লুম।' আবার সেই কণ্ঠস্বর শোনা গেলো....'' এখানে আপনার প্রয়োজন কি জানতে পারি?''

আমি তখন ঠিক করলাম, আমি যে হার্স্ট প্রেস থেকে আসছি, সেকথা তাকে বলবো না। তাই আমি তাকে বললাম, নিউ ইয়র্ক সিটিতে প্যারিস তথা ফ্রান্সের নোটারি ডুফোর পার্টনারদের সঙ্গে আমি জড়িত। সে এবারে জিজ্ঞেস করলো, ' মিস্টার ব্লুম, এখানে আপনার আসার দরকারটা কি বলবেন?' এমন ভাবে সে বললো যেন নিউফাউন্ডল্যান্ড ব্যাঙ্ক থেকে সরাসরি সেই কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। তাই আবার বললাম, একটা গুরুত্বপূর্ণ চিঠি আমরা

তুলে দিতে চাই মিঃ এরিক মুলহেইমের হাতে। 'কিন্তু এই ঠিকানায় ও নামে কেউ তো থাকে না,' আবার সেই কণ্ঠস্বর ভেসে এলো 'তবে যদি আপনারা চিঠিটা পোর্টারের হাতে দিয়ে যান, আমি দেখবো সেটা যেন অবশ্যই নির্দিষ্টস্থানে পৌঁছে যায়।'

ভালো কথা, চিঠিটা তো আমার কাছে নেই। কথাটা যে ডাহা মিথ্যে, আমি তা জানি। মিস্টার অদৃশ্যকে আমি বলতেই পারতাম। তাই আমি ধাপ্পা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। আমি তাকে বললাম,'দয়া করে আপনি মিস্টার মুলহেইমকে শুধু বলবেন, 'চিঠিটা এসেছে........মাদাম গিরির কাছ থেকে এইতো?'

উকিল ভদ্রলোক বললো। ' মাদাম গিরি', কথাটার পুনরাবৃত্তি করলাম ফোনে। 'একটু অপেক্ষা করুন!' আবার সেই কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, আমরা অপেক্ষা করতে থাকলাম। একটুপরেই ফোনে তার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো,'এলিভেটারে উনচল্লিশতম ফ্লোরে চলে আসুন।'

আমরা তাই করলাম। তোমরা কি কখনো উনচল্লিশতম ফ্লোরে উঠেছো? না ওঠোনি? ঠিক আছে, এ এক বড় অভিজ্ঞতা । খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকা, কানে সব সময়েই একটা যান্ত্রিক আওয়াজ হয়েই চলেছে। আর তোমাদের তখন মনে হবে তোমরা যেন আকাশে উঠে যাচ্ছো। এবং মনে হবে ,খাঁচাটা যেন দুলছে. এক সময় খাঁচাটা থেমে যায়। গ্রীলটা একদিকে সরিয়ে আমরা এলিভেটর থেকে বেরিয়ে এলাম। সেখানে একটি লোক দাঁড়িয়ে ছিল। সেই কণ্ঠস্বর :'আমি মিস্টার ডারিয়াস। আমাকে অনুসরণ করুন।'

সে আমাদের একটা লম্বা ঘরে নিয়ে গেল, ঘরের আসবাবপত্র বলতে একটা বোর্ডরুম টেবিল। স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, ওই টেবিলেই হারজিতের খেলা চলে, প্রতিদ্বন্দ্বী সর্বশ্রান্ত হয়ে যায়. পরাজিতরা বেরিয়ে যায়, লক্ষ লক্ষ ডলারের কারবার। হলঘরটা পরিচ্ছন্ন, সুরুচিপূর্ণ, তবে পুরোনো ফ্যাশানের। দেওয়ালে অয়েলপেইন্টিং টাঙ্গানো। লক্ষ্য করলাম, একেবারে শেষ প্রান্তের ছবিটা বাকি সব ছবিগুলোর থেকে বড়। চওড়া টুপি মাথায় একটি লোক, ঠোঁটের উপর পুরু গোঁফ, গলায় লেসের কলার, হাস্যরত। ' চিঠিটা কি আমি দেখতে পারি?' ডারিয়াস জিজ্ঞেস করে আমার দিকে তাকালো, গোখরো চোখের মত হিংস্র দৃষ্টি, যেন সে আমাকে দিয়ে তার মধ্যাহ্নভোজন সারতে চায়। যাইহোক, গোখরো আমি চোখে দেখিনি কখনো, তবে কল্পনা করে নিতে পারি। আমি এবার ডুফোরের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লাম। সে তখন চিঠিটা তার এবং ডারিয়াসের মাঝখানে টেবিলটার উপর রাখলো। লোকটার মধ্যে এমন একটা আতঙ্ক ভাব ছিল যে, ভয়ে আমার মাথার চুলগুলো খাড়া হওয়ার উপক্রম হলো। তার পরনের প্রায় সব পোষাকই কালো। কালো ফ্রক কোট, সাদা শার্ট, কালো টাই। মুখটা সাদা শার্টের মতো ধবধবে সাদা, ফর্সা, রোগাটে সুরু মুখ, চুল কালো, জেট কালো চোখদুটি উজ্জ্বল। কিন্তু পিট পিট করছিল না।

এবার যা বলবো খুব মন দিয়ে শুনবে তোমরা,কারণ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমাকে তখন সিগারেটের নেশায় পেয়ে বসেছিল, তাই আমি সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করার জন্য একটা দেশলাই কাঠি জ্বালালাম। ভুল, ভুল পদক্ষেপ। দেশলাই কাঠির আগুনটা ঝলসে উঠতেই ডারিয়াস খাপ-খোলা ধারালো ছুরির মতো আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার

উপক্রেম করলো।'না, খোলাখুলি ভাবে আগুনের ঝিলিক নয়, প্রিন্স যদি আপনি ....' মৃদু চিৎকার করে বলে উঠলো সে,'সিগারেটটা যদি নিভিয়ে ফেলেন ভালোই হয়।'

আমি তখনো ঘরের এক কোনায় দরজার কাছে টেবিলের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার পিছনের ঘরের আর এক কোনায় অর্ধ-চন্দ্রাকৃতির মতো একটা ছোট্ট টেবিল দেখতে পেলাম। সেই প্রথম সেটা আমার চোখে পড়লো, আগে দেখিনি। টেবিলের উপর একটা রুপোর গামলা রাখা ছিল। আমি সেদিকে এগিয়ে গেলাম গামলায় সিগারেটের পোড়া ছাই ফেলার জন্য। রুপোর গামলার পিছনে প্রকান্ড একটা রুপোর থালা রাখা ছিল, সেটার একটা প্রান্ত টেবিলটার উপর এবং অপর প্রান্ত দেওয়াল ঘেঁসে, এর ফলে সেটা একটা কোনে ঝুঁকে পড়েছিল। সিগরেটের ছাই ঝাড়তে গিয়ে রুপোর থালাটার ওপর চোখ পড়তেই আমার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল, সেটা যেন একটা আয়না। ঘরের একেবারে শেষ প্রান্তে দেওয়ালে টাঙ্গানো হাস্যরত লোকটির অয়েল পেইন্টিংটি হঠাৎ কেমন বদলে গেছে। হ্যাঁ টুপি পরিহিত মুখটা রয়েছে। কিন্তু সেই টুপিটার নিচে যে মুখটা চকচকে রুপোর থালায় প্রতিবিম্বিত সে মুখ ভয়ঙ্কর, আতঙ্ক জাগানোর মতো। টুপির নিচের মুখটার তিন-চতুর্থাংশ মুখোশের আড়ালে ঢাকা পড়ে রয়েছে, মুখের অর্ধেকটা প্রায় বাঁকা এবং বিকৃত। আর মুখোশের আড়ালে দুটি চোখ যেন ড্রিলের মতো আমাকে বিদ্ধ করছিল। আমি তখন আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে অয়েলপেন্টিংটির দিকে আঙুল তুলে চিৎকার করে উঠলাম,'কে, কে ওই লোকটি?'

'ফ্রান্স হলস্ হাস্যরত বীর পুরুষ,' উত্তরে ডারিয়াস বললো। 'আমার আশঙ্কা ওটা আসল পেন্টটিং নয়, তবে একটা সুন্দর কপি,আসল ছবিটা লন্ডনে রয়েছে।'

আর যথেষ্ট নিশ্চিত করে বলা যায়, হাস্যরত লোকটি পিছনে রয়েছে, যার ঠোঁটে পুরু গোঁফ, গলায় লেসের কলার, ইত্যাদি। কিন্তু আমি তেমন নাছোড়বান্দা নই, আমি জানি আমি কি দেখেছি। যাইহোক ডারিয়াস চিঠিটা হাতে নিয়ে বললো, 'আপনি নিশ্চয়ই আমার প্রতিশ্রুতির কথা শুনেছেন, ঘন্টাখানেকের মধ্যেই মিস্টার মুলহেইম এই চিঠিটা পেয়ে যাবেন'। তারপর সে ফরাসী ভাষায় ডুফোরকে সেই একই কথা বললো। উকিল ভদ্রলোক মাথা নাড়লো। যদি সে নিজেই তার সেই আশ্বাসবাণীতে সন্তুষ্ট হয়ে থাকে তাহলে আমার করার কিছু নেই। এবার আমরা দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম। সেখানে আমার যাওয়ার আগেই ডারিয়াস বলে উঠলো, 'ভালো কথা মিস্টার ব্লুম, আপনি কোন্ সংবাদপত্রের তরফ থেকে আসছেন বলুন তো ?' তার কন্ঠস্বর যেন ক্ষুরের মতো তীক্ষ্ণ ধারালো শোনালো। উত্তরে আমি অস্পষ্টভাবে বললাম, 'নিউ ইয়র্ক আমেরিকান।' তারপরেই আমরা সেখান থেকে চলে এলাম। রাস্তায় নেমে একটা ট্যাক্সি ধরে সোজা ব্রডওয়েতে ফিরে গেলাম। ফ্রেঞ্চি যেখানে যেতে চাইল তাকে সেখানে নামিয়ে দিয়ে আমি সিটি ডেস্কের পথে এগিয়ে গেলাম। আমার তখন কি আনন্দ, আমি একটা গল্প পেয়ে গেছি, ঠিক আছে?

ভুল। রাতের সম্পাদক দেখে বলে উঠলেন, 'চার্লি আপনি মাতাল হয়ে পড়েছেন।' 'আমি কি হয়ে পড়েছি বললেন'? উত্তরে আমি রাগতস্বরে বললাম, 'জানেন, এক ফোঁটা মদও আমি স্পর্শ করিনি।' সন্ধ্যার অভিযানের কথাও বললাম। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত,

কিছুই বাদ দিলাম না। ওঃ, কি গল্প? এরকম চাঞ্চল্যকর গল্প তিনি এর আগে কখনো পেয়েছেন বলে তো মনে হয় না। 'ঠিক আছে', তিনি বললেন, ' আপনি একজন ফরাসী উকিলের সন্ধান পান, একটা চিঠি সে দিতে এসেছিল, আপনি তাকে চিঠিটা যথাস্থানে পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছেন। ধরে নিলাম, এটা একটা বড় দাঁও! কিন্তু এতে তো কোনো ভূত প্রেত নেই। এই একটু আগে ই. এম. কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে একটা ফোন পাই, জনৈক মিস্টার ডারিয়াস। সে বললো, আজ সন্ধ্যায় আপনি তার সঙ্গে দেখা করে নিজে তার হাতে একটা চিঠি দিয়ে এসেছেন, সেখানে মাথা গুলিয়ে ফেলে দেওয়ালে ভুতুড়ে ছায়ামূর্তি দেখে আপনি নাকি চিৎকার করতে শুরু করে দেন। চিঠিটার জন্য সে কৃতজ্ঞ। কিন্তু যদি আপনি তার প্রতিষ্ঠানের কোনোরকম দোষারোপ করতে শুরু করেন, তাহলে সে আপনার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করার হুমকি দিয়েছে। এখানে একটু থেমে সম্পাদক বললেন, 'ভালো কথা ওই ষাঁড়গুলো সেন্ট্রাল পার্কের খুনীকে গ্রেপ্তার করেছে। এখনই সেখানে চলে যান, আর খবর সংগ্রহ করে নিয়ে আসুন।'

অতএব সম্পাদক মহাশয়ের খেয়াল খুশিতে আমার আজকের সান্ধ্য অভিযানের কাহিনীর একটা কথাও কাগজে ছাপানো হলো না। কিন্তু আমি তোমাদের বলে রাখছি, আমি খ্যাপা নই, আর আমি পাগলও হইনি। সত্যি সত্যিই দেওয়ালে আমি সেই বীভৎস মুখের ছবি দেখতে পেয়েছিলাম। হেঁ, হেঁ, নিউ ইয়র্কে একটি মাত্র লোকের সঙ্গে তোমরা সুরাপান করছো, যে কিনা আসলে ম্যানহাটনের ভূতকে সত্যি সত্যি দেখতে পেয়েছিল।

ডারিয়াসের ভাববিহ্বল অবস্থা

হাশিশের বাড়ি, লোয়ার ইস্ট সাইড, ম্যানহাটন, নভেম্বর ১৯০৬

আমি বেশ বুঝতে পারছি, ধোঁয়ায় আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি, নরম ও সম্মোহিনী, ধোঁয়া। বন্ধ চোখের পিছনে বাজে নোংরা ঘিঞ্জি অঞ্চল ছেড়ে আমি চলে আসতে পারি এবং একা একা হাঁটতে হাঁটতে উপলব্ধির পথ ধরে আমি মহান ঈশ্বরের রাজ্যে চল যেতে পারি, যাকে আমি সেবা করতে পারি।

এক সময় ধোঁয়া পরিষ্কার হয়ে যায়.....টানা লম্বা বারান্দায় মেঝে আর দেওয়ালগুলো নিরেট সোনায় মোড়ানো। ওহো এ যে দেখছি স্বর্ণতৃষ্ণা মেটানোর একটা আর্দশ জায়গা। এক কথায় যেন একটা স্বর্ণ খনি। এ আমি স্পর্শ করতে পারি, যত্ন নিতে পারি, অনুভব করতে পারি, আবার এত সব তাল তাল সোনা নিজের করে নিতে পারি। আর সেসব সোনা তাঁর কাছে এনে দেওয়া মানেই সোনার দেবতা, কেবল সত্যিকারের দেবতা।

সেই বারবারি উপকূলের পর থেকে যেখানে আমি প্রথম ঈশ্বরের সন্ধান পাই, আমি একজন অপরাধী, অন্যায়ভাবে নিজেকে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছিলাম, সব সময় করেছি সোনা আরো সোনা পেয়ে ঈশ্বরকে আনার জন্য এবং ধূম্রজাল সৃষ্টি করি যাতে করে তার সামনে নিজেকে উপস্থিত করতে পারি....।

আমি সেই বিরাট স্বর্ণ চেম্বারের ভিতরে এগিয়ে গেলাম, যেখানে নতুন ও অন্তহীন স্বর্ণস্রোতের ঢল নেমেছে.... আরো ধূম্রজাল, সেই ধোঁয়া আমার নাকে মুখে গলায় ঢুকে যাচ্ছিল, এমন কি রক্ত আর মস্তিকের সঙ্গেও মিশে যাচ্ছিল। আর সেই ধূম্রজালের মধ্যে থেকেই তিনি কথা বলবেন আমার সঙ্গে...

'তিনি সবসময়েই আমার কথা শুনবেন, উপদেশ দেবেন, পরামর্শ দেবেন, আর সব সময়েই তিনি আমাকে সঠিক পথেই চালনা করে থাকেন..... আমি তাকে চোখে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তিনি যে এখন এখানেই আছেন, তার উপস্থিতি আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারছি। তিনি আমার প্রভু, মহান দেবতা মামন, আপনার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে আছি আমি।এই কয়েক বছর ধরে আমি আমার সাধ্য মতো আপনার সেবা করে এসেছি, এবং আমার জাগতিক নিয়োগকর্তা আপনাকে পূজার বেদীতে প্রতিষ্ঠা করেছে। আপনার দৌলতেই আজ সে বিস্ময়কর সম্পদের অধিকারী হয়ে উঠেছে। আপনার কাছে আমার প্রর্থনা, দয়া করে আমার কথা একটু শুনুন, কারণ আপনার মুল্যবান উপদেশ আর সাহায্য আমার দরকার।'

'আমার সেবক,আমি তোমার কথা শুনছি। বলো, কি তোমার অসুবিধে?'

'সেই লোকটি আমি যার অধীনে কাজ করছি, ইদানিং দেখতে পাচ্ছি, কিছু একটা জিনিষ যেন তার ওপর ভর করেছে, কিংবা তার মনের মধ্যে গেঁথে গেছে যা আমি উপলব্ধি করতে পারছি না।'

' খুলে বলো।'

' যখন থেকে আমি তাকে দেখেছি, যখন থেকে সেই প্রথম আমি তার অমন ভয়ঙ্কর বীভৎস মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছি, তার মধ্যে একটা বদ্ধ-সংস্কার আমি লক্ষ্য করেছি, যা আমি তাকে উৎসাহিত করেছি , এবং প্রতি পদক্ষেপে তার উন্নতি কামনা করেছি । এই পৃথিবীতে এসে তার একান্ত উপলব্ধি হলো, সর্বতোভাবে তার বিরোধিতা করা হয়েছে, মানুষের কাছে মুখ দেখাবার মতো মুখ তার নয়। যাইহোক, তার সবসময়ের কামনা ছিল, তার কুৎসিত রূপ হলেও সে যেন তার জীবনের এমন এক বিরাট সাফল্য পায় যাতে তার দৈহিক ত্রুটি বিচ্যুতি সব ঢেকে যেতে পারে। আর তার সেই মনের কথাটা টের পেয়ে আমি, হ্যাঁ আমিই অর্থ উপার্জনের বদ্ধ সংস্কার তার মনে জাগিয়ে তুলেছিলাম, আর এভাবেই তাকে আমি আপনার সেবায় নিয়োগ করি, তাই নয় কি?'

'সেবক খুব চমৎকার কাজ তুমি করেছো। প্রতিদিন তার সম্পদ বেড়ে উঠেছে, আর তুমি নিশ্চিন্ত করেছো সেই অর্থ যেন আমার সেবায় নিয়োগ করা হয়।'

' কিন্তু প্রভু , সম্প্রতি আর একটা ব্যাপারে সে বদ্ধ-সংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে,

আর সেটাই ক্রমশ বেড়ে চলেছে। তাতে শুধু সময়ের অপচয় নয়, অর্থেরও যে ক্ষতি অনেক, অনেক বেশী যা কখনো পূরণ হবার নয়। আর তার সেই নতুন প্রেরণা কি জানেন প্রভু, অপেরা। এখন তার সব ধ্যান-জ্ঞান কেবল ওই অপেরাকেই ঘিরে। অথচ আমি বেশ ভালো করেই জানি যে,অপেরায় কোনো লাভ নেই, বরং প্রভূত ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী।'

' তা আমি জানি বৎস। সে একটা নিস্ফল অশ্রদ্ধা ছাড়া কিছু নয়। তা এই অযৌক্তিক ব্যবসায় সে তার সম্পদের কতখানি ব্যয় করেছে বলতে পারো?'

' এখনো পর্যন্ত খুবই সামান্য । কিন্তু আমার কি আশঙ্কা জানেন প্রভু, ভবিষ্যতে আপনার সোনার রাজত্বটাকেও সে হয়তো বিলিয়ে দেবে এই অপেরার পিছনে।'

' অর্থ উপার্জনের পথ কি সে বন্ধ করে দিয়েছে?'

' তার ভাবধারা এখন সম্পূর্ন বিপরীতমুখী। সেই অঞ্চলে সব কিছু আগের মতোই ঠিক ঠাক চলছে। মূল পরিকল্পনা, সুচিন্তিত কৌশল, অভূতপূর্ব উদ্ভাবনী দক্ষতা, যা এক সময় আমার কাছে দ্বিতীয় দর্শন বলে মনে হতো, তার মধ্যে এ সবই এখনো জাগ্রত রয়েছে। আমি এখনো বোর্ডরুমে সভাপতিত্ব করে থাকি। আমিই এ জগতের জন্য বিরাট বিরাট কোম্পানির কতৃত্ব গ্রহনের কাজ পরিচালনা করছি, বড় বড় ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যগুলির একীকরণ, টাকা খাটানোর ব্যবস্থা এ সবই করে থাকি। আর আমিই দুর্বলদের এবং অসহায়দের বিনাশ করি, তাদের ওজর আপত্তি এবং অনুরোধ আবেদনে পুলকিত হই। আমি, হ্যাঁ আমিই বস্তিবাসী ভাড়াটের ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছি, আবার কখনো বা কারখানা আর মার্শলিং ইয়ার্ড তৈরী করার জন্য তার ঘর ও স্কুল খালি করে দেবার হুকুম করে থাকি। আমিই সিটি কর্তৃপক্ষদের ঘুষ দিয়ে থাকি তাদের সন্তুষ্ট করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে। দেশের বড় বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গুলোর শেয়ার কেনা, উৎপাদন দ্রব্য মজুত করার কাগজপত্রে আমিই সই করে থাকি। কিন্তু সবসময়েই তার নির্দেশেই এসব কাজ করে থাকি, প্রচারের সব পরিকল্পনা তারই, আমি তার আজ্ঞাবাহক মাত্র।'

' আর তার বিচারই কি তার পতনের সূত্রপাত করেছে বলে মনে হয়?'

' না প্রভু। তার বিচার সব সময় নির্ভুল প্রমাণিত হয় । তার দুঃসাহস আর দূরদর্শিতা দেখে তো স্টক এক্সচেঞ্জ থ হয়ে যায়। যদিও তাদের ধারণা, সব পরিকল্পনা আমারই তৈরী।'

' তাহলে সেবক, সমস্যাটাই বা কি?'

' প্রভু, আমি অবাক হয়ে ভাবি, যদি এ জগৎ থেকে তার চলে যাওয়ার মুহূর্ত আসে, যা অবিসম্ভাবী এই কারণে যে মানুষ তো আর অমর নয়, আর সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমার উত্তরাধিকার হওয়ার ব্যাপারে কি হবে?'

' দেখো সেবক, তুমি সব কাজই চমৎকারভাবে করে এসেছো, তবে যা করেছো সে তো আমারই নির্দেশে। তুমি বুদ্ধিমান, মেধাবী পুরুষ তা খাঁটি সত্য। আর তুমি সবসময়েই এই সত্যটাই জেনে এসেছো। শুধু তাই নয়, তুমি কেবল আমারই একান্ত অনুগত। কিন্তু এরিক মূলহেইম অনেক বেশী অনুগত।সোনার ব্যাপারে কচিৎ একজন সত্যিকারের প্রতিভার আর্বিভাব ঘটতে দেখা যায়। এরকমই একজন প্রতিভাধর ব্যক্তি সে, আর তার

থেকেও বেশী বলা যায়। কেবল মানুষের ঘৃণা অবজ্ঞায় অনুপ্রাণিত হয়ে, তোমার পরিচালনায় আমার সেবায় তাকে উদ্বুদ্ধ করার ফলে, সে শুধু সম্পদ সৃষ্টি করার প্রতিভা নিয়ে জন্মায়নি, উপরন্তু সন্দেহ, ক্ষমা, দয়া আর করুণা থেকে দায়মুক্ত করে ফেলেছে সে নিজেকে, আর এর মধ্যেসব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো তোমার মত তার ভালোবাসার দায়বদ্ধতা প্রত্যেক মানুষই তার স্বপ্ন দেখে থাকে। একদিন তার শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনটি অবশ্যই আসবে, আর তখনি আমি তোমাকে নির্দেশ দেবো তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটানোর জন্য, যাতে করে অবশ্যই তার ধন-সম্পত্তির অধিকারী হতে পারো তুমি। তোমার মনে আছে, আমিএকবার অন্যজনের উদ্দেশ্যে একটা প্রবাদ বাক্য ব্যবহার করেছিলাম, ''পৃথিবীর সমস্ত সাম্রাজ্য'' আমি তোমার ক্ষেত্রে বলছি, আমেরিকার সমস্ত আর্থিক সাম্রাজ্যের অধিকারী হবে তুমি। এখনো পর্যন্ত আমি কি তোমাকে কখনো প্রতারণা করেছি?'

'না প্রভু, কখনো নয়।'

'আর তুমি আমার কখনো কি বিশ্বাসঘাতকতা করেছো?'

'না প্রভু, কখনো নয়।'

'বেশ তো আরো কিছু সময় কাটানো যাক। এই নতুন সংস্কার সম্পর্কে আরো কিছু বলো আমাকে। আর কারণটাও সেই সঙ্গে জানিয়ে দিও।'

'তার লাইব্রেরীর সেলফ্গুলো সব সময়েই অপেরা সংক্রান্ত বইপত্রে ঠাসা থাকতো। কিন্তু আমি যখন সেটার ব্যবস্থা করলাম, অর্থাৎ তার বিকৃত মুখ ঢাকার জন্য কোনো মুখোশ আর লাগবে না. মেট্রোপলিটন কোম্পানিতে টাকা খাটালে ঘরে বসেই সে লক্ষ্য লক্ষ্য ডলার কামাতে পারবে, তখন দেখা গেল, উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোতে তার আর কোনো আগ্রহ নেই। এখন সে প্রতিদ্বন্দ্বী অপেরা হাউসে লক্ষ লক্ষ ডলার খাটাচ্ছে।'

' এখনো পর্যন্ত সব সময়েই এই অপেরা হাউসের পিছনে টাকা খাটিয়ে লোকসানের অঙ্ক শুধু বাড়িয়ে গেছে সে, এই তো?'

' তা সত্যি, কিন্তু এই ধরনের ঝুঁকির মধ্যে একটা নির্দিষ্ট পরিমান লোকসান অবশ্যই আছে, এমনকি সেই লোকসান তার মোট সম্পদের শতকার একভাগ মাত্র। তার মানে এই লোকসানের পরেও প্রচুর ধন সম্পদ থেকে যায় তার হাতে? তবে তার মেজাজ বদলে গেছে।'

'কেন?'

' তা তো জানি না প্রভু। তবে তার এই পরিবর্তনটা প্যারিস থেকে সেই রহস্যময় চিঠিটা আসার পর থেকেই শুরু হতে দেখা গেছে। এক সময় সে প্যারিসেই থাকতো।'

' তা চিঠির ব্যাপারে তুমি যা জানো বলো আমাকে।'

' দুজন লোক এসেছিল। একজন নিউ ইয়র্কের কোন সংবাদপত্রের সাংবাদিক তবে সে কেবল অপর লোকটির গাইড মাত্র। অপর জন ফ্রান্সের একজন উকিল, একটা চিঠি সে সঙ্গে এনেছিল। চিঠিটা আমি খুলতে পারতাম। কিন্তু সে আমাকে নিরীক্ষণ করছিল। তারা চলে যাবার পরে পরেই সে এসে আমার হাত থেকে বলতে গেলে একরকম ছিনিয়েই

নিয়েছিল। বোর্ডরুম টেবিলের সামনে বসে সে চিঠিটা পড়তে শুরু করে দেয়। হলঘর থেকে বেরিয়ে যাবার ভান করলাম, কিন্তু বাইরে থেকে দরজার ফুটো দিয়ে লক্ষ্য করতে থাকলাম। তারপর সে যখন উঠে দাঁড়ালো তখন যেন একেবারে অন্য মানুষ বলে মনে হলো, সে বদলে গেছে।'

'আর তারপর থেকে?'

'তার আগে সে ছিল স্রেফ স্লিপিং পার্টনার, নতুন অপেরা হাউসের প্রতিষ্ঠাতা, কর্ণধার এবং চলমান প্রেরণা হ্যামারস্টেইনের ছত্রছায়ায় থেকে ব্যবসার গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। কিন্তু হ্যামারস্টেইন বিত্তবান হলে কি হবে তার সঙ্গে তুলনা চলে না। মুলহেইম অপেরা হাউসের পূর্ণতা এনে দিয়েছিল তার কঠোর পরিশ্রম এবং মনের দৃঢ়তা দিয়ে। কিন্তু চিঠিটা আসার পর থেকে আরো বেশী উদ্দমে নিজেকে সে জড়িয়ে ফেলে অপেরা হাউসের সঙ্গে। আগেই থলে ভর্তি টাকা দিয়ে হ্যামারস্টেইনকে প্যারিসে পাঠিয়ে দিয়েছিল গায়িকা ডেম নেলি মেলবাকে নিউ ইয়র্কে এনে তাকে আগামী নববর্ষের তারকা হিসেবে পরিচিত করার জন্যে। এখন সে আবার প্যারিসে একটা চরম বার্তা পাঠিয়ে আর একজন অপেরার প্রধানা গায়িকা মেলবার বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ক্রিস্টিন ডি স্যাগনিকে সংগ্রহ করার জন্যে নির্দেশ দিল হ্যামারস্টেইনকে।'

' ইদানিং তার পছন্দের মধ্যে একটা শিল্পীসুলভ পছন্দের আভাস লক্ষ্য করা যায়, এবং নিজেকে সে সেভাবেই জড়িয়ে ফেলেছে একটু একটু করে। যেমন অপেরার প্রারম্ভিক শিল্পী বেলিনিকে বদল করে অন্য এক শিল্পীকে এনে তার স্থলাভিষিক্ত করে। তাছাড়া বিভিন্ন ভঙ্গির ওপরেও বেশী জোর দেয় সে। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রতিটি রাত সে কাটায় ভয়ঙ্কর ভাবে লেখালিখির মধ্যে দিয়ে।'

'কেন, কি লিখছে সে?'

'গানের সুরের ওপর প্রভু। পেন্টহাউসের ওপরে আমি তাকে নতুন নতুন গানের সুর ভাঁজতে শুনেছি। প্রাতিদিন সকালে তাকে নতুন নতুন সুরে গান গাইতে শুনেছি। মাঝ রাতে তার ড্রয়িংরুম থেকে অরগান বাজানোর সুর কানে ভেসে আসে আমার। আমি অবশ্যই স্বর-গানের তারতম্য উপলব্ধি করতে অক্ষম;তবে সেটা আমার কাছে তেমন কিছুই নয়, যেন একটা অর্থহীন আওয়াজ। কিন্তু সে তার কাজ ঠিক করে যাচ্ছে, নিশ্চয়ই কোনো একটা গানের সুর বাঁধার চেষ্টা করছে। আর আমার বিশ্বাস, এটা তার নিজস্ব অপেরা। গতকাল, হ্যাঁ গতকালই এ পর্যন্ত যেটুকু কাজ সে শেষ করেছিল ইষ্ট পোষ্টের ওপর ভার দেয় সেগুলো দ্রুত প্যারিসে পৌঁছে দেবার জন্য। এই পরিস্থিতিতে এখন আমি কি করবো বলুন প্রভু।'

'দেখো সেবক, এ সবই তার পাগলামো, কিন্তু তুলনামুলক ভাবে বলতে পারি ক্ষতিকারক নয়। আচ্ছা, সে কি অমন দুর্দশাগ্রস্থ অপেরা হাউসে খুব বেশী অর্থ ঢেলেছে?'

'না প্রভু, কিন্তু আমি আমার উত্তরাধিকারের ব্যাপার নিয়ে খুবই চিন্তিত। বহু আগে সে আমাকে প্রতিশ্রুতি দেয় যদি কখনো কিছু ঘটে যায় তাহলে আমি তার লক্ষ লক্ষ মিলিয়ন ডলারের সাম্রাজ্যের পুরোটাই উত্তরাধিকারী হিসেবে পাবো। আর এই ভাবে সেই সব ধন-

সম্পদ আপনার সেবায় উৎসর্গ করতে পারবো। কিন্তু এখন আমার আশঙ্কা, হয়তো সে তার মত বদলাচ্ছে। সে তার অর্জিত সব কিছুই এখন কোনো ফাউন্ডেশনকে দিয়ে যাবে। আর এই ফাউন্ডেশন তার বদ্ধ সংস্কারের মতো তার সেই দুর্দশাগ্রস্ত অপেরার প্রতি উৎসর্গ করা থাকবে।'

' সেবক, তুমি বড়ই বোকা। তুমি হলে গিয়ে তার পোষ্যপুত্র, তার উত্তরাধিকারী, যে কিনা তার স্বর্ণখনির সাম্রাজ্য আর ক্ষমতার দখল নেবে। সে তোমাকে এরকমই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল না? তাছাড়া আমিও তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিইনি? আর আমি কি হেরে যেতে পারি?'

'না প্রভু, আপনি সর্বময় কর্তা, একমাত্র দেবতা।'

'বেশ, তাই যদি মনে করো তাহলে নিজেকে শান্ত করে তোলো। কিন্তু তোমার মানসিক চেতনা জাগিয়ে তুলতে তোমাকে একটা কথা বলে রাখি, এ আমার উপদেশ নয়, একেবারে সরাসরি হুকুম বলতে পারো । যদি কখনো তোমার মনে হয় , তার সব কিছুই যেমন তার অর্থ , তার সোনাদানা, তার ক্ষমতা তার সাম্রাজ্য ইত্যাদির ওপর তোমার উত্তরাধিকারী হওয়ার বিরুদ্ধে সত্যিকারের হুমকি পাচ্ছো, তাহলে তুমি তখন দয়া না দেখিয়ে, একটুও করুণা না করে সেই হুমকি ধ্বংস করে ফেলবে। এখন বলো, ব্যাপারটা আমি তোমার কাছে পরিষ্কার করে দিতে পেরেছি তো?'

'হ্যাঁ, সম্পূর্ণভাবে প্রভু। আর এর জন্যে ধন্যবাদ আপনাকে। আমি আপনার হুকুম পেয়ে গেছি।

গেলর্ড স্প্রিগস-এর কলামে

অপেরা সমালোচক, দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস, নভেম্বর

নিউ ইয়র্ক সিটি, আর এমন কি যে সব অপেরা প্রিয়রা তার ভেতরে বসবাস করেন, তাদের একটা খুশ খবর শোনাচ্ছি, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

না, না, এ আমি সেই বিখ্যাত স্প্যানিশ আমেরিকার যুদ্ধ নতুন করে শুরু হওয়ার কথা বলছি না, মানে যে যুদ্ধ আমাদের প্রেসিডেন্ট টেডি রুজভেল্ট বেশ কয়েক বছর আগে নিজেকে সান যুয়ান হিলে বিখ্যাত করে তুলেছিলেন, তবে এ যুদ্ধ আমাদের শহরের অপেরা জগতের মধ্যে যুদ্ধের কথা বলছি। আর সেই যুদ্ধ কেনই বা খুশ খবরের শিরোনামায় উঠে আসবে? কারণ আজকের দিনেএই যুদ্ধের সৈনিকদের মধুর কোকিলকণ্ঠী বলা হয়, আর সামরিক সম্ভার বলতে বোঝায় অর্থ, সেই বিপুল অর্থের কথা আমাদের বেশীরভাগ লোকই কল্পনা করতে পারে না, আর যাঁরা অপেরা প্রেমিক তাঁরাই বেশী লাভবান হবেন।

তবে এ প্রসঙ্গে বলি, অপেরা জগতের প্রাণকেন্দ্র রাজার রাজার ভাষায়'' অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডে''এবং নিউ ইয়র্ক অপেরা একেবারে শুরুতে লুইস ক্যারলের সম্প্রতি ফ্যান্টাসির সদৃশ গানের আসর শুরু হতে চলেছে। ভক্তরা জেনে রাখুন, গণ্ডনডের ''ফস্ট'' প্রদর্শন দিয়ে ১৮৮৩ সালের অক্টোবরে মেট্রোপলিটন অপেরার উদ্বোধন হয়। আর এভাবেই '' কভেন্ট গার্ডেন'' এবং ''লাস্কালা''সহ নিউ ইয়র্কে অপেরা জগতে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। কিন্তু কথা হচ্ছে, কেনই বা সেটাকে অপেরা জগতে এমন চমৎকার বিনোদনের পীঠস্থান বলা হয় এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাহলে অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, অপেরার জন্য বিশ্বের সব থেকে বড় অডিটোরিয়াম যেখানে কম করেও ৩,৭০০আসনের ব্যবস্থা আছে, এ সবই তার কারণ। এত বড় আরামদায়ক অপেরা বিশ্বের আর কোথাও নেই। আর কেনই বা এই অপেরাকে ঘিরে শত্রুতা ?অবশ্যই এর অর্থবল, এ যেন এক শক্তিশালী মিলিত প্রয়াস। এই শহরের ধনী এবং নব অভিজাততন্ত্রের চমৎকারিত্ব থাকা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ হল ফরটিন্থ স্ট্রীটে মিউজিকের পুরোনো একাডেমি, ও অধুনা বিলুপ্ত, দর্শকদের বসার জায়গার কোনো গোপনীয়তা নেই, আর প্রতিশ্রুত বক্সের ব্যবস্থাও নেই।

তাই তারা এখন একত্রিত, সংগঠিত, এবং হাল ফ্যাসনের আরও আরামদায়ক অপেরার টিকিট কেটে যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করছে। মিসেস অ্যাসটরের তালিকায় এমন চারশোজন সদস্যরা এ ব্যাপারে বেশ ভালোভাবেই অভ্যস্থ। আর মিস্টার হেনরিক কনরেডের প্রেরণামূলক নেতৃত্বে মেট্রোপলিটন যে বিজয় গৌরব আমাদের এনে দিয়েছে বছরের পর বছর ধরে এবং আজও তার ধারা চালিয়ে যাচ্ছে, তা অবিস্মরনীয়। কিন্তু আমি কেনইবা ''যুদ্ধের'' কথা বললাম? কারণ এখন অপেরা জগতে নতুন এক দিগন্তের সূচনা হতে চলেছে যা মেট্রোপলিটন অপেরাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে।

আগে নিজস্ব একটা অপেরা হাউস খোলার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে, টোব্যাকো মিলনায়ার এবং থিয়েটার ডিজাইনার ও বিল্ডার অস্কার হ্যামারস্টেইন ওয়েস্ট থার্টি- ফোর্থ স্ট্রীটে এই সবেমাত্র সুসজ্জিত দামী ম্যানহাটন অপেরা হাউসের নির্মান কার্য সম্পন্ন করেছে। একথা সত্যি যে, ছোটো হলেও সেটা বিলাস-বহুল আরামদায়ক অপেরা হাউস, প্রতিপক্ষ মেট্রোপলিটন অপেরা হাউসের তুলনায় খুবই ভালো, হয়তো সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে ভালো হতে পারে। কিন্তু গুণগত বিচারেও অনেক উন্নত। কিন্তু এই ভালো উন্নত মানের শিল্পীই বা কোত্থেকে আসবে, এরকম প্রশ্ন সবার মনে জাগতে পারে। এর একটাই উত্তর, সে হলো ডেম নেলি মেলবা নিজেই।

হ্যাঁ, অপেরা যুদ্ধের পক্ষে এটা প্রথম ভালো খবর। ডেম নেলি সব সময় আটলান্টিক পেরিয়ে অন্য কোথাও যেতে দৃঢ়তার সঙ্গে বিরোধিতা করে এসেছে, এখন এখানে আসতে রাজী হয়েছে, আর তার পারিশ্রমিকের কথা শুনলে হার্টফেল করার উপক্রম হবে। প্যারিসে আমার একজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক আমাকে বলেছে, এই হলো কাহিনীর অন্তরালে আর এক কাহিনী।

গত এক মাস ধরে মিস্টার হ্যামারস্টেইন এই অস্ট্রেলীয় শিল্পীর বাসস্থান গার্নিয়ার

গ্র্যান্ড হোটেলে নিয়মিত যাতায়াত করেছে। এখানে বলে রাখা দরকার, এই হ্যামারস্টেইন প্যারিসে প্যারিস অপেরা হাউস নির্মান করেছিল, যেখানে ডেম নেলি প্রায়ই অনুষ্ঠান করতো। যাইহোক, প্রথমে অস্বীকার করেছিল। হ্যামারস্টেইন তখন তাকে এক রাত্রির অনুষ্ঠানের জন্য দেড় হাজার ডলার দেওয়ার প্রস্তাব দেয়, টাকার অঙ্কটা চিন্তা করে দেখুন ! তবু তা সত্ত্বেও ডেম নেলি ফিরিয়ে দেয় তাকে। সে তখন তার বাথরুমের কীহোল মারফৎ তার পারিশ্রমিক আরো বাড়িয়ে দেয় এক রাত্রির জন্য আড়াই হাজার ডলার, অবিশ্বাস্য ! তাতেও সে সন্তুষ্ট নয় । তারপর এক রাত্রির জন্য তিনহাজার ডলার. যেখানে কোরাস সংগীতের জন্য একজন শিল্পীকে সপ্তাহে মাত্র পনেরো ডলার কিংবা প্রতি শো-এর জন্যে তিন ডলার, চিন্তা করে দেখুন ?

শেষ পর্যন্ত হ্যামারস্টেইন গ্র্যান্ড হোটেলে তার ব্যক্তিগত সেলুনে হানা দিয়ে এক হাজার ফ্র্যাংকের নোট সারা মেঝের উপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে থাকে। তার প্রতিবাদ সত্ত্বেও হ্যামারস্টেইন ক্রমাগত নোটের ঝড় তুলতে থাকে। ডেম নেলি শেষ পর্যন্ত যখন ফ্র্যাংক নোটগুলো সংগ্রহ করে গুনলো দেখা গেল সব মিলিয়ে এক লক্ষ ফরাসী ফ্র্যাংক, অর্থাৎ কুড়ি হাজার মার্কিন ডলার ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল পার্শিয়ান কার্পেটের উপর। আমি খবর পেয়েছি, রু লাফিটে রথস চাইল্ডে টাকাটা জমা পড়েছে, কিন্তু ডেমের সব প্রতিরোধ তখন ভেঙ্গে রেনু রেনু হয়ে গুঁড়িয়ে পড়েছে। আমেরিকায় আসার জন্য রাজী হয়ে গেছে সে। আর হবেই বা না কেন, হাজারহোক সে তো অস্ট্রিলীয় কৃষকের স্ত্রী এবং লোম ছেঁটে ফেলা ভেড়াকে দেখলেই সে চিনতে পারে ।

এই যদি সব কিছু হয়, তাহলে বলতে হয় যে, ব্রডওয়ে এবং থারটি নাইনথ স্ট্রীটে হার্ট অ্যাটাকের পক্ষে সেটা যথেষ্ট কারণ বটে, যেখানে মিস্টার কনরেড খুশিতে আন্দোলিত হচ্ছিল। কিন্তু এর পরেও আরো আছে। যেমন ধরা যাক, মিস্টার হ্যামারস্টেইন পিছিয়ে ছিল না, নামী-দামী এবং সুগায়িকাদের মধ্যে অ্যালেসমান্ড্রো গোনসির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলো. গুনগতর দিক থেকে একমাত্র প্রতিপক্ষ এবং খ্যাতির দিক থেকে সংগীতজগতে অমর শিল্পী এনরিকো ক্যারুসোর একমাত্র সমকক্ষ বলা যায়, ৩রা ডিসেম্বর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গান গাইবার জন্য রাজী হয়ে যায়। আবার গোনসিকে সহায়তা করার জন্য অপর বিখ্যাত নাম যেমন অ্যামান্ডিও বাসি এবং চার্লস ডালমোরসকেও অন্তর্ভূক্ত করা হয়, সেই সঙ্গে উদাত্ত সুরের ম্যারিও অ্যানকোনা, মাওরিস নেরন্ড এবং উচ্চাঙ্গ সংগীতের গায়ক এমা কাল্ভ তো ছিলোই।

এই একটা খবরই নিউ ইয়র্কের লোকের কানাকানির পক্ষে যথেষ্ঠ। কিন্তু এর পরেও আরো অনেক কিছু যেন অপেক্ষা করছিল। তারা কিছুদিন তাদের লম্বা লম্বা কান খুলে রেখেছিল এবং তারা তাদের তীক্ষ্ণ কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিল, তাদের সেই একটাই বক্তব্য, মিস্টার হ্যামারস্টেইনের যা ধন- সম্পদ রয়েছে, মনে হয় না তা দিয়ে বেশীদিন ওই সব শিল্পীদের হাতির খোরক যোগাতে পারবে । মনে হয় তার পিছনে কোনো বিত্ত বান আছে, যে টাকার যোগান দিয়ে যাচ্ছে তাকে। কিন্তু কে এই অদৃশ্য টাকার যোগনদার, তবে কি ম্যানহাটনের ফ্যানটম? সে কি রক্ত শরীরের কোনো মানব, নাকি মানুষের কায়া, অশরীরি আত্মা ! সে যেই হোক না কেন, সে নিশ্চয়ই এখন আমাদের বিনাশ করার জন্যে উঠে পড়ে

চেষ্টা চালাতে তৎপর হয়ে উঠেছে। যদি একটা নাম, সেই নামধারী লোকটা ষাঁড়ের কাছে লাল কম্বলের মতো মেলবার কাছে কাজ করে থাকে, তাহলে সে তার একমাত্র প্রতিপক্ষ, ভাবছিল যুবতী এবং অপরূপা সুন্দরী ফরাসী অভিজাত ক্রিস্টিন ডি স্যাগনি, সারা ইতালিতে যে লা ডিভিনা নামে পরিচিতা।

কি, আমি তোমাকে শুধুই চিৎকার করতে শুনেছি, আসতেই পারে না সে! কিন্তু সে আসতে পারবে। আর এখানেই একটা রহস্য, নাকি দ্বিগুন রহস্য লুকিয়ে আছে।

প্রথম রহস্য হলো, ডেম নেলি মেলবার মতো লা ডিভিনাও সব সময় আটলান্টিক পার হতে অস্বীকার করে এসেছিল এই ভেবে যে, এমন একটা অভিযান, শুধু সময়ের অপচয়ই নয়, কষ্টদায়কও বটে। এই কারণেই মেট্রোপলিটন অপেরা হাউস কখনো তাদের দু'জনের অনুগ্রহ লাভ করতে পারেনি। কিন্তু তা সত্তেও ডেম নেলি যখন মিস্টার হ্যামারস্টেইনের অবিশ্বাস্য অঙ্কের টাকায় প্রলোভিত হতে পেরেছে, ওদিকে স্যাগনির সম্পর্কে বলা যায় যে, ডলারের প্রলোভন থেকে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত সে, পরিমান যাইহোক না কেন।

যদি ডলারের বন্যা একটা যুক্তি হয়ে থাকে, যা অস্ট্রেলীয় ডেম-এর উপর সাফল্য পেয়েছিল, তাহলে কোন যুক্তিতে ফরাসী অভিজাতকে বিশ্বাস করাতে গিয়েছিল?

আমাদের দ্বিতীয় রহস্য হলো নতুন ম্যানহাটন অপেরা হাউসের আর্টিস্টিক ক্যালেন্ডারের হঠাৎ পরিবর্তন। বিশ্বের সেরা গায়িকারে সন্ধানে মিস্টার হ্যামারস্টেইন যখন প্যারিসের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে ঘোষণা করে গেলেন, ৩রা ডিসেম্বর উদ্বোধনী সংগীতে অংশগ্রহণ করবে বেলিনির আই. পুরিতানি, তখন খুবই অবাক হতে হয়েছিল।

সেটা তৈরীর কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং প্রোগ্রম ছাপতে প্রেসে পাঠানো হয়ে গিয়েছিল। এখন আমি শুনতে পেলাম, সেটা অদৃশ্য পে মাস্টার জোর করছে একটা পরিবর্তন আনার জন্যে। গান হচ্ছে পুরিতানি। তার জায়গায় ম্যানহাটন উদ্বোধন করবে সম্পূর্ণ একটা নতুন অপেরা দিয়ে এবং এমনকি তার সুরকার অপরিচিত আর নাম গোত্রহীন। এ এক ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নেওয়া, যা কখনো শোনা যায়নি। এ সবই বিস্ময়কর।

দু'জন অপেরা হাউসের গায়িকার মধ্যে এই অপরিচিত নতুন কাজের স্টার হবে শেষ পর্যন্ত? গোনসির সঙ্গে কোনজন গান গাইবে এক জন স্টার হয়ে উঠে আসার জন্যে, ক্লিওফোন্টি ক্যামপানিনি? তারা দুজনেই তা পারে না। সালোমকে সিজন- স্টার্টার হিসেবে পছন্দ করে ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নেওয়া মেট্রোপলিটনই বা কি করে প্রতি যোগিতায় ফিরে আসবে? ম্যানহাটন তার প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানে একেবারে আনকোরা যে নতুন শিল্পীর ওপর জোর দিচ্ছে তার নামই বা কি? সেটা যে সম্পূর্ণ ফ্লপ, এটাই কি প্রমান করবে?

নিই ইয়র্কে দু'জন অপেরা হাউসের গায়িকাকে একই ছাদের নীচে অংশ গ্রহণ না করানোর মতো ভালো ভালো হোটেল যথেষ্ট আছে। কিন্তু গানের রচয়িতা কারা? ফ্রান্সে দু'জন ষ্টার আছে, লা স্যাভয় এবং লা লোরেন। তাদের দু'জনকে দুটি অপেরা হাউসের মধ্যে স্রেফ একটাকে বেছে নিতে হবে। ওহো অপেরা-প্রেমিকগণ, আগামী শীতকালটা না জানি কিরকম জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে!

পিয়ের ডি স্যাগনির শিক্ষা

এস্. এস. লরেন, লং আইল্যান্ড সাউন্ড, ২৮ নভেম্বর, ১৯০৬

'আচ্ছা তরুণ পিয়ের, আজ কি হতে চলেছে বলো তো ? আমার মনে হয়, লাতিন।'

'ওহো ফাদার জো, তাই কি? খুব শীগগির আমরা নিউ ইয়র্ক বন্দরে আসছি। প্রাতঃরাশের সময় ক্যাপ্টেন মামকে বলছিল।'

'কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা এখনো লং আইল্যান্ড অতিক্রম করে চলেছি, আর সেটার উপকূল ফাঁকা দেখতে পাচ্ছি, কুয়াশা এবং ধূ-ধূ বালি ছাড়া আর দেখার কিছু নেই। কাইজারের গ্যালিক যুদ্ধের সঙ্গে সময় কাটানোর পক্ষে এ একটা সুন্দর মুহূর্ত। আমরা যেখানে শেষ করেছিলাম, তোমার বই খুলে সেই পৃষ্ঠাটা বার করো।'

'ফাদার জো, সেটা কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ'

'নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু কাইজারের ইংল্যান্ডে হানা দেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ হতে যাবে কেন ?'

'বেশ তো, তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি, যদি তুমি একজন রোমান সৈনিক হয়ে একটা অপরিচিত বন্য জায়গার দিকে অভিযান চালাতে, সেক্ষেত্রে তুমি এরকমই ভাবতে। আর তুমি যদি ব্রিটেনের প্রাচীন অধিবাসী হতে তাহলেও তুমি এরকমই ভাবতে।'

'কিন্তু আমি তো রোমান সৈনিক নই, আর অবশ্যই ব্রিটেনের প্রাচীন আধবাসীও নই। আমি একজন আধুনিক ফরাসী।'

'কাইজারের প্রথম ইংল্যান্ড অভিযানে তিনি কেবল জানতে পারেন সেটা ব্রিটানিয়া হিসেবে। ওই পৃষ্ঠার একেবারে ওপর থেকে শুরু করো।'

'রাত নেমে আসছে, ঘটনাটা এইভাবে ঘটেছিল.....'

'ভালো অনুবাদ। 'রাত নেমে আসছে, এই রকম ঘটেছিল... '

'না, রাত নেমে আসছে নয়, রাতের অন্ধকার অনেক আগেই নেমে এসেছিল। তিনি তখন রাতের আকাশের দিকে তাকিয়েছিলেন। এবং তখনি ঘটনাটা ঘটেছিল। এবার পড়তে শুরু করো।'

'ঘটনাটা এই রকম যে, সে রাতেই ঘটনাটা ঘটেছিল.... আকাশে পূর্ণ চাঁদের হাট ?'

'যথাযথ হয়েছে। এখন এটা ভালো ইংরিজীতে অনুবাদ করো।'

'ঘটনাটা এমনই যে, সেদিন ছিল পূর্ণিমার রাত।'

'অবশ্যই তাই। কাইজারকে সঙ্গে পেয়ে তুমি ভাগ্যবান! তিনি ছিলেন একজন সৈনিক, আর তিনি পরিষ্কারভাবে সৈনিকের ভাষায় লিখেছেন। আমরা যখন ওভিড, হোরাস, জুভেনাল আর ভার্জিল প্রসঙ্গে আসি, দেখা যাবে সেখানে সত্যিকারের কিছু মস্তিষ্কের বিহ্বলতা দেখা যাবে। আচ্ছা কেনই বা সে বললো রাত নামার মুখে, কেন বললো না রাত তখন নেমে গেছে ?

'অনুমান সাঁপেক্ষ ব্যাপার আর কি ! '

'খুব ভালো ব্যাখ্যা হয়েছে। এ এক সন্দেহের উপাদান। হয়তো সেটা পূর্ণ চাঁদের হাট নাও, হতে পারে, কিন্তু সম্ভবত হলেও হতে পারে। তাই স্বভাবতই এটাকে অনুমানসাপেক্ষ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। চাঁদের সঙ্গে তাঁর ভাগ্যও জড়িয়ে আছে। '

'কেন ফাদার জো ?'

'বৎস, এর কারণ হলো, রাতের অন্ধকারে তিনি বিদেশী ভূমিতে হানা দিচ্ছিলেন। সেই সব দিনগুলিতে কোনো শক্তিশালী সার্চ লাইট ছিল না। জল পথে পাহাড় বা পাহাড়ের স্তূপ এড়াতে কোনো লাইটহাউসের ব্যবস্থাও ছিল না। তাঁর তখন একটা আস্তানার প্রয়োজন ছিল, বিশেষ করে পাহারী উপত্যকা আর সমুদ্র বীচের মধ্যে। তাই চাঁদের আলোর সাহায্যের দরকার ছিল তাঁর।'

'আচ্ছা, তিনি কি আয়ারল্যান্ডে হানা দিয়েছিলেন?'

' না দেননি। সেন্ট প্যাট্রিক আমাদের মধ্যে খ্রীষ্টিয় মনোভাব জাগিয়ে তোলার বারোশো বছের পরেও পুরোনো হিবারনিয়া অলঙ্ঘিত অবস্থাতেই ছিল। আর তারপর রোমানরা নয় বরং ব্রিটিশরাই এর জন্যে দায়ী । তুমি একজন ধূর্ত কুকুর তাই কাইজার গ্যালিক যুদ্ধের ঘটনা থেকে আমার দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছো।'

' কিন্তু ফাদার জো, তাই বলে কি আমরা আয়ারল্যান্ডের প্রসঙ্গে কথা বলতে পারি না? আমি এখন বেশীরভাগ ইউরোপ দেখে ফেলেছি, কিন্তু আয়ারল্যান্ড কখনো দেখিনি।'

' ওহো, কেন নয় ? কাইজার কালই কাছাকাছি উপকূলের ধারে অবতরন করছে। তা তুমি কি জানতে চাও বলো?'

' আপনি কি কোনো ধনী পরিবার থেকে আসছেন? আমার মতো আপনার অভিভাবকেরও কি একটা চমৎকার বাড়ি আর একটা বিরাট এস্টেট ছিল ?'

' না, অবশ্যই ছিল না, কারণ বেশীরভাগ বড় বড় এস্টেটগুলোর মালিক হয় ইংরেজ কিংবা অ্যাংলো আইরিশরা। কিন্তু জয় করার আগেই কিলফয়েলস ফিরে গিয়েছিল। আর আমরা হচ্ছি গরীব কৃষক মাত্র।

' বেশীর ভাগ আইরিশ গরীব লোকেদের অবস্থা কি তাই?'

' নিশ্চয়ই, গ্রামের বেশীরভাগ লোকই রুপোর চামচ মুখে দিয়ে জন্মায়নি। বেশীরভাগ লোকই ভাড়াটে কৃষক, ভাগচাষী হয়ে কোনোরকমে জীবনধারণ করে থাকে। আমার লোকেরাও ঠিক সেই রকম। মুলিনগরি শহর থেকে দূরে একটা ছোট্ট গ্রামের কৃষক পরিবার থেকে আমি এসেছি। আমার বাবা ভোর থেকে সূর্যাস্ত যাওয়ার সময় পর্যন্ত মাঠে চাষ করতেন। আমাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা নয় জন। আমি আমার বাবা মায়ের দ্বিতীয় সন্তান, আমরা প্রধানত আমাদের দুটি গরুর দুধের সঙ্গে চাষের আলু আর বীট মিশিয়ে জীবন ধারণ করতাম।'

' কিন্তু ফাদার জো, আপনি তো শিক্ষার সুযোগও পেয়েছেন?'

' অবশ্যই পেয়েছি। হয়তো আয়ারল্যান্ড গরীব হতে পারে, কিন্তু আমার মহান দেশ

বহু সাধু-সন্ত, স্কলার, কবি আর সৈনিকের জন্ম দিয়েছে, আর এখন কিছু কিছু ধর্ম যাজক সৃষ্টি করছে। আর একটা কথা তোমাকে বলে রাখি বৎস, আইরিশরা ঈশ্বরকে ভালোবাসে, ভালোবাসে শিক্ষাকে। আর তাইতো আমরা গ্রামের স্কুলগুলোতে যাই, সেগুলোর পরিচালনার ভার ফাদারদের ওপরেই ন্যাস্ত। তিন মাইলের পথ পায়ে হেঁটেই যেতে হয়, সে সব পথ যেখানেই হোক না কেন, কিংবা যত দুর্গমই হোক না কেন। গ্রীষ্মের সন্ধ্যার পর আর ছুটির দিনগুলোতে আমরা আমাদের অভিভাবকদের চাষের কাজে সাহায্য করতাম। তারপর রাতে একটা মাত্র মোমবাতির আলোয় বাড়ির কাজকর্ম সারা হতো যতক্ষণ চোখে ঘুম না নেমে আসতো। আমরা পাঁচজন একটা বাঙ্কে আর অপর ছোটো ছোটো চার ভাই বোনেরা আমাদের মা-বাবার সঙ্গে শুতো।'

' সেকি আপনাদের আলাদা আলাদা দশটা শয়নকক্ষ ছিল না?'

' শোনো বৎস, তোমাদের শয়ন কক্ষ আমাদের খামার বাড়ির থেকে অনেক বড়। তুমি যতটুকু জানো তার চেয়েও অনেক বেশী ভাগ্যবান তুমি।'

' আচ্ছা ফাদার জো, তারপর থেকে আপনি কখনো দরপাল্লায় ভ্রমণ করেছেন?'

' ওহো, তা করেছি বৈকি, তাই আমি প্রতিদিনই অবাক হয়ে ভাবি, কেনই বা প্রভু ওভাবে আমাকে অনুগ্রহ করেছেন?'

' কিন্তু আপনি এখনো শিক্ষা পেয়ে যাচ্ছেন।'

' হ্যাঁ, শিক্ষার কি কখনো শেষ আছে বৎস? শিক্ষালাভের মতো ভালো কিছু আর হয় না। এ সবই ধৈর্য আর ভালোবাসার সমন্বয়। খেলা আর পড়া, অঙ্ক কষা আর লাতিন ভাষা শেখা, ইতিহাস অধ্যয়ন করা, তবে ভূগোল খুব বেশী নয়, কারণ বাবা কখনো কোথাও যাননি, আর তাইতো পৃথিবীর ভৌগোলিক মানচিত্রটা আমাদের কাছে অদেখাই থেকে গিয়েছিল।'

' ফাদার জো, এবার বলুন, আপনি যাজক হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন কেন ?'

' দেখো, প্রতিদিন সকালে পড়াশোনা শুরু করার আগে আমাদের একটা প্রর্থনা সভায় যোগ দিতে হয়। আর রোববারটা অবশ্যই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। আমার ওপর ভার ছিল আরাধনার বেদী সাজানো আর সেই কাজ করতে গিয়ে সেই সঙ্গে প্রার্থনায় যোগ দিতে গিয়ে আমার মনের মধ্যে কেমন যেন একটা আধ্যাত্মিক ভাব জেগে উঠতে থাকে একটু একটু করে। বেদীর ওপর কাঠের ক্রুশবিদ্ধ মহান যীশুর মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমি ভাবতাম, তিনি যদি আমার ভালো করে থাকেন, তাহলে সম্ভবত আমার সাধ্যমতো আমাকে তার সেবায় নিয়োজিত করতে হবে। স্কুলে ছাত্র হিসেবে ভালোই ছিলাম। আর আমি যখন প্রায় স্কুল ছেড়ে চলে আসছিলাম তখন আমি জিজ্ঞেস করি আমাকে যাজক বৃত্তির জন্য শিক্ষা দেওয়া হবে কিনা।

আর আমি এও জানি, আমার বড় ভাই একদিন আমাদের খামারের দায়িত্ব গ্রহন করবে। তখন আমাদের পরিবারের আমি চলে গেলে একজনের খাওয়ার খরচ অবশ্যই কমে যাবে।আমার ভাগ্য ভালো সাক্ষাৎকারের জন্যে আমাকে মুলিনগরে পাঠানো হলো।

আমার সঙ্গে স্কুলের ফাদার গ্যাবরিয়েল একটা সুপরিচয়পত্র দিয়ে দিলেন। তারা আমাকে গ্রহণ করলেন এবং কিলডারে রোমান ক্যাথলিকের যাজকদের শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিলেন, বেশকয়েক মাইল দূরে। সে এক বিরাট অভিযান।'

'কিন্তু এখন তো তুমি আমাদের সঙ্গে প্যারিস, লন্ডন, সেন্ট পিটার্সবার্গ আর বার্লিনে ভ্রমণ করেছো।'

'হ্যাঁ, কিন্তু সে তো এখনকার জন্যে। আমার বয়স যখন পনেরো ছিল, তখন কিলডারে শিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়াটা একটা বিরাট অভিযান ছিল। তাই আবার আমাকে পরীক্ষা করে দেখা হলো, এবং গ্রহণ করা হলো। বছরের পর বছর ধরে অধ্যয়ন করার পর যাজকের কার্যভার অর্পণ করার সময় এলো একদিন। সেখানে আমাদের ক্লাসে বেশ কয়েকজনের একটা দল ছিল। ডাবলিন থেকে কার্ডিনাল আর্চবিশপ নিজে এলেন আমাদের সবাইকে কাজের ভার বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে। যখন সেই পর্বটা শেষ হয়ে গেল আমি ভাবলাম পশ্চিমে কোথায় একজন নম্র যাজক হিসেবে জীবনটা কাটিয়ে দেবো, সম্ভবত কনটে এক বিশ্রুতপ্রায় যাজকের ভূমিকায়। এবং আমি সেই দায়িত্ব আমার অন্তর থেকে গ্রহণ করবো। কিন্তু প্রিন্সিপাল আমাকে ডেকে পাঠালেন। তার ডাকে সাড়া দিয়েসেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আর একজন লোককে দেখলাম যাঁকে আমি চিনতাম না। পরে জানতে পারি, তিনি হলেন ক্লোনটার্ফের বিশপ ডেলানি, তিনি একজন প্রাইভেট সেক্রেটারির খোঁজ করেছিলেন। তাঁরা আমার হতের লেখার প্রশংসা করে জিজ্ঞেস করলেন, সেই পদটা আমি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক কিনা। হ্যাঁ, সত্যি কথা বলেতে কি, সেই সম্মানজনক পদটা আমার কাছে খুবই লোভনীয় ছিল। আমার বয়স তখন একুশ, তাঁরা আমাকে বিশপের প্যালেসে থাকার জন্যে আহ্বান করলেন। আমি তাঁদের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলাম। তাই আমি সৎ এবং পবিত্র পুরুষ বিশপ ডেলানির সঙ্গে চলে গেলাম ক্লোনটার্ফে। সেখানে দীর্ঘ পাঁচটা বছর থেকে আমি অনেক কিছুই শিখলাম।'

'কিন্তু ফাদার জো, আপনি সেখানে থেকে গেলেন না কেন?'

'ভেবেছিলাম থাকবো, কিংবা আমার জায়গায় কাজ করার মতো বিকল্প একজনকে পাওয়া না পর্যন্ত অন্তত থেকে যাবো, সে ব্যক্তিটি সম্ভবত ডাবলিনের যাজক, কিংবা কর্ক বা ওয়াটারফোর্ডের। কিন্তু তারপর সুযোগটা আবার ধাক্কা খেল। দশ বছর আগে সারা ব্রিটেনের পোপের দূত পাপাল নানসিও লন্ডন থেকে এসেছিল তার আইরিশ রাজ্য গুলিতে সফর করার জন্য। এবং তিনদিন ক্লোনটার্ফে কাটায়। তার সঙ্গী ছিল কিছু অনুচরবৃন্দ। তাদের মধ্যে একজন ছিল মঁসিয়ে এমন বিরনি, রোমের আইরিশ কলেজ থেকে এসেছিল। আমরা দুজনে একত্রে মিলিত হলাম এবং আমাদের সফরটা বেশ ভলোই কেটেছিল তখন। আমরা কথায় কথায় আবিষ্কার করলাম, আমাদের জন্মস্থানের তফাৎ মাত্র দশ মাইলের, যদিও বয়সে সে আমার থেকে অনেক বড়। রোমান ক্যাথলিক যাজক নিজের পথে চলে গেলেন একদিন। তারপর আমি আর কখনো ভাবিনি তার কথা। চার সপ্তাহ পরে আইরিশ কলেজের প্রিন্সিপালের কাছ থেকে একটা চিঠি এলো, তাতে আমাকে একটা কাজের জায়গা করে

দেওয়ার আহ্বান ছিল। বিশপ ডেলানি দুঃখ প্রকাশ করলেন আমাকে ছেড়ে দিতে গিয়ে, কিন্তু তিনি আমাকে আর্শীবাদ করে সেই সুযোগটা গ্রহন করতে বললেন। তাই আমি আমার জিনিসপত্র একটা ব্যাগে ভরে একটা ট্রেন ধরে ডাবলিনের উদ্দেশ্য রওনা হলাম। ভাবলাম জায়গাটা খুবই বড় হবে। ফেরি , আর ট্রেন যতক্ষণ না আমাকে লন্ডনে পৌঁছে দিল ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই বুঝতে পারিনি। সত্যি আমি এর আগে কখনো এমন একটা জায়গা দেখিনি। কিংবা ভাবতেও পারিনি যে, একটা শহর অত বড় আর অমন সুন্দর হতে পারে।'

'তারপর ফেরি চরে সেখান থেকে ফ্রান্সে গিয়ে আর একটা ট্রেনে উঠে বসা, এবার প্যারিস যাত্রা। যেন আর এক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। আমি যেন বিশ্বাসই করতে পারিছিলাম না ,অমন এক বিস্ময়কর দৃশ্য আমি নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করছি। শেষ ট্রেনটি আমাকে আলপ্‌স পর্বতমালা অতিক্রম করে এক সময় রোমে এনে দিল।'

'রোম দেখে আপনি বিস্মিত হয়েছিলেন?'

' শুধু কি বিস্মিত? একেবারে স্তব্ধ হতবাক হয়ে দেখলাম। এখানেই তো সেই বিখ্যাত ভ্যাটিকান শহর, সিসটিন চ্যাপেলে, সেন্ট পিটারের রাজপ্রসাদ .....ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে ব্যালকনির দিকে তাকালাম এবং তাঁর আর্শীবাদ প্রর্থনা করলাম। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম এই ভেবে যে, মুলিনগরের বাইরে এক কৃষকের ছেলে এত দুরে কি করেই বা পাড়ি দিয়ে এলো আর কি করেই বা এত সুযোগ- সুবিধে পেলো ? তাই আমি বাড়িতে আমার অভিভাবকদের সব কিছু চিঠি লিখে জানালাম। এবং তাঁরা সেই চিঠিটা সারা গ্রামের অধিবাসীদের দেখালেন, আর তারা নিজেরাও বিখ্যাত হয়ে উঠলো।'

' কিন্তু ফাদার জো, অত সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য আর আনন্দ ছেড়ে এখন আপনি আমাদের সঙ্গে বসবাস করছেন কেন?'

' আর একটা মিল, পিয়ের, ছ'বছর আগে তোমাদের মা রোমে গান গাইতে এলেন। আমি অপেরার সম্পর্কে কিছুই জানি না, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রোগ্রাম চলার সময় সেই অপেরার চরিত্রগুলোর এক সদস্য, একজন আইরিশম্যান, হঠাৎ উইংস-এ হার্ট অ্যাটাকে মারা যায়। কোনো একজনকে পাঠানো হয়েছিল যাজকের খোঁজে আর সেরাত্রে আমি ডিউটিতে ছিলাম। বেচারার জন্যে আমি কিছুই করতে পারি না, তবে তার শেষকৃত্য সম্পন্নর সময় হাজির থাকতে তো পারি। কিন্তু তাকে তোমার মায়ের ড্রেসিং রুমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁর পীড়াপিড়িতে। আর সেখানেই আমি মিলিত হই তাঁর সঙ্গে। তিনি খুবই ভেঙ্গে পড়েছিলেন। তার দুঃখ-কষ্ট-বেদনার অবসান করতে আমি তাকে বোঝবার চেষ্টা করলাম, ঈশ্বর কখনো কারোর ক্ষতি করেন না এমনকি তিনি যখন তাঁর কোনো সন্তানকে ফিরিয়ে নেন, তখন বুঝতে হবে তার ভালোর জন্যেই এই অপ্রিয় কাজটা করতে বাধ্য হয়েছেন। যেমন ধরা যাক, কারোর কোনো দুরারোগ্য রোগে অহেতুক দগ্ধে দগ্ধে মরার চেয়ে কম রোগভোগ করানোর চেয়ে তাকে পৃথিবী থেকে ফিরিয়ে নেওয়া টাই ভালো নয়, আপনি কি বলেন? আমার ইতালীয় আর ফরাসী ভাষাটা বেশ ভালোই জানা ছিল। কেউ যে এদুটি ভাষা ছাড়াও ইংরেজী আর গেইল জাতির ভাষা (ইংলন্ডের উত্তরাঞ্চলের গ্রাম্য ভাষা) যে

কেউ একসঙ্গে রপ্ত করতেপারে, তা তাঁর কাছে খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল।

' অন্য একটা কারণেও তার সমস্যা ছিল। তার জীবনের অগ্রগতি তাকে ইউরোপের বহুদুরে পৌঁছে দিয়েছিল, রাশিয়া থেকে স্পেনে, লন্ডন থেকে ভিয়েনা! আর তাঁর ক্রমাগত ভ্রমণের ফলে তোমার শিক্ষা ব্যবস্থায় বাধা সৃষ্টি হতে থাকে। তাছাড়া তুমি তখন এতই ছোটো যে, স্কুলের বোর্ডিং-এ থাকবে তাও সম্ভব নয়, তাছাড়া তোমার মা যে তোমাকে ছেড়ে থাকতে চাইতেন না। আমি যখন কলেজে ফিরে গিয়ে আবাব পড়াশোনা শুরু করতে গেলাম, তিনি তখনো তোমার ব্যাপারে ভাবতে থাকেন। তাঁর প্রোগ্রাম ছিল এক সপ্তাহের জন্যে, আর তাঁর ফিরে যাওয়ার একদিন আগে প্রিন্সিপালের অফিসে আমার ডাক পড়লো, আর সেখানেই বসে ছিলেন তিনি। তাঁর হাবভাব দেখে মনে হয়েছিল, আমি যেন তাঁর মনে একটা গভীর ছাপ ফেলে দিতে সক্ষম হয়েছি। আমি তোমার শিক্ষক হই, এই রকম একটা ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তিনি। আমার কাজ হবে ত্রিবিধ, তোমাকে স্কুলের শিক্ষা দেওয়া, নৈতিক দিক থেকে পরিচালনা করা, আর তোমার স্বভাবটাকে পুরুষোচিত করে তোলা। আমি তো স্তব্ধ, হতবাক হয়ে গেলাম, এবং তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু প্রিন্সিপাল মহাশয় আমার কোনো আপত্তিতেই কান দিতে চাইলেন না, সরাসরি হুকুম করে বসলেন তোমার মায়ের অনুরোধ আমাকে রক্ষা করতেই হবে। আমি তখন কি আর করি, প্রিন্সিপালের হুকুম সুবোধ বালকের মতো মেনে নিয়ে তোমার সব ভার তুলে নিলাম আমার হাতে। আর তুমি তো জানো বৎস, তারপর থেকেই আমি তো তোমার সঙ্গেই রয়ে গেছি, তোমার মগজে এখন কতক গুলো উপদেশ ঢুকিয়ে দিতে চাই যে, যাতে করে তুমি একজন সম্পূর্ণ অসভ্য ও বর্বর হয়ে ওঠো।'

' এর জন্যে ফাদার জো, আপনি কি দুঃখিত?'

' না, একেবারেই নয়। এর কারণ কি জানো, তোমার বাবা তোমার থেকেও ভালো লোক। আর তোমার মা ঈশ্বর প্রদত্ত অভূতপূর্ব প্রতিভার মহান লেডি। আমি তো বেশ ভলোই আছি, দিব্যি ভালোভাবে থাকছি খাচ্ছি। আর আমাকে অবশ্যই বলতে হবে, এই বিলাসপ্রিয় জীবনের ক্রমাগত প্রায়শ্চিত্ত আমি করে যাচ্ছি। কিন্তু আমি একটা বিস্ময়কর জিনিষ দেখেছি। শহরগুলো তখন রুদ্ধশ্বাস করার মতো অবস্থা, পেইন্টিং এবং আর্ট গ্যালারির মতো কিংবদন্তীর সব জিনিষের সমারোহ, অপেরা তোমাকে পাগল করে তুলতো, আর আমার কাছে তুমি ছিলে এক বিস্ময়কর বালক।'

' ফাদার জো, মা যে আপনাকে পছন্দ করেছিলেন তার জন্য আমি খুবই খুশি।'

' তার জন্যে তোমাকে ধনবাদ, কিন্তু আমরা যখন কাইজারের গ্যালিক যুদ্ধের ইতিহাস পড়তে শুরু করবো তখন তুমি বোধহয় অতটা খুশি হতে পারবে না। সেই ইতিহাস পড়া এখনই শুরু করতে হবে। কিন্তু ওইতো তোমার মা আসছেন। বৎস, উঠে দাঁড়াও!'

'তা আপনারা দু'জনে কি করছেন এখানে? আমরা বন্দরের কাছাকাছি এসে গেছি। সূর্যোদয় ঘটে গেছে, সূর্যের তেজে কুয়াশা উধাও। ওই দেখুন, নিউ ইয়র্ক শহরটা কেমন এগিয়ে আসছেআমাদের দিকে উষ্ণ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করতে। এটা পৃথিবীর সবথেকে বড়

দৃশ্য আর আমরা যদি অন্ধকারে চলে যাই আপনারা এমন সুন্দর দৃশ্য কখনো আর দেখতে পাবেন না।'

'খুব ভালো কথা লেডি, আমরা আমাদের পথে চলেছি। পিয়ের, তাকিয়ে দেখো আর একবার তুমি কেমন ভাগ্যবান হয়ে উঠেছো। আজ আর কাইজার নয়।'

'ফাদার জো, এ কি শুনছি আপনার মুখ থেকে?'

'তোমার মা যে রয়েছেন!'

'আপনার কি মনে হয় নিউ ইয়র্কে বিরাট বিরাট সব অভিযান হবে?'

'তুমি যা ভাবছো তার থেকে অনেক বেশী, ক্যাপ্টেন আমাকে বলেছেন, বন্দরের জেটীতে একটা বিরাট নাগরিক সম্বর্ধনা অপেক্ষা করছে, পৃথিবীর যত সব বড় বড় আর বিখ্যাত হোটেলগুলোর মধ্যে অন্যতম হোটেল ওয়ালডরফ অ্যাসটেরিয়ায় গিয়ে উঠবো আমরা। আগামী পাঁচদিনের মধ্যে তোমার মা একটা নতুন অপেরার উদ্বোধন করবেন, আর এক সপ্তাহ ধরে স্টার নাইটের অনুষ্ঠান চলবে। সেই সময়ের মধ্যে আশাকরি আমরা একটু ঘুরে বেড়াতে পারবো, সেই সঙ্গে দর্শনীয় স্থানগুলো দেখে নিতে পারবো, নতুন ট্রেনেও চেপে বসতে পারবো। লে হাভরেতে একটা বই কিনেছিলাম, আর সেই বই থেকে এই নতুন ট্রেনের সবকিছু জানতে পারি।'

'আরে ওইতো পিয়ের, ওই দিকে একবার তাকিয়ে দেখো, ওটা একটা ফ্যান্টাস্টিক দৃশ্য, তাই না? গীতিকার এবং সুরকারের টানাপোড়েন, ভাড়া আদায়কারী এবং পদব্রজে ভ্রমণকারীদের মধ্যে টানাটানি, মধ্যযুগীয় জাহাজের ক্যাপ্টেনএবং ডিঙ্গি নৌকার বৈঠা বাহকের মধ্যে প্রতিযোগিতা। কি আশ্চর্য, এই পৃথিবীতে কি করেই বা তারা পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলে আর ওই দেখো, ওই যে ওখানে, বাঁদিকে। আলোর বার্তিকা হতে স্বয়ং লেডি, মূর্ত প্রতিকী মূর্তি। আহ পিয়ের, তুমি তো জানো না, কত না দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ নতুন দিগন্তের আলোয় একটু সুখের আশায় তাদের পুরোনো আশ্রয় ছেড়ে ভালো বাসার খোঁজে পালিয়ে আসার সময় অস্পষ্ট কুয়াশার মধ্যে থেকে তাঁকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিলেন, আর তারা যে নতুন জীবন শুরু করতে যাচ্ছে। সে জীবন মুক্তি লাভের, যার পথ দেখাতে আবির্ভূত হয়েছিলেন ওই মূর্ত প্রতীক। তারা সংখ্যায় ছিল লক্ষ লক্ষ, তাদের সামিল ছিল আমার নিজের দেশে গ্রাম্য নারী ও পুরুষ। পঞ্চাশ বছর আগে সেই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষে আয়ারল্যান্ডের প্রায় অর্ধেক মানুষ নিউ ইয়র্কে পালিয়ে গিয়েছিল গরু-ভেড়ার মতো, তারা প্রচন্ড শীত উপেক্ষা করে প্রথম প্রভাতের আলোয় জাহাজের ডেকে এসে দাঁড়িয়েছিল তাদের উদভ্রান্ত চোখ নতুন জগতটাকে দেখবার জন্যে। এবং তারা মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিল, তারা যেন প্রবেশাধিকার পায় সেখানে।'

'তারপর থেকে তাদের মধ্যে অনেকেই জীবিকার জন্যে ভূমির সন্ধানে শহর থেকে শহরতলীর পথে পা বাড়িয়েছিল। এমনকি ক্যালির্ফোনিয়ার উপকূলে গিয়ে তারা তাদের আস্তানা গড়ে তোলে, একটা নতুন জাতি সৃষ্টি করার জন্যে। কিন্তু অনেকেই আবার এখনো নিউ ইয়র্কে থেকেগেছে। ডাবলিন, কর্ক, এবং বেলফাস্ট ছাড়াও অন্যত্র তারা আইরিশ

আমেরিকান, এই নতুন পরিচয়ে পরিচিত। আর তাই কি বৎস, এই দেশ আমার নিজের দেশ, এখানকার বাড়ি আমার নিজস্ব ঘর বলেই মনে করি। এমন কি আমি এখানে এক পাঁইট ভালো আইরিশ মদ পেতে পারি, যা আমি বহু বছর চোখে দেখিনি। হ্যাঁ আমাদের সবার কাছে নিউ ইয়র্ক অবশ্যই একটা বিরাট অভিযান হয়ে উঠবে; আর কে জানে এখানে আমাদের জীবনে কি ঘটবে? একমাত্র ঈশ্বরই তা জানেন, কিন্তু আমাদের বলবেন না তিনি। অতএব আমাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পথ আমাদেরই খুঁজে বার করে নিতে হবে। এসো, এখন প্রস্তুত হওয়া যাক, নাগরিক সম্বর্ধনার জন্যে নিজেদের মধ্যে একটু পরিবর্তন আনা যাক। মেগ তোমার মায়ের সঙ্গে থাকুক, আর হোটেল পর্যন্ত তুমি আমার খুব কাছাকাছি থাকবে।'

'ঠিক আছে ফাদার জো, তাই হবে। আমেরিকানরা এটাই বলে থাকে। একটা বইতে আমি এরকমই পড়েছিলাম। আর আপনিও নিউ ইয়র্কে আমাকে দেখবেন তো?'

' অবশ্যই বৎস। কেন, আমি কি তোমার দেখভাল করি না? যেমন তোমার বাবা তোমার কাছে থাকেন না বলে আমি তাঁর দায়িত্ব পালন করি না? এখন চটপট পোশাক বদলে ফেলো তো ! সব থেকে ভালো স্যুট পরবে আর খুব ভলো আচরণ করবে, কেমন?'

বার্নাড স্মিথের প্রস্থান

জাহাজের সংবাদদাতা, নিউ ইয়র্ক আমেরিকা, ২৯ শে নভেম্বর, ১৯০৬

আবার প্রমাণ দাখিল, যদি আবার প্রমাণের প্রয়োজন হয়, তাহলে বলতে হয় যে, সব থেকে বড় প্রমান হলো, নিউ ইয়র্কের বিশাল বন্দর বিশ্বসেরা এবং সব থেকে বিলাসপ্রিয় গায়িকাদের সম্মর্ধনা দিতে গিয়ে সব থেকে বড় আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে, যা এর আগে পৃথিবীর কোনো মানুষ অন্য কোথাও দেখেছে বলে মনে হয় না।

ঠিক দশ বছর আগে বড় জোর তিনজনের বেশী গায়িকা ইউরোপ থেকে নিউ ওয়ার্ল্ডে পাড়ি দিতে গিয়ে উত্তর আটলান্টিকের জলপথ দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। সমুদ্রযাত্রা খুবই কঠিন ছিল তখন। সাধারণ বর্ষায় সমুদ্র উত্তাল এবং ভয়ঙ্কর অশান্ত হয়ে ওঠে। তাই বেশীরভাগ ভ্রমণকারীরা গ্রীষ্মকালটাই বেশী পছন্দ করে থাকে। যারা আলোর নিশানা দেখিয়ে জাহাজগুলোকে বন্দরে প্রবেশ করার পথ করে দেয় তারা আজ ব্যর্থ । এই সব বিশেষ অতিথিদের নিরাপত্তার ব্যাপারে খুবই কড়াকড়ি, তাদের জাহাজের ধারে কাছ কাউকে ভিড়তে দেওয়া হচ্ছে না।

ব্রিটিশ ইনম্যান লাইন তার'' সিটি অফ প্যারিসের '' সঙ্গে জাহাজযাত্রার সময়

তালিকা নিয়মিত রেখে যাচ্ছে, কখনো বড় একটা অনিয়ম হতে দেখা যায় না। কানাডরা তাদের প্রতিপক্ষের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য তাদের নতুন দুটি জাহাজ ক্যাম্পানিয়া এবং লুসানিয়াকে প্রস্তুত রেখেছে। আবার অন্যদিকে হোয়াইট স্টার লাইন ম্যাজেস্টিক এবং টিউটনিকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফিরে আসতে চাইছে। সে যাই হোক, এই সব ব্রিটিশরা বিত্তবান এবং বিখ্যাত গায়িকাদের ইউরোপ থেকে আমেরিকায় সমুদ্র পারাপার করানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছে, উদ্দেশ্য সেই একটাই , আমাদের মহান শহরের আথিতেয়তার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার জন্যে।

গত কাল লে হ্যাভরে ফ্রান্সের ক্যামপেগনি জেনারেল ট্রান্সলান্টিকের পালা, তাদের শ্রেষ্ঠ জাহাজ ''লা লোরেন'' তাদেরই ব্যয়বহুল ''লা স্যাভয়'' এর সমতুল্য জাহাজকে হাডসন নদীতে তাঁর আসন সংরক্ষণের জন্যে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। যাত্রীরা ফ্রান্সের উচ্চ সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, ''লোরেন'' আমাদের জন্যে একটা বাড়তি এবং এক বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছিল।

সকালের প্রাতঃরাশের সময় থেকেই ছোট ছোট আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে থাকে। এমনকি ফরাসী জাহাজের বন্দরে প্রবেশপথ পরিষ্কার করে দেওয়ার পর বেসরকারী ঢাকা ঘোড়ার গাড়ির একজন মালিক ক্যানাল স্ট্রীট, মর্টন স্ট্রীটের রাস্তাগুলো বন্ধ করে দেবার ব্যবস্থা করে। এই দুটি রাস্তার দুধারে বড় বড় বারান্দায় এবং ছাদে দর্শকরা ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল নিউ ইয়র্কের ফ্যাশনে আমাদের অতিথিকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্যে।

এখন কথা হচ্ছে, কে, কে তিনি? যেই হোক না কেন, ক্রিস্টিন, ভিকমটেসি ডি স্যাগনি, যাঁরা বেশীরভাগ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অপেরা মালিকদের কাছে শ্রদ্ধেয়া, তাঁরা অন্তত না, কিন্তু ডেম নেলি মেলবার নাম যেন বলো না কেন, যিনি আগামী দশ দিনের মধ্যে এখানে এসে পৌঁছচ্ছেন।

ফেঞ্চ লাইনের পিয়ের ৪২ বন্দরে নোঙর করলো অবশেষে, মাস্তুলে তিনরঙা পতাকা হাওয়ায় পত্ পত্ করে উড়ছিল। সবে মাত্র তখন নিউ ইয়র্ক বাসীরা ঘুম থেকে জেগে উঠে সূর্য ওঠার সুন্দর দৃশ্য দেখতে শুরু করেছিল,প্রথম সূর্যের লাল আভায় নীল আকাশটা রাঙিয়ে উঠেছিল, কুয়াশার আবরণটা সরে গেছিলো লোরেনের আবির্ভাবটা প্রকাশ করার জন্যে, হাডসনে তাদের ঠিক মতো জায়গায় নোঙর ফেলার সুবিধে করে দেবার জন্যে।

জেটীর চারপাশে ঠাসা ভীড়, তাদের কৌতূহলী চোখে অনেক জিজ্ঞাসা, অনেক আশা-প্রত্যাশা, একটা সুন্দর মুখের সাক্ষ্য পাবে তারা। এক সময় লোরেন জাহাজটা তার অভিযানের প্রতীক তিনরঙা পতাকা উড়িয়ে বন্দরে এসে ভিড়লো। জেটীর একেবারে শেষ প্রান্তে যেখানে সেটা সদ্য আগত লোরেনের গা ছুঁয়েছিল, সেখানে একটা সুদৃশ্য মঞ্চ তৈরী করে রাখা হয়েছিল। তার গায়ে ফরাসী পতাকাগুলো হাওয়ায় উড়ছিল এবং শোভা পাচ্ছিল হৃত গৌরবের। মেয়র জর্জ বি. ম্যাকলিন নিউ ইয়র্কে আগমনের জন্যে মাদাম ডি স্যাগনিকে স্বাগত জানাবেন সেই মঞ্চের ওপরে। সদ্য নির্মিত ম্যানহাটন অপেরা হাউসের উদ্বোধনী প্রোগ্রামে মাদাম স্যাগনি একজন বিখ্যাত স্টার হতে চলেছেন।

মঞ্চের চারধারে দৃষ্টি ফেললে দেখা যাবে, সেখানে সমুদ্রের ধারেই আর এক সমুদ্র, সে সমুদ্র জনতার, তাদের নানান রঙের টুপির ওপর সূর্যের আলো যেন আরো বেশী করে বাহার খুলে দিয়েছিল। নিউ ইয়র্ক সোসাইটির অর্ধেক মানুষ, ভাবী অপেরা স্টারের দর্শন লাভের জন্যে অপেক্ষা করছিল। পার্শ্ববর্তী জেটীগুলির কর্মীরা এবং স্টিভেডোররা, যারা হয়তো অপেরা হাউসের নাম কখনো শোনেনি তারাও ক্রেনের ওপর উঠে বসেছে তাদের কৌতূহল মেটানোর জন্যে। লোরেন জাহাজটা জেটীতে তার কাছি ফেলার আগেই জেটীতে মানুষের সারি সারি কালো মাথা থিক্ থিক্ করছিল। ফ্রেঞ্চ লাইনের কর্মচারীরা ডায়াস থেকে চলাফেরার পথ পর্যন্ত জায়গাটা লাল কার্পেটে মুড়ে রেখেছিল।

কাস্টমের লোকজনকে ছোটাছুটি করতে দেখা গেল সেখানে, অপেরা গায়িকা এবং তাঁর সহচরদের প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের কাজে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তখন। ওদিকে মেয়রও তখন জেটীর মধ্যে এসে হাজির হয়েছিলেন, তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল নীল ইউনিফর্মে সজ্জিত নিউ ইয়র্কের বেসামরিক স্কোয়ার্ডের রক্ষীরা। তাঁর সঙ্গে এসেছিল আরো দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তি, সিটি হল এবং টামেনি হলের বসেরা। রক্ষীরা জনতার ভীড়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে তাঁদের মঞ্চের ওপরে যখন নিয়ে গেল সেই সময় পুলিশ ব্যান্ড বেজে উঠলো। মেয়র এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তাঁদের নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করতেই উপস্থিত জনতা যে যার মাথা থেকে টুপি খুলে ফেলে সম্মান দেখালো তাঁদের। আর আমি নিজে একতলার প্রেস -এনক্লোজার এড়াতে জেটীর ঠিক ডানদিকে ওয়্যারহাউসের তিনতলায় একটা ঘরের জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার এই অবস্থানটার বাড়তি সুবিধে হলো এই যে, নিচের সমস্ত দৃশ্য আমি অনেক ভালোভাবেই দেখতে পাই, আর এর ফলে আমার বিশ্বাস নিউ ইয়র্ক আমেরিকান পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাদের কাছে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ উপস্থাপন করতে পারবো।

আর এদিকে লোরেন জাহাজের প্রথম-শ্রেণীর যাত্রীরা আমার ডেক থেকে নিচে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে, সেখান থেকেই তারা সেই সুন্দর মুহূর্তের ততোধিক সুন্দর দৃশ্য চাক্ষুষ করে আনন্দ উপভোগ করতে থাকে, কিন্তু যতক্ষণ না সেই নাগরিক সম্পর্কে জানানোর পর্ব শেষ হচ্ছে, তারা যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করতে থাকে। জাহাজের নিচের জানালাগুলোয় কম ভাড়ার যাত্রীদের সবার মুখগুলিও আমি বেশ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলাম সেখান থেকে, যেখানে এখন কি ঘটছিল তাও আমার দৃষ্টি এড়ায় না।

দশটা বাজার কয়েক মিনিট আগে হৈ চৈ হল্লা শুনতে পেয়েই জাহাজটার দিকে তাকিয়ে দেখি, ক্যাপ্টেন এবং জাহাজের কয়েকজন অফিসার পরিবৃত অবস্থায় জাহাজের প্রধান আকর্ষণীয়া লেডিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল জেটীর দিকে। ফরাসী স্বদেশবাসীদের আন্তরিক বিদায় জানিয়ে মাদাম ডি স্যাগনি আমেরিকার মাটিতে তাঁর প্রথম চুক্তি মতো যাত্রা শুরু করলেন জেটীর পথে এগিয়ে যেতে গিয়ে। ম্যানহাটন অপেরার অধিকারী মিস্টার অস্কার হ্যামারস্টেইন তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ভদ্রলোক এতই নাছোড়বান্দা যে, ডেম নেলি সহ আরো দু'জন বিশ্বসেরা গায়িকাদের আটলান্টিক পেরিয়ে

এই শীতের মরসুমে তাঁর অপেরার হয়ে গান গাওয়ানোর জন্যে প্রলুব্ধ করতে সাফল্য লাভ করেন, যা এর আগে কোনো অপেরা কর্তৃপক্ষ করতে পারেননি।

পুরোনো আমলের ভাবধারায় যা এখন আমাদের সমাজে ক্রমশই বিরল হতে চলেছে, তিনি ধনুকের মতো তাঁর মাথাটা নিচু করে মাদাম স্যাগনি প্রসারিত হাতে চুমু খেলেন। "ওঃ", অস্ফুটে একটা চিৎকার শোনা গেল ঠিক সেই সময়ে, সেই সঙ্গে খেটে-খাওয়া লোকেরা একটা স্থূল আনন্দের বহিঃপ্রকাশ জানাতে শিষ দিয়ে উঠলো, কিন্তু তাদের সেই মেজাজের মধ্যে যথেষ্ট আনন্দের ছোঁয়া ছিল, কোনো মতেই সেটাকে বিদ্রূপের পর্যায় ফেলা যায় না। আর তারপরেই মঞ্চের চারপাশে উপবিষ্ট সিল্কের টুপি পরিহিত দর্শকদের সকলকে মাদাম স্যাগনির প্রশংসায় মুখরিত হয়ে উঠতে দেখা গেল।

লাল কার্পেটের সামনে পৌঁছেই মাদাম ডি স্যাগনি একবার ঘুরে দাঁড়ালেন এবং মিষ্টার হ্যামারস্টেইনের হাতে হাত রেখে ডায়াসের দিকে এগিয়ে চললেন। তিনি তা করতেই তাঁর মধ্যে একটা নৈপুণ্যের ছাপ প্রকাশ পেতে দেখা গেল, এবং অবশ্যই সেটা কাজে লাগলো মেয়র ম্যাকলিনের মঞ্চে মিলিত হওয়ার সময়। ইতিমধ্যে তাঁর দৃষ্টি ঘুরে-ফিরে বন্দরের আশপাশের বাড়ির অলিন্দ এবং ক্রেনের ওপর থেকে ঝুলে থাকা উৎসাহী দর্শকদের দিকে হাত নেড়ে তাদের উষ্ণ সম্ভাষণ জানালেন। উত্তরে তারাও হাত নেড়ে আনন্দে শিষ দিয়ে উঠলো, এবার বিরাট প্রশংসা জ্ঞাপন। তারা জানে, অপেরা হাউসে বসে তাঁর গান শোনার সৌভাগ্য নিয়ে জন্মায়নি, তাই এ-ভাবেই তারা তাঁর গানের প্রোগ্রামের কথা মাথায় রেখেই আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখছে, সত্যিই এ ধরণের আভিবাদন অতুলনীয়।

আমার ওপরের জানালা থেকে শক্তিশালী লেন্সের মাধ্যমে আমি মহিলাটিকে আমার দৃষ্টির কেন্দ্রীভূত করে তুললাম। বত্রিশ বছর বয়সেও তিনি এখনো রীতিমতো সুন্দরী রয়েছেন. কেমন নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে ছিমছাম ফিটফাট করে রেখেছেন। অপেরা প্রিয়রা তাঁর মধুর কণ্ঠস্বর শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছে, এখন তারা নিজের চোখে ফ্রেমে আঁটা তাঁর সুন্দর মুখের নমনীয় চেহারাটা দেখলে না জানি কোন্ বিস্ময় অপেক্ষা করছে তাদের জন্য। সূর্য ওঠা এবং তাপমাত্রা ঠিক জিরো ডিগ্রী ওপরে থাকা সত্ত্বেও তিনি কাঁধ থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত একটা বার্গান্ডি ভেলভেটের আঁটো ওয়েষ্টকোট পরেছিলেন, পশুর নরম চামড়ার আবরণীতে তাঁর গলাটা ঢাকা পড়ে রয়েছে। সেই একই ফার-এর তৈরী গোলাকৃতি কোসাক-স্টাইলের টুপি মাথায় দেওয়ায় ওঁর সৌন্দর্য যেন আরো বেশী করে খুলেছিল। যখন সৌন্দর্য্যের প্রতীক চিরবসন্তের এই মহিলাটি নিউ ইয়র্ক সিটির ফ্যাসান কেতাদুরস্ত মহিলাদের পাশ দিয়ে যাবে, তখন তারা যাতে সৌন্দর্যহানি না হয় সেদিকে নজর রাখবে। লক্ষ্য করলাম যেমন তাঁর পিছন পিছন উল্লেখযোগ্যভাবে ছোট্ট একদল অনুগামী চলার পথে নেমে আসছে, তাঁর ব্যক্তিগত পরিচারিকা এবং প্রাক্তন সহকর্মিনী মিলি ও গিরি; তাঁর চিঠিপত্র লেখার জন্যে এবং ভ্রমণের ব্যবস্থা করার জন্যে দু'জন পুরুষ সেক্রেটারী ; তাঁর পুত্র পিয়ের বছর বারো তার বয়স, সুপুরুষ এবং তার সর্ব সময়ের ভ্রমণ-সাথী শিক্ষক আইরিশ যাজক যাঁর পরনে কালো আলখিল্লা এবং মাথায় প্রশস্ত টুপি, তিনি নিজেও যুবকের মতো দেখতে, মুখে দেঁতো-হাসি।

মঞ্চে উঠতে মাদাম স্যাগনির হাত ধরলেন মেয়র ম্যাকলিন সম্পূর্ণ আমেরিকান স্টাইলে, এবং তাঁকে স্বাগত জানাতে গিয়ে তিনি দ্রুত আবেগ-কম্পিত গলায় যা বলে গেলেন, তা পরবর্তী দশ দিন অষ্ট্রেলীয় গায়িকা ডেম নেলি মেলবার সামনে তাঁকে কতবার যে বলতে হবে তার ঠিক নেই। কিন্তু যদি কোনো ভয়ের কারণ থেকে থাকে তা হলো মাদাম ডি স্যাগনি, তাঁর আশঙ্কা কে জানে যদি এই নবাগতা মহিলা তাঁর বক্তব্য বুঝে না থাকেন, তবে খুব শিগ্‌গীরই তাঁর সব ভয়-ভাবনা দূরীভূত হয়ে গেল। মাদাম ডি স্যাগনির কোনো অনুবাদের প্রয়োজন ছিল না, এমন কি মেয়র যখন তাঁর নতুন অতিথি বরণের ভাষণ শেষ করলেন, ঠিক তখনই ডায়াসের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে চমৎকার ফরাসী ভাষার উচ্চারণে অনর্গল ইংরাজী ভাষায় আমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানালেন।

তিনি যা বলতে চাইলেন তা একদিকে যেমন বিস্ময়কর তেমনি আর দিকে আবার আত্মতৃপ্তিকরও বটে। মেয়র এবং শহরের অধিবাসীরা যাঁরা তাঁকে মর্মস্পর্শী সম্মর্ধনা দিলেন তাঁদের তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে স্বীকার করলেন, এখানে ম্যানহাটন অপেরা হাউসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাত্র এক সপ্তাহের জন্যে গান গাইতে এসেছেন এবং এ প্রসঙ্গে কাজটা হবে সম্পূর্ণ একটা নতুন অপেরার যার নাম একজন অপরিচিত আমেরিকান গীতিকার আগে কখনো শোনেনি।

তারপর তিনি নতুন ভাবে যা ব্যাখ্যা করলেন তা এই রকমঃ এ কাহিনী আমেরিকান গৃহযুদ্ধের, আর তার নাম হলো, "দ্য অ্যাঞ্জেল অফ শিলোহ", প্রেম ও কর্তব্যের মধ্যে সংগ্রামের কাহিনী, একজন বসনভূষণ বিলাসী বাবুমানুষের সঙ্গে ইউনিয়ন অফিসারের ভালোবাসা। ইউজিন ডেলাক্রুর ভূমিকায় গান গাইবেন তিনি। তিনি আরো বলেন, প্যারিসে যাত্রাগানের বই-এর একটা পাণ্ডুলিপি পড়ে দেখেছেন আর সেই লেখাটা এতোই সুন্দর ও মনোরম যে, তিনি তাঁর যাত্রাপথের পরিবর্তন করে আটলান্টিক অতিক্রম করে এখানে এসে হাজির হয়েছেন। স্পষ্টতই এর মধ্যে তাঁর জড়িয়ে পড়ার সিদ্ধান্তে অর্থের কোনো ভূমিকা নেই, আসলে তিনি ডেম নেলি মেলবাকে খোঁচা দিয়ে তাঁর চোখ খুলে দিতে চেয়েছেন। ওদিকে মঞ্চের চারপাশে ক্রেনগুলোর ওপর ঝুলে থাকা খেটে-খাওয়া মানুষের দল নীরবে তাঁর বক্তৃতা শোনার পর তারা দীর্ঘ সময় ধরে হাততালি আর শিষ দিয়ে তাদের আন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ করলো। তারা যদি এইভাবে তাদের মনোভাব প্রকাশ না করতো, তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের স্বভাবে দুর্ব্যবহারই প্রকাশ পেতো। তাদের দিকে হাত নেড়ে আবার সম্ভাষণ জানালেন তিনি, তারপর তিনি অপর দিকের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে থাকলেন তাঁর জন্যে অপেক্ষারত ঘোড়ার গাড়িতে ওঠবার জন্যে।

এই পয়েন্টে এ পর্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নিখুঁত ভাবে মাদাম ডি স্যাগনিকে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান পালিত হলো। এই অনুষ্ঠানে দুটি নতুন ঘটনা ঘটতে দেখা গেল যা আগে থেকে জোর করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, প্রথমটা ধাঁধা লাগিয়ে দেবার মতো এবং খুব কম লোকই সেটা দেখেছে; আর দ্বিতীয়টা হাসির খোরাক হয়ে যায়।

কোনো এক কারণে আমি আমার দৃষ্টি ডায়াস থেকে সরিয়ে আবার নিচে রাখলাম, আর তিনি কথা বলতে বলতে হঠাৎ দেখলেন, আমার ঠিক উল্টোদিকে একটা বিরাট

ওয়্যারহাউসের ছাদে এক অদ্ভুত মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেটা একজন পুরুষের, প্রায় অবিচল থেকে নিচের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। তার মাথায় চ্যাটালো একটা টুপি এবং দেহটা একটা ক্লোকের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। সেই ভূতুড়ে মুর্তিটার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল এবং তার অমন উঁচু জায়গায় একা একা দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা স্বভাবতই ভয়ের উদ্রেক করে। মাদাম ডি স্যাগনি যখন কথা বলছিলেন সে তখন স্থির চোখে ফ্রান্সের এই মহিলাটির দিকে তাকিয়ে থেকে বুঝি পলক ফেলতে ভুলে গিয়েছিল। আশ্চর্য, লোকটা অত উপরে উঠে গেল, অথচ কারোর চোখে পড়লো না। কিন্তু সে ওখানে করছেই বা কি? নিচে জনতার ভীড়ে কেনই বা সামিল হল না সে? আমি এবার আমার স্পাইগ্লাসটা নতুন ফোকাসের জন্যে নিয়ন্ত্রন করে নিলাম। ক্যামেরার লেন্সে রোদ্দুরের ঝলকানো নিশ্চয়ই দেখে থাকবে সে, কারণ হঠাৎ সরাসরি আমার দিকে তাকালো। আর তখনি আমি দেখতে পেলাম মুখে একটা মুখোশ লাগানো রয়েছে তার এবং মনে হলো চোখের গর্ত দিয়ে প্রচন্ড ভাবে আমার দিকে আগুন চোখে তাকিয়ে রইলো বেশ কয়েক সেকেন্ড ধরে। ডকের দিক থেকে বেশ কিছু চিৎকার শুনতে পেলাম আর দেখলাম বরফ-ঠান্ডা লোহার রড শক্ত করে ধরে আছে সেই অদ্ভুত লোকটা তার দু'হাতের দশটা আঙুল দিয়ে। কিন্তু ভালো করে তাকাতে গিয়ে দেখি, সে তখনই উধাও সেখান থেকে। ঘটনাটা এতই দ্রুত ঘটে গেল যে, সেটা যেন ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু করলেই বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়। যেমন এক সেকেন্ড তাকে ওই আকাশ-ছোঁয়া বাড়ির ছাদের ধারে দেখা গেছে, আবার পরক্ষণেই আকাশের সেই জায়গাটা ফাঁকা, কেউ নেই সেখানে। সে তখন কর্পূরের মতো উধাও, যেন সেখানে সে ছিল না কখনো।

কয়েক সেকেন্ড পরেই আবার এই অপচ্ছায়ার আবির্ভাবটা হয়তো দর্শকদের মনে একটা কৌতূহল সৃষ্টি করে থাকবে, যা এখন হৈ চৈ আর হাসিঠাট্টার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল। ওদিকে মাদাম ডি স্যাগনি ডায়াসের পিছন দিক দিয়ে নেমে গেলেন নিচে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটা ঢাকা ঘোড়ার গাড়ির দিকে, তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এ রকম একটা ব্যবস্থা করেছিলেন মিস্টার হ্যামারস্টেইন। মেয়র এবং পৌরপিতারা তাঁর কাছ থেকে কয়েক পা পিছিয়ে ছিলেন। সবাই দেখলো তাদের অতিথি এবং তার ঘোড়ার গাড়ির মাঝখানে, লাল কার্পেটের বাইরে, প্রচুর আধ-গলা তুষার ছড়িয়ে রয়েছে, এ যে গতকাল তুষারপাতের অংশ বিশেষ সেটাই প্রমাণ করছে।

একজন পুরুষের বলিষ্ট পায়ের জুতো-জোড়া দেখে মনে হয় যেন অবিলম্বে শাস্তি পাওয়ার মতো কোনো অপরাধীর বা অবাঞ্ছিত ব্যক্তির হতে পারে, কিন্তু ফরাসী-অভিজাতর এমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জুতো? নিউ ইয়র্ক সিটির সরকার এ ব্যাপারে খুবই আতঙ্কিত, কিন্তু বড় অসহায়, যেন কিছুই করার নেই তাদের। তারপর আমি একজন যুবককে প্রেস এনক্লোজারের বেড়ার ওপর ডিঙোতে দেখলাম, তার পরনে ছিল নিজস্ব একটা কোট, কিন্তু তার হাতে অন্য একটা কিছু ছিল যা অচিরেই প্রকাশ পেল, একটা বড় হাত-কাটা সান্ধ্য কোট। সেটা সে বৃত্তকারে দোলাচ্ছিল, তার হস্তচ্যুত হতেই সেটা অপেরা স্টার এবং তার ঘোড়ার গাড়ির খোলা দরজার মাঝে তুষারের ওপর গিয়ে পড়লো। লেডির মুখে সুন্দর

একটা হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেল। কোটটা পা দিয়ে মাড়িয়ে সেকেন্ড দু'য়েকের মধ্যেই তাঁর ঘোড়ার গাড়িতে উঠে বসলেন, কোচোয়ান দরজা বন্ধ করে দিল।

যুবকটি ভিজে কাদামাটি লাগা কোটটা তুলে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ির কাছে গিয়ে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে কিছু কথা বিনিময় করলো। তারপরেই কোচোয়ান গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল। মেয়র ম্যাকলিন তার পিঠ চাপড়ে বাহবা দিলেন তাকে। এবং যুবকটি আমার দিকে মুখ ফেরাতেই আমি তাকে চিনতে পারলাম, সে আমারই সংবাদপত্রের তরুণ সহকর্মী।

প্রবাদ আছে যার শেষ ভলো তার সব ভালো, আর সেই প্রবাদ বাক্যের মতোই প্যারিসের মহিলাটিকে নিউ ইয়র্ক বাসীরা খুব ভালোভাবেই স্বাগত জানালো। এখন তিনি ওয়ালডর্ফ অ্যাসটোরিয়া হোটলে একটা চমৎকার স্যুটে আরামে পাঁচদিন রিহার্সাল দেবেন, গানের তালিম দেবেন, তারপর আগামী ৩রা ডিসেম্বর ম্যানহাটন অপেরা হাউসে তাঁর প্রোগ্রাম করবেন, আর নিঃসন্দেহে জয়ী হবেন, তাঁর মধুব কণ্ঠস্বর শুনে সবাই তাকে ধন্য ধন্য করবে।

এই ফাঁকে আমার সন্দেহ, সিটি ডেস্কের আমার জনৈক তরুণ সহকর্মী সবাইকে ব্যাখ্যা করে বলবে, র‍্যালির আত্মা পুরোপুরি মৃত নয়।

কোলি ব্লুমের উৎসর্গ

লুইস বার, টোয়েন্টি -এইথ স্ট্রীটের ফিফথ্ এভিনিউ, নিউ ইয়র্ক সিটি,
২৯ নভেম্বর, ১৯০৬

বৎসরা, নিউ ইয়র্কে সাংবাদিকতার কাজ যে বিশ্বের সেরা কাজ এ কথা আমি কি তোমাদের কখনো বলেছি? হ্যাঁ, আমি বলেছি বৈকি? ঠিক আছে আমাকে ক্ষমা করো, কিন্তু তবু আমি আবার বলবো। সে যাইহোক, আমাকে তোমাদের ক্ষমা করতেই হবে, কারণ কোনো কিছুর বিনিময়ে আমি মূল্যবান কিছু অর্জন করতে যাচ্ছি। বার্নি, আমরা আর এক রাউন্ড বিয়ার কি পেতে পারি? মনে রেখো, স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি, নৈপুণ্য, উৎসাহ আর উদ্ভাবনী দক্ষতা দেখাতে হবে তোমাদের, যা একেবারে সহজাত সৃজনী ক্ষমতা বলে প্রতিপন্ন হয়। আর তাই তো আমি বলছি এই পেশা বিশ্বের সেরা কাজ। এই গতকালের কথাই ভাবো না কেন? গতকাল সকালে তোমাদের কেউ কি ৪২ নম্বর জেটীতে গিয়েছিলে? না গেলে বলবো অবশ্যই তোমাদের যাওয়া উচিত ছিল। কি সব দর্শক, সে কি এক ঘটনা! আজ সকালের "আমেরিকান" প্রভাতী সংবাদপত্রের চাঞ্চল্যকর খবর দেখেছো? হ্যারি, তোমার পক্ষে ভালো একজন অন্তত এমন একটা সুন্দর পরিচ্ছন্ন সংবাদপত্র পড়ে থাকে, এমনকি তোমাদের মধ্যে যদি কেউ "পোস্ট" এর হয়ে কাজ করে থাকলেও বলবো এর

কোনো তুলনাই হয় না।

এখন আমাকে বলতেই হবে, এ আমার সত্যিকারের কাজ নয়। জাহাজঘাটায় আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা রয়েছে এ খবর তারই দেওয়ার কথা। কিন্তু গত কাল যেহেতু আমার হাতে অন্য আর কোনো কাজ ছিল না, তাই আমি ঠিক করি, যেভাবেই হোক, আমি সেখানে যাবোই যাবো। তা তোমরাই বলো, আমি কি সেখানে গিয়ে নিয়ম ভঙ্গ করেছি? এখন বাকী সবাই তোমরা সকালটা বিছানায় কাটালেই পারতে। এ উপলব্ধি আমার উৎসাহ থেকে; ঠিক সময়ে তোমাদের বেরিয়ে আসতে হবে আর জীবনের সৌভাগ্যের চাকাটা তোমাদের নিজেদেরই দিকে ঘোরাতে হবে। একদিন আমি যেখানে ছিলাম, সেখান থেকেই তোমাদের উঠে আসতে হবে। হ্যাঁ, ঠিক তাই।

কে যেন একজন আমাকে বলেছিল, ফরাসী জাহাজ ''লোরেন'' ৪২ নম্বর জেটীতে ভিড়ছে, আর এই জাহাজে আসছেন ফরাসী গায়িকা যার নাম কখনো শুনিনি, তবে তিনি নাকি অপেরা জগতে এক বিরাট প্রতিভা। নাম তার ক্রিস্টিন ডি স্যাগনি। আবার দেখো, আমার জীবনে আমি কখনো কোনো অপেরা হাউসে যাইনি, কিন্তু আমি ভাবলাম, কে তিনি? তিনি একজন বিরাট স্টার। সাক্ষাৎকারের জন্যে কেউই নাকি তাঁর ধারে কাছে যেতে পারে না। তাই আমি ঠিক করি, আমি যাবো আর যেভাবেই হোক তাঁকে একবার চোখের দেখা দেখবোই। তাছাড়া গতবার একজন ফ্রেঞ্চিকে ভীড়ের মধ্যে থেকে কোনো রকমে বার করে নিয়ে এসেছিলাম। আমি তখন একটা বড় স্কুপ নিউজ প্রায় আমার হাতের মুঠোয় পেয়ে গিয়েছি। হয়তো আমি শেষ রক্ষা করতে পারতাম, কিন্তু আমাদের সিটি এডিটর একরোখা মানুষ, তাঁর কাগজে সেই খবরটা ছাপানোর অনুমতি পাওয়া যাবে না অনুমান করে নিয়েই আমাকে পিছিয়ে আসতে হয়েছিল। সেই ঘটনার কথা তোমাদের বলবো? ই. এম. টাওয়ারের সেই রহস্যময় ঘটনা! ঠিক আছে, তাহলে বলি শোন, এটা আরো বেশী রহস্যময়। আমি কি মিথ্যে বলবো? মুফতি কি একজন মুসলমান?

ঠিক ন'টার পরে আমি জেটীতে গিয়ে পৌঁছলাম। দুর থেকে প্রথমে ''লোরেনের'' মাস্তুল চোখে পড়লো। তাই হাতে যথেষ্ট সময় ছিল তখনো, প্রবেশ পথে আমার প্রেসকার্ডটা দেখিয়ে প্রেস এনক্লোজারে অলসভাবে ঘুরে বেড়াতে থাকলাম অতঃপর। এটা যে একটা বিরাট নাগরিক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান হতে চলেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, সেখানকার ভালো পরিবেশ আর ব্যবস্থাপনা দেখে আমার অন্তত তাই মনে হলো। মেয়র ম্যাকলিন, পৌরপিতারা, ট্যামানি হল, এবং আরো অনেকেই আসছেন। আমি জানি সারা পান ভোজনোৎসবের দৃশ্যাবলী এবং ঘটনা ডকের সংবাদদাতা তার কলমে লিপিবদ্ধ করে নেবে। কিছুক্ষণ পরে আমি তাকে ওপরের একটা জানালার সামনে দেখতে পেলাম, সেখান থেকে বেশ ভালো দৃশ্যই দেখতে পাবে সে।

যথা সময়ে তারা জাতীয় সংগীতে মুখর হয়ে উঠল। ফরাসী মহিলা ধীরে ধীরে জেটীতে নেমে এলেন, নামার পথে হাত নেড়ে তিনি তাঁর দর্শকদের অভিবাদন জানালেন, আর তারা তাতেই যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করলো। তারপর বক্তৃতা দেওয়ার পালা, প্রথমে মেয়র তারপর সেই ফরাসী মহিলা, সবশেষে তিনি মঞ্চ থেকে নেমে এলেন একসময়, এবং তাঁর

জন্যে অপেক্ষারত ঘোড়ারগাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। তখন একটা সমস্যা দেখা দিল। তাঁর চলার পথটা তুষারাবৃত ছিল, আর লাল কার্পেট কেমন যেন পিচ্ছিল হয়ে উঠেছিল। তোমরা নিশ্চয়ই সেই সমস্যা সঙ্কুল দৃশ্যটা দেখে থাকবে। মেয়রের মুখের সামনে ঘোড়ারগাড়ির দরজাটা যতটা বেশী সম্ভব খুলে রেখেছিল কোচোয়ান। ম্যাকলিন এবং অপেরার প্রতিনিধি অস্কার হ্যামারস্টেইনের মাঝখানে বসলেন ফরাসী গায়িকা। এরপর কি যে করতে হবে তা তাঁদের জানা ছিল না।

এই সময়েই একটা অদ্ভূত ঘটনা ঘটতে দেখা গেল। আমার পিছন থেকে কনুইর গুঁতো অনুভব করলাম। মনে হলো কেউ যেন আমার হতের ওপর কিছু একটা রাখলো, আমি তখন আমার হাতটা বেড়ার ওপর রেখে দাঁড়িয়েছিলাম। সে যাই হোক না কেন মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে যায় সেখান থেকে। আমি তাকে এর আগে কখনো দেখিনি। কিন্তু আমার হাতে তখন কিইবা ঝুলছিল? তখন ভালো করে তাকাতে গিয়ে দেখি, সেটা একটা পুরোনো অপেরার হাতবিহীন কোট। সেই কোটটা থেকে একটা ভ্যাপসা গন্ধ বেরিয়ে আসছিল এবং শতচ্ছিন্ন সেটা, ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো, তাই সেটা বহন করা বা সেই সুন্দর সকালে গায়ে দেওয়ার মতো অবস্থায় ছিল না তখন। তারপর আমার এক পুরোনো স্মৃতির কথা মনে পড়ে গেল তখন বালকমাত্র, আমি একটা বই উপহার পেয়েছিলাম, বইটার নাম ছিলো ''হিরোজ ডাউন দ্য এজেস'', ছবিতে ভরা কাহিনী, সচিত্র কাহিনী যাকে বলে আর কি, আর সেই কাহিনীতে একটি চরিত্র ছিল, নাম তার র‍্যালিগ, আমার মনে হয় নর্থ ক্যালিফোর্নিয়ার রাজধানীর নামের পরেই তার নামকরণ করেছিল তারা। সে যাইহোক, একবার সে তার পরণের কোটটা খুলে ইংলন্ডের রানী এলিজাবেথের সামনে ডানদিকের একটা কাদায়ভরা ছোট্ট গর্তে নিক্ষেপ করেছিল। এবং তারপর সে আর কখনো পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখেনি।

তাই আমি ভাবছি, যদি সেটা র‍্যালিগের পক্ষে যথেষ্ট ভলো হয়ে থাকে তো মিসেস ব্লুমের বাচ্চা ছেলের জন্যে সেটা ঠিকই আছে। এই সময় সেই কাহিনীটা মাথায় রেখেই রেলিং টপকে প্রেসের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গায় লাফিয়ে পড়ে কোটটা ফরাসী গায়িকার সামনে গলা তুষারের উপর ছুঁড়ে ফেললাম। মহিলার হাসি হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ বুঝতে পারলাম, তিনি ব্যপারটা উপভোগ করলেন। তারপর তিনি কোটটা মাড়িয়ে ঘোড়ার গাড়িতে উঠে বসলেন। আমি তখন ভিজে স্যাঁতসেতে কোটটা তুলে নিয়ে তাঁর দিকে তাকাতে গিয়ে দেখলাম, ঘোড়ার গাড়ির খোলা জানালা পথ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন। তাই আমি ভাবলাম, কিছুই ঝুঁকি নেওয়া হবে না যদি....' এবং এই ভেবে সেই জানালার দিকে এগিয়ে গেলাম গুটি গুটি পায়ে।

'প্রিয় লেডি আমার,' আমি তার উদ্দেশ্যে বলে উঠি। এই সব সম্মানিত মহিলাদের এ ভাবেই সম্বোধন করতে হয়। 'সবাই আমাকে বলেছে, আপনার ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার নেওয়া একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। সেটা কি সত্য?'

শোনো বৎস, এ খেলায় এরকমই দরকার তোমাদের ঃ নৈপুন্য, জাদু, মায়া...ওহ্হোঃ, আর একটা কথা তো বলতে ভুলেই গেছি, আর তা হলো অবশ্যই দেখার মতো দেখার

একটা চোখ থাকা দরকার তোমাদের। তোমাদের কি মনে হয়, আমি কি ইহুদি কায়দায় উপযুক্ত? আমি কি দুর্নিবার। যাইহোক, ইনি একজন খুবই সুন্দরী মহিলা, আর মৃদু হেসে তিনি আমার দিকে ফিরে তাকালেন। আমি আবার এও জানি, হ্যামারস্টেইন ভিতরে ভিতরে খুবই গর্জে উঠছিলেন। আর তারপরেই আমার সেই বহু আকাঙ্খিত আহ্বান শুনতে পেলাম, আমার কানের কাছে ফিস্‌ফিসিয়ে বলে উঠলেন তিনি: 'আজ রাত্রে আমার স্যুইটে সাতটার সময়,' তারপরেই জানালার পর্দাটা টেনে দিলেন তিনি আমার মুখের সামনে। তাই বলতে পারি, আমাদের গুরুত্ব এখানেই, এতদিন আমাদের পূর্বসূরী যা কখনো করতে পারেনি আমি সেই অসাধ্য সাধন করেছি। আমি, হ্যাঁ একমাত্র আমিই নিউ ইয়র্কের প্রথম বিশেষ ব্যক্তি যে কিনা বিশ্বের একমাত্র শ্রেষ্ট গায়িকাকে হাত করতে পেরেছি, তাঁর মুখোমুখি হতে যাচ্ছি।

আমি কি তার স্যুইটে গিয়েছিলাম? তোমরা কি ভাবছো জানি না, তবে হ্যাঁ আমি অবশ্যই গিয়েছিলাম। না, না, অধৈর্য হইও না, একটু অপেক্ষা করো, সব কিছুই শুনতে পাবে আমার মুখ থেকে, শোনার মতো অনেক কিছুই আছে এখনো তোমাদের। মেয়র আমাকে কি বললেন জানো? তিনি আমাকে বললেন, তাঁর ব্যক্তিগত পরীক্ষার জন্যে সেই কোটটা লন্ড্রীতে পাঠিয়ে পরিষ্কার করে নেওয়ার দরকার, সে কাজ গ্রেসি ম্যানসনের। এ ব্যাপারে আমার সব দায়িত্ব এখানেই শেষ। এরপর অত্যন্ত খুশি হয়ে আমি আমার পত্রিকা অফিসে গেলাম। সেখানে আমি বার্নি স্মিথের সঙ্গে মিলিত হই। সে আমাদের ডকইয়ার্ডে বিশেষ সংবাদ দাতা। সেদিক থেকে আমি তখন অনুমান করতে পারি, সে আমায় কি বলতে পারে? ফরাসী মহিলা যখন ম্যাকলিনকে তাঁর সম্বর্ধনার উত্তরে ধন্যবাদ জানাচ্ছিলেন, তাঁর ঠিক উল্টোদিকের ওয়্যার হাউসের দিকে বার্নি তাকিয়েছিল, আর সে তখন কি দেখছিল? একটি লোক সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে নিচের দিকে তাকিয়েছিল, সে তার রক্তলাল চোখে প্রতিহিংসার আগুন যেন দেখতে পেয়েছিল। সেই ঘটনার কথা সে বলতে শুরু করায় আমি বার্নিকে নিজের থেকেই বলে উঠলাম,' চুপ করো, তোমাকে বলতে হবে না, যা বলার আমি বলছিঃ 'তাঁর পরনে ছিল একটা গাঢ় রঙের কোট, চিবুক পর্যন্ত ঢাকা, মাথায় একটা চ্যাটালো টুপি, এবং চিবুক ও টুপি পর্যন্ত মুখটা তার ঢাকা ছিলো একটা মুখোশের আড়ালে। এই তো? ঠিক বলছি না!'

এ কথায় বার্নির থুথনিটা ঝুলে পড়লো। বিস্ময়ভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো সে,' তুমি এত সব জানলে কি করে?' আমি নিশ্চিত করে জানি যে, অলীক কিছুর অস্তিত্বে তার বিশ্বাস জম্মানোর জন্যে আমি টাওয়ারে ফিরে যাবো না। তবে একথাও আবার ঠিক যে, সম্প্রতি এই শহরে সত্যি সত্যি একটা ভূতের অশরীরি মূর্তি যত্র তত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে, যারা তার ছায়ামূর্তিটা দেখতে পাচ্ছে, তার বিশ্বাস দেহটা দেখতে পেলেও কেউ কিন্তু আজ পর্যন্ত তার মুখ দেখতে পেয়েছে বলে কখনো দাবী করেনি। অথচ দেখতে সে ঠিক একটা রক্ত মাংসের মানুষের মতোই। এমনিতেই তাকে যখন এই শহরের লোকালয়ে দেখা যায়, তখন দিব্যি মানুষের মতোই চলাফেরা করে, অন্য লোকের দিকে মানুষের মতো তাকায়, তবে এক এক সময় তার লাল চোখ দিয়ে হঠাৎ হঠাতই কেমন আগুন ঝরে

পড়তে দেখা যায়। এরকম ভাব তো কোনো ভূতের বা মরা মানুষের চোখে দেখা যায় না। এভাব তো রক্ত-মাংসের মানুষের প্রতিফলন! তাহলে? আমি এখন জানতে চাই, কে, কে সে? আমি দেখতে চাই, সে কি করে, আর এই ফরাসী গায়িকার প্রতি তার এত আগ্রহ কেন ? একদিন সেই কাহিনী আমি ফাঁস করে দিতে চাই। ওহো হ্যারি, ধন্যবাদ তোমাকে। সুস্বাগতম, চীয়ার্স। এখন আমি কোথায় বলো তো? ওহো আমার স্মরনশক্তি এত দুর্বল? এরই মধ্যে ওই ফরাসী মহিলার দেওয়া কথা আমি ভুলে গেলাম। হ্যাঁ, প্যারিস অপেরার বিশ্বসেরা গায়িকার সঙ্গে আমার যে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা আছে।

সাতটা বাজবার ঠিক দশ মিনিট আগে ওয়ালডর্ফ অ্যাস্টোরিয়া হোটেলের সব থেকে ভলো স্যুইটে যাওয়ার জন্যে সেই হোটেলের লাল কার্পেট বিছানো পথ দিয়ে এখন আমি যে ভাবে মাথা উঁচু করে চলেছি যেন সেটা নিজের ভেবেই। হ্যাঁ, এ আমার স্বর্গরাজ্যই তো, আর এখানেই তো আমি আবিষ্কার করতে যাচ্ছি বিশ্বের সেরা গায়িকা, সেরা সুন্দরীকে। আমি তাঁকে কত প্রশ্ন করবো কত অজানা তথ্য শুনবো তাঁর মুখ থেকে। তারপর সেই নতুন নতুন তথ্যগুলো সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদনা করে যে কাহিনী আমি রচনা করবো, আগামীকাল ''আমেরিকান'' পত্রিকায় প্রকাশিত হবে, সে তো এই স্বর্গরাজ্যেই স্বর্গের অপ্সরার জীবন কাহিনী, পাঠকরা যা পড়ে ধন্য ধন্য করবে আমাকে, আমার লেখাকে, আমার লেখনীকে। আমি তখন রাতারাতি সাংবাদিকদের শ্রেষ্ঠত্বের আসনে স্থান পেয়ে যাবো। সে তো স্বপ্ন ! হ্যাঁ, এখনো পর্যন্ত সেই স্বপ্নই আমি দেখছি ওয়ালডর্ফ-অ্যাস্টোরিয়ার প্রবেশের মুখে । কে জানে, আমার স্বপ্ন শুধুই স্বপ্ন থেকে যাবে কিনা ! যাইহোক, সেই স্বপ্নটা বাস্তবে রূপ দিতে সেই মুহূর্তে আমি রিসেপশন ডেস্কের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে পিকক অ্যালিতে পা রাখলাম। সেখানে তখন শহরের সোসাইটি মহিলারা ওপরতলায় ওঠা নামা করছেন। কেউ সেই ফরাসী গায়িকাকে দেখে আসছেন, আবার কেউ বা দেখতে যাচ্ছেন। চমৎকার সমারোহ, যেন এ এক রাজকীয় পরিবেশ। রিসেপশন কাউন্টারে প্রধান ব্যক্তিটি আমার আপাদমস্তক এমন ভাবে নিরীক্ষণ করছিল যেন সে তার চোখের ভাষা দিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল, পিছন দিকে ব্যবসায়ীদের প্রবেশ পথ দিয়ে আমার আশা উচিত ছিল।

'হ্যাঁ কি বললেন?' বললো সে, 'ওহো মাদাম ক্রিস্টিন ডি স্যাগনির স্যুইটে যাবেন? আপনি যদি কিছু মনে না করেন তো বলি তাহলে, তিনি এখন কারোর সঙ্গে দেখা করছেন না।'

' ওঁকে বলুন, মিস্টার চার্লস ব্লুম অন্য একটা কোট পরে এখানে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

ফোনে দশ সেকেন্ড কথা বলার পর আমার দিকে নতজানু হয়ে সে নিজেই আমাকে সঙ্গে নিয়ে ফরাসী গায়িকার স্যুইটে নিয়ে যেতে চাইলো। এই সময় দেখা গেল একজন বেলবয় লবিতে দাঁড়িয়েছিল, তার হাতে রিবন দিয়ে বাঁধা একটা পার্সেল, তার গন্তব্যস্থলও একই জায়গায়। অতএব আমরা একই সঙ্গে টেনথ্ ফ্লোরে উঠবো।

আচ্ছা বৎস, তোমরা কি কখনো ওয়ালডর্ফ অ্যাস্টোরিয়ায় গেছো? না গিয়ে থাকো তো তোমাদের বলে রাখি, আমার অভিজ্ঞতায় আমি বলতে পারি, এটা একটু যেন অন্য

রকম। স্যুইটের দরজা খুলে দেয় অন্য এক ফরাসী লেডি, মাদাম স্যাগনির ব্যক্তিগত পরিচারিকা চমৎকার মেয়েটি। সে আমাকে ভেতরে ঢুকতে দিল। পার্সেলটা নিয়ে সে এবার আমাকে মাদাম স্যাগনির মূল সেলুনে নিয়ে গেল। ঘরটা রীতিমতো বড়। পরিচারিকা বললো, 'আমি আপনাকে বলতে পারি, আপনি এখানে স্বচ্ছন্দে বেসবল খেলতে পারেন। এ যেন একটা প্রাসাদেরই অংশ।' পরিচারিকা আরো বললো,'নৈশভোজে যোগদানের জন্যে মাদাম নিজেকে সজ্জিত করেছেন। এখনি আপনার সঙ্গে মিলিত হবেন তিনি। দয়া করে এখানে একটু অপেক্ষা করুন। আমি তখন দেওয়াল ঘেঁষা একটা চেয়ারে বসলাম।

একটি ছেলে ছাড়া ঘরে তখন অন্য কেউ ছিল না। আমাকে দেখে মাথা নেড়ে হাসলো, 'বলুন!'

আমিও প্রত্যুত্তরে মৃদু হেসে বললাম,' হাই।'

ছেলেটিআবার তার পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতেই পরিচারিকাটি যার নাম মনে হয় মেগ, গিফট প্যাকেটের উপরের কার্ডটা পড়তে থাকে। তারপর সে ছেলেটির উদ্দেশে বলে উঠলো,' ওহো পিয়ের, এটা দেখছি তোমারি,' আর তখনি আমি ছেলেটিকে চিনতে পারলাম। মাদাম স্যাগনির ছেলে সে। আগে আমি তাকে মঞ্চে দেখেছিলাম, সে যাজকের পিছন থেকে এসে হাজির হয়েছিল। উপহারটা গ্রহণ করে সে এবার মোড়কটা খুলতে শুরু করলো। ওদিকে মেগ তখন খোলা দরজা পথে শয়নকক্ষে গিয়ে প্রবেশ করলো। ওঁদের দুজনের হাসি ঠাট্টার শব্দ ভেসে এলো আমার কানে। মাঝে মাঝে ওরা ফরাসী ভাষায় কথা বলছিল। তাই আমি সেলুনটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

সর্বত্র ফুলের ছড়াছড়ি , যেন ফুলের হাট বসেছিল সেখানে। মেয়র, হ্যামারস্টেইন, অপেরা কর্তৃপক্ষ এবং শুভাকাঙ্খীদের কাছ থেকে উপহার পাওয়া ফুলের স্তবকগুলো থরে থরে সাজানো রয়েছে। ছেলেটি রিবন আর মোড়কের কাগজটা খুলে ফেলতেই একটা বাক্স বেরিয়ে এলো। এবার সে বাক্সটা খুলে একটা খেলনা টেনে বের করলো। আমার তখন তাকে নিরীক্ষণ করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। সেটা একটা পুরোনো খেলনা, বারো থেকে তেরো বছর বয়সের ছেলের। বুঝতে পারলাম বেসবল খেলার দস্তানা, সেই সঙ্গে একটা খেলনা বানর। আর বড় অদ্ভুত সেই বানরটা। একটা চেয়ারে ঠিক মানুষের মতো ভঙ্গিমায় বসেছিল, তার হাত দুটি সামনের দিকে প্রসারিত, তার দুহাতে একজোড়া করতাল। আর তখনই বানরটার রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। হ্যাঁ, সত্যি সত্যি সেটা একটা খেলনা বানর, যন্ত্রচালিত, যন্ত্রচালনার চাবিটা তার পিঠের ওপর বসানো রয়েছে। সেই সঙ্গে একটা মিউজিক বক্সও ফিট করা আছে সেটার সঙ্গে। ছেলেটা তার চাবিটা ঘোরাতেই জীবন্ত বানরের মতো লাফাতে শুরু করে দিল, হাতদুটো একবার সামনের দিকে, পরক্ষণেই আবার পিছনের দিকে গুটিয়ে নিতে থাকে পালা করে, যাতে করে করতালে ঠোকাঠুকি লাগিয়ে সুরধ্বনি তুলতে পারে। সেই সুরটা চিনতে কোনো অসুবিধা হলো না ঃ"ইয়াঙ্কি ডুডলি ড্যান্ডি।"

ছেলেটি এবার আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করলো। খেলনাটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে এবং কি ভাবে কাজ করছে দেখবার চেষ্টা করে। দম

ফুরিয়ে গেলে সে আবার চাবি ঘুরিয়ে দম দিল, এবং আবার সেই পরিচিত সুরটি ধ্বনিত হতে থাকলো। কিছুক্ষণ পরে জন্তুটিকে উল্টে দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখতে থাকলো। কি ভাবে সেটার ভেতরের কলকব্জা আবিষ্কার করা যায় হঠাৎ একটা ফ্যাবরিকের তাপ্পিটা দেখতে পেয়ে সেটা অপসারিত করতেই একটা প্যানেল তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে দেখা গেল। তারপার সে আমার কাছে এসে অত্যন্ত নম্র সুরে ইংরাজিতে বললো, 'মঁসিয়ে, আপনার কাছে একটা পেননাইফ আছে?'

অবশ্যই আছে। আমাদের খেলায় পেন্সিলের পিস তো সব সময়েই ছুঁচোলো রাখতে হয়। তাই আমি আমার ছুরিটা তার হাতে তুলে দিলাম। কিন্তু জন্তুটাকে ছুরি দিয়ে কাটার বদলে সে সেটার চারটে স্ক্রুর প্যাচ খোলার জন্য ছুরিটাকে স্ক্রুড্রাইভার হিসেবে ব্যবহার করলো। এখন জন্তুটার ভিতরে যন্ত্রের গঠন প্রণালীর দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে দেখছে। এতে আমার মনে হলো, খেলনা বানরটা ভেঙ্গে ফেলার এ একটা ভালো উপায়। কিন্তু এই ছেলেটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান চৌখস, আর সে শুধু জানতে চায় খেলনার যন্ত্রের গঠন প্রণালী কিরকম। তার বেশী কিছু নয়। আর আমি, একজন ক্যান ওপেনারকে বুঝতে আমার অসুবিধে আছে।

'এটা খুবই আগ্রহের, খেলনাটার ভিতরে কি আছে সেটা দেখিয়ে সে বললো, 'দেখুন, আপনি আপনার নিজের চোখেই দেখুন।' তার অনুরোধই সেদিকে তাকাতেই দেখলাম, চাকা, রড, ঘন্টা, স্প্রিং এবং ডায়ালের সমষ্টি সেখানে। 'দেখলেন তো, ঘড়ির স্প্রিংয়ের মতো, তবে অনেক বড় এবং শক্ত চাবিটা ঘোরালেই একটা কয়েল আঁটো হয়ে যায়।'

'সত্যি!' বললাম আর সেই সঙ্গে মনে মনে ইচ্ছা প্রকাশ করলাম, চাবিটা ঘুরিয়ে সে যেন আবার খেলনা বানরটাকে সক্রিয় করে তোলে। 'ইয়াংকি ডুডলি ড্যান্ডি....' এরকম চলুক যতক্ষণ না তার মা প্রস্তুত হয়ে ওঠেন। কিন্তু তা সে করলো না।

'এখানে একটা ঘূর্নায়মান টেবিল আছে, একটা রড গিয়ারের ব্যবস্থাপনায় নিষ্ক্রিয় স্প্রিং-এর শক্তি সঞ্চার করা হয় সেখানে। টেবিলের ওপর একটা ডিস্ক রয়েছে, তাতে নানা ধরনের ছোট ছোট পিন পোঁতা আছে।'

'সে তো খুব ভালো কথা', আমি তাকে বললাম, 'তা তুমি এখন সেটা এক সঙ্গে আবার জড়ো করছ না?'

কিন্তু এবারেও সে তেমনি নিষ্ক্রিয় রইলো, তার কপালে চিন্তার বলিরেখা ফুটে উঠতে দেখা গেল। সে হয়তো তখন ভাবছিল, সেটা সে কাজে লাগিয়েছে। মনে হলো, সম্ভবত এই ছেলেটি মোটর গাড়ির ইঞ্জিনের কাজটা বেশ ভালোই জানে।

'যখন পিন পোঁতা ডিস্কটা ঘুরতে থাকে, তখন প্রতিটি পিন একটা খাড়াই রডে ধাক্কা দিতে থাকে, তখন সেটা মুক্ত হয়ে যায় এবং স্প্রিংটা তার নিজের জায়গায় ফিরে এসে ওই সব ঘন্টাগুলোর মধ্যে একটির ওপর টোকা মারে বা আঘাত করে, যেমন তার ধর্ম ঘন্টাগুলোর এক একটা পিচ এক এক রকমের, তাই সঠিক পর্যায়ে, সুরের ধ্বনি তোলে। মঁসিয়ে আপনি কখনো সুরেলা ঘন্টা দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, আমি সুরেলা ঘন্টা দেখেছি বৈকি। দু'টি কি তিনটি খেলনা-বানর ভিন্ন ভিন্ন

রকমের ঘন্টা হাতে একটা বড় টেবিলের পিছনে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, একবার করে বাজায় আবার সেটা নামিয়ে রাখে। তারা যদি ঠিক মতো সংযোগ স্থাপন করতে পারে, তাহলেই সুর ধ্বনিত হবে।'

' পিয়ের বললো, এটাও সেই একটা পদ্ধতি ।'

' হ্যাঁ, এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার বটে', আমি বললাম। ' তাহলে তুমি কেনই বা এখন ওটা আবার সক্রিয় করে তুলছো না?'

কিন্তু এর পরেও তাকে সক্রিয় হয়ে উঠতে দেখা গেল না। সে যেন আরো কিছু আবিষ্কার করতে চায়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে প্লেইং ডিস্কটা সজোরে টেনে বের করলো এবং সেটা তুলে ধরলো নিজের হাতে। একটা রুপোর ডলারের সাইজ সেটা, সেটার সারা গায়ে ছোটো ছোটো নব ফিট করা ছিল। সেই নবগুলো এক এক করে সে ঘোরালো । দেখুন এর থেকে নিশ্চয়ই দুটো সুর বেরোবে মাস্টার ডিস্কের উভয় দিক থেকেই।' এখন আমি বেশ বুঝে গেছি , ওই খেলনা বানরটা তার খেলা আর দেখাবে না। কিন্তু ডিস্কটা আবার যথাস্থানে রেখে দিল। তারপর ছুরির খোঁচা দিয়ে দেখে নিলো সব কিছু ঠিক আছে কিনা, সব যন্ত্রপাতির মধ্যে একটার সঙ্গে আর একটার স্পর্শ লাগে কিনা। পরীক্ষা করে দেখার পর সে তখন একেবারে নিশ্চিত, সব ঠিক আছে। খেলনাটা তার আগের মত ক্ষমতা ফিরে পেয়েছে। তাই সে এবার খেলনার পিছন দিকের ফ্যাবরিকের তাপ্পিটা যথাস্থানে লাগিয়ে দিল। তারপর সে আবার চাবি ঘুরিয়ে খেলনা-বানরটা চালু করে দিতেই সেটা হাত নাড়তে শুরু করে দিল, এবং আগের চেয়ে আরো বেশী সুরেলা হয়ে উঠতে থাকলো। এবার কিন্তু সুরটা ঠিক ঠাওর করতে পারলাম না । কিন্তু কেউ একজন জানে নিশ্চয়ই।

এই সময় শয়নকক্ষ থেকে একটা চিৎকার শোনা গেল, এবং হঠাৎ হ্যাঁ হঠাতই সেই বিশ্ব সেরা গায়িকাকে দরজার সামনে হাজির হতে দেখা গেল। তার পরনে লেসের গাউন, এলো চুল তার কোমর পর্যন্ত এলায়িত, তাকে মিলিয়ন ডলারের মতো দেখাচ্ছিল. তবে মুখের অভিব্যক্তিটুকু ছাড়া, কারণ সেই মুহূর্তে তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি যেন ভয়ঙ্কর ভয়াবহ একটা বিরাট ভূত দেখে চমকে উঠলেন। তিনি সেই যন্ত্রচালিত খেলনা বানরটার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে ছিলেন তখনো। তারপর তিনি ঘরের মধ্যে ছুটে এসে ছেলেটিকে এমন দুরন্ত আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরলেন দু'হাত দিয়ে যে, তাকে যেন কেউ অপহরণ করতে এসছে আর তিনি সেটা রুখে দিতে বদ্ধপরিকর।

' ওটা কি? ' ভয়ঙ্করভাবে ভয় পাওয়ার মতো করে ফিস্‌ফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

' উত্তরে আমি বললাম, মাদাম, ওটা একটা খেলনা বানর। আমি তাঁর মনে ভরসা জাগাবার চেষ্টা করলাম।'

'মাসকিউরেড।' তিনি আবার ফিসফিসিয়ে বললেন, ' বারো বছর আগেকার কথা। এখন সে নিশ্চয়ই এখানে রয়েছে।'

' কিন্তু মাদাম, এখন আমি ছাড়া কেউ তো এখানে নেই, তাছাড়া ওটা আমি সঙ্গে করে নিয়ে আসিনি। খেলনাটা একটা বাক্সে ভরে পাঠানো হয়েছে। উপহার সামগ্রীব মতো

বাক্সটার ওপর একটা সুদৃশ্য কাগজ জড়ানো ছিল। বেলবয় ওটা নিয়ে এসেছিল।'

'তা না হয় হলো', মাদাম স্যাগনি জানতে চাইলেন, 'ওটা কোত্থেকে এসেছে ?'

তাই আমি খেলনাটা হাতে তুলে নিলাম, এখন সেটা একেবারে শান্ত। আমি সেটা উল্টে-পাল্টে দেখলাম। তেমন কিছুই চোখে পড়লো না ! তারপর মোড়কের কাগজটার ওপর নজর দিলাম। এবারেও ব্যর্থ হতে হলো। তাই আমি এবার কার্ডবোর্ডে বাক্সটার ওপর নজর দিলাম আর তখনি নিচের দিকে একটা কাগজের স্লিপ আঁটা থাকতে দেখলাম । তাতে লেখা ছিলো এই রকম ঃ এস. সি. টয়, সি. আই.। তখন আমার মনে একটা পুরনো স্মৃতি জেগে উঠলো। প্রায় বছরখানেক আগে গ্রীষ্মে এক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আমি বেড়াচ্ছিলাম, স্প্রিং স্ট্রীটে লমবার্ডির একটা টেবিলে অপেক্ষা করছিল সে। তারপর একটা পুরো দিন তাকে নিয়ে কোনি আইল্যান্ডে ঘুরে বেড়ালাম। সেখানে অনেকগুলো বিনোদন পার্ক ছিল, স্টিপলচেজ পার্কটাই আমি বেছে নিলাম। সেখানে একটা খেলনার দোকান দেখেছিলাম, এখন মনে পড়ছে, নানান ধরনের অদ্ভুত অদ্ভুত যন্ত্রচালিত খেলনা ছিল সেখানে। যেমন সৈনিক-খেলনাগুলো মার্চপাস্ট করছিল, ড্রামবাদক ড্রাম বাজাচ্ছিল। ব্যালেট নর্তকীরা ড্রামবাদকদের চারপাশে নৃত্যরত অবস্থায় ছিল। এ সবই স্প্রিং-এর খেলা। যন্ত্র মানুষের কাছে বশীভূত; আর মানুষ যন্ত্রের বশীভূতই শুধু নয় অভিভূতও বটে।

তাই ভদ্রমহিলাকে ব্যখ্যা করতে গিয়ে বললাম, 'আমার কি ধারণা জানেন ম্যাডাম, এস. সি. হচ্ছে স্টিপলচেজ এবং সি. আই. নিশ্চয়ই কোনি আইল্যান্ডের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। তারপর আমি কোনি দ্বীপের ব্যাখ্যা করলাম বিস্তারিতভাবে। আমার কথা শুনে তিনি অত্যন্ত ভাবুক হয়ে উঠলেন।

'এই সব.... অভিনয়ের বাইরে অতিরিক্ত খেলা দেখানোর খেলা.... সেগুলোকে এরকমই তো বলবেন আপনি, তাই না ?' এ সবই চোখের বিভ্রান্তি, চালাকি, চোরা দরজা, গোপন করিডর, এবং যন্ত্র চালিত খেলনা, স্প্রিং-এর সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ খেলনা জন্তুরা কেমন হাত-পা নাড়ে, ড্রাম বাজায়, করতাল বাজায়, তাই না?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

' হ্যাঁ , কোনি দ্বীপে বিনোদন পার্কে এ সবই বাড়তি খেলা মাদাম।'

আর তারপরেই তিনি খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।'মঁসিয়ে ব্লুম, আমি অবশ্যই সেখানে যাব। এই স্টিপলচেজ পার্কে আমাকে যেতেই হবে।'

আমি তাকে বললাম, 'দেখুন মাদাম, এব্যাপারে অনেক সমস্যা আছে । আসলে কি জানেন, কোনি দ্বীপ হচ্ছে গ্রীষ্মের রিসর্ট । এবং এখানে ভ্রমণার্থীদের আগমন শুরু হয় ডিসেম্বরে। আর তারপরেই সবকিছু বন্ধ হয়েযায় সর্বত্র। সেখানে এখন কাজ বলতে কেবল রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামতি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, চুনকাম ও রং করা । কিন্তু কোনো মতেই সেটা জনসাধারনের জন্যে খোলা থাকে না। তিনি এখন সেখানেযাওয়ার জন্য খুবই উত্তেজিত, হয়ে উঠেছেন। আমি আবার এসব সহ্য করতে পারি না, কোনো নারীকে দুরাবস্থায় পড়তে দেখলে আমি নিজেকে বড় অসহয় বোধ করি।'

তাই আমি তাঁর আক্ষেপ আর হাহাকার সহ্য করতে না পেরে " আমেরিকান "

পত্রিকায় কমার্সিয়াল ডেস্কে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে যোগাযাগ করলাম এবং তাকে বললাম, সে তখন বাড়ী ফিরে যাবার উদ্যোগ করছিল। সে আবার স্টিপলচেজ পার্কের মালিক। তার নাম জর্জ টিলইউ, তার সঙ্গী একজন স্লিপিং এবং গোপন ফাইনানসিয়াল পার্টনার। হ্যাঁ, তার বয়স বাড়ছে, সে আর ওই দ্বীপে থাকে না, তবে ব্রুকলিনের পৌরসভায় একটা বড় বাড়িতে থাকে সে। কিন্তু সে এখনো স্টিপলচেজ পার্কের মালিক। এবং আজ থেকে প্রায় ন'বছর আগে এই বিনোদন পার্কের যাত্রা শুরু করেছিল সে, যা আজ অব্যাহত রয়েছে। তার কি টেলিযে।ন আছে? হ্যাঁ, সে সৌভাগ্যবশত তার একটা টেলিফোন ছিল। আমি তার টেলিফোন নম্বর জানতাম এবং ফোনে তার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। একটু সময় লাগলো তার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে। শেষ পর্যন্ত ফোনে তার সঙ্গেই কথা বলতে সমর্থ হলাম। আমি তখন ব্যাক্তিগতভাবে টিলইউ-এর সঙ্গেই কথা বললাম। আমি তাকে সবকিছুই ব্যাখ্যা করে বললাম। সেই সঙ্গে মেয়র ম্যাকলিনকে আভাস দেবার জন্যে গুরুত্ব দিয়ে বললাম মাদাম ডি স্যাগনির আতিথেয়তার যেন কোনো ক্রুটি-বিচ্যুতি না হয়। যাইহোক, তিনি আমাকে বললেন, পরে তিনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

আমরা প্রায় ঘন্টা খানেক অপেক্ষা করলাম। তিনি যোগাযোগ করলেন অতঃপর। তখন তার মনোভাব বা মেজাজ একেবারে অন্য রকম। তিনি যেন তখন অন্য মানুষ, অন্য মনের। মনে হলো, তিনি যেন কারোর সঙ্গে পরামর্শ করে নিজেকে একেবারে বদলে ফেলেছেন। হ্যাঁ, গেটগুলো যাতে তখন একটি প্রাইভেট পার্টির জন্যে খোলা থাকে, সেই মতো ব্যবস্থা করবেন তিনি। টয় শপে কর্মচারীরা কাজে ব্যস্ত থাকবে, কৌতুক অভিনেতা, তথা সেখানকার মাস্টার ব্যক্তিগত ভাবে সব সময় হাজির থাকবে সেখানে। তবে পরবর্তী সকালের জন্যে নয়। একদিনের জন্যে তো বটেই।

যাইহোক, এর মানে দাঁড়ায় আগামীকাল অবশ্যই। তাই সত্যি কথা বলতে কি মাদাম ডি স্যাগনিকে সঙ্গে নিয়ে কোনি দ্বীপে যাওয়া হচ্ছে। আমি এখন নিঃসংকোচে বলতে পারি, নিউ ইয়র্ক সিটিতে আমি এখন তাঁর ব্যাক্তিগত গাইড। আর এরপর কোনো লোকই আমাকে ডিঙ্গিয়ে তাঁর কাছে যেতে পারবে না, কিংবা কোনোভাবেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে না। অতএব একটা নোংরা টুপির জন্যে এক এক করে স্কুপের পর স্কুপ পেতে থাকলাম। মনে আছে, আমি তোমাদের বলেছিলাম, পৃথিবীতে সাংবাদিকতা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো কাজ, বলিনি?

তবে এক্ষেত্রে কেবল একটাই সমস্যা, মাদাম ডি. স্যাগনির সঙ্গে সাক্ষাৎকার নেওয়া, যার জন্যে প্রথমেই আমাকে হোটেলে যেতে হয়েছিল। আমি কি সফল হয়ে ছিলাম? না, হইনি। বিশ্বসেরা গায়িকা তখন এতই দুরবস্থায় ছিলেন যে, তিনি তার শয়ন কক্ষে দ্রুত পালিয়ে গেলেন, এবং ফিরে আসার জন্যে একেবারেই রাজী হলেন না। তবে পরিচারিকা মেগ কোনি দ্বীপে ভ্রমণের ব্যবস্থা করার জন্যে আমাকে ধন্যবাদ জানালেন। তবে সেই সঙ্গে সে আমাকে জানালো, অপেরা গায়িকা এখন খুবই ক্লান্ত বলে আলোচনা চালিয়ে যেতে পারছেন না। অতএব আমাকে এখন তার স্যুইট থেকে চলে যেতেই হচ্ছে, তাতে

বিরক্ত হলাম বটে, তবে তার জন্যে কিছু মনে করলাম না। আগামীকাল তিনি আমাকে নতুন করে সাক্ষাৎকার দিতে পারেন। হ্যাঁ, এই সুবাদে তোমরা আমাকে আর এক পিন্ট গোল্ডেন বিয়ার পান করাতে পার?

এরিক মুলহেইমের উল্লাস

রুফটপ টেরেস, এই. এম. টাওয়ার, ম্যানহাটন, ২৯ নভেম্বর, ১৯০৬

আমি দেখে ছিলাম তাঁকে । হাজার হোক এই সব বছরগুলির মধ্যে আমি আবার দেখলাম তাঁকে। আমার বুকটা যেন ফেটে যাচ্ছিল ভেতরে ভেতরে। বন্দরের কাছে ওয়্যার-হাউসের একেবারে উপরে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম, আর নীচে তাকাতেই তাকে জেটীতে দেখতে পেলাম । টেলিস্কোপের লেন্সের ওপর আলোর ঝলকানি চোখে পড়ার আগেই আমাকে সেখান থেকে সরে পড়তে হলো। তাই আমি নিচে নেমে এসে মানুষের ভীড়ের মধ্যে মিশে গেলাম। সৌভাগ্য বশত সেখানে বাতাস এতই ঠান্ডা যে, একজন লোকের মাথা যে উলের মাফলারে সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে আছে কেউ আর খেয়াল করলো না । তাই আমি ঘোড়ার গাড়িটার দিকে অনায়াসেই এগিয়ে যেতে পারলাম । উদ্দেশ্য কয়েকগজ দুর থেকে তাঁর সুন্দর মুখখানি দেখবো বলে এবং আমার পুরানো ক্লোকটা একজন বোকা সাংবাদিকের হাতে তুলে দেবো বলে, যাতে করে সে মহিলাটির সাক্ষাৎকার নিতে পারে।

সত্যি সুন্দরী তিনি চিরদিনের, চিরকালের, সরু কোটিদেশ, তার কোসাক টুপির নিচ থেকে এলায়িত চুল ঝুলে পড়েছে কোমর পর্যন্ত, হাস্যরত মুখ, হাতির দাঁতের মতো শ্বেতশুভ্র দাঁতগুলো ঝক ঝক করছিল।

আমি যা করতে যাচ্ছি তা কি ঠিক? পুরোনো ক্ষতটা খুঁচিয়ে ঘা করাটা কি ঠিক হচ্ছে? দীর্ঘ বারো বছর আগে মাটির নীচের ঘরে থাকার সময়ের মতো আমি কি নিজেই জোর করে নিজের শরীরটাকে রক্তাক্ত করে তুলতে চাইছি ? যন্ত্রনাটা নিরাময় হতে সময় লেগেছে আটটি মাস, তারপরেও তাকে এখানে নিয়ে আসাটা কি আমার বোকামো নয়?

তখন আমি তাকে ভালোবেসেছিলাম, তখন মানে প্যারিসে সেই কয়েকটা বছর ভয়ঙ্কর শিকারের পিছনে ছুটে যাওয়া বছরগুলোর কথা বলছি। আঃ কি ভালো লাগা সেই দিন গুলি আমার, এক একটা বছর যেন আমার ভালোলাগা, এক একটা পাখী সোনার খাঁচাটায় বন্দী হয়ে আর রইলো না, তবু অস্বীকার করবো না, আমার মনে সে দাগ কেটে গেছে গভীরভাবে। হ্যাঁ, সেই ভালোলাগা ভালোবাসা আমি তার আগে কখনো পাইনি, আর পরেও কখনো পাইনি, পাবোও না কখনো। সে আমার প্রথম প্রেম, হয়তো বা প্রথম পাপও! সেই মাটির নীচে আমার বন্দীদশার সময়ে সে যখন আমাকে বাতিল করে দিল

তার তরুণ প্রেমিকের জন্যে, আমি তাদের দুজনকেই প্রায় হত্যা করে ফেলেছিলাম। সেদিন আমার ক্রোধ এমনি তীব্র ভয়ঙ্কর ছিল। আজ আবার আমার মনে সেই ক্রোধের সঞ্চার হলো। তবে একথাও ঠিক যে, সেই রাগ, ক্রোধ সব সময়েই আমার সাথী হয়েছিল এত দিন, আমার সত্যিকারের বন্ধু। একান্ত আপনজন, যে আমাকে কখনো নীচে নামতে দেয়নি, সেই ক্রোধ ছিল ঈশ্বরের বিরুদ্ধেএবং তাঁর সমস্ত দূতদের বিরুদ্ধে এই কারণে যে, তিনি আমাকে প্রকৃত মানুষের মুখ দিয়ে এই পৃথিবীতে পাঠাননি যেমন অন্যদের দিয়েছেন। যেমন রাওল ডি স্যাগনিকে দিয়েছেন। এমন একটি অনিন্দ্যসুন্দর মুখ, যে মুখে সবসময় হাসি লেগে থাকে, যে হাসিমুখ দেখলে সব মানুষ খুশি হয়ে থাকে। তার পরিবর্তে তিনি আমাকে এমন এক কুৎসিত মুখ দিয়েছেন যা ভয়ঙ্কর মুখোশের আড়ালে ঢেকে রাখতে হয় সব সময়। এ এক বিচিত্র জীবন আমার, এক ঘরে পরিত্যক্ত হওয়া একটা জীবন, যে জীবন শুধুই বঞ্চনার, শুধুই বিড়ম্বনার, যে জীবনে মানুষের সাহচর্য পাওয়া যায় না, যে জীবনে নারীর ভালবাসা পাওয়া যায় না, এই তো সেই জীবন আমার।

তবু এসব সত্ত্বেও আমি কি বোকা, বদমাস, ভাবলাম, বুঝি সে আমাকে একটু অন্তত ভালোবাসতে পারে, বিশেষ করে যখন প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষগুলো আমার মৃত্যুদন্ড দিতে এগিয়ে এলো তখন তাদের সেই পাগলামোর মাঝে আমাদের মধ্যে যা ঘটেছিল সেই নিরীখেই আমি তার ভালোবাসা প্রত্যাশা করেছিলাম। এতে কেউ যদি আমাকে দেখিয়ে বলে, ওই যে ভালোবাসার কাঙ্গালটা যাচ্ছে, তাহলেও আমি দুঃখ পাবো না, বরং শুনে খুশি হবো এই ভেবে যে, তাহলে সুস্থ সবল স্বাভাবিক মানুষের মতোআমিও কাউকে ভালোবাসতে জানি, প্রেমিকের আ্যখ্যা পেতে পারি। আমার মুখটা কুৎসিত, ঈশ্বর আমার প্রতি অবিচার করেছেন, তাই বলে কি আমি নারীর ভালোবাসা পেতে পারি না?

আমি যখন আমার দুর্ভাগ্যের কথা জানতে পারলাম, তখন তাদের ক্ষমা করে দিয়ে তাদের বাঁচতে দিলাম, তাদের চলার পথের কাঁটা হয়ে আর থাকতে চাইলাম না, আর সেই সঙ্গে তার উপর থেকে আমার দাবীটা ফিরিয়ে নিলাম। এখন আমি খুবই খুশি এই ভেবে যে, আমি এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে আজ আর একা নই, আমার নিঃসঙ্গতার জ্বালা- যন্ত্রণা সে তো আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে, বাইরে প্রকাশ করলে সে তো আরো বেশী যন্ত্রণা, আরো বেশী জ্বালা, যেচে এর বিরোধীতা করা মানেই তো আত্মবলী দেওয়ার সামিল। কিন্তু কেনই বা আমি এটা করতে গেলাম এখন? অবশ্যই এই চিঠিটা।

ওহো মাদাম গিরি, আমি এখন তোমার সম্পর্কে কি ভাববো? তুমিই একমাত্র মানুষ, যে আমাকে দয়া দেখিয়েছো, আমার মুখের উপর থুথু ছিটোওনি, কিংবা আমার বীভৎস মুখ দেখে ভয়ে আতঙ্কে ছুটে পালাওনি। কিন্তু কেন, কেনইবা তুমি অত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে থাকলে আমার জন্যে? আমার জীবনের পরিবর্তন ঘটানোর জন্যে শেষ মুহূর্তে তুমি যে খবরটা পাঠিয়েছিলে তার জন্যে আমি কি তোমাকে ধন্যবাদ জানাবো? নাকি এই যে আমার কাছ থেকে তুমি দীর্ঘ বারো বছর দূরে সরে ছিলে তার জন্যে কি তোমাকে দোষ দেবো? আমার জীবনের এই মূল্যবান বারোটা বছর যার মধ্যে অধিকাংশ সময়ই আমার ব্যর্থ যৌবন কেটেছে, সে কি তুমি পারবে ফিরিয়ে দিতে? তাছাড়া এই সময়ের মধ্যে আমি

মরে যেতে পারতাম। তুমি কখনো জানতেও পারতে না। কিন্তু আমি মরিনি, আর এখনই তোমার হদিশ পেলাম। তাই কি আমি নাছোড়বান্দার মতো এই ঝুঁকিটা নিলাম শেষ পর্যন্ত ? কিন্তু কি জন্যে, কিসের প্রয়োজনে ? তাকে এখানে আনার জন্যে, তাকে আবার দেখার জন্যে , আবার ভোগান্তির জন্যে, আমাকে তুমি গ্রহণ করো এই অনুরোধ করার জন্যে...... এবং আমার সব অনুরোধ আবেদন আবার কি করে খারিজ করে দেয়, সেটা দেখার জন্যে? খুব সম্ভব তাই, আর সেটাই তো স্বাভাবিক। আর তবুও, আর তবুও......

সেটা আমি পেয়েছি এখানে, প্রতিটি শব্দ আমার মনে গেঁথে গেছে; বিহ্বল করা অবিশ্বাস নিয়ে আমি সেটা পড়ি, যত পড়ি, ততোই যেন নতুনত্বের স্বাদ অনুভব করি, যেন সেটা পুরোনো হয় না, এক ঘেয়েমি লাগে না। এদিকে চিঠিটার পাতা গুলো কাঁপা কাঁপা হাতে বারবার ওল্টাতে গিয়ে ঘামে সিক্ত হয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠতে থাকে ক্রমশ। চিঠি লেখার স্থান প্যারিস, আর তারিখ সেপ্টেম্বরের শেষে দিকে, তোমার মৃত্যুর ঠিক আগেই.......

প্রিয় এরিক,

এ চিঠি যখন তুমি পাবে, অবশ্য যদি তুমি কখনো পাও, তখন আমি আর থাকবো না এই পৃথিবীতে। এখান থেকে চলে যাবো অন্য এক জায়গায়। এই চিঠিটা তোমাকে লেখার আগে আমি অনেক ভেবেছি , নিজের মনের সঙ্গে অনেক লড়াই করেছি। আর শেষ পর্যন্ত মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে লিখেছি কারণ,আমি মনে করি, তুমি, হ্যাঁ কেবল তুমিই আমার এত দুঃখ বেদনার কথা জানো বলেই শেষ পর্যন্ত সত্যটা তোমার জানা উচিত, আর তোমাকে না জানালে আমি কখনো আমার সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে খুব সহজে মিলিত হতে পারবো না, কারণ আমি যে ঠকিয়েছি তোমাকে।

এই চিঠির খবরগুলো তোমার মনে আনন্দ এনে দেবে কিনা, কিংবা আবার ক্রোধ সৃষ্টি করবে কিনা বলতে পারি না। তবে এখানে কতকগুলো সত্য ঘটনার কথা তুলে ধরলাম যা এক সময় তোমার খুব কাছেই ঘটেছিল। অথচ তখন থেকে এখনো পর্যন্ত তুমি তার বিন্দু বিসর্গও জানো না। কেবল আমি, ক্রিস্টিন ডি স্যাগনি আর তার স্বামী রাওল এই সত্য ঘটনার কথাটা জানে। এখন তোমাকে আমার একান্ত অনুরোধ, সব জানার পর অত্যন্ত ধীর স্থির নম্রভাবে আর খুব সাবধানে তার মোকাবিলা করবে.....

আমি এক দুস্থ দুর্দশাগ্রস্ত বছর ষোলোর এক কিশোরকে নেউলিতে দেখার তিনবছর পরে আমি সেই সব যুবকদের মধ্যে থেকে, যাদের আমি পরে আমার সন্তান বলে সম্বোধন করতাম, দ্বিতীয় একজনের সঙ্গে মিলিত হই। সেটা একটা দুর্ঘটনা বলতে পারো, এবং সে এক ভয়ঙ্কর বেদনাদায়ক দুর্ঘটনা।

১৮৮৫ সালের শীতের এক মধ্যরাত তখন। অপেরার কাজ কর্ম তখন বন্ধ হয়ে গেছে, মেয়েরা যে যার কোয়ার্টারে চলে গেছে, বিরাট বিল্ডিংয়ের সব দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, আর আমি তখন অন্ধকার পথ দিয়ে হাঁটছিলাম আমার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে যাবার জন্যে। শটকার্ট সরু রাস্তা ! অপরিচিত কয়েকজন লোককেও সেই পথ দিয়ে হেঁটে যেতে দেখি। সবার আগে এক পরিচারিকাও হাঁটছিল কাছাকাছি কোনো বাড়ি থেকে কাজ সেরে হয়তো

সে তার বাড়িতে ফিরছিল। সে তখন দারুন ভয় পেয়ে বলতে গেলে এক রকম অন্ধকার গলি থেকে সামনে আলোকিত বুলেভার্ডের রাস্তার দিকে ছুটছিল। একটা দরজার সামনে একজন কিশোরকে দেখতে পেলাম, পরে আমি জানতে পারি, তার বয়স ষোলোর বেশী হবে না। ছেলেটি তখন তার বন্ধুদের বিদায় জানাচ্ছিল, যাদের সঙ্গে সন্ধ্যাটা কাটিয়েছিল।

ছায়াঘন অন্ধকারে ঢাকা পথ, সেই ছায়ার আড়াল থেকে হঠাৎ একজন দুর্বৃত্ত বেরিয়ে এলো। জায়গাটা একে অন্ধকারে ছায়া, তারপর এতই নির্জন যে, পথচারীদের পকেট খালি করার পক্ষে আর্দশ বটে। কেন যে সে অমন একজন খেটে খাওয়া মেয়েকে বেছে নিলো তার ছিনতাই-এর কাজ হাসিল করার জন্যে ঠিক বুঝতে পারলাম না। দুর্বৃত্তটা চতুর, সে জানতো এসব ক্ষেত্রে যাকে আক্রমন করা হয়, প্রথমেই সে ভয়ে চিৎকার করে ওঠে পথচারীর দৃষ্টি আর্কষণ করার জন্যে। তাই তার প্রাথমিক কাজ হলো মেয়েটির গলা টিপে ধরা যাতে করে সে টুঁ-শব্দটি করতে না পারে, এবং তাই সে করলো। এক হাতে মেয়েটির টুঁটি টিপে ধরে অপর হাত দিয়ে মেয়েটির পার্স খুঁজতে উদ্যত হলো। আমি তখন চুপ করে আর থাকতে পারলাম না। চিৎকার করে উঠলাম ঃ' শয়তান, ওকে ছেড়ে দাও ! ওর পথে বাধা হওয়ার চেষ্টা করো না !'

পুরুষের বুটের খটখট শব্দ আমার পাশ দিয়ে ছুটে চলে যেতে শুনলাম। হঠাৎ আমার ক্ষণিকের দৃষ্টি পড়ে গেল একটি ইউনিফর্মের উপর এবং একজন যুবক সেই দুর্বৃত্তের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্যারিসের সেই দোকানী মেয়েটি তখন সেই ছায়াঘন অন্ধকার থেকে ছুটে পালালো আলোকিত বুলভার্ডের দিকে ক্রমাগত চিৎকার করতে করতে। কিন্তু সেই মেয়েটিকে মাত্র একবার দেখা, তার পরই তাকে আর কখনো দেখতে পায়নি। ওদিকে সেই দুর্বৃত্তটা ইউনিফর্ম পরিহিত তরুণ অফিসারটির বন্ধন ছিন্ন করে ছুটে পালাতে যায়। অফিসারটি বোধহয় একটু বেসামাল হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে থাকবে। তবে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে আবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে দুর্বৃত্তের পিছনে ছুটতে শুরু করলো। তারপ আমি সেই দুর্বৃত্তটিকে ঘুরে দাঁড়াতে দেখলাম, সে তার পকেট থেকে কিছু একটা বের করলো এবং তার অনুসরণকারীর দিকে উঁচিয়ে ধরলো। ট্রিগার টিপতেই গুড়ুম গুড়ুম শব্দ হলো, সেই সঙ্গে একটু আগুন ঝলসে উঠতে দেখা গেল। তারপর সে একটা খিলানের ভিতর দিয়ে উধাও হয়ে গেল পিছনে শহরতলীর দিকে।

তরুণ অফিসারটি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল। আমি তার কাছে গিয়ে দেখলাম নেহাতই বালক সে, মহৎ ও সাহসী, ইকোল মিলিটেয়ারের অফিসার ক্যাডেটের ইউনিফর্ম ছিল তার পরনে। তার সুন্দর মুখখানি সাদা মার্বেল পাথরের মতো ধবধবে সাদা এবং তার তলপেটে গুলিবিদ্ধ ক্ষত থেকে ভয়ঙ্করভাবে রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরোচ্ছিল। আমি আমার পেটিকোটের একটা অংশ ছিঁড়লাম তার রক্ত ঝরা বন্ধ করার জন্যে, সেই সঙ্গে জোরে জোরে চিৎকার করতে থাকলাম যতক্ষণ না একজন বাড়ির মালিক ওপর থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়। আমার ইচ্ছাপূরণ ঘটলো অচিরেই; সে খবর নিতে চাইলে আমি তাকে অনুরোধ করলাম সে যেন এখনি বুলভার্ডের দিকে ছুটে যায় এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা ট্যাক্সি ডেকে আনে, আমার কথা রাখতে সে তার রাতের পোষাকেই

বেড়িয়ে পড়লো বাড়ি থেকে।

হোটেল ডিউ থেকে অনেক দূরে, তবে হাসপাতাল সেন্ট লাজারি খুব কাছে. আমরা সেই হাসপাতালেই গেলাম। হাসপাতালে তখন একজন তরুণ চিকিৎসক ডিউটিতে ছিল। কিন্তু সে যখন ছেলেটির ক্ষতস্থান পরীক্ষা করে গুরুত্ব উপলব্ধি করলো এবং ক্যাডেটের পরিচয় জানতে পারলো , নরম্যান্ডির এক অভিজাত পরিবারের সন্তান হিসেবে, সে তখন তাড়াতাড়ি পোর্টারকে সিনিয়র সার্জেনের কোয়ার্টারে পাঠালো কলবুক দিয়ে, কাছেই থাকতেন তিনি। আমার কর্তব্য এখানেই শেষ, কারণ এরপর ছেলেটির জন্য আমার করার আর কিছু ছিল না. তাই আমি আমার বাড়িতে ফিরে গেলাম।

কিন্তু তার জন্যে আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি. সে যেন এ যাত্রায় বেঁচে যায়, ভালো হয়ে ওঠে। পরের দিন রোববারের সকাল, অপেরায় আমার কোনো কাজ ছিল না, তাই আমি হাসপাতালে চলে গেলাম। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই নরম্যান্ডিতে ছেলেটির অভিভাবকদের কাছে তার দুর্ঘটনার খবর পাঠিয়েছিল। তাই আমাকে সেখানে গিয়ে হাজির হতে দেখে কর্তব্যরত সিনিয়র সার্জেন ভাবলেন আমি বোধহয় ছেলেটির মা। তারপর আমি যখন ছেলেটির নাম ধরে তার খোঁজ নিলাম, তখন তিনি বোধহয় আরো নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন, আমি তার মা না হয়ে পারি না। তার মুখটা একটা গভীর গাম্ভীর্যের মুখোশের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছলো। তিনি আমাকে তাঁর প্রাইভেট অফিসে ডেকে নিয়ে গেলেন। আর সেখানেই তিনি আমাকে সেই ভয়ঙ্কর খবরটা দিলেন।

রোগী বেঁচে যাবে ঠিকই, তিনি বলেন, কিন্তু বুলেট বিদ্ধ হওয়া এবং সেটা অপারেশন করে তার পেট থেকে বার করার ফলে ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়ে গেছে তার শরীরের। ওপরের কুঁচকি আর তলপেটে রক্তের প্রধান শিরাগুলো ছিঁড়ে এমন বিশ্রীভাবে ছিন্ন-বিছিন্ন হয়েগেছে যা মেরামতের অযোগ্য। তাই রক্তের শিরাগুলো সেলাই করে দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প পথ ছিল না তার কাছে। আমি তখনো ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারিনি। তবে গভীর ভাবে চিন্তা করতেই আমি তখন বুঝতে পারলাম তিনি কি বোঝাতে চাইছেন, এবং সহজ ভাষায় তার কাছে আরো বিশদভাবে জানতে চাইলাম। তিনি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন। 'আমি বিধ্বস্ত' , তিনি বললেন, ' এমন তর তাজা এক তরুণের জীবন, সুপুরুষ ছেলে, অথচ এখন, হায় ঈশ্বর. এ তুমি কি করলে ? বেচারাকে একেবারে অর্ধেক জীবন, অর্ধেক মানুষে পরিণত করে দিলে? আমার আশঙ্খা, সে কখনো বাবা হতে পারবে না।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম,' তার মানে আপনি কি মনে করেন. বুলেট কি তাকে বীর্যহীন করে দিয়েছে?' সার্জেন মাথা নাড়লেন। ' এমন কি তা হলেও মানিয়ে নেওয়া যেতো।' তবে কি নারীর প্রতি তার কোনো আকাঙ্খা থাকবে না? না. ঠিক তা নয়, তার মধ্যে কামনা-বাসনা জাগবে, ভালোবাসা, আকাঙ্খা সবই জাগবে যৌবনের ধর্ম মতো। কিন্তু সেই সব অতি প্রয়োজনীয় রক্তের শিরাগুলোর ধ্বংসপ্রাপ্তির অর্থ হলো.......'

আমি বললাম 'মঁসিয়ে ডক্টর, আমার নিজেরই কোনো সন্তান নেই,' বুঝলাম, সার্জন ছেলেটির দুঃখে খুবই ভেঙ্গে পড়েছেন, তাই তাকে একটু সান্ত্বনা দিতেই কথাটা বললাম, 'ছেলেপুলে না থাকলে তাতে কি এসে যায়?'

' বেশ মাদাম, আপনাকে তাহলে বলতেই হয়, জানেন, নারী সংসর্গের সময় সে কখনো কোনো নারীকে সম্পূর্ণভাবে তৃপ্তি দিতে পারবে না। আর সেই কারণেই সে তার নিজের সন্তান লাভও করতে পারবে না।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ' তার মানে এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, সে কখনো বিয়েও করতে পারবে না? কিংবা অন্যভাবে বলা যেতে পারে, কোনো মেয়ে তার এমন দুরবস্থার কথা শুনে তাকে বিয়ে করতে চাইবে না?' ।

সার্জন কাঁধ ঝাঁকালেন। 'না, একেবারে নিশ্চিত করে সে রকম কিছু এখনি বলা যায়না। আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ে তাকে বিয়ে করতে চাইলে সেটা স্বভাবতই অদ্ভুত বলেই মনে হবে। তবে এক্ষেত্রে সেরকম সম্ভাবনার কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু ধরুন যদি কোনো পবিত্র, সন্ন্যাসী ধরনের মেয়ে কিংবা যে মেয়ের কামরিপু জয় করার মতো মনের জোর আছে, হয়তো সে তাকে বিয়ে করতে রাজী হয়ে যেতে পারে । আর সেক্ষেত্রে সেরকম মেয়ের দৈহিক ক্ষুধাটা না থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই তাদের মিলন হবে একেবারে নিষ্কাম। যাকে বলে প্লেটনিক লাভ।' সার্জন এইভাবে ব্যাখ্যা করে আরো বললেন, ' আমি সত্যিই খুব দঃখিত। আমি একজন চিকিৎসক. রোগীর প্রাণ বাঁচানোই আমার একমাত্র লক্ষ্য, তাই তার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে যা করা প্রয়োজন আমি ঠিক তাই করেছি , তার শরীরের রক্তক্ষয় বন্ধ করার জন্যে তার রক্তের শিরাগুলো সেলাই করে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। তা না করলে অতিরিক্ত রক্তক্ষয়ের জন্যে তার মৃত্যু অনিবার্য ছিল।'

এমন এক বেদনাদায়ক ঘটনা শোনার পর আমি আমার কান্না কিছুতেই চেপে রাখতে পারলাম না। অমন একটা দুর্ঘটনাজনিত ক্ষত যে ছেলেটির জীবনে এমন সর্বনাশ ডেকে আনবে যা ভাবা যায় না, মানা যায় না। তবে সে যাইহোক না কেন, ছেলেটিকে আবার দেখতে গেলাম। তাকে খুবই বিমর্ষ ও দুর্বল দেখাচ্ছিল, সে জেগেই ছিল। সার্জন তাকে তার জীবনের অমন করুন কাহিনী বলেননি। আমি যে তাকে সেদিন রাস্তা থেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তুলে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করেছিলাম, তার জন্যে সে আমাকে বারবার ধন্যবাদ দিতে থাকলো। তার বিশ্বাস, আমিই তাঁর জীবন বাঁচিয়েছি। এরই ফাঁকে যখন শুনলাম তার পরিবারের লোকজন এসে পৌঁচেছে, তখন আমি নিঃশব্দে চলে এলাম সেখান থেকে।

আমার এই অভিজাত ছেলেটিকে যে আবার দেখবো আমি কখনো ভাবিনি। কিন্তু আমার ভাবনা যে কত বড় ভুল তার প্রমান পেলাম পরে, অনেক পরে দীর্ঘ আটবছর পরে, সে তখন অনেক বড় হয়ে গেছে, চেহারায় এবং সৌন্দর্যে দু'টোতেই তাকে তখন গ্রীক দেবতার মতো দেখাচ্ছিল। সে তখন রাতের পর রাত ধরে অপেরায় আসতে শুরু করেছিল। এই আশা নিয়ে যে, সেখানে বিশেষ একজনের কথা শুনতে পাবে তার মিষ্টি হাসি দেখার সুযোগ পাবে। পরে সেই মহিলাটিকে একটি শিশুপুত্র সহ দেখতে পায় সে, একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তখন তাকে কতই না সৎ, দয়ালু এবং চমৎকার পরিচ্ছন্ন মানুষের মতো দেখাচ্ছিল। সে তখন ভদ্রমহিলার কাছে সব কিছুই স্বীকার করে এবং তার সম্মতিতে সে তাকে বিয়ে করে, বিবাহের সূত্রে সে তাকে তার নাম দেয়, তার পদবী দেয় এবং বিবাহের বন্ধনে যা যা করণীয় সব কর্তব্যই পালন করে । এবং দীর্ঘ বারো বছর সে তার নব বধূর

আগের পক্ষের ছেলেটিকে সত্যিকারের বাবার মতো পিতৃস্নেহ এবং ভালোবাসায় ভরিয়ে রাখে। এমন কি কোনো কোনে ক্ষেত্রে স্নেহ ও ভালোবাসার ব্যাপারে সে সত্যিকারের বাবার চেয়েও অনেক বেশী করে ভালোবেসে ফেলেছিল ছেলেটিকে।

তাই আমার হতভাগ্য এরিক, এবার তুমি সত্যকে জানতে পারলে তো ! মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করার চেষ্টা করো আর নম্র হওয়ার চেষ্টা করো।

তোমাকে তোমার যন্ত্রনার হাত থেকে রেহাই দেবার জন্যে যে তোমাকে সাহায্য করার জন্যে চেষ্টা করেছিল.....

মৃত্যুর ওপারে যাওয়ার আগে একটি চুম্বন,

অ্যান্টয়নেটি গিরি

আমি কালই তার সঙ্গে দেখা করবো! এতক্ষণ তিনি হয়তো সেটা জেনে গিয়ে থাকবেন। হোটেলে খবর পাঠানোটা একটা সাধারণ কাজের পর্যায়ে পড়ে: মিউজিক্যাল মার্থকি, যে কোনো জায়গায় পাওয়া যায়, এখবরটা তিনি ঠিকই জেনে যাবেন। আমার জায়গা পছন্দ, সময় ঠিক করা, এসব কোনো কিছুই আর অজানা থাকবে না তাঁর। আচ্ছা উনি কি এখনো আমাকে ভয় পাবেন? আমার তো সেরকমই মনে হয়। কিন্তু তিনি তো জানবেন না আমি নিজেই কত না ভয় পাই ওঁকে, ভয় পাই ওঁর ক্ষমতাকে যদি উনি আবার অস্বীকার করেন আমাকে, আমার ছোটো-খাটো সখ-আহ্লাদ আর সুখকে অস্বীকার করেন, যা বেশীরভাগ মানুষকেই দেওয়া হয় থাকে।

কিন্তু এমন কি যদি এখনো আমাকে দুর দুর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, আমার তাতে কিছু এসে যায় না, কারণ সবকিছুই এখন বদলে গেছে। আমি এখন এত উঁচুতে উঠে এসেছি, এখান থেকে আমি সেই মানবজাতির প্রতিভূকে দেখতে পাই, যাকে আমি কত না ঘৃণা করি। কিন্তু আমি এখন বলতে পারি: আপনি আমার গায়ে থুথু ফেলতে পারেন, আমাকে বিকৃত করতে পারেন, গালিগালাজ করতে পারেন, কিন্তু এখন আপনি আমাকে কোনো ভাবেই আঘাত করতে পারবেন না। সমাজের সমস্ত নোংরা ময়লা ঘেঁটে ঘেঁটে, ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে, চোখের জল ফেলে, এবং যন্ত্রণা ভোগ করে করে আমার দেহ মন এখন কঠিন হয়ে উঠেছে, আমার জীবনটা একেবারে ব্যর্থ হয়ে যায়নি; আমার একটি পুত্র আছে!

মেগ গিরির ব্যক্তিগত দিনলিপি

ওয়ালডরফ-অ্যাস্টোরিয়া হোটেল, ম্যানহাটন, ২৯ নভেম্বর, ১৯০৬

প্রিয় দিন লিপি,

অবশেষে আমি এখন শান্তিতে বসবাস করতে পারি, এবং তোমাকে বিশ্বাস করে আমার গোপন চিন্তা ভাবনা আর দুঃখের কথা বলতে পারি। কারণ এই তো উপযুক্ত সময়, সবে সকাল হয়েছে এবং সবাই এখনো বিছানায় শুয়ে আছে।

পিয়ের এখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, ভেড়ার মতো শান্ত, মিনিট দশেক আগে তার ঘরে উঁকি মেরে আমি দেখে এসেছি পাশের ঘরে ফাদার জো-এর নাক ডাকার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, এই হোটেলের দেওয়াল যতই পুরু হোক না কেন তাঁর নাক ডাকার আওয়াজ শুনতে একটুও ব্যাঘাত ঘটেনি আমার। আর মাদাম সারা রাত্রি জাগরণের পরে অবশেষে ভোররাত্রে ঘুমের কেলে ঢলে পড়েছেন একটু বিশ্রামের খোঁজে। দীর্ঘ বারো বছরে আমি কখনো তাঁকে এভাবে ভেঙ্গে পড়তে দেখিনি।

এর মুল কারণ ওই খেলনা বানরটা, কোনো ভূতুড়ে দাতা এখানে এই স্যুইটে সেটা পাঠিয়ে থাকবে পিয়েরকে। এখানে তখন একজন সাংবাদিক উপস্থিত ছিল, চমৎকার আর উপকারী (আর যে আমার দিকে প্রেমপুর্ণ চোখে তাকিয়েছিল), কিন্তু তাতেই যে মাদাম মুষড়ে পড়েছেন তা নয়। তাঁর মুষড়ে পড়ার কারণ সেই খেলনা বানরটা।

তিনি যখন সেই খেলনা বানর থেকে দ্বিতীয় সুরধ্বনি শুনতে পেলেন, যে আওয়াজটা খোলা দরজা পথ দিয়ে সরাসরি তাঁর খাস কামরায় ঢুকে পড়েছিল, সেখানে আমি তার চুল আঁচড়াচ্ছিলাম, তিনি তখন খুবই চঞ্চল হয়ে ওঠেন। সেই সুরধ্বনি কোথা থেকে আসছিল খোঁজ নেওয়ার জন্যে জোর করতে থাকেন তিনি। আর সেই সাংবাদিক এম.ব্রুম যখন সেটার খোঁজ করে মাদামের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন, তখন তিনি একা থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমি তখন বাধ্য হয়ে সেই তরুণ সাংবাদিককে চলে যাওয়ার জন্যে বললাম। কিন্তু পিয়েরের ইচ্ছে নয়, তিনি চলে যান, বিছানায় উঠে বসে প্রতিবাদ করে উঠল।

তারপর আমি মাদামকে তার ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে থাকতে দেখলাম। স্থির চোখে আয়নার দিকে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর প্রসাধন সারার কোনো লক্ষণই দেখতে পেলাম না। অগত্যা মিস্টার হ্যামারস্টেইনের সঙ্গে রেস্তোরাঁয় নৈশভোজ বাতিল করে দিলাম।

পরে তাঁকে যখন একা পেলাম, একবার ভাবলাম জিজ্ঞেস করি হঠাৎ কেন তার এই পরিবর্তন, কি হয়েছে তাঁর। আমার এই জিজ্ঞেস করার আরো একটা কারণ হলো, নিউ ইয়র্কে এই ভ্রমণের সুত্রপাত যখন এত ভালো হলো, জাহাজঘাটায় অমন নাগরিকদের উষ্ণ অভ্যর্থনার পরেও কি কারণ ঘটলো, যে কারণে তাঁর এই পরিবর্তন? নিশ্চয়ই এর পিছনে কোনো অশুভ ঘটনা লুকিয়ে আছে!

এ ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করতে গিয়ে আমিও সেই অদ্ভুত দর্শনের খেলনা বানরটাকে চিনতে পারলাম, চিনতে পারলাম তার সেই ভুতুড়ে সুরধ্বনি, যা পুরানো ভয়ার্ত

স্মৃতির ঢেউ তুলে দিয়েছে তাঁর মনে, সেই সুর মনে হয় তার মনে এখন নতুন করে ঝড় তুলে দিয়েছে যার ফলে মুষড়ে পড়েছেন তিনি। ঠিক এই রকম ভয়ার্ত একটা ছবি আমি দেখেছিলাম তাঁর চোখে মুখে আজ থেকে তেরো বছর আগে। তেরোটা বছর...আমরা যখন এ প্রসঙ্গে কথা বলি তিনি তখন সেটারই পুনরাবৃত্তি করেন, হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই প্যারিস অপেরার ভূগর্ভস্থ কক্ষগুলির মধ্যে সব থেকে নীচু এবং অন্ধকার কক্ষে সেই অদ্ভুত ঘটনাগুলো ঘটেছিল সে আজ থেকে তেরো বছর আগেই। যদিও সেদিন সেই অভিশপ্ত রাতে আমি সেখানে হাজির ছিলাম, এবং তারপর থেকে মাদামকে এ ব্যাপারে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেছি, তিনি কিন্তু সব সময়েই নীরব থেকে গেছেন। আমরা কোরাস গার্লরা একটা ভয়াবহ মূর্তির ছায়া অবলম্বনে একটা গীতিনাট্যের অনুষ্ঠান করতাম, যাকে স্রেফ একটা ভূত বলে চিহ্নিত করা হতো, এই অনুষ্ঠানই মাদামেরই চিন্তাপ্রসূত একটা পরিকল্পনা ছিল। আমরা জানি প্রত্যেক মানুষই তার জীবনের কোনো বিশেষ ঘটনা রূপায়িত করে থাকে তার নাটকে নভেলে। আর সেটা যত বাস্তবোচিত হবে নাটকের সাফল্য তত বেশী হতে বাধ্য। তা আমাদের সেই অনুষ্ঠানের অভূতপূর্ব সাফল্য দেখে আমি একদিন তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলাম, তাঁর এবং সেই ভয়াবহ ছায়া মূর্তিটির মধ্যে কি সম্পর্ক! উত্তরে তিনি কখনোই তার বিস্তারিত বিবরণ আমাকে দেননি, যা দিয়েছিলেন সবই বিক্ষিপ্তভাবে, একত্রিত করলে যা অর্থহীন বলেই মনে হয়েছে আমার কাছে। এবং সেই বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলো অজানা রহস্যই থেকে গিয়েছিল গতকাল পর্যন্ত।

কেবল আজ রাতেই তিনি আমাকে সবিস্তারে সেই সব অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনাগুলোর বিবরণ দেন অবশেষে। আজ থেকে তেরো বছর আগে প্যারিস অপেরায় সত্যিকারের একটা উল্লেখযোগ্য কুৎসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি। তখন সেখানে একটা নতুন অপেরার অনুষ্ঠান চলছিল, " ডল যুয়ান ট্রিয়ুমফ্যান্ট" সেই অনুষ্ঠান চলার সময় স্টেজের মাঝখান থেকে তাঁকে কে বা কারা যেন অপহরণ করে নিয়ে যায়। তারপর সেই অপেরা আর কখনো পুনরানুষ্ঠিত হয়নি।

সেই রাত্রে সেই ব্যালেটের দলে আমিও ছিলাম। তবে যে মুহূর্তে লাইট ফিউজ হয়ে যায়, আমি তখন মঞ্চে ছিলাম না। তাঁর অপহরণকারীরা তাঁকে অন্ধকার মঞ্চ থেকে তুলে নিয়ে যায় অপেরা হাউসের একেবারে নিচের ভূগর্ভস্থ কক্ষে, পরে সেখান থেকে ফ্রান্সের সৈনিকরা এবং অপেরার অবশিষ্ট কলাকুশলীরা তাঁকে উদ্ধার করে আনে। সেই অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কমিশনার ডি পুলিশ, প্রসঙ্গত সেদিন তিনি দর্শকদের মধ্যে বসেছিলেন।

আমিও সেখানে ছিলাম, জলন্ত টর্চ হাতে নিয়ে ভূগর্ভে নামার সময় আমার হাত কাঁপছিল ভয়ে. নিচে একটা কক্ষ থেকে আর একটা কক্ষে সন্ধান চালানোর সময়ও আমি ভয়ে কাঁপছিলাম, তবে একেবারে নীচে ভূগর্ভস্থিত হ্রদের পাশে সমাধিক্ষেত্রের সামনে পৌঁছে আমার কাঁপুনি থেমে গেল। আমরা সেই ভয়ঙ্কর ভয়াবহ ভুতুড়ে ছায়ামূর্তিটির দেখা পাবো বলে আশা করেছিলাম, কিন্তু আমাদের সেই আশা পুরণ হলো না, তবে মাদামকে পেয়ে গেলাম একা ছিলেন, গাছের পাতার মতো থর থর করে কাঁপছিলেন তিনি। পরে রাওল যিনি আমাদের আগে ভাগে এসেছিলেন, সেই ভূতের মুখোমুখি হতে পেরেছিলেন।

সেখানে একটা চেয়ার ছিল, সেটার উপর একটা ক্লোক পড়ে থাকতে দেখা যায়। আমরা তখন ভাবলাম, সেই বিস্ময়কর প্রাণীটি বুঝি চেয়ারের নীচে লুকিয়ে আছে। কিন্তু না, তার দেখা পাওয়া গেল না সেখানেও তার বদলে একটা খেলনা বানরের দেখা পাওয়া গেল। তার হাতে করতাল এবং ভেতরে একটা মিউজিক্যাল বক্স ছিল। সেটা একটা প্রমাণ হিসেবে পুলিশ সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। আজ রাতের আগে পর্যন্ত ওই রকম খেলনা বানর আর কখনো দেখতে পায়নি।

ঠিক এই সময়েই তিনি প্রতিদিন তরুণ ভিকমটি রাওল ডি স্যাগনির সঙ্গে মিলিত হতে থাকেন। এতে সমস্ত মেয়েরা তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলো। তবে তাঁর স্বভাবটা যদি না সুন্দর আর মধুর হতো, তাহলে অবশ্যই তিনি অনেক শত্রু সৃষ্টি করতেন এই কারণে যে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সুন্দরী এবং প্যারিসের অত্যন্ত যোগ্য এক অবিবাহিত পুরুষের নেক নজরে পড়েছিলেন বলে। কিন্তু কেউই তাকে ঘৃণা করতো না। আমরা সবাই তাঁকে ভালোবাসতাম এবং অনেক দিন পরে তিনি আবার আমাদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করতেই আমরা খুবই খুশি হলাম। তবে তারপর বছরের পর বছর ধরে তাঁর সঙ্গে ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেও, সেদিন রাত্রে তিনি অপহৃত হওয়ার পর কি ঘটেছিল তার কারণটা কিছুতেই তাঁর মুখ থেকে বার করা যায়নি। তাঁর একমাত্র বক্তব্য হলো, ' রাওল আমাকে উদ্ধার করেছে, সময় মতো ও সেখানে হাজির না হলে আমার যে কি অবস্থা হতো জানি না।' তাই এখন আমাদের ভাবতে হচ্ছে, এই খেলনা বানরের কি অর্থই বা হতে পারে?

আমি জানতাম, আজ রাতেই তাঁকে সরাসরি জিজ্ঞেস করা ভালো। তাই আমি তৈরী হয়েই গেলাম তাঁর কাছে। সঙ্গে কিছু খাবারও নিয়ে গেলাম তাঁর জন্যে যা তিনি খেতে অস্বীকার করলেন। তারপর আমি যখন তাঁকে ঘুমের ঔষুধ খাবার জন্যে অনুরোধ করি তখন দেখা যায়, ইতিমধ্যেই তার মধ্যে একটা আচ্ছন্নভাব দেখা দিয়েছে, তবে কথা বলা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। কথা একটুআধটু জড়িয়ে গেলেও বেশ ভালো ভাবেই বোঝা যায়। এই সুযোগ, ভাবলাম যদি একটু খুঁচিয়ে তাঁর পেট থেকে কিছু কথা আদায় করে নেওয়া যায় তো ভালোই। সেই প্রথম সেই সব অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনার কথা তিনি বিস্তারিতভাবে বলতে থাকেন।

তিনি আমাকে বলেন, সেখানে নাকি আর একজন পুরুষ ছিল, সে এক অদ্ভুত ছলনাময় জীব, সে ভয় পাইয়ে দেয়, মুগ্ধ করে, ভয় দেখিয়ে বাগে আনে এবং তাঁকে সাহায্য করে। কিন্তু তার মধ্যে মাদামের প্রতি আবিষ্ট করার মতো ভালোবাসার একটা ভাব দেখা দিয়েছিল, যাতে তিনি সাড়া দিতে পারেননি। এমনকি কোরাস গার্ল হিসেবে আমি একটা অদ্ভুত ভূতের গল্প শুনেছিলাম, যে অপেরা হাউসের ভূগর্ভস্থ নিচের কক্ষে বাসা বেঁধেছিল এবং বিহ্বল করার ক্ষমতা ছিলো তার, যেমন মানুষের চোখকে ধুলো দিয়ে তাদেরই সামনে দিয়ে অনায়াসে যাওয়া-আসা করতে পারতো, কেউ তাকে কখনো চাক্ষুস করেনি, এ যেন এক আশ্চর্য ক্ষমতা। তার আর একটা ক্ষমতা ছিল, কর্তৃপক্ষের উপর তার ইচ্ছার শর্ত আরোপ করে বলতো, যদি কেউ তাকে অমান্য করে তাহলে তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না সে। সেই লোকটা আর কিংবদন্তী আমাদের সবাইকে ভয় পাইয়ে

দিয়েছিল। কিন্তু আমি জানতাম না, সে আমার আজকের মিস্ট্রেসকে ভালোবাসতো। তারপর আমি সেই খেলনা বানরের কথা জানতে চাইলাম, যার যন্ত্রচালিত পেট থেকে গানের সুর বেজে উঠতো, মুগ্ধ করা আবার ভয় পাওয়ানো সুরও বলা যেতে পারে।

উত্তরে তিনি বললেন,ওই ধরনের অদ্ভুত জীব তিনি একবারই দেখেছিলেন। আমি নিশ্চিন্ত এই যেখেলনা বনরটা নিয়ে পিয়ের খেলা করছিল, ঠিক এরকমই একটা অপেরার ভূগর্ভস্থিত কক্ষে সেই অদ্ভুত জীবের ব্যবহৃত চেয়ারের ওপর পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল।

ওদিকে মাদামের চোখে একটু একটু করে ঘুম নেমে আসতেই তিনি তখন একটা শব্দই কেবল পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছিলেন,"সে"। হ্যাঁ, সে একদিন নিশ্চয়ই ফিরে আসবে জীবিত অবস্থায় লোকচক্ষুর আড়াল ঘুচিয়ে একদিন সে মানুষের ভীড়ে ঠিকই প্রকাশিত হবে, সে এক মানুষের ভয়ঙ্কর প্রতিভা, তবে আতঙ্কিত হওয়ার মতো কুৎসিত চেহারা বটে তার. অথচ তাঁর প্রেমিক রাওল যেমনি সুপুরুষ তেমনি আবার মেধাবী। একদিন মাদাম যাকে বাতিল করে দিয়েছিলেন, সে এখন নিউ ইয়র্কে তাঁকে প্রলোভন দেখাচ্ছে, এবার তাঁর সঙ্গে সে তার প্রেমের দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে চাইছে।

না, এ অদ্ভুত জীবটর মনের কুৎসিত ইচ্ছা আমি কখনো সফল হতে দেবো না। না কখনোই নয়। তাঁকে রক্ষা করার জন্যে আমি সবকিছুই করবো, কারণ তিনি আমার প্রিয় বন্ধু, সেই তিনি আমার নিয়োগকর্ত্রী ও বটে। তাছাড়া তাঁর বড় পরিচয় হল তিনি একজন মহৎ আর দয়াশীলা রমনী। কিন্তু আমি এখন খুবই ভয় পেয়ে গেছি। কারণ আমার আশঙ্কা রাত্রে কোনো ভয়ঙ্কর কিছু কিংবা আশুভ কেউ হয়তো বেড়িয়ে পড়বে। আর তাইতো আমার ভয় সবার জন্যে ,ফাদার জো-এর জন্যে, পিয়েরের জন্যে এবং বিশেষ করে মাদামের জন্যে তো বটেই।

একেবারে ঘুমিয়ে পড়ার আগে তিনি আমাকে যে শেষ কথাটা বলেছিলেন তা হলো, পিয়েরের স্বার্থে, রাওলের স্বাথে তাঁকে আবার প্রত্যাখ্যান করার মতো শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। কারণ তিনি নিশ্চিত, সেই ভয়ঙ্কর জীবটা অবশেষে একদিন আবার ফিরে আসবেই এবং দাবী করবে তাঁকে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন সেরকম ক্ষমতার অধিকারিণী হন। আর আমি এও প্রার্থনা করি, এখানে আমাদের পরবর্তী দশদিনের সফর যেন খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়, যাতে করে আমরা নিরাপদে প্যারিসে ফিরে গিয়ে আমাদের জীবন সুরক্ষিত করতে পারি। আমাদের ভয় এখন সেই বানরটাকে, যে বহুদিন আগের পরিচিত সুর তোলে তার যন্ত্রে, আর সেই অদৃশ্য ভুতের উপস্থিতির জন্যে।

ট্যাফি জোন্স-এর পত্রিকা

স্টিপলচেজ পার্ক, কোনি দ্বীপ, ১ ডিসেম্বর, ১৯০৬

আমার কাজটা বড় অদ্ভুত, বড় বিচিত্র। তাই কেউ হয়তো বলবে, এ কাজ কোনো বিচক্ষণ ব্যাক্তির জন্যে নয় যার মধ্যে নূন্যতম আকাঙ্খা বলতেও কিছু নেই। এই কারণেই আমি আজকাল প্রায়ই এ কাজ ছেড়ে দেবার জন্যে তাগিদ অনুভব করি আমার মনের কাছ থেকে, আমার অবচেতন মন লোভ দেখায় সেইভাবে, আর মনে মনে ঠিকও করে ফেলি অন্য কোনো কাজে নিজেকে নিয়োজিত করবো। কিন্তু তবুও আমি এখানে এই স্টিপলচেজ পার্কে দীর্ঘ ন'বছর কাজ করলেও আমি সে কাজ এখনো করতে পারিনি, সেই পুরোনো কাজে আমি বহাল থেকে গেছি এখনো পর্যন্ত।

এর আংশিক কারণ হলো, এই কাজ আমার, আমার স্ত্রীর আর আমার সন্তান-সন্তদিদের জন্যে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়। প্রতিশ্রুতি দেয় চমৎকার আয়ের এবং আরামদায়ক বাসস্থানের । আর একটা দিক হলো এই যে, আমি এখানে এসেছি স্রেফ আনন্দ উপভোগ করার জন্যে। বাচ্চাদের হাসি, হৈ চৈ আর অভিভাবকদের আনন্দ দেখলে আমি মনে মনে খুবই খুশি হই। গ্রীষ্মের মাসগুলিতে অবসরের সময় তারা যখন আমার চারপাশে এসে হাজির হয়, তখন তাদের সঙ্গ আমি দারুণ ভাবে উপভোগ করি, উপভোগ করি শীতের দিনের শান্তি আর শান্ত পরিবেশ।

আমার বনবাসের অবস্থা সম্পর্কে বলা যায় যে,আমার জায়গার একজন লোকের পক্ষে সে সব খুবই আরামদায়ক। মোটামুটি একটা ভালো কুটির পেলেই যথেষ্ট। ব্রাইটন বীচের কাছে সম্মানিত মধ্যবিত্ত পরিবারের বাসস্থানের মধ্যেই আমার বাড়ি, আমার কর্মক্ষেত্র থেকে মাত্র মাইল খানেকের পথ। এছাড়া, এখানে মেলাকেন্দ্রের মধ্যে একটা ছোটো খাটো কেবিন আছে আমার, যেখানে আমি এক এক সময় বিশ্রাম নিতে পারি, এমনকি মেলা চলার সময়েও। আর বেতনের দিক থেকে বলতে পারি, আমার নিয়োগকর্তা খুবই উদার, প্রয়োজনে মোটা টাকা বেতনবৃদ্ধি করতে একটুও কার্পণ্য করেন না। বছর তিনেক আগে আমি একটা মোটা টাকার পুরস্কার পাই, তা থেকে সপ্তাহে একশোর বেশী ডলার ঘরে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলাম।

আমার খুব একটা বেশী চাহিদা নেই, বিলাসিতা নেই, মদের নেশা তেমন বেশী কিছু নেই। সাধারণ জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত। তাই আমার বেতন থেকে মাসে মাসে একটা ভালো অঙ্কের টাকা জমিয়ে যাচ্ছি, যাতে করে একদিন, তবে এখন থেকে খুব বেশী বছর নয়, আশা করছি এসব থেকে অবসর নিতে পারবো, আমার স্ত্রী ও পাঁচটি সন্তান নিয়ে আশাকরি বেশ সুখে স্বাচ্ছন্দেই অবসরপ্রাপ্ত জীবন কাটিয়ে দিতে পারবো। তারপর আমরা একটা ছোটো খামারের সন্ধান করবো, একটা নদী হ্রদ কিংবা সমুদ্রের কাছে হলেও চলবে যেখানে আমি চাষবাস আর মাছের চাষ করতে পারবো নিজের ইচ্ছে মতো। মাঝে মাঝে

স্থানীয় গীর্জায় যাবো আর স্থানীয় সোসাইটির নিয়মিত একটা স্তম্ভ হয়ে উঠতে চাই। তাইতো আমি আজও থেকে গেছি এখানে, আমার বেশীরভাগ শুভানুধ্যায়ীরা বলে থাকে, আমি ভালোই করেছি।

স্টিপলচেজ পার্কে সরকারী ভাবে আমি ফান মাস্টার। এর অর্থ এই দাঁড়ালো যে, পায়ে অতিরিক্ত লম্বা লম্বা জুতো পরে, পরনে থাকবে চকরবকর মার্কা ব্যাগি ট্রাউজার বুকে নানান রকমের নানান রংএর ব্যাজ এবং মাথায় লম্বা টুপি লাগিয়ে পার্কের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবো দর্শকদের অভ্যর্থনা করার জন্যে। নানান ভঙ্গিতে অভ্যর্থনা করি দর্শকদের আকর্ষণ করার জন্যে। আর তাতে আমি সফলও হই, এর ফলে অনেককেই আমাদের বিনোদন পার্কে ধরে আনতে সক্ষম হই, তা না হলে তারা অন্য বিনোদন পার্কে চলে যেতো।

আমার মেগাফোন ব্যবহার করে এক নাগাড়ে আমি চিৎকার করে যাই, 'চলে আসুন, চলে আসুন, দেরী করবেন না, দেরীতে এলে টিকিট ফুরিয়ে যেতে পারে, চোখ কান বুজে মেলায় ঢুকে পড়ুন, মেলার সব মজার মজার খেলা, রোমাঞ্চকর লম্প-ঝম্প, অদ্ভুত আর বিস্ময়কর সব খেলা দেখার জন্যে চলে আসুন আমার বন্ধুগণ, এবং আপনাদের জীবন উপভোগ করুন.....' ইত্যাদি, ইত্যাদি' গেটের বাইরে একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে বেড়াই, চমৎকার গ্রীষ্মের ফ্রকে সজ্জিত সুন্দরী মেয়েদের এবং ডোরাকাটা জ্যাকেট পরিহিত সুবেশ যুবকদের প্রভাবিত করার জন্যে কত কাঠ-খড়ই না পোড়তে হয় তাদের স্টিপলচেজ পার্কে বেড়াবার জন্যে। ওদিকে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের দেখলেই ছুটে যাই, আমাদের ফান ফেয়ারের দীর্ঘ তালিকার বিবরণ দিয়ে তাদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করে যাই প্রতিনিয়ত যাতে করে তারা খুশি হযে তাদের অভিভাবকদের টেনে আনতে পারে আমাদের বিনোদন পার্কে। আমার শেষ কাজ হলো তাদের অভিভাবকদের টিকিট কাউন্টারে পৌঁছে দেওয়া। প্রতি পঞ্চাশ সেন্ট টিকিট বিক্রীর মধ্যে আমার কমিশন বাবদ পাওনা এক সেন্ট।

অবশ্যই এ কাজ গ্রীস্মকালের। এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত। অক্টোবরের শেষে যখন বাতাসে হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করে ঠিক তখনই আমরা সারা শীতকালের জন্যে বিনোদন পার্কের তল্পি তল্পা গুটিয়ে ফেলি।

আমি তখন ফান মাস্টরের স্যুইটটা আলমারির ভেতরে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখতে পারি এবং ওয়েলশ সুরের গান গাওয়া বন্ধ করে দিতে পারি, যে গানের সুরে আমি আমাদের কত দর্শকদের না মুগ্ধ করে থাকি। আমার জন্ম ব্রুকলিনে, যেখানকার পথ চলতি মানুষের কণ্ঠে গানের ফুলঝুরি ঝরতে দেখা যায় সব সময়। আমি আমার বাবার জন্মভূমি তথা ঠাকুরদার জন্মভূমি কখনো দেখিনি। তবে তাই বলে এই নয় যে, দেশের গান আমি ভুলে যাবো। ভোলা যায় না। গান বলে কথা। গান ছাড়া আর কি প্রেম করা যায়, মানুষকে ভালোবাসা যায়, অপরিচিতকে আপন করে নেওয়া যায়? তাই গান আমার ধ্যান, আমার প্রান, সব কিছুই। তাই গ্রীষ্মের পর বিনোদন পার্ক বন্ধ হয়ে গেলে কি হবে তাই বলে গান আমার কখনো বন্ধ হয় না। বরং অবসর সময়ে এই গানই আমার একমাত্র সাথী হয়ে সঙ্গ দেয় আমাকে। আমার একাকীত্ব, এক ঘেয়েমি সব ঘুচিয়ে দেয়। তাই গান গাইতে গাইতেই আমি সাধারণ পোষাকেই অফিসে চলে আসি এবং শীতকালীন প্রোগ্রাম দেখাশোনা করি।

যেমন সাইড শো'র সব জিনিষপত্র খুলে ফেলা এবং সেগুলো গুদামজাত করা, মেসিন পত্র পরিষ্কার করা, গ্রীস লাগানো, পুরানো অকেজো যন্ত্রপাতি বদল করা, রঙ করা, ছেঁড়া ক্যানভাস সেলাই করা, ইত্যাদি এইসব কাজ তদারক করে থাকি। এপ্রিল আবার যখন ফিরে আসে তখন সবকিছুই যেখানে যেমন ছিলসেখানে ফিরিয়ে আনা হয়। তারপর এপ্রিলের প্রথম গরম আর রৌদ্রদীপ্ত দিনে বিনোদন পার্কের গেট আবার খুলে দেওয়া হয় মরসুমের প্রথম দর্শকদের জন্যে।

তাই বলা যায় যে, অবাক করে দিয়ে দুদিন আগে মিস্টার জর্জ টিলইউ-এর কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম, তিনিই আমাদের বিনোদন পার্কের মালিক। তিনিই প্রথমে এই বিনোদন পার্কের পরিকল্পনা করেছিলেন , তাঁর সঙ্গী পার্টনারের অস্তিত্ব ওই নাম মাত্র, যাকে এই পৃথিবী কখনো চোখেই দেখেনি, অন্তত বলা যেতে পারে তিনি কখনো এখানে আসেননি। আর এই মিস্টার টিলইউ-এর কর্মচাঞ্চল্য আর দূরদর্শিতার জন্যে ন'বছরে এই ব্যবসার এমন রমরমা অবস্থা, আর তারপর থেকেই এই বিনোদন পার্ক তাঁকে অস্বাভাবিকভাবে বিত্তবান করে তুলেছে।

তাঁর চিঠিটা এসেছিল তাঁর ব্যক্তিগত বার্তাবাহক মারফত এবং বলাবাহুল্য অত্যন্ত জরুরী চিঠি সেটা। চিঠিতে আমাকে জানানো হয়েছে, পরের দিন, যার অর্থ এখন বলা যায় গতকাল, একটি প্রাইভেট পার্টি পার্ক পরিদর্শনে আসবে, আর এই সব লোকদের জন্যে খুলে রাখতে হবে। তিনি বলেছেন, কিছু কিছু অনুষ্ঠান সময় মতো চালু করা যাবে না , কিন্তু তিনি জোর দিয়ে বলেছেন , টয় শপটা অবশ্যই খোলারাখতে হবে, দোকানের সব কর্মচারীরাই যেন হাজির থাকে তখন। অনুরূপ ভাবে মিররের হলটাও। এই চিঠিটা সব চেয়ে বিস্ময়কর একটা দিনের সূচনা করতে যাচ্ছে, যা আমি স্টিপলচেজ পার্কের ইতিহাসে কখনো শুনতে পায়নি।

মিস্টার টিলইউ-এর নির্দেশে টয় শপ আর মিরর হলে যেন সব কর্মচারীরাই উপস্থিত থাকে, যা আমাকে খুবই অস্বস্তিকরের মধ্যে ফেলে দিল। কারণ উভয় শপের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারীরা এখন ছুটিতে রয়েছে। আর তাদের বাড়িও অনেক দূরে, এমন শর্ট নোটিসে তাদের এখানে হাজির করা অসম্ভব। এমনকি তাদের জায়গায় অন্য কাউকে বিকল্প হিসেবে সহজে পূরণ করা সম্ভবও নয়। দোকানে মেকানিক্যাল টয়গুলো সেই এম্পোরিয়ামে অত্যন্ত বৈশিষ্টপূর্ণ , আমেরিকায় এই খেলনাগুলো শুধুই সূক্ষ্ম নয় সেই সঙ্গে কলকব্জাগুলি অত্যন্ত জটিল ধরনের। সেগুলোকে বোঝাবার জন্যে সত্যিকারের একজন বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন, তাছাড়া যুবক যুবতীরা যারা সেই বিস্ময়কর খেলনার দোকানে আসে, তাদের কাছ খেলনাগুলোর কাজের ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে হবে এবং বিক্রীর জন্যে তদারকি করতে হবে তাদের কাছে, বলাবাহুল্য আমি ঠিক সে রকম বিশেষজ্ঞ নই। আমি কেবল ভালোর জন্যে আশা করতে পারি, এরকমই আমি প্রথমে ভেবেছিলাম।

তাছাড়া শীতের মরসুমে জায়গাটা প্রচন্ড ঠান্ডা। তাই আমি তাদের আসার আগেই আগেরদিন দোকানে কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে রেখে এলাম যাতে করে পরের দিন দোকানটা গ্রীষ্মকালের মতো উষ্ণ মনে হয় । তারপর আমি খেলনার র‍্যাকগুলো থেকে জমা

ধূলো সাফ করার কাজে হাত দিলাম যাতে করে সৈনিক, ড্রামবাদক, নর্তকী, :
এবং জন্তুগুলো যারা গান গায় তারা সতেজ হয়ে ওঠে, দম দিলেই জীবন্ত হয়ে ওঠে। তবে আমার দৌড় এই পর্যন্ত। পরের দিন সকাল আটটা পর্যন্ত আমার সাধ্য মতো কাজ করলাম, প্রাইভেট পার্টি আসার আগেই কাজ শেষ করে তাদের অভ্যর্থনা করার জন্যে তৈরী হয়ে থাকলাম। আর তাবপরেই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে দেখা গেল, যার মুখোমুখি হতে আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না।

ঘুরে দাঁড়াতেই দেখি একটি যুবক স্থির চোখে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। জানি না কি করেই বা দোকানের ভেতরে ঢুকলো, আর কেনই বা। আমি তখন প্রায় বলেই ফেলেছিলাম, দোকান বন্ধ, একটা বিশেষ প্রয়োজনে খোলা হয়েছে। কিন্তু বলা আর হলো না, কারণ ঠিক সেই সময়েই সে আমার সাহায্যে এগিয়ে এসে জানালো, টয়শপের কাজ করতে চায় সে। কি আশ্চর্য, কি করে সে জানলো, আমার অতিথিরা আসছে? সে এ ব্যাপারে মুখ খুললো না। সে শুধুই বললো যে, সে নাকি কাজ করে গেছে এখানে আর খেলনার কলকব্জা সম্পর্কে তার যথেষ্ট জ্ঞান আছে, দু' একদিনের জন্যে কাজ চালিয়ে নিতে পারবে। আমারও তখন এইরকমই একজন লোকেব প্রয়োজন ছিল, কারণ নিয়মিত কর্মচারী এখন ছুটিতে, তাই এই মুহূর্তে তাকে গ্রহণ করা ছাড়া আমার কোনো উপায় ছিল না। তবে তাকে কোনোভাবেই টয়ম্যানের মতো দেখাচ্ছিল না, হাসি খুশি আমুদে প্রকৃতির লোক সে, বাচ্চাদের কাছে অচিরেই জনপ্রিয় উঠতে পারে সে। হাড়ের মতো সাদা মুখ তার, চুল আর চোখদুটি কালো এবং তার পরনের কোটের রংও কালো। আমি তার নাম জানতে চাইলাম। মুহূর্তের জন্যে একটু চুপ করে থেকে সে বললো''মাল্টা''। তাই যতক্ষণ না সে চলে যায় কিংবা উধাও হয়ে যায় ততক্ষন পর্যন্ত আমি তাকে ওই নামেই ডাকতে শুরু করি। কিন্তু পরে আরো অনেক ঘটনা যেন অপেক্ষা করছিল।

মিরর হল আর একটা ব্যাপার। সেটা অত্যন্ত বিস্ময়কর জায়গা। টয়শপে আমার যখন ডিউটি থাকতো না, আমি তখন সেই হলের ভেতরে চলে যেতাম, কিন্তু সেখানে কি করে যে কাজকর্ম হয় কখনো বুঝতে পারিনি। যেই সেখানকার ডিজাইন করে থাকুক না কেন তার মধ্যে যথেষ্ট প্রতিভার ছায়া আছে। সমস্ত দর্শক অথিতিরা প্রায় সারা মিরর রুমগুলো ঘুরে ঘুরে দেখার পব তাদের মনে যে বিশ্বাস জন্মায় তা হলো, তারা এমন কিছু দেখেছে যা তারা অন্য কোথাও দেখতে পেতো না, আর যা তারা দেখতে পায়নি, সেগুলো নিশ্চয়ই আমাদের হাউসে দেখতে পাবে। আমাদের হাউস শুধু আয়নার নয়, মায়ায় আচ্ছন্ন করে দেয়, মোহয় আবিষ্ট করে দেয়। যদি কখনো, এই ধরা যাক আজ থেকে বহু বহু বছর পরে কোনো আত্মা এই জার্নাল পড়ে এক সময় যার কোনি দ্বীপ সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ ছিল, তারই স্বার্থে মিরর হল সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা করা যাক এখানে।

বাইরে থেকে এই মিরর হল দেখতে খুবই সাধারণ বলে মনে হবে, উচ্চতা খুব বেশী নয়, চার চৌকা বিল্ডিং, মাত্র একটিই দরজা, যাওয়া আসার কাজ দুই-ই সারতে হয় ওই একটিমাত্র দরজা পথ দিয়ে। একবার ভেতরে প্রবেশ করলেই দর্শকরা তাদের ডাইনে ও বাঁয়ে একটি করিডর দেখতে পাবে। কোন দিকে তারা যে মোড় নেবে সেটা কোনো ব্যাপার

নয়। দুদিকের দেওয়াল আয়নার মোড়ানো আর করিডরটা ঠিক চারফুট চওড়া। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই জন্যে যে, ভেতরের দেওয়ালটা অটুট নয়, কিন্তু সেই দেওয়ালে আয়না খাড়াই ভাবে লাগানো, আটফুট চওড়া এবং সাতফুট লম্বা। প্রতিটি প্লেট খাড়াই অক্ষরেখার উপর ঝোলানো, যাতে করে কেউ যখন রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে ঘুরে দাঁড়ায় তার অর্ধেকটাই করিডরকে আড়াল করে দেয়, কিন্তু ওদিকে তখন একটা নতুন প্যাসেজ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে, সেটা বিল্ডিং-এর কেন্দ্রস্থলের দিকে এগিয়ে যেতে দেখা যায়।

এই নতুন প্যাসেজ অনুসরণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। আবার দেখা যায়, গোপন নিয়ন্ত্রণের দরুন প্লেটগুলো ঘুরে দাঁড়াতেই আরো অনেক প্যাসেজ উন্মুক্ত হয়ে যায়, আয়নার ছোট ছোট ঘরগুলো প্রকাশ হতে না হতেই অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু তার পরিনতি খুবই খারাপ হয়ে ওঠে তখন। বিল্ডিং-এর কেন্দ্রস্থলের কাছে আটফুট চওড়া আয়নাগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই উপর থেকে একেবারে নিচ পর্যন্ত কেবল চাকার উপর আবর্তিত নয়, আটফুট ব্যাসার্ধের ডিস্কের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়, যা তারা নিজেরাই চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। একজন দর্শক, আয়নার দিকে পিঠ করে অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে থাকলে যেখান থেকে ডিস্কটা দৃশ্যত নয়, নিজেকে তখন নব্বই, একশো আশি, কিংবা দুশো সত্তর ডিগ্রী কোণের মাধ্যমে ঘুরে দাঁড়াতে দেখে। তখন তার মনে হয় সে বুঝি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর আয়নাগুলো কেবল ঘুরছে। আবার তার কাছে এও মনে হয় যে, অন্য লোকেরা হঠাৎ হঠাতই আবির্ভূত হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্যও হয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে ছোট ছোট ঘরের সৃষ্টি হচ্ছে, তারপর সেগুলোও কেমন উধাও হয়ে যাচ্ছে। সে তখন একজন আগন্তুককে সম্বোধন করে, যে তার সামনে আবির্ভূত হয়ে কেবল উপলব্ধি করে, তার পিছনে কিংবা পাশে কারোর প্রতিবিম্বের সঙ্গে বুঝি সে কথা বলছে।

আর এভাবেই স্বামী স্ত্রী, প্রেমিক প্রেমিকা মুহূর্তের মধ্যে একজন আর একজনের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছে, ঘটনার আকস্মিকতায় টলতে টলতে তারা এগিয়ে গেলে যে যার সাথীর সঙ্গে আবার মিলিত হতে পারে। কিন্তু কারো কারোর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা চিত্র। যখন এক ডজন তরুণ তরুণী জোড়ায় জোড়ায় এক সাথে ঝুঁকি নিয়ে প্রবেশ করে সেখানে, তখন হাসি আর আতঙ্কের চিৎকার সারা হল ঘরে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে।

এখন সব কিছুই মিররম্যান কতৃক নিয়ন্ত্রিত, যে নিজে একাই বেশ বুঝতে পারে, কি ভাবে সব কিছু কাজ করছে, দরজার ওপরে একটা বুথের তলায় বসে ওপর দিকে চোখ তুলে ছাদের আয়না দেখতে পাচ্ছিল, কোণাকুনি দৃষ্টি ফেলে সে তখন সারা ফ্লোর শ্যেন পক্ষীর চোখ দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল, যাতে করে সে তার হাতের যন্ত্রপাতির কারসাজিতে একাধারে সৃষ্টি ও ধ্বংস দুই-ই করতে পারে বারান্দা, ঘর মোহ আর মায়া। কিন্তু আমার এখন মহাসমস্যা হলো, মিস্টার টিলইউ-এর প্রবল ইচ্ছে, মহিলা দর্শক এখানে এলই যে কোনো পরিস্থিতিতে তাকে যেন মিরর হলে যেতে জোর করা হয়। কিন্তু এদিকে মিররম্যান ছুটিতে, আর তার সঙ্গে যোগাযোগ করাও যাচ্ছে না।

সেখানে যতগুলো ইভেন্ট ছিল, সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আমাকে অর্জন করতে হয়েছিল, যাতে করে মহিলাদের বিনোদনের জন্যে আমি সেগুলো নিজেই চালাতে পারি।

হাতে কলমে শেখার জন্যে প্যারাফিন লন্ঠন জ্বালিয়ে রাতের প্রায় অর্ধেকটা সময় আমাকে কাটাতে হয়েছিল। সে অনেক কাজ, এক একটা মজাদার খেলার আলাদা আলাদা ভাবে পরীক্ষা করা, খেলনার স্প্রিং আর লিভার গুলো খুঁটিয়ে দেখা, মেলা প্রাঙ্গণের ভেতরে লেডির দ্রুত ভ্রমণ এবং তিনি যখন বেড়িয়ে আসতে চাইবেন তখন তাঁর সেই ইচ্ছে দ্রুত সম্পন্ন করার কাজে সক্ষম কিনা নিশ্চিত হতে চাই আমি। মিরর রুমের কণ্ঠস্বর খুবই স্পষ্ট।

গতকাল সকাল নটায় আমি আমার সাধ্যমত ভালো ব্যবস্থা করে মিস্টার টিলইউ-এর ব্যক্তিগত অতিথিদের অভ্যর্থনা করার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি। দশটা বাজার একটু আগেই তাঁরা এলেন। কার্যত সার্ক এ্যাভিনিউতে তখন ট্রাফিক বলতে কিছুই ছিল না। একটা ঘেরা ঘোড়ার গাড়িকে ব্রুকলিন ঈগল, লুনা পার্কের প্রবেশ পথ ড্রীমল্যান্ড পেরিয়ে যখন আমি ওঁদের আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম, আমি তখন ভাবলাম ওঁরাই আসছেন নিশ্চয়ই। ঘোড়ারগাড়িরটা ম্যানহাটন বীচ হোটেলের বাইরে অপেক্ষা করছিল। উদ্দেশ্য ব্রুকলিন ব্রীজ থেকে আগত এল ট্রেন থেকে যারা নামছিল তাদের যাত্রী হিসেবে পাওয়ার জন্যে। তবে ডিসেম্বরে প্রচন্ড শীতের দিনে খুব বেশী যাত্রী আশা করাও যায় না।

ঘোড়ার গাড়িটা একেবারে কাছে এগিয়ে আসতেই এবং কোচোয়ান তার লাগামের রাশ টানতেই আমি সেলফোন হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলাম। 'ভদ্রমহোদয়া এবং ভদ্রমহোদয়গন, স্টিপলচেজ পার্কে আগমনের জন্যে সুস্বাগতম। আপনাদের এখানে বলে রাখি কোনি দ্বীপে এই বিনোদন পার্কটি গুণগত দিক থেকে প্রথম আর সব দিক থেকে চমৎকার।' আমি তখন আবেগে গলা ফাটিয়ে কি যে বলে যাচ্ছিলাম পরে নিজেই খেয়াল করতে পারছিলাম না। আমার তখন এমনই অবস্থা যে ঘোড়াগুলো পর্যন্ত নভেম্বরের শেষে আমার গায়ে পাতলা ফিনফিনে পোশাক দেখে এমন ভাবে তাকাচ্ছিল যেন কোনো পাগলকে দেখছে।

ঘোড়ারগাড়ি থেকে প্রথমে বেরিয়ে এলো একজন যুবক ''নিউ ইয়র্ক আমেরিকান'' পত্রিকার সাংবাদিক, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, নিউ ইয়র্কে অতিথিদের গাইড সে। তারপরেই বেরিয়ে এলেন অত্যন্ত সুন্দরী এক মহিলা, সত্যিকারের একজন অভিজাত মহিলা তিনি। ও হ্যাঁ আপনি সব সময়েই বলতে পারেন, সাংবাদিক যাঁকে ভিকমটেসি ডি স্যাগনি হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিল, তিনি পৃথিবীতে এখন একজন অগ্রণী অপেরা গায়িকা। অবশ্য আমার এসব বলার দরকার ছিল না, কারণ একটু-আধটু বিদ্যে-বুদ্ধি আমার আছে, যা ভাঙ্গিয়ে আমি নিয়মিত ''দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস'' পড়ে থাকি: তাছাড়া আমি আমার নিজস্ব চিন্তা ভাবনার জোরে মানুষ ঠিকই চিনতে পারি। তাই কেবল তখনই বুঝতে পারি, কেনই বা মিস্টার টিলইউ এমন একজন মহিলার ইচ্ছেতে কেনই বা প্রশ্রয় দেন। সাংবাদিকদের হাতে ভর দিয়ে ঘোড়াগাড়ি থেকে নামলেন তিনি। এবার আমি মেগা ফোনটা নামিয়ে রাখলাম, ওটা ব্যবহার করার আর দরকার নেই। নতজানু হয়ে আমি তাঁকে আমার আন্তরিক সম্বর্ধনা জানালাম। উত্তরে তিনি মন জয় করা এমন হাসি হাসলেন যাতে কাদের ইদ্রিসের মতো পথের-কঠিন হৃদয়ও বুঝি গলে যায়। তারপর চমৎকার ফরাসী উচ্চারণে বললেন আমার শীতকালীন অবসর যাপনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করার জন্যে তিনি খুবই দুঃখিত।

তার উত্তরে আমিও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম, 'মাদাম, আমি আপনার একান্ত অনুগত সেবক।' আমি এ কথা বলতে চাইলাম এই জন্যে যে, আমার ফান-মাস্টারের পোশাকের আড়ালে সম্মানিত ব্যক্তিকে যোগ্য সম্মান দিয়ে কথা বলতে হয় সে ব্যাপারে আমি ঠিকই অবগত আছি।

তারপর নামলো, বছর বারো-তেরো বয়সের এক কিশোর, দেখতে-শুনতে বেশ ভালোই ছেলেটি, সেও তার মায়ের শতকরা একশোভাগ ফরাসী, তবে সুন্দর ইংরিজীতে কথা বললো। তার হাতে একটা খেলনা-বানর-কাম মিউজিক বক্স, দেখেই আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম, আমাদের নিজস্ব টয় শপ থেকেই সেটা কেনা হয়ে থাকবে। আমাদের নিজস্ব টয় শপ বলছি এই কারণে যে, এ ধরনের বিশেষ খেলনা নিউ ইয়র্কে কেবল আমরাই বিক্রী করে থাকি। মুহূর্তের জন্যে আমি একটু চিন্তায় পড়লাম, ওটা কি ভেঙ্গে গেছে? আর তাই কি ওঁরা অভিযোগ জানাতে এসেছেন ?

ছেলেটির অমন সুন্দর ইংরিজী বলার কারণ বুঝতে পারলাম অবশেষে যখন তার পিছন পিছন কালো পোশাক ও চওড়া টুপি পরিহিত আইরিশ যাজককে এগিয়ে আসতে দেখলাম।

তিনি বললেন,'সুপ্রভাত মিস্টার ফান-মাস্টার,এই প্রচন্ড শীতে আপনাকে বাড়ির বাইরে বার করে আনার জন্যে দুঃখিত

'উষ্ণ আইরিশের হৃদয় শীতল করার মতো তেমন শীত পড়েনি'। বললাম। একজন গীর্জাগামী ব্যক্তি হিসেবে সাধারণত পোপ সমর্থক যাজকের সঙ্গে আমার বেশী কিছু করার নেই, আর আমি তাকে ডিঙ্গিয়েও যেতে চাই না। কিন্তু তাঁকে ঘন ঘন মাথা নেড়ে হাসিতে ফেটে পড়তে দেখে আমি বেশ বুঝতে পারলাম সম্ভবত তিনি একজন ভালো মানুষ। আমার তখন মেজাজটা বেশ খুশী হয়ে উঠেছিল, তাই দুলকি চালে গেট পেরিয়ে উন্মুক্ত ঘূর্ণায়মান দরজাটাকে পিছনে ফেলে রেখে আমাদের টয়শপের দিকে এগিয়ে গেলাম। আমি তখন বেশ ভালোভাবেই বুঝে গেছি যে ওরা সেখানেই যেতে চান।

হিটারগুলোকে ধন্যবাদ দিতে হয়, ভেতরটা বেশ গরম করে তুলেছিল। ওদিকে মিস্টার মাল্ট ওঁদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে অপেক্ষা করছিল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি, যার নাম জানা গেলো,– পিয়ের, একের পর এক সেলফ্-এর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে থাকলো, যেখানে যন্ত্রচালিত নর্তকী, সৈনিক, সুরকার, ক্লাউন এবং জন্তু-জানোয়ারদের খেলনা সাজানো ছিল। এসবই স্টিপলচেজ টয়শপের গৌরব এবং এই শহরে কেন অন্য কোনো দেশে দেখা যাবে না। ছেলেটি ছোটাছুটি শুরু করে দিল এবং সেই সব খেলনাগুলো তাকে দেখানোর জন্যে অনুরোধ করতে থাকলো। কিন্তু তার মায়ের আগ্রহ কেবল একটি র‍্যাকের প্রতি, সুরসৃষ্টিকারী খেলনা বানরের র‍্যাক।

আমরা তাদের দেখতে পেলাম একেবারে পিছন দিকের একটা সেলফ্-এ, ঠিক পিছন দিকে। আর সেটা দেখা মাত্র মাদাম স্যাগনি মিস্টার মাল্টাকে কাছে ডেকে সেগুলো চালু করতে বললেন।

'সবগুলো ?' মাল্টা পাল্টা প্রশ্ন করলো।

'একটার পর একটা,' দৃঢ়স্বরে তিনি বললেন। অতএব তাঁর হুকুম মতো কাজ করা হলো। একের পর এক খেলনা-বানরের পিঠে চাবি ঘোরাতেই বানরগুলো তাদের হাতের করতাল বাজাতে শুরু করলো, এবং সেই সঙ্গে সুর তুললো গুনগুন করে। ''ইয়াঙ্কি ডুডলি ড্যান্ডি,' সবসময়ে একই রকমের সুর। আমি হতভম্ব। তবে কি তিনি খেলনা বদল করতে চান? তাহলে কি ওর ছেলের হাতের বানর-খেলনাটা একইরকম সুর তুলছে না? তারপরেই তিনি তাঁর ছেলের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন, আর সুবোধ বালকের মতো একটা পেননাইফ, সেই সঙ্গে একটা স্ক্রুড্রাইভার অ্যাটাচমেন্ট বার করলো। মাল্টা আর আমি পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি বিনিময় করতে গিয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম কারণ প্রথম বানরের পিঠ থেকে একটা কাপড়ের টুকরো সরিয়ে দিল। তারপর খেলনা-বানরের পিঠ থেকে একটা প্যানেল সরিয়ে তার ভেতরে হাত ঢোকালো সে। একটু পরেই সে সেখান থেকে রুপোর ডলার সাইজের একটা ডিস্ক বার করে আনলো। এবং সেটা একবার টুসকি মেরে পিছনে রেখে দিল। আমি তখন মাল্টার দিকে তাকিয়ে ভুরু তুললাম এবং সে-ও তাই করলো। বানরটা আবার সক্রিয় হয়ে উঠলো। '' ডিক্সির গান।'' এর থেকে বেশ বোঝা যায় যে, অবশ্যই একটা সুর উত্তরের এবং অপরটি দক্ষিণের।

অচিরেই ডিস্কটা যেখানে যেমন অবস্থায় ছিল রেখে দিল সে এবং মুহূর্তে চাবি ঘুরিয়ে সেটা আবার চালু করে দিল। সেই একই ফলাফল। দশটার পর তার মা ইশারা করে থামতে বললো। মাল্টা এরপর খেলনাগুলো আগে যেমন ছিল সেইভাবে সাজাতে থাকলো। এটা এখন স্পষ্ট হয়ে গেছে, খেলনা বানরের মধ্যে যে দুরকম সুরের ডিস্ক ছিল জানতো না সে, ভিকমটেসিকে খুবই বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। 'সে এখন এখানে,' বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্য করে বললেন,না ম্যাডাম স্যাগনি। তারপর আমাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, 'কে ডিজাইন করেছিল, আর খেলনা-বানরগুলোই বা কে তৈরী করেছিল?'

এ ব্যাপারে আমি আমার অজ্ঞতা প্রকাশ করে কাঁধ ঝাঁকালাম। তারপর আমার হয়ে মাল্টাই বললো, 'এ সবই নিউ জার্সির একটা ছোট কারখানা তৈরী করেছে। অবশ্যই এর প্রয়োজনীয় লাইসেন্স আছে। তার ডিজাইনও পেটেন্ট করা হয়েছে। কিন্তু কে যে এর ডিজাইন করেছে আমি জানি না।'

তারপর ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কেউ কি এখানে এক অদ্ভুত ধরনের লোককে দেখেছেন? যার মাথায় একটা চওড়া টুপি, যার মুখের বেশীরভাগ অংশ মুখোশে ঢাকা থাকে?'

তাঁর এই শেষ প্রশ্নে আমি লক্ষ্য করলাম, আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মিস্টার মাল্টার মুখটা কেমন কঠিন হয়ে উঠলো। চকিতে একবার তার দিকে তাকাতে গিয়ে দেখালাম, তার মুখটা তখনো পাথর-সমান হয়ে আছে। তাই তার অমন দুরাবস্থা থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্যে এবার আমি তাঁকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললাম, 'এখানে এই সব মেলা প্রাঙ্গণে অমন কত না মুখোশই তো আছেঃ ক্লাউন মাস্ক, দানব-দৈত্য মাস্ক, হ্যালোউয়েন মাস্ক। কিন্তু যে সর্বক্ষণ মুখে মুখোশ লাগিয়ে থাকে তার মুখটা ঢেকে রাখবার জন্যে, সেরকম কোনো লোককে তো দেখিনি। না, কখনো দেখিনি।'

এবার তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তারপর অন্য সব সেল্‌ফগুলোর দিকে তাকালেন অন্য আরো খেলনাগুলো পরখ করার জন্যে।

মাল্টা ছেলেটিকে ইশারা করে অন্যত্র নিয়ে গেল, কার্যত তাকে কুচকাওয়াজ রত সৈনিকদের দেখানোর জন্যে। কিন্তু এই বরফ-শীতল ছেলেটির সম্পর্কে আমার মনে কেমন যেন সন্দেহ জাগতে শুরু করলো। তাই আমি নিজেকে তার কাছ থেকে আড়াল করতে একটা র‍্যাকের পাশে চলে গেলাম। ওদিকে আমার এই রহস্যময় সাহায্যকারী লোকটি আমাকে বিস্মিত এবং বিরক্তির উদ্রেক করে ছেলেটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করে দিল, আর সে বেচারা নিরীহ ছেলের মতো উত্তর দিয়ে যেতে থাকলো।

'আচ্ছা বলো তো বাছা, তোমার মা কেন নিউ ইয়র্কে এসেছেন ?'

'কেন স্যার, অপেরার গান গাইবার জন্যে ?'

'তাই কি! অন্য আর কোনো কারণ নেই? বিশেষ কারোর সঙ্গে দেখা করার জন্যে নয়?'

'না স্যার।'

'আর একটা কথা, তিনি ওই খেলনা বানরগুলো, যারা সুরেলা গান গায়, তাদের প্রতি এত আগ্রহীই বা কেন?''

'মঁসিয়ে, কেবল একটা বানরের প্রতি, আর কেবল একটা সুরের প্রতি। তবে সেই একটি বানর, যে বানরটি এখন তার হেপাজতে রয়েছে। তাই অন্য আর কোনো বানরের প্রতি তাঁর কোনোরকম আকর্ষণ নেই।'

'কত না দুঃখের। আর তোমার বাবা, তিনি এখানে নেই ?'

'না স্যার। আমার প্রিয় পাপ্পা ফ্রান্সে আটকে আছেন। তবে কালই সমুদ্রপথে এখানে এসে পৌঁছচ্ছেন।'

'চমৎকার। আচ্ছা এবার বলো তো, উনি কি সত্যি সত্যি তোমার বাবা?'

'অবশ্যই। তিনি আমার মাকে বিয়ে করেছেন, আর আমি তাঁর ছেলে।'

এই মুহূর্তে আমার মনে হলো, মাল্টার ধৃষ্টতা যথেষ্ট হয়েছে, এই ভেবে তাকে প্রায় বাধা দিতে যাবো এই সময় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে দেখা গেল। টয়শপের দরজা খুলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র থেকে হিমেল বাতাস ঢুকে পড়ে আমাদের উষ্ণ ঘরে। দরজার ফ্রেমে গাট্টা-গোট্টা চেহারার একজন যাজককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম, যাঁকে আমি ফাদার কিলফয়েল নামে চিনতাম। ঠান্ডা হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে পিয়ের এবং মিস্টার মাল্টা কোণার র‍্যাক থেকে সরে এসে সবার চোখে পড়ে এমনি একটা জায়গায় এসে দাঁড়ালো। ওদিকে নবাগত যাজক এবং সাদা-মুখের অপরজনের মধ্যে ব্যবধান তখন মাত্র দশগজ, তাঁরা স্থির চোখে পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে যাজক তাঁর ডানহাতটা ওপরের দিকে তুললেন এবং তাঁর কপালে আর বুকে ক্রশ চিহ্ন আঁকলেন। একজন চার্চগামী ভালো লোক হিসেবে আমি এসব ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে চাইলাম না, কিন্তু আমি জানি ক্যাথলিকরা এভাবেই প্রভুকে অনুরোধ করে থাকে তাদের বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য।

তারপরেই যাজক বলে উঠলেন, 'এসো, আমার সঙ্গে এসো পিয়ের', এবং ছেলেটির

একটা হাত ধরে টান দিলেন। তবে তিনি তখনো মিস্টার মাল্টার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন।

এর থেকেই স্পষ্ট বোঝা গেল যে, ওঁদের দু 'জনের মধ্যে একটা সংঘর্ষ সৃষ্টি হতে চলেছে। আমি তখন ঘন্টাখানেক আগে এখানে যেরকম একটা আনন্দ আর খুশির ভাব বিরাজ করছিল, সেটা আবার ফিরিয়ে আনার জন্যে আমি সচেষ্ট হয়ে উঠলাম। মাদাম স্যাগনির দিকে ফিরে বললাম, 'মাননীয়া মাদাম, এখানেই সব শেষ নয়, এর থেকেও আরো বেশী আনন্দ যা আমাদের গর্ব তা হলো মিরর হল, পৃথিবীর একটা সত্যিকারের বিস্ময়কর জিনিষ। আপনি যদি দয়া করে আমাকে অনুমতি দেন, তাহলে দেখাতে পারি, দেখলে আপনি আপনার উৎসাহ, উদ্দীপনা আবার ফিরে পাবেন। আর মাস্টার পিয়ের অন্য সব খেলনা পেলে আরো বেশী মজা উপভোগ করতে পারবেন। আপনিই দেখুন না কেন, এখানে ও কেমন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে যেমন করে বড়রা হয়ে থাকে।'

কি করবেন সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না তিনি। মিস্টার টিলইউ-এর চিঠির কথা মনে পড়ে যেতেই ভয়ে কেঁপে উঠলেন। তাঁর আদেশ অমান্য করলে রক্ষে নেই। তাঁর নির্দেশ মাদাম স্যাগনিকে যেন মিরর হল অতি অবশ্যই দেখানো হয়। এ ব্যাপারে কেন যে তিনি এত জোর দিয়েছেন তা ঠিক বুঝতে পারি না। আইরিশম্যানের দিকে তাকালেন তিনি। তিনি তখন মাথা নেড়ে বলে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই, পৃথিবীর মহাবিস্ময় অবশ্যই দেখবেন। আপনি যান। আমি ততক্ষণ পিয়েরের দেখাশোনা করবো, তাছাড়া হাতে তো আমাদের যথেষ্ট সময় আছে। মধ্যাহ্নভোজের পরেও যে রিহার্সাল শুরু হবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই।'

এবার তিনি নিজের মনে সায় দিয়ে আমার সঙ্গে বেরিয়ে এলেন সেখান থেকে।

টয়শপের এপিসোড যদি বাস্তব হয়, সেখানে ছেলে ও তার মা এমন একটা সুরের সন্ধান করছিল যা কোনো খেলনা বানরই তার যন্ত্রের সাহায্যে শোনাতে পারে না, তাদের এই অনুসন্ধিৎসা সত্যিই যে আরো কত উদ্ভট যা আমি নিজের মনে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভাবি, সেদিন আমি কি দেখেছিলাম আর কিই বা শুনেছিলাম তার সঠিক বর্ণনা করতে গিয়ে কেন অমন বেদনা অনুভব করেছিলাম।

আমরা দু'জনে এক সঙ্গে হলের একটা মাত্র দরজা দিয়ে প্রবেশ করলাম। তিনি বাঁদিক আর ডানদিকের করিডর দেখলেন। কোন্ দিকে তিনি যেতে চান, সেটা পছন্দ করার ভার আমি ওঁর ওপরেই ছেড়ে দিলাম। সুন্দর একটা হাসি হেসে ডানদিকে ফিরলেন তিনি। এবার আমার পালা, আমি কন্ট্রোল বক্সে উঠে বসে ওপরের আয়নার দিকে চকিতে একবার তাকালাম। দেখলাম, পাশের দেওয়াল গুলোর মধ্যে একটির দিকে যেতে গিয়ে মাঝপথে থামলেন। আয়নাটা ঘোরাবার জন্যে যন্ত্রের একটা লিভার চালু করে তাঁকে ঘরের ঠিক মাঝখানে যেতে বললাম। কিন্তু কিছুই ঘটলো না। আমি আবার চেষ্টা করলাম। নিয়ন্ত্রণের কাজটা ঠিক মতো হচ্ছে না। আমি তখনো তাঁকে আয়না বাঁধানো দেওয়াল আর বাইরের প্যাসেজের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে দেখলাম। তারপর একটা আয়না তার খুশি মতো দুলতে থাকলো। এর ফলে তাঁর পথ অবরোধ হয়ে গেল এবং তাঁকে ঘরের মাঝখানে ফিরে যেতে বাধ্য করলো। তবে আমি কিছুই আর চালালাম না। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তখন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত,

যথাযথভাবে কাজ করছিল না। তাঁর নিরাপত্তা রক্ষার জন্য তিনি ফাঁদে জড়িয়ে পড়ার আগেই তাঁকে বাইরে বার করে আনতে হবে। এবার আমি তৎপর হয়ে উঠে যন্ত্রের লিভারগুলো নাড়াচাড়া করলাম যাতে করে দরজার পিছনে একটা সোজা প্যাসেজের সৃষ্টি হয়। কিছুই ঘটলো না, কিন্তু ভেতরে দুর্বোধ্যভাবে জড়িয়ে থাকা কলকব্জার ওপর আয়নাগুলো নড়েচড়ে উঠতে থাকে। তখন মনে হলো, তাদের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ কিংবা অন্য কোনো ভাবে চালু হয়ে গেছে। আমি তখন বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়ে দেখতে থাকলাম, যত বেশী আয়না প্রসারিত হচ্ছে, ভদ্রমহিলার তত বেশী প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছি, ঠিক এই মুহূর্তে আমার মনে হলো, কম করেও মাদাম স্যাগনির কুড়িটি প্রতিবিম্ব যেন আমি দেখতে পাচ্ছি। আর আমার মনটা তখন এমনই বিহ্বলিত আর চোখের দৃষ্টি তখন এমনই বিভ্রান্তিকর যে, কোনটা আসল মাদাম স্যাগনি, কিংবা কোন গুলো তাঁর প্রতিবিম্ব বোঝার উপায় ছিল না।

হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং একটা ছোট্টঘরের ফাঁকে বন্দিনী হয়ে গেলেন। ওদিকে ঘরের আর একটা দেওয়ালে আর একজনের নড়াচড়া ভাব দেখতে পেলাম, এবং একটা ঘূর্ণায়মান ক্লোক চোখে পড়লো, কুড়িবার তার পুনরাবৃত্তি ঘটলো, কিন্তু তারপরেই সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল নিমেষে। কিন্তু সেটা মাদাম স্যাগনির ক্লোক ছিল না, কারণ সেটা ছিল কালো রঙের, অথচ তাঁর ছিল ভেলভেট রঙের। আমি তাঁর চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠতে দেখলাম, এবং একটা হাত দিয়ে নিজেই নিজের মুখ চেপে ধরলেন। তিনি স্থির চোখে কোনো কিছুর দিকে কিংবা কারোর দিকে তাকিয়ে ছিলেন, লোকটা আয়নার প্লেটের দিকে পিছন করে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এমন একটা অস্পষ্ট জায়গায় ছিলো, যা আমার পর্যবেক্ষণ গ্লাসটা আড়াল করতে পারছিল না।

তারপরেই তিনি চিৎকার করে উঠলেন ঃ ' ওহো তুমি ?'

আমি তখন বুঝতে পারলাম, অন্য কেউ একজন হলের মধ্যে প্রবেশ করে থাকবে, এবং ঘরের মাঝখানে যাবার পথ করে নিয়ে থাকবে আমার দৃষ্টির আড়ালে। এ অসম্ভব, হতেই পারে না। আমার মাথার উপরে কাত হওয়া আয়নার ভঙ্গিটা গতকাল রাত্রে বদলানো হয়েছিল যাতে করে হলের অর্ধেকটা আচ্ছাদিত হতে পারে। বাকি অর্ধেকটা দৃষ্টির বাইরে থেকে গেছলো। মাদাম স্যাগনিকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু সেই অদৃশ্য ভূতুড়ে লোকটা আমার দৃষ্টির আড়ালে ছিল যার সঙ্গে তিনি কথা বলছিলেন। তবে আমি দুজনের কথাই শুনতে পাচ্ছিলাম, তাই আমি তাঁদের কথাবার্তা লিখে রাখার চেষ্টা করলাম।

তাদের আলোচনার কথা শুনতে গিয়ে আমি যেন অন্য একটা কিছুর আভাস পেলাম। ফ্রান্সের এই মহিলাটি ধনী, বিখ্যাত, বুদ্ধিমতী এবং ধীর স্থির হলেও আসলে তিনি যেন কোন এক অজানা ভয়ে কাঁপছিলেন, কাঁপাকাঁপা কনষ্ঠস্বরই তাঁর অস্থিরতা প্রমাণ করে। আমি তাঁর ভয়ের কারণটা বুঝতে পারি, কিন্তু এই ভয়টার সঙ্গে মিশেছিল অন্য আর এক রকমের ভয়, অনেকটা সাপের মতো চোখে চোখে চেয়ে থেকে চলচ্ছক্তি রহিত করার মতো। তাদের কথাবার্তা শুনে আমার মনে হলো, অতীতের কোনো এক পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হয়েছেন তিনি, কেউ একজন যাকে তিনি এখন মুক্ত বলে মনে করেন, কেউ একজন যে তাঁর জালে জড়িয়েছিল...... কিন্তু কিসের? ভয়, হ্যাঁ, বাতাসে আমি সেটা অনুভব করতে

পারি। প্রেম, ভালোবাসা? সম্ভবত সে রকম কিছু ঘটেছিল, অনেক আগে, আর প্রেম একবারই এসেছে তাঁর জীবনে। এবং আতঙ্ক, সেই ভয় থেকেই এই আতঙ্ক। সে যাইহোক না কেন, একসময় সে যাই থাকুক না কেন, মাদাম স্যাগনির কাছে এখনো তার শক্তি এবং ব্যক্তিত্ব আতঙ্কের মতোই। আমি অনেকবার ভয়ে থর থর করে কাঁপতে দেখেছি তাঁকে, যদিও সেই অদৃশ্য লোকটি ভয় পাওয়ানোর মতো তেমন কিছু বলেনি তাঁকে. কারণ আমি তাঁকে চোখে দেখতে না পেলেও তাঁর প্রতিটি কথা আমি স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছিলাম। তাঁদের সেই সব কথাবার্তার বয়ান ছিলো এই রকম ঃ

সে ঃ অবশ্যই ! তুমি কি অন্য কাউকে সন্দেহ করেছিলে ?

তিনি ঃ খেলনা বানরটার পর, না। মুখোশ ধারীর কণ্ঠস্বর আবার শুনতে পেয়ে.... সে আজ বহু বছর আগেকার কথা।

সে ঃ দীর্ঘ তেরোবছর আগে। আমার কথা কি তুমি ভেবেছিলে?

তিনি ঃ অবশ্যই আমার গানের মাষ্টার । কিন্তু আমি ভেবেছিলাম..........

সে ঃ তুমি ভেবেছিলে এই যে, আমি মারা গেছি এই তো? না ক্রিস্টিন, আমার ভালোবাসা আর আমি মরিনি, তোমার জন্যে আমি বেঁচে আছি আজও ।

তিনি ঃ আমার জন্যে ! তুমি কি এখনো আমাকে ভালোবাসা?

সে ঃ সব সময়েই আর চিরদিনের জন্যে, যতক্ষণ না আমি মারা যাই। মননের দিক থেকে তুমি আমার আছো আজও। আমি একজন গায়িকাকে স্টার হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিলাম, কিন্তু আমার দুভাগ্য, তাকে আমি ধরে রাখতে পারিনি ।

তিনি ঃ তুমি যখন উধাও হয়ে গেলে আমি ভাবলাম, চিরদিনের জন্যে বুঝি তুমি চলে গেছো। আর তাইতো আমি তখন রাওলকে বিয়ে করি।

সে ঃ আমি জানি। অলক্ষ্যে আমি তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ অনুসরণ করে এসেছি, তোমার প্রতিটি অবস্থান ভঙ্গি স্থান বা বাসস্থান, পরিবর্তন করা সব কিছুর ওপরেই আমি নজর রেখে এসেছি এবং আজও, আমি তোমার প্রতিটি জয়ের মুহূর্তে তোমার কাছে কাছেই থেকেছি, তুমি কিন্তু আমাকে দেখতে পাওনি। জানি না, দেখার মতো সেই আগের চোখ তোমার ছিল কিনা তখন !

তিন ঃ সেটা কি তোমার কাছে খুব কঠিন বলে মনে হয়েছিল এরিক?

সে ঃ হ্যাঁ, যথেষ্ট কঠিন বৈকি। আমার পথ সবসময়েই তোমার থেকে বেশী কঠিন যা তুমি কখনোও জানতে পারবে না।

তিনি ঃ তুমিই কি আমাকে এখানে এনেছো? এই অপেরা কি তোমার?

সে ঃ হ্যাঁ, সব কিছুই তো আমার, এবং আরো, আরো বেশী কিছু আছে। এত বেশী সম্পদ যে, সেই টাকা দিয়ে অর্ধেক ফ্রান্স কিনে নেওয়া যায়।

তিনি ঃ কেন এরিক, কেন তুমি একাজ করতে গেলে , কেন তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এলে? তুমি কি আমাকে ছেড়ে দিতে পারো না? তুমি আমাকে কেন চাও?

সে ঃ আমার সঙ্গে থাকবার জন্যে ।

তিনি ঃ আমি পারি না।

সে ঃ ক্রিস্টিন, আমার সঙ্গে থাকো। সময় বদলে গেছে। এই পৃথিবীতে আমি প্রতিটি অপেরা হাউস তোমাকে দিতে পারি। তুমি যখন যা চাইবে তাই পাবে।

তিনি ঃ আমি পারি না। আমি আবার বলছি, এ হয় না এরিক। আমি রাওলকে ভালোবাসি। এটাই গ্রহণ করার ব্যবস্থা করো। তুমি আমার জন্যে অনেক কিছু করেছো, আমার সব মনে আছে, তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমার হৃদয়টা অন্য এক জায়গায় বাঁধা পড়ে আছে, আর থাকবেও চিরদিন। তুমি কি তা বুঝতে পারো না? তুমি কি সেটা মেনে নিতে পারো না? আমি বলি কি এরিক, আমাদের দুজনেরই ভলোর জন্যে যা বললাম মেনে নাও।

এখানে দীর্ঘ এক নিরবিচ্ছিন্ন নীরবতা নেমে এলো। যে আবেদনকারীর আবেদন নাকচ করে দেওয়া হয়েছে, সে এখন তার দুঃখ বেদনা ভুলতে সময় নিচ্ছে। সে যখন আবার আলোচনা শুরু করলো তখন তার কণ্ঠস্বর অসম্ভব কাঁপছিল।

সে ঃ খুব ভালো কথা। আমাকে মেনে তো নিতেই হবে। কেন নয়, আমার হৃদয় কতবারই না ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে। তবে তোমার কাছে একটা ভিক্ষে আমি চাইবো। আমার ছেলেকে আমার কাছে রেখে যাও।

তিনি ঃ তোমার .... তোমার ছেলে?

সে ঃ হ্যাঁ আমার ছেলে, আমাদের ছেলে পিয়ের.......

নারী, যাকে আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি, যার মুখে আনন্দের ভাবধারা প্রতিফলিত হয়েছিল অসংখ্যবার, সেই মুখই আবার এখন কেমন সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, যেন নিমেষে কে তার মুখের সব রক্ত শুষে নিয়েছে। তিনি এখন তাঁর সেই মুখ দু'হাত দিয়ে ঢেকে ফেললেন। বেশ কয়েক সেকেন্ড ধরে তিনি স্ট্যাচুর মতো নীরব হয়ে রইলেন। আমার আশঙ্কা, তিন বোধহয় জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন। আমি প্রায় চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমার কণ্ঠস্বর কণ্ঠের মধ্যেই রুদ্ধ হয়ে রইলো। আমি এমন কিছুর মুক ও অসহায় সাক্ষী হয়ে রইলাম যা আমি বুঝতে পারি না। অবশেষে মাদাম স্যাগনি মুখের ওপর থেকে তাঁর হাতদুটো সরিয়ে নিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বলে উঠলেন ঃ

তিনি ঃ কে তোমাকে বলেছে?

সে ঃ মাদাম গিরি।

তিনি ঃ কেন, ওহো, কেন সে এরকম করলো?

সে ঃ তিনি তখন মৃত্যু শয্যায়। বহু বহু বছরের গোপন খবর আমার সঙ্গে ভাগ করে নিতে চেয়েছিলেন তিনি। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এমনটিই চেয়েছিলেন তিনি।

তিনি ঃ তিনি মিথ্যা বলেছেন।

সে ঃ না একটা সরু গলিতে শুটিং-এর সময় তিনি রাওল-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

তিনি ঃ সে যাইহোক, আমার চোখে রাওল একজন সৎ, ভালো, দয়ালু আর ভদ্রলোক। আর পিয়েরকে সে নিজের ছেলের মতো করে বড় করেছে। অবশ্য পিয়ের এসব কথা জানে না।

সেঃ রাওল জানে, তুমি জানো, আমি জানি। অতএব আমার ছেলে আমাকে ফিরিয়ে দাও।

তিনি ঃ বললাম তো এরিক, আমি তা পারি না। অচিরেই তার তেরো বছর পূর্ণ হতে চলেছে। আর বছর পাঁচেক পরেই সাবালক হয়ে উঠবে। তখন আমি তাকে তার প্রকৃত জন্মবৃত্তান্তের কথা বলবো, আমি তোমাকে কথা দিলাম এরিক। তার আঠারোতম জন্মদিনে সে জানবে আসলে তার বাবা কে? কিন্তু এখনি নয়। কারণ এর জন্যে সে এখনি প্রস্তুত নয়। তাছাড়া আমাকে তার এখনও প্রয়োজন আছে। পরে সেই সময় যখন আমি তাকে সব খুলে বলবো, তখন সে তার পছন্দ মতো যা করতে চাইবে তাই আমি মেনে নেবো। আমি তখন আমার জোর খাটাতে যাবো না, কথা দিলাম তোমাকে।

সে ঃ ঠিক আছে ক্রিস্টিন, তোমার প্রতিশ্রুতি পেলাম। যদি আমি পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে পারি....

তিনি ঃ পাঁচ বছর পরে তুমি তোমার ছেলেকে ফিরে পাবে। দেখো, যদি তার মন জয় করতে পারো।

সে ঃ বেশ তো আমি তাহলে অপেক্ষা করবো। দীর্ঘ তেরোটা বছর যখন একটু সুখের জন্যে অপেক্ষা করেছি, আর মাত্র পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে পারবো না ? কেন পারবো না? পারতে আমাকে হবেই !

তিনি ঃ ধন্যবাদ এরিক। এখানে তিন দিন আমি গান গাইবো স্রেফ তোমার জন্যে। তোমাকে আমার গানের নিমন্ত্রণ রইলো, তুমি আসবে তো?

সে ঃ নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই আসবো! তুমি যখন নিজেই আমন্ত্রণ জানালে আমি আসবো না, সে কি কখনো হয়? তাছাড়া তোমার গানের মধ্যে দিয়েই তো আমি তোমাকে খুব কাছে নিজের করে পাই, সে তো তুমি বেশ ভালো করেই জানো। তাই অমন সুবর্ণ সুযোগ কি আমি হাতছাড়া করতে পারি ?

তিনি ঃ তাহলে তোমার জন্যে, শুধু তোমার জন্যেই এমন সুন্দর সুন্দর সব গান গাইবো যা আমি এর আগে কখনো গাইনি।

এই সময় আমি এমন একটা কিছু দেখলাম যার ফলে আমি আমার কন্ট্রোল বুথ থেকে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম। যাইহোক, দ্বিতীয় লোকটি হামাগুড়ি দিয়ে হলের মধ্যে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। কি ভাবেই বা সে তা করল আমি কখনও জানতেও পারব না, কিন্তু আমার সেই পরিচিত দরজার মধ্যে দিয়ে নয়, যেটা আমার ঠিক নিচে ছিল এবং কখনো ব্যবহৃত হয়নি। মনে হয়, সেই দরজা পথ দিয়েই সে পালিয়ে গিয়ে থাকবে। এই গোপন প্রবেশপথটা এখানকার ডিজাইনারই কেবল জানতো, এবং অন্য কারোর জানা ছিল না। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, বক্তার প্রতিফলন দেখতে পাবো, কিন্তু আগের মতো আমি আবার সেই ঘূর্ণায়মান ক্লোক আর এই ছায়ামূর্তিটার আভাস অনুভব করলাম, কালো রঙেরই, তার পরনে হাতাহীন কোটটা ছিল না, কিন্তু একটা কালো রঙের ফ্রক কোট ছিল। তার পাশে চুলের মতো সরু ফাটলের দরুন আয়নাটা যেখানে দু 'ভাগ হয়ে গেছে দেখলাম

সেখানে গুটিসুটি মেরে বসে আছে সে। সেই ফাটলের অদূরেই ছিল ভেতরের মিরর রুম যেখানে মাদাম স্যাগনি এবং তাঁর অদ্ভুত প্রকৃতির প্রাক্তন প্রেমিক কথা বলছিল।

আমি যে তার দিকে তাকিয়ে আছি, সেটা অনুভব করলো সে, আর সেটা বুঝতে পেরেই হঠাৎ সে ঘুরে দাঁড়ালো, চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো এবং তারপর চকিতে একবার ওপরের দিকে তাকালো। কাত হওয়া নজরদারী আয়নায় সে আমার আর আমি তার দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলাম। চুল তার কোটের মত কালো কুচকুচে, আর মুখ তার শার্টের মতো সাদা ধবধবে। এ সেই হতভাগ্য লোকটি যে নিজেকে মাল্টা নামে জাহির করে থাকে। তার দু'টি জ্বলজ্বলে চোখের দৃষ্টি পড়ে আমার ওপর মুহূর্তের জন্যে। আর তারপরেই সে দ্রুত করিডর দিয়ে চলে যায় সবাইকে হতবাক করে দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে আমি বুথ থেকে নেমে এলাম তাকে থামানোর জন্যে। তেমনি দ্রুত গতিতে বাইরে বেরিয়ে এসে বিল্ডিং-এর চারপাশে একবার চক্কর দিলাম। সে তখন আমার কাছ থেকে অনেক দূরে এগিয়ে ছিল, সে তখন গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। এ অবস্থায় বড় বড় ফান মাস্টারের বুট পরে আমার পক্ষে ছুটে গিয়ে তাকে ধরা প্রশ্নাতীত।

তাই আমার তখন দূর থেকে তার ওপর নজর রাখা ছাড়া করার কিছু ছিল না। গেটের কাছে দ্বিতীয় গাড়িটা পার্ক করা ছিল। ঢাকা গাড়ি। সেই মুহূর্তে লোকটি লাফিয়ে ঘোড়ারগাড়ির ভেতরে উঠে গেল এবং গাড়িটা চলা শুরু করতেই জানালাটা বন্ধ করে দিল। বস্তুতপক্ষে সেটা ছিল একটা প্রাইভেট গাড়ি। কোনি দ্বীপে এ ধরনের গাড়ি জনসাধারণের জন্যে ভাড়ায় পাওয়া যায় না।

কিন্তু সে ঘোড়ারগাড়ির কাছে পৌঁছনোর আগেই দু'জন লোককে অতিক্রম করে যেতে হয়েছিল তাকে। মিরর হলের খুব কাছেই একজন তরুণ সাংবাদিক দাঁড়িয়েছিল, ফ্রক কোট পরিহিত একটি লোককে তার পাশ দিয়ে যেতে দেখে চিৎকার করে সে কি যেন বললো ঠিক বুঝতে পারলাম না, তার অস্পষ্ট কথাগুলো সামুদ্রিক হাওয়ায় উড়ে গেল। সাংবাদিক অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো, কিন্তু তাকে থামাবার কোনো চেষ্টাই করলো না।

গেটের আগে যাজককে দেখা গেল, যিনি পিয়েরকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে ফিরে এলেন। ছেলেটিকে গাড়ির ভেতরে রেখে তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন তাঁর নিয়োগকর্ত্রীর সন্ধানে। দেখলাম সেই ছুটন্ত লোকটি এক সেকেন্ডের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো এবং যাজকের দিকে স্থির চোখে তাকালো। যিনি নিজেও তার দিকে তাকিয়ে ছিল। তারপর সে তার অপেক্ষারত ঘোড়ার গাড়ির দিকে ছুটলো।

এখন আমার স্নায়ুগুলো সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত। খেলনা বানরগুলোর মধ্যে থেকে সুরেলা কণ্ঠস্বরের একটি বানরকে খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করা, কোনো বানরই খেলা আর দেখাতে পারবে না, এমন কি নিরীহ এক বালককে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় মাল্টার অদ্ভুত ব্যবহার, মাল্টা এবং ক্যাথলিক যাজকের মধ্যে ঘৃণা-মিশ্রিত সংঘর্ষ এবং তারপর মিরর হলে বিস্ময়কর ঘটনা, যেমন সমস্ত কলকব্জার বিভাগুরলো আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া, অপেরার গায়িকার মুখ থেকে ভয়ঙ্কর স্বীকারোক্তি শোনা, আর সেই স্বীকারোক্তির সামিল লোকটি যে মাদাম স্যাগনির একদা প্রেমিক ছিল এবং তাঁর ছেলের জন্মদাতা হিসেবে পিয়েরকে তার

দাবী করা, এবং সব শেষে মাস্টার আড়ি পেতে তাদের গোপন আলোচনার কথা শোনা... এ সবই অত্যন্ত বাড়াবাড়ি কাজ। আমার এই হতভম্বতার মধ্যে আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম, বেচারী মাদাম স্যাগনি আয়না বেষ্টিত দেওয়ালগুলোর গোলকধাঁধার ফাঁদে আটকা পড়ে আছেন।

কথাটা মনে হতেই আমি মিরর রুমে ছুটে গেলাম তাঁকে মুক্ত করে আনার জন্যে। আশ্চর্য্য, যেন কোন্ অলৌকিক শক্তিবলে সমস্ত নিয়ন্ত্রণগুলি আবার কার্যকর হয়ে উঠলো এবং অচিরেই তিনি বেরিয়ে এলেন সেখান থেকে। তাঁর মুখে মৃত্যুর বিভীষিকার ছাপ, নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেছেন তিনি তখন। তবে তিনি আমাকে ধন্যবাদ জানাতে ভুললেন না। আমি যে তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিলাম, তার জন্যে তিনি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অতি বিনীত সুরে বারবার বললেন, আপনার এ উপকার আমি কখনো ভুলতে পারবো না। তারপর তিনি সাংবাদিক, যাজক এবং তাঁর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে উঠে গিয়ে বসলেন। আমি গেট পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম তাঁকে বিদায় জানাতে।

শেষ বার আমি যখন মিরর হলে ফিরে গেলাম, জীবনে সেই প্রথম আমি একটা শক পেলাম। বিল্ডিং-এর আচ্ছাদিত একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল সে, অপসৃয়মান ঘোড়ার গাড়িটার দিকে স্থির চোখে তাকিয়েছিল, যে গাড়ির যাত্রীদের মধ্যে তার বালক পুত্রও ছিল। বিল্ডিং-এর এক কোণায় এসে আমি দাঁড়ালাম, আর সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম তাকে । সেই ঘূর্নিয়মান কালো রঙের ক্লোকটা যে তাকে ছেড়ে চলে গেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেই সব ভূতুড়ে রহস্যময় খেলার খেলোয়াড়ও গোলকধাঁধার ভেতর থেকে উধাও তখন। কিন্তু তার মুখটা দেখামাত্র আমার সমস্ত রক্ত যেন জমে বরফ হওয়ার উপক্রম হলো। একটা বিকৃত মুখ, মুখের তিন চতুর্থাংশ মুখোশের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে, আর মুখোশের পিছনে দগ্ধ দুটি চোখ, মুঠো মুঠো ঘৃণা ঝরে পড়ছে সেই চোখদুটি থেকে । এই সেই লোক, জীবনটা যার ব্যর্থ। এ এমন একজন লোক যে শঠতা, প্রতারণা, এসব কিছুই জানতো না, অথচ এখন সে খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। আমি তাকে একবার ডেকেছিলাম, কিন্তু মনে হলো, সে আমার কথা শুনতে পায়নি । কারণ সে তখন আপন মনে পাগলের প্রলাপ বকার মতো বিড় বিড় করে বকে যাচ্ছিল : "পাঁচটা বছর" । আমি তাকে বলতে শুনলাম ,"পাঁচটা বছর না কখনো নয়। পিয়ের আমারই সন্তান আর তাকে আমি আমার পাশে পাবোএবং এখনই।"

হঠাৎ সে ঘুরে দাঁড়ালো এবং তারপরেই চলে গেল। পরে পার্ক এভিনিউতে বেড়াতে গিয়ে আমি একটা অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করলাম, সেখানে বেড়ার তিনটি খোঁট অপসারিত। আর সেই আড়িপাতা লোকটিকে আর কখনো দেখতে পাইনি।

পরে আমার মনে হলো, আমার এখন করণীয় কাজ কি থাকতে পারে। তবে কি আমি মাদাম স্যাগনিকে সর্তক করে দেবো, সেই অদ্ভুত দর্শনের লোকটির পক্ষে তার ছেলেকে ফিরে পাওয়ার জন্যে পাঁচ বছর বসে থাকার কোনো অভিপ্রায় তার নেই ? তার ক্রোধ কমে এলে সে কি শান্ত হবে? তবে আমি যা কিছু শুনে থাকি না কেন, সেটা তাদের পারিবারিক ব্যাপার আর সেটা যে ভেঙ্গে পড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই আমি

নিজেই নিজেকে তাদের কথা বলি। কিন্তু আমার শিরায় কেল্ট জাতের রক্ত নেই। আর এমনকি গতকাল আমি এখানে যা যা দেখেছি এবং শুনেছি, সেসব এখন যে লিখছি, আমার মন বলছে, এ যেন ভবিষ্যতে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে যাওয়ারই পূর্বাভাস।

যোসেফ কিলফয়েলের ভাবাবেশ এবং প্রার্থনা

সেন্ট প্যাট্রিকস ক্যাথেসনিউ ইয়র্ক সিটি, ২ ডিসেম্বর, ১৯০৬

প্রভুর অপরিসীম দয়া, ক্রিস্টের অপরিসীম দয়া। প্রভু মনে মনে আমি তোমাকে কতবারই না ডেকেছি, প্রার্থনা করেছি তোমারই কাছে। অনেক অনেক বার, কতবার যে আজ আর আমার তা মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে আমার, সূর্যের প্রচন্ড তাপ এবং রাতের অন্ধকার উপেক্ষা করে তোমাকে স্মরণ করে গেছি প্রতিনিয়ত। তোমার বাড়িতে অগনিত ভক্ত এবং অনুরক্তদের সামনে। আবার কখনো বা আমার নিজের ঘরে একান্ত একান্তেই আমি তোমার নাম নিয়েছি, প্রার্থনা করেছি তোমার কাছে আমাকে ক্ষমা করো, যদি কোনো অপরাধ করে থাকি কিংবা জ্ঞানে বা অজ্ঞানে পাপ করে থাকি, এই পাপীকে উদ্ধার করো। কখনো কখনো আমি আবার এও ভেবেছি, হয়তো তুমি আমার আকুল ডাকে সাড়া দেবে, তোমার মধুর কণ্ঠস্বরের আশ্বাস বানী শুনতে পাবো। আবার কখনো বা তোমার উপদেশ আমি শুনতে পাবো কিংবা অনুভব করতে পারবো বলে আশা করেছি। কিন্তু তোমার সাড়া তো পেলাম না প্রভু। আমার অপরাধ এমনকি গুরুতর যে, তুমি ক্ষমা করলে না? তবে কি এ সবই আমার বোকামো, আত্ম- প্রবঞ্চনা? সত্যিই কি আমরা আমাদের প্রার্থনার মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারি তোমার সঙ্গে? সত্যিই কি আমাদের আবেদন তোমার কাছে পৌঁছোয়? কিংবা আমরা নিজেরাই শুনতে পাই?

আমার এই সন্দেহের জন্যে আমাকে ক্ষমা করে দিও প্রভু। তোমার মনে সত্যিকারের বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে আমি কতই না চেষ্টা করেছি। আমি আবার তোমাকে অনুরোধ করছি প্রভু, এখন একটু মন দিয়ে আমার কথা শোনো। তোমাকে আমার সব কথা খোলসা করে বলতে না পারলে আজকাল, আমার ভীষণ ভয় হয়, মৃত্যুর আগে আমি বোধহয় পাপ মুক্ত হতে পারবো না। স্কলারের জন্যে নয়, তবে একজন আইরিশ কৃষকপুত্র হিসেবে জন্মেছি বলেই আমি এত সব কথা বলছি। তাই দয়াকরে আমার সব কথা একটু ধৈর্য ধরে শোনো, আর আমাকে সাহায্য করো। আমার মনে এখন একটুও শান্তি নেই।

শেষ পর্যন্ত আমার কথা শুনতে পেলেন প্রভু, আমার কাতর অনুনয়ে সাড়া না দিয়ে তিনি থাকতে পারলেন না।

‘ যোসেফ, এই তো আমি এসে গেছি। তোমার মনের শান্তি কেন বিঘ্নিত হলো বলো

আমাকে।'

' প্রভু , প্রথমত আমার কেন জানি না মনে হয়, সত্যি সত্যি আমি ভীত। আমার আশঙ্কা এখানেই, কিন্তু কেন আমি তা জানি না।'

' ভয়? সেটা এমন কিছু , যে ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত জ্ঞান আছে বলে আমি মনে করি ।'

' প্রভু, আপনি কি জানেন? না, না, আপনি কি করেই বা জানবেন?'

' আমার কথা শুনে মনে হচ্ছে,তুমি খুব অবাক হয়ে গেছো। ওরা যখন গীর্জার দেওয়ালে আমাকে ঠায় দাঁড় করিয়ে রেখে একটা কাঠের ফ্রেমের সঙ্গে আমার হাতের কব্জিদুটো বেঁধে আমাকে ক্রুশ বিদ্ধ করেছিল তখন আমার সেই যন্ত্রনাদায়ক তিক্ত অনুভূতির ব্যাপারে তুমি কি ভাবো শুনি?'

' তার জন্যে আপনি যে ভয় পেতে পারেন, আমি চিন্তাই করিনি' ?

' যোসেফ, কেন তুমি ভুলে যাচ্ছ, তোমাদের মতো আমিও যে মানুষ ছিলাম তখন। মানুষের সব দোষ ত্রুটি আর দুর্বলতা নিয়েই তো আমার জন্ম হয়েছিল। সব কিছুর মূলে সেটাই তো শেষ কথা। আর মানুষ অসহায় বলেই তার ভয়টা বেশী হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই তারা যখন আমাকে চাবুক দেখিয়ে বলে সেটা দিয়ে তারা কি করবে , আমি তখন ভয়ে চিৎকার করে উঠি। '

'ওভাবে আমি তো কখনো ভাবিনি প্রভু। সেটা কখনো রিপোর্ট করা হয়নি।'

' ছোট-খাটো একটা ক্ষমা। তা তোমার ভয় কিসের ?'

' আমি মনে করি, এই ভয়ঙ্কর শহরে আমাকে ঘিরে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, যা আমি বুঝতে পারছি না ।'

' তাহলে তো সহানুভূতি জানাতে হয় । তোমার ভয়ের কারণ যেটুকু জেনেছো যথেষ্ট খারাপই বলতে হয়, কিন্তু তার একটা সীমা আছে। অন্য ভয় আবার আরো খারাপ। তা তুমি আমার কাছে কি চাও?

' তোমার বীরত্বপূর্ণ সহিষ্ণুতা, আর তোমার শক্তির প্রয়োজন আমার। '

' যোসেফ, সে সব তুমি তো আগেই পেয়ে গেছো। তুমি যখন আমার নাম নিয়ে শপথ নিয়েছিলে, আমার পোষাক পরিধান করেছিলে, তখনই তুমি সে সবের উত্তরাধিকার হয়ে গিয়েছিলে। নতুন করে তোমাকে আমার কিই আর দেবার আছে বলো?'

' তাহলে নিশ্চয়ই বলতে পারি আমি যে সবের উপযুক্ত নই প্রভু, কারণ তারা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। তাই আমার ভয় কি জানেন, আপনি যখন এই গরীব কৃষক পুত্রকে মুলিনগর থেকে গ্রহণ করেন, তখনি আপনি একটা ভুল জাহাজকে মনোনীত করেন।'

' সত্যি কথা বলতে কি, তুমিই আমাকে তোমার গুরু হিসাবে নির্বাচন করেছিলে। তবে তাতে কিছু এসে যায় না। এখন বলো, আমার জাহাজে কি ফুটো দেখা দিয়েছে, আর এখনো পর্যন্ত আমার সম্মান কি নিচে নামিয়ে দিয়েছো তুমি?'

' অবশ্যই আমি পাপ করেছি।'

' হ্যাঁ সে তো বটেই ! কে পাপ করে না? ক্রিস্টিন ডি স্যাগনির সঙ্গে কামলালসায়

লিপ্ত হয়েছিলে তুমি!'

' প্রভু, সে একজন অত্যন্ত সুন্দরী মহিলা, আর আমিও তো রক্তমাংসের একজন পুরুষ! তাই....'

' জানি, জানি বৎস, তোমার মতো আমিও এক সময় পুরুষ ছিলাম। সেই যৌবনের মাদকতায় কোনো পুরুষই চরিত্র ঠিক রাখতে পারে না। তবু তুমি তো তোমার অপরাধ নিজের মুখেই স্বীকার করলে, তার জন্যে তোমাকে ক্ষমা করে দিতে হবে?'

'হ্যাঁ।'

' ঠিক আছে। ভাবনা ভাবনাই থেকে যায়, এর বেশী কিছু তো নয়?'

' না প্রভু। শুধু এ আমার ভাবনা।'

' বেশ. তাহলে সম্ভবত আমি আমার কৃধকপুত্রের ওপর আরো কিছু সময় বিশ্বাস রাখতে পারি। এবার বলো তোমার না বলা ভয় আর কি থাকতে পারে?'

' এই শহরে একজন লোক আছে সে বড় অদ্ভুত লোক। যেদিন আমরা এখানে এসে পৌঁছাই আমি জেটীর দিক থেকে ওপর দিকে তাকাতে গিয়ে দেখি ওয়্যারহাউসের ছাদে একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার দৃষ্টি নিচের দিকে। তার মুখে মুখোশ লাগানো ছিল। গতকালআমরা কোনি দ্বীপে গেছলাম। আমার সঙ্গে ছিল ক্রিষ্টিন, বালক পিয়ের, এবং স্থানীয় এক সাংবাদিক। ক্রিষ্টিন যায় বিনোদন পার্কের মিরর হলে। গতকাল রাত্রে স্বীকারোক্তির কথা সে বলে, আর এও সে বলেছিল.....'

' আমি মনে করি তুমি আমাকে বলতে অনুমতি দেবে, যেহেতু আমি ভেতরে ভেতরে তোমারই নিজেরই মাথা। বলে যাও......'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, সে তার অন্তর থেকে দেখা করেছিল সেই অদ্ভুত প্রকৃতির লোকটির সঙ্গে। সে তার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছিল, বহু বহু বছর আগে সে যাকে প্যারিসে দেখেছিল, এ সেই লোক, ভয়ঙ্কর বিশ্রীভাবে বিকৃত মুখের লোক সে, যে লোকটি এখন নিউ ইয়র্কেঅত্যন্ত বিত্তবান এবং শক্তিশালী পুরুষ।'

' হ্যাঁ. আমি তাকে জানি। তার নাম এরিক। তার জীবনটা খুব একটা সহজ ছিল না, বড় জটিল, বড় দুর্ভেদ্য। এখন সে অন্য আর এক দেবতাকে পুজা করে থাকে।'

' কিন্তু প্রভু, আপনিই আমার একমাত্র দেবতা, আপনি ছাড়া অন্য কোনো দেবতার অস্তিত্ব আমি মানি না, মানছি না।

' এ তোমার চমৎকার উপলব্ধি। কিন্তু বৎস, এখানে যে অসংখ্য দেবতা বিরাজ করছেন। মনুষ্য সৃষ্ট সেসব দেবতারা। '

' আহ! আর তার কি বিলিব্যবস্থা হবে. সেটা এখন নতুন করে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

' মামনের ভৃত্য সে, প্রবল আকাঙ্খার দেবতা, যার স্বর্নতৃষ্ণা অত্যন্ত প্রবল।'

' তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে আনতে পারলে আমি খুবই খুশি হবো।'

' খুবই প্রশংসনীয়। কিন্তু কেন বলো তো? কেন তুমি একাজ করতে যাবে?'

' আমি মনে করি, তার প্রচুর ধন সম্পদ আছে, এমনই বিত্তবান যা সে স্বপ্নেও ভাবেনি কখনো।'

' যোসেফ, মনে হচ্ছে তুমি আত্ম-সর্বস্ব সোনা-দানার ব্যাপারি হতে চাও না। তুমি কি তার সৌভাগ্য কামনা করো?'

' না প্রভু, আমার নিজের জন্যে নয় অন্য কারো ব্যাপারে ....'

' তা সেটা কিসের, জানতে পারি?'

' আজ আমি এখানে অনেক বছর ধরে বাস করছি, প্রতি রাতে এই ক্যাথেড্রাল থেকে কয়েক মাইল দূরে শহরের লোয়ার ইষ্ট সাইড ডিস্ট্রিক্টে বিচরণ করতে গিয়ে আমি অবাক হয়ে গেছি। সে এক আতঙ্কভরা জায়গা, পৃথিবীর জঘন্যতম জায়গা, যেন নরককুন্ড। আমি সেখানে নিজের চোখে দেখেছি দারিদ্র সীমার কত নিচেই না বাস করে গরীব মানুষগুলো, নোংরা দুর্গন্ধের পরিবেশ, হতাশায় ভুগছে তারা। এসব থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে যত সব অধার্মিকতা, অনৈতিকতা আর অপরাধপ্রবণতা। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের দেহ বিক্রীর ব্যবসায় নামানো হচ্ছে।

' যোসেফ আমি কি তিরস্কারের আভাস পাচ্ছি. এ সব কি আমার অনুমোদন করা উচিত?'

' না, না প্রভু, এ তুমি কি বলছো? আমি কি তোমাকে তিরস্কার করতে পারি?'

' ওহো অত বিনয়ী হতে হবে না। এ তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। প্রতিদিনই এমনি আকছার ঘটবে।'

'কিন্তু এ আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না।'

' ঠিক আছে আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি। মানুষ মাত্রেই সম্পূর্ণ সততার প্রতীক, নৈতিকতার প্রতিশ্রুতি। এটাই সব কিছুর বৈশিষ্ট্য। তবে মানুষের পছন্দ অপছন্দ বলে একটা কথা আছেএবং তার সুযোগ থাকা দরকার, কিন্তু তাই বলে দমন, দমননীতির সাহায্যে শাসন করা? না, কখনোই নয়। আমি তাকে পবিত্র থাকার পথ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছি। আমি যে পথের নিশানা দেখিয়ে দিই, কেউ কেউ সেটা অনুসরণ করার চেষ্টা করে, আবার এখানকার বেশীর ভাগ মানুষই এখন তাদের সুখ সাচ্ছন্দই বেশী করে চায়। অনেকের ক্ষেত্রে এর অর্থ হলো, তাদের নিজেদের আনন্দ উপভোগ কিংবা, সমৃদ্ধির জন্যে অপরের বেদনা আরোপ করে থাকে। অবশ্যই নোট করা হয়েছে, কিন্তু এর কোনো পরিবর্তন হবে না।'

' কিন্তু কেন প্রভু, মানুষ কি কখনো ভালো জীব হতে পারে না।?'

' দেখো যোসেফ, যদি আমি নিচু হয়ে তার কপাল স্পর্শ করি আর তাকে মানুষের মতো মানুষ করে তুলি, একেবারে খাঁটি ভলো মানুষ, পৃথিবীতে সে কি রকম জীবন হবে? কোনো দুঃখ নেই, তাই আনন্দও নেই, চোখে জল নেই, ঠোঁটে হাসি নেই, কোনো বেদনা নেই, তাই বেদনা উপশমের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কোনো দাসত্বের বন্ধন নেই, অতএব শৃঙ্খল মুক্তের কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কোনো ব্যর্থতা নেই বলেই বিজয়োৎসবের কোনো প্রশ্ন ওঠ না, কোনো আতঙ্ক নেই বলেই ভয় কাটানোর ব্যবস্থা করার দরকার নেই। কোঁনো অভব্য ব্যবহার নেই যেমন তেমনি আবার সৌজন্যবোধও নেই। কোনো গোঁড়ামি নেই, তাই সহ্য করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, আর কোনো পাপ নেই বলে দায় মেটানেরও কোনো

প্রয়োজন নেই। এই পৃথিবীতে আমি স্রেফ বৈশিষ্ট্যহীন স্বর্গরাজ্য গড়ে তুলতে চাই, যা আমার বর্তমান স্বর্গরাজ্যের প্রসার ঘটাবে। আর সেটাই সব কিছু নয়, আরো আছে। অতএব প্রতিটি মানুষের একটা পছন্দ থাকা দরকার, যতক্ষণ না আমি তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনি।'

'হ্যাঁ প্রভু, আমিও তাই মনে করি। তবে আমি আন্তরিক ভাবে এরিক আর তার ধন সম্পদ ভালো কাজে লাগাতে চাই।'

' সম্ভবত তুমি তা পারবে।'

' কিন্তু অবশ্যই তার চাবিকাঠির প্রয়োজন আছে।'

'নিশ্চয়ই, সবসময়েই এ ধরনের সৎকাজের জন্যে দরজা খোলা রাখার ব্যবস্থা থাকে।'

' কিন্তু প্রভু, আমি তো সেটা দেখতে পাচ্ছি না।'

' তুমি তো জানো, কখনো আমার কথার খেলাপ হয় না তুমি কি কিছুই টের পাওনি?

' খুব সামান্যই প্রভু। দয়া করে আমাকে সাহায্যকরুন।'

' এখানে সেই চাবিকাঠিটা হলো ভালোবাসা। জানো যোসেফ, সবসময়েরই চাবিকাঠি হলো ভালোবাসা।'

' কিন্তু সে তো ক্রিষ্টিন ডি স্যাগনিকে ভালোবাসে।'

' তো?'

'তবে কি আমি মাদাম স্যগনিকে তাঁর বিয়ের শপথ ভঙ্গ করতে বলবো?'

' না, আমি তা বলিনি।'

' আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

' বুঝতে পারবে যোসেফ, তুমি ঠিকই বুঝতে পারবে। এক এক সময় একটু ধৈর্য ধরে থাকতে হয়। তোমার কথা মতো এই এরিক তাহলে তোমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে?'

' না লর্ড, সে নয়। আমি যখন তাকে ওয়্যারহাউসের ছাদে দেখতে পাই, আর পরে মিরর হলে তার ছায়ামূর্তি টাকে পালিয়ে যেতে দেখি আমার তখন মনে হয়েছিল, তার ভিতরে কিছু একটা আছে, ক্রোধের, হতাশার আর বেদনার মনোভাব। তবে তার মধ্যে কোনো অন্য উদ্দেশ্য যে আছে তা বলবো না। এটা হলো আর একটা দিক।'

' বেশ তো, সেই অন্য একটা দিকের কথা আমাকে বলো।'

' আমরা যখন কোনি দ্বীপ ফেয়ারে গিয়ে পৌঁছেই, ক্রিস্টিন আর পিয়ের তখন ফান মাস্টারের সঙ্গে টয় শপে গেছলেন। আমি তখন বাইরে থেকে কিছুক্ষণের জন্যে সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়াতে থাকি। আমি যখন টয় শপে তাদের সঙ্গে মিলিত হই, পিয়েরকে তখন এক যুবকের সঙ্গে দেখি, যে তাকে দোকানের চারিদিক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল আর তার কানে কানে কি যেন ফিসফিসিয়ে বলছিল। একটি মুখ, হাড়ের মতো সাদা, কালো চোখ. কালো চুল, গায়ে একটা কালো ফ্রক কোট। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম দোকানের ম্যানেজার বুঝি সে। কিন্তু ফান মাস্টার, আমাকে বলছিল সেদিন সকাল ছাড়া আর আগে সে কখনো তাকে দেখেনি।'

' আর যোসেফ তুমি তাকে আদৌ পছন্দ করোনি, এই তো?'

' পছন্দ করা না করাটা কোনো ব্যাপার নয় প্রভু। তার সম্পর্কে এমন কিছু একটা

আছে যা, সমুদ্রের চেয়ে শীতল, বরফের মতো ঠান্ডা। সেটা ঠিক আমার অ্যায়রল্যান্ডদেশীয় অনুমান, তাই না? তার সম্পর্কে একটা অসত্যের অলৌকিক আভা যেন আমি দেখতে পেয়েছিলাম, যা সহজ প্রবৃত্তি অনুযায়ী তোমার সাংকেতিক চিহ্ন জাহির করাটাই একটা কারণ। আর সেই মতো আমি তার কাছ থেকে ছেলেটিকে সরিয়ে নিয়ে যাই, আর তখন আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তার দুচোখ দিয়ে মুঠো মুঠো ঘৃণা ঝরে পড়ছিল। সেদিন সেই প্রথম তাকে আমি দেখি।'

'আর দ্বিতীয় বার?'

'ছেলেটিকে ঘোড়ার গাড়িতে রেখে ফিরে আসছিলাম। প্রায় আধ ঘন্টা পরে আমি জানতে পারলাম মিরর হলের শো দেখবার জন্যে ফান মাস্টারের সঙ্গে ক্রিস্টিন চলে গেছে। বিল্ডিং-এর একপাশের ছোটো দরজাটা খোলা ছিল, এবং সে তখন ছুটতে ছুটতে বাইরে বেড়িয়ে এলো। সে খবরের কাগজের একজন সাংবাদিককে অতিক্রম করে গেল, যে আমাব থেকে একটু এগিয়ে ছিল। আর সে আমাকে ছাড়িয়ে চলে এসে একটা ছোট্ট ঘোড়ার গাড়িতে উঠে বসলো এবং অদৃশ্য হয়ে গেল। একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আগে একমুহূর্তের জন্যে গাড়ি থামিয়ে সে আবার আমার দিকে তেমনি স্থির চোখে তাকালো, প্রথমবারের মতোই সামন সেটা। ইতিমধ্যেই দিনটা যে ঠান্ডা, শীতল আমি তা অনুভব করলাম। আমি ভয়ে কেঁপে উঠলাম। কে, কে সে? কি চায় সে?'

'আমার মনে হয় তুমি ডারিয়াসকেই বোঝাতে চাইছো? তুমি কি তাকেও দায়মুক্ত করতে চাইছো?'

'আমি কি করতে পারবো চিন্তা করতে পারছি না।'

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো! মামনের কাছে সে তার আত্মাকে বিক্রী করে দিয়েছে। আমার কাছে আসার আগে পর্যন্ত সে ছিল স্বর্নদেবতার চিরস্থায়ী দাসনুদাস। সে-ই এরিককে তার নিজস্ব দেবতার কাছে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু ডারিয়াসের ভালবাসা বলতে কিছু ছিল না। এটাই হচ্ছে দু'জনের মধ্যে পার্থক্য।'

'কিন্তু প্রভু, সে যে ধনসম্পদকেই ভলোবাসে।'

'না ধনসম্পদকে পুজো করে সে। এখানেই একটু তফাৎ আছে। এরিক ধন সম্পদকে পুজো করে, কিন্তু তার অত্যাচারিত আত্মার গভীরে কোথাও না কোথাও সে যে একসময় কাউকে ভালোবাসতো, এবং আরো স্পষ্ট করে বলা যায় তার জীবনে প্রেম এসেছিল কোনো এক সময়ে, এবং আবারও আসতে পারে, যার সম্ভবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

'বেশ তো, এর থেকে মনে হয়, আমি হয়তো এখনো তাকে জয় করতে পারি।'

'দেখো যোসেফ, কোনো লোকই সত্যি কারের প্রেম কাকে বলে জানে না, কেবল আত্ম-প্রেম ছাড়া, যা দায়মুক্ত হওয়ার বাইরে বলা যায়।'

'কিন্তু ডারিয়াসের মতো এই এরিক কেবল ভালোবসে ধন-সম্পদ, নিজেকে আর পরস্ত্রীকে, যা আমার বোধগম্য নয়।'

'কিন্তু যোসেফ, তুমি ভুল করছো। সে যে ধন-সম্পদ সস্নেহে লালন-পালন করে

থাকে ঠিকই, কিন্তু নিজেকে সে ভালোবাসে না। উল্টে ঘৃণা করে। তবে হ্যাঁ, সে একজন নারীকে ভালোবাসে, যাকে সে মনে করে কখনো পাবে না, তার জীবনের নারী অধরাই থেকে যাবে চিরদিন। আর নয়, এবার আমার চলে যাবার সময় হলো, আমাকে যেতেই হবে।'

'প্রভু, না হয় আরো কিছুক্ষণ থেকে গেলে পারতেন আমার কাছে। অন্তত অল্প একটু সময়ের জন্যে।'

'না আমি পারবো না বৎস, তুমি আমাকে আর থাকতে বলো না। বলকানে এখন অন্যায় যুদ্ধের খেলা চলছে। এ যুদ্ধে কত যে রক্ত ক্ষয় হবে কে জানে। আজ রাতে বহু আত্মাকেই গ্রহণ করতে হবে।'

'তাহলে কোথায় গেলে আমি একটা পবিত্র স্থানের চাবি পাবো, যেখানে ধন সম্পদের বালাই নেই, নিজের বলতে কিছু নেই, নারীর কোনো সম্পর্ক নেই?'

'যোসেফ, আমি তো তোমাকে বলেছিই, আর একজনের দিকে তাকাও এবং অন্তহীন প্রেমের সন্ধান করো।'

গেলর্ড স্প্রিগের নব দর্শন

দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস, ৪ ডিসেম্বর, ১৯০৬

ভালো কথা, মিস্টার অস্কার হ্যামারস্টেইনের দম্ভ, বহু বড়াই করা নতুন ম্যানহাটন অপেরা হাউস গতকাল রাত্রে উদ্ঘাটন হয়, যার বর্ণনা ভালো ভাবে দিতে গেলে বলতে হয়, বল্গাহীন অবাধ জয়োল্লাস। আমাদের প্রিয়দেশে যদি আবার কখনো গৃহযুদ্ধ বাধে তবুও বলবো, সেদিন ম্যানহাটন অপেরা হাউসের টিকিট কাউন্টারে দর্শকদের যে ভীড় আমি দেখেছি তাতে মনে হয় আসন সংরক্ষণের জন্যে তাদের মধ্যে আর একটা যুদ্ধ বেধে যাবে, সে যুদ্ধ অবশ্য রক্তক্ষয়ের নয়, একটা নতুন সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থানের।

আমাদের শহরের বিত্তবান ও সাংস্কৃতিক ভাবাপন্ন সমাজের লোক বক্সের জন্যে এমনকি স্টলের আসন সংরক্ষণের জন্যে যে ভাবে বাড়তি দাম দিয়ে থাকে, এর থেকেই অনুমান করা যায় যে, ম্যানহাটন অপেরা হাউসের জনপ্রিয়তা কতই না তুঙ্গে। এর থেকেই ম্যানহাটনের মেট্রোপলিটন অপেরা হাউসকে আলাদা ভাবে বিচার করা যায়। সত্যি ম্যানহাটন যেমন একটা ব্যয়বহুল বিল্ডিং তেমনি আবার দামী দামী আসবাবপত্রে সাজানো। আর রিসেপশনের জায়গাটা এত বেশী প্রশস্ত যে দর্শকরা বেশ আরামে ঘোরাফেরা করতে পারে, বিশ্রাম নিতে পারে, যা মেট্রোপলিটন দিতে পারে না। আর এখানে পর্দা ওঠার আধঘন্টা আগে আমি শিল্পীদের নাম দেখতে পেলাম আমেরিকায় যারা আজ কিংবদন্তী।

সেখানে মেলনস, ভ্যান্ডারবিল্টস, রকফেলারস, গাউল্ডস, হোয়াইটনিস এবং পিয়েরপন্ট মরগানসদের দেখা যায়। উপস্থিত সবাই আমাদের শ্রদ্ধেয়া হোস্ট। তাদের মধ্যে যে দরাজ হাতে এই নতুন অপেরার পিছনে অর্থ ঢেলে গেছে, সে হলো অস্কার হ্যামারস্টেইন। এখনো পর্যন্ত এটা গুজব ছড়িয়ে আছে। মিস্টার হ্যামারস্টেইনের পিছনে আছে একজন অত্যন্ত বিত্তবান ব্যক্তি। এমনকি তাকে একজন টাইকুন বা টাকার কুমীর বলা যায়, অদ্ভুত অদৃশ্য মানুষ এই মুলধনবিনিয়োগকারী, আজ পর্যন্ত কেউ তাকে চোখে দেখেনি। কিন্তু সেরকম যদি বা কেউ থেকে থাকে, তার অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ আজ পর্যন্ত কেউ পায়নি।

বিরাট বিল্ডিং, দামী দামী আসবাব পত্রে সব সাজানো গোছানো। তবে এখন কথা হচ্ছে যে, এই নতুন অপেরার গুনাগুণের বিচারে সেটা কি রকম ? আর গানের জগতে কিংবদন্তী, যাদের দেখতে এসেছি আমরা উভয়েই শিল্পীসুলভ আবেগপ্রবণ যা আমি গত তিরিশ বছরের মধ্যে স্মরণ করতে পারি না।'

এই কলামের পাঠক পাঠিকারা এসবই জানেন নিশ্চয়ই, এরকমই একটা কিছু ঘটার কথা ছিল। কিন্তু সাত সপ্তাহ আগে মিস্টার হ্যামারস্টেইন এক অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন, বেলিনি মাস্টার পীস'' অ্যাই পুরিতানিকে'' সরিয়ে সে তার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মর্ডান স্টাইলে এক সম্পূর্ণ নতুন অপেরার আমেরিকান সুরকারকে নির্বাচন করে এক ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নিয়ে বসলো, কারণ এই নতুন সুরকার আমেরিকায় সম্পূর্ণ অপরিচিত। এ এক আশ্চর্য জুয়া খেলা। এতে কি পুরো পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হবে? শতকরা হাজারভাগ গ্যারান্টি বলে দাবী করেছে মিস্টার হ্যামারস্টেইন।

প্রথমত,'' দ্য অ্যাঞ্জেল অফ শিলোহ'' প্যারিসের সুন্দরী ও সুকণ্ঠী অপেরা গায়িকা ক্রিস্টিন ডি স্যাগনিকে গত রাত্রে উপস্থিত করে আমার স্মৃতি থেকে সব অন্ধকার ঘুচিয়ে দিয়েছে। আমার বিশ্বাস, গত তিরিশ বছরের মধ্যে এত ভালো গান বোধহয় আমি কখনো শুনিনি। দ্বিতীয়ত, মুলত অনুষ্ঠানটিকে একটা মাস্টারপীস বলা যায়, কারণ সেটার সরলতা ও ভাবপ্রবণতা এতই প্রবল ছিল যে, অপেরা হাউসে উপস্থিত এমন কোনো দর্শক ছিল না যে চোখে শুকনো করে সেখান থেকে বেরোতে পেরেছিল।

এ কাহিনী আমাদের নিজস্ব গৃহযুদ্ধের মাত্র চল্লিশ বছর আগেকার ঘটনা। সুতরাং উত্তর কিংবা দক্ষিণের যে কোনো আমেরিকানদের কাছে ততক্ষণাৎ সেটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই একাঙ্ক নাটকে আমারা মিলিত হয়ে দেখি একজন কর্মিতকর্মা তরুণ উকিল মিলস রেগান ইউজিন ডেলাকুর সঙ্গে ব্যর্থপ্রেমের বিলাপ করে। এই সুন্দরী মেয়েটি ভার্জিনিয়ার এক বিত্তবান জোতদারের কন্যা। উকিল মিলস রেগানের ভুমিকায় অবতীর্ণ হয় উঠতি আমেরিকান গায়ক ডেভিড মেলরোজ এবং সে অভিনয় করে যেতে থাকে যতক্ষণ না একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। দম্পতি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে তাদের আনুগত্যের সাক্ষর রাখবার জন্যে পরস্পর সোনার আংটি বিনিময় করে। তার প্রেমিকার ভূমিকায় মাদাম ডি স্যাগনিকে চমৎকার দেখাচ্ছিল। যেন বিয়ের সাজে সজ্জিতা, কেমন সহজ সরল ভাবে তিনি তাঁর প্রেমিকের কাছে বিয়ের প্রস্তাব জানাতে গিয়ে যে কথাটা বলেছিলেন সেটা খুবই মর্মস্পর্শী এবং হৃদয়গ্রাহী : '' এই আংটিটা আমি তোমায় দিলাম

চিরদিন ধারন করার জন্যে, আমাকে অনন্তকাল ধরে স্মরণ করার জন্যে। আমার যত স্বপ্ন ছিল ভাবনা ছিল সবই দিলাম তোমায়, তুমি নেবে কি আমায়।'' মেয়েটির অমন হৃদয় স্পর্শ করা কথা হাউসের সমস্ত দর্শকদের মনে দারুণ খুশির বন্যা যেন বইয়ে দিয়েছিল।

প্রতিবেশী জোতদার যোশুয়া হাওয়ার্ডের কণ্ঠে অ্যালেসান্ডো গোনসি চমৎকার গাইল, সেও সেই মেয়েটিকে ভালোবাসে, অবশ্যই তার সেই ভালোবাসা একতরফা। তবে সে তার ব্যর্থ প্রেম মেনে নেয় হাসিমুখে ভদ্রলোকের মতো। কিন্তু ওদিকে যুদ্ধের কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে এবং নাটকের শেষে বন্দুকের গুলি গর্জে ওঠে ফোর্ট সামটারে। তারা এবার ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তৎপর হয়ে উঠলো। আর তখনি প্রেমিক প্রেমিকাদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হওয়ার একটা করুণ সুর বেজে উঠতে শোনা যায়। রেগান তার প্রেমিকাকে বোঝায়, কানেকটিকাটে তার ফিরে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প পথ নেই, উত্তর আমেরিকার জন্যে যুদ্ধ তাকে করতেই হবে। ওদিকে মিস ডেলারু জানে, তাকে তার পরিবারের সঙ্গে থাকতেই হবে, তারা সবাই নিজেদের দক্ষিন আমেরিকার জন্যে উৎসর্গ করতে চায়। নাটকের শেষভাগে হৃদয়বিদারী ডুয়েট গান গেয়ে ওঠে প্রেমিক প্রেমিকারা তাদের আসন্ন বিচ্ছেদের মুহূর্তটিকে স্মরনীয় করে রাখার জন্যে। তারা কেউই জানে না, তারা আবার কখনো মিলিত হতে পারবে কিনা।

দ্বিতীয় নাটক, বছর দুই অতিবাহিত, রক্তক্ষয়ী শিলোহ যুদ্ধের অবসানের পর ইউজিন ডেলারু স্বেচ্ছায় একটা হাসপাতালে নার্সের চাকরী নেয়। আমরা এই নাটকের দৃশ্যে দেখতেপাই, উভয় শিবির থেকে আনা ইউনিফর্ম পরিহিত আহত যুবকদের প্রতি তাদের নিঃস্বার্থ ও অতি বিশ্বস্ততার সঙ্গে সেবা করে যাওয়ার মানসিকতা। ফ্রন্ট-লাইন হাসপাতালে তখন আগেকার এক জোতদার প্রেমিক যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল। একক সঙ্গীতে ইউজিন জিজ্ঞেস করে, ' কেন এই সব আহত যুবকরা মরবে?'

তার প্রাক্তন প্রতিবেশী এবং প্রেমিক তখন হাওয়ার্ড হাসপাতাল প্রাঙ্গণ দখলকারী সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিচ্ছিল। সে তখন তার আগের প্রেমের জের টেনে ইউজিনকে বোঝাবার চেষ্টা করে, ইউনিয়ন আর্মিতে কর্তব্যরত অবস্থায় তার প্রেমিককে হারাতে হয়েছে তাতে কি, সে তো এখনো তার পাণি প্রার্থী, তাই সে ইউজিনকে অনুরোধ করে তাকে গ্রহণ করার জন্যে। মিস ইউজিন তখন দ্বিধাগ্রস্থ, হাওয়ার্ডের প্রস্তাবে তখনো সে পুরোপুরি সায় দিতে পারে না। আর ঠিক সেই সময়েই ভয়ঙ্করভাবে আহত এক সৈনিকেব আগমন ঘটতে দেখা যায় সেখানে। সে একজন ইউনিয়ন অফিসার। পাউডার ম্যাগাজিন বিস্ফোরণের ফলে তার মুখটা সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ঝলসে গেছে, চেনবার উপায় নাই। তার সারা মুখ সার্জিক্যাল গজ দিয়ে বাঁধা, স্পষ্টই বোঝা যায়, সে মুখ মেরামতের বাইরে। সে তখন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, তবু তা সত্ত্বেও মিস ডেলারু তার হাতের একটা আঙুলে আংটি দেখে ঠিক চিনতে পারলো। ওই একই আংটি সে দুবছর আগে তার প্রেমিকের হাতে পরিয়ে দিয়েছিল। এবার তার চিনতে অসুবিধা হলো না, সেই ভাগ্যহীন অফিসার অবশ্যই ক্যাপ্টেন রেগান, সে যেন এখনো ডেভিড মেলরোজের গান গাইছে। এক সময় যখন জ্ঞান ফিরে পেয়ে সে চোখ মেলে তাকালো, সঙ্গে সঙ্গে সে তার প্রেমিকাকে চিনতে পারলো। কিন্তু সে বুঝতে

পারছিল না, ঘুমন্ত অবস্থায় থাকার সময়েই চিহ্নিত হয়ে গেছে সে, যে তাকে চেনবার ঠিক চিনে ফেলেছে। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ও যন্ত্রণাভোগের পরেও যেন আরো বড় দুঃখ বুঝি ওঁৎ পেতে বসেছিল তার ভাগ্যের শিয়রে। ভাগ্যের সে কি বিরূপ পরিহাস। সে তার বিছানা থেকে অসহায় হাওয়ার্ডকে ওয়ার্ডে প্রবেশ করতে দেখলো। তারপর সে তার একটু আগের প্রস্তাবের জের টেনে মিস ডেলারুকে আবার বোঝাবার চেষ্টা করলো, তার প্রেমিক নিশ্চয়ই এখন মৃত। যার সম্পর্কে হাওয়ার্ড এত সব কথা বলে যাচ্ছিল, বেচারা, মিস ইউজিন আর আমরা জানি, কয়েকফুট এগিয়ে সে শুয়ে আছে। যখন নাটকের এই অঙ্কটা শেষ হলো তখন ক্যাপ্টেন রোগান প্রত্যক্ষ করেছে, ইউজিন বেশ ভালো করেই জেনে গেছে, ব্যান্ডেজের আড়ালে কে সে, আর সেই প্রথম আয়নায় নিজেকে দেখতে গিয়ে সে উপলব্ধি করলো, গৃহযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে তার সুন্দর মুখখানিও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে গেছে। একজন প্রহরীর কাছ থেকে একটা রিভলবার ছিনিয়ে নিতে গেল সে নিজেকে খতম করে ফেলার জন্যে, কিন্তু মিত্রবাহিনীর এক সৈনিক আর দুজন ইউনিয়নবন্দী ও রোগীরা তাকে বাধা দিয়ে সে কাজ থেকে তাকে বিরত করলো।

নাটকের তৃতীয় অঙ্কেই যবনিকা পড়ে যায়। শেষ দৃশ্যে একটা গভীর বেদনার ছাপ ফুটে ওঠে। কর্ণেল হাওয়ার্ড ঘোষণা করে, তার নতুন উপলব্ধি হলো ইউজিনের প্রাক্তন প্রেমিক আর কেউ নয় ভয়াবহ রেগান রেডার্সের নেতা, কত কি লুঠ করেছে সে, কত বাড়ি ঘর ধ্বংস করেছে। সে এখন ধৃত, আমাদের হাতে বন্দী, তার এই নিষ্ঠুর অপরাধের শাস্তি হিসেবে তার কোর্ট- মার্শাল হবে।

ইউজিন ডেলারু এখন যেন একটা ভয়ঙ্কর উভয় সংকটে পড়ে গেছে। তবে কি সে মৈত্রী বন্ধনের শপথ ভঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতকতা করবে? ক্যাপ্টেন রোগান সম্পর্কে সে যা যা জেনেছে সে সব কি নিজের মধ্যে চেপে রাখবে! কিংবা যাকে সে এখনও ভালোবাসে তাকে ত্যাগ করবে? এই সময় ক্ষণিকের জন্যে ছোট্ট একটা যুদ্ধবিরতির কথা ঘোষনা করা হলো, যাতে করে সেই স্বল্প সময়ে যুদ্ধবন্দী বিনিময় করা যায়। বিধ্বস্ত মুখের রোগীকে বন্দী বিনিময়ের যোগ্য বলে ধার্য করা হলো। উত্তরখন্ড থেকে বিপক্ষের আহত সৈনিকদের নিয়ে একটা ওয়াগন এসে হাজির হলো সেই সময়, সেই সঙ্গে তাদের আহত সৈনিকদের গ্রহণ করে সেই ওয়াগানে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে তারা।

এক্ষেত্রে দুই অঙ্কের বিরতির মধ্যবর্তী সময় মঞ্চের পিছনে যে বিস্ময়কর ঘটনাটা ঘটেছিল তার বিবরণ আমাকে দিতেই হবে। এর থেকে মনে হয় (আমার খবরের উৎস একেবারে খাঁটি সত্য বলেই ধরে নেওয়া যায়), মিস্টার মেলরোজ নরম মসৃন সিরাপ জাতীয় ওষুধ তার গলায় ঢেলে দেয় তার কণ্ঠস্বর সহজ করার জন্যে। যাইহোক হয়তো কোনো ভাবে কারোর হাতের স্পর্শে দূষিত বা সংক্রামিত হয়ে থাকবে, কারণ কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ব্যাঙের মতো সে কর্কশ শব্দ করতে শুরু করে দিল। এ কি বিপর্যয়, পর্দা তখন প্রায় উঠতে যাচ্ছে। তারপর অভিনয়ের জন্যে এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেল। তার সারা মুখ ব্যান্ডেজ দিয়ে বাঁধা ছিল, সময়োচিত বিরতির ঘন্টা বাজার পরেই কাজটা সেরে নেওয়া হয়েছিল।

সাধারনত দর্শকদের কাছে এটা একটা ভয়ঙ্কর বিরক্তির ব্যাপার, কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্ত অপেরা দেবতারা নিশ্চয়ই মিস্টার হ্যামারস্টেইনের দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন। সেই মহান সিগনর গোনসির কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে অন্য গায়ক কি করে যে গান করে মাতিয়ে তুললো বুঝতে পারি না।

ওদিকে মিস ডেলারু ঠিক করলো, যেহেতু ক্যাপ্টেন রেগান আর কখনো সংগ্রাম করতে পারবে না, তাই মুখোশধারী অদ্ভুত প্রকৃতির লোকটির সম্পর্কে সে যা জানে তা নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করবে না। ওদিকে ওয়াগানগুলো যখন উত্তরে যাত্রা করার জন্যে প্রস্তুত হাওয়ার্ড জানতে পারে, রেগান রেডার্স-এর নেতা যাকে খোঁজা হচ্ছে, হয়তো কোথাও আহত হয়ে থাকবে এবং সম্ভবত মৈত্রীবদ্ধ লাইনের পিছনে কোথাও অবস্থান করছে। তাকে কেউ ধরিয়ে দিতে পারলে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবেএই মর্মে একটা নোটিশও ঘোষণা করা হলো। প্রতিটি ইউনিয়ন সৈনিক যখন উত্তরের দিকে যাত্রা করতো তখন প্রত্যেকের সঙ্গে রেগানের মুখের স্কেচটা মিলিয়ে নেওয়া হতো। তাতে কোনো ফল হলো না। আর এখন তো ক্যাপ্টেন রেগানের কোনো মুখই নেই।

সৈনিকরা যখন উত্তরে তাঁদের স্বদেশে ফিরে যাবার জন্যে পরের দিন ভোর হওয়ার জন্যে সারা রাত ধরে অপেক্ষা করছিল, আমরা মঞ্চে তখন অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছোট ছোট অনুষ্ঠান দেখছিলাম মহাসমারোহে। হাওয়ার্ড, মহান গোনসি নিজে সারাটাক্ষণ কর্মব্যস্ত রইলো। আর তাদের নীরবে সাহায্য করছিল একটি তেরো বছরের কিশোর। এ পর্যন্ত টুঁ শব্দটি করেনি সে। কিন্তু ইউনিয়ন সৈনিকদের মধ্যে একজন তাকে প্রলুব্ধ করার জন্যে তার সৈনিকদের বেহালা থেকে একটা পরিচিত সুর তুলতেই ছেলেটি শান্তভাবে তার কাছ থেকে বেহালাটা নিয়ে তাতে এমন সুন্দর একটা সুর তুললো শুনে মনে হলো, সে যেন একটা স্ট্রাডিভারিয়াস ব্যবহার করছে! একজন আহত সৈনিক জানতে চাইলে, সেই সুরে সে গান করতে পারে কিনা। উত্তরে ছেলেটি বেহালাটি পাশে রেখে দিয়ে আমাদের এমন একটা সুন্দর একক সংগীত শোনালো যে, উপস্থিত সবাই মুগ্ধ হয়ে তার সেই মিষ্টি গান যে যার ঠোঁটে গুনগুন করে গাইতে শুরু করলো। আর আমি যখন ছেলেটির নাম খুঁজতে হাতের প্রোগ্রামটার ওপর চোখ বোলাচ্ছিলাম তখনি দেখতে পেলাম, সে ছেলে মাস্টার পিয়ের ডি স্যাগনি, ক্রিস্টিন ডি স্যাগনির ছেলে। তার মানে মায়ের উপযুক্ত ছেলেই বটে সে।

বিদায় বেলায় মিস ডেলারু এবং তার ইউনিয়ননিষ্ঠ প্রেমিক একে অন্যকে সম্ভাষণ জানাতে গিয়ে যে করুণ দৃশ্যের অবতারণা হলো তাতে কেউই তাদের চোখের জল সম্বরণ করতে পারলো না। ওদিকে মাদাম ডি স্যাগনি ইতিমধ্যেই সারাক্ষণ নিখাদ গলায় একটা সুন্দর গান শুনিয়েছিলেন তাঁর শ্রোতাদের। কিন্তু এবার তিনি সম্পূর্ণ এক নতুন সুরে নতুন গানের কথায় শ্রোতাদের আবিষ্ট করে রাখলেন, যা আমি আগে কখনো শুনিনি। যেমন তাঁর সেই একক গানের কথা হলো এই রকম'' আমরা কি আর কখনো মিলিত হবো না ?'' মনে হলো তিনি যেন তাঁর সমস্ত হৃদয় উজাড় করে দিয়ে আমাদের কানে মধু ঢেলে দিচ্ছেন। তারপর তাঁর প্রেমিক যখন একদা তাঁর দেওয়া আংটিটা তাকে ফেরত দিতে গেল, তিনি তখন আদ্র গলায় গেয়ে উঠলেন ''নাই বা তুমি আমায় ভালোবাসলে, আমার দেওয়া উপহার

ফেরত দেবে তাই বলে!" আমার কানে ভেসে এলো সহস্র নিউ ইয়র্কিয়ানদের ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠার শব্দ আর সেই সঙ্গে দেখতে পেলাম চার চৌকা ফ্যাবরিকের একখন্ড রুমাল দিয়ে তারা চোখ মুছছে।

এক স্মরণীয় সন্ধ্যা, স্মরণকালে মনে গেঁথে রাখার মতো দৃশ্য। সেদিন যারা ম্যানহাটন অপেরা হাউসে এসেছিল, তারা এই সন্ধ্যাটির কথা মনে রাখবে বহুদিন। আর আমি শপথ নিয়ে বলছি, আশ্চর্য্য ম্যায়েস্ট্রো স্যাম্পানি মাদাম ডি স্যাগনির কান্না দেখে প্রায় কেঁদেই ফেললেন। অথচ আমি তো জানি, তিনি মোটামুটি কোমল হৃদয়ের না হলেও যখন কোনো বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছেন, তখন তাকে একটুও বিচলিত হতে দেখা যায়নি। তার মানে এর থেকেই বোঝা যায় যে, ওই দুই প্রেমিক প্রেমিকা এ ওর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় দৃশ্যটা এতই করুণ হয়েছিল যে মাদাম স্যাগনির সঙ্গে সঙ্গে তিনিও চোখের জল না ফেলে থাকতে পারেননি। দৃশ্যটা ছিল এই রকম ঃ কাঁদো কাঁদো মুখে মাদাম ডি স্যাগনি একা একা স্টেজের উপর উঠে এসেছেন। অন্ধকার হাসপাতাল ওয়ার্ডে তাঁর হাতে কেবল একটি মাত্র মোমবাতি টিমটিম করে জ্বলছে, ওদিকে সেদিনের মতো অপেরাও বন্ধ হয়ে আসছে। আর মাদাম স্যাগনির একক সমাপ্তি সংগীত যাতে মুঠো মুঠো আক্ষেপের সুর ঝরে পড়ছিল ঃ
" ওঃ, সেকি নিষ্ঠুর যুদ্ধ, সে কি যন্ত্রণা প্রিয়জন হারানোর........."

সাঁইতিরিশটা ছোটো ছোটো দলের সদস্যরা জয়ধ্বনি দেওয়ার জন্যে দাঁড়িয়েছিল। তবে তার আগেই আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে, দেখতে হবে মিস্টার মেলরোজের কি হলো, জানতে হবে তার কণ্ঠস্বর কেন রুদ্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। হায়! বেচারা, কথা বলতে না পারলেও চোখের জল ফেলতে ফেলতে ম্যানহাটন অপেরা হাউস ছেড়ে চলে গেছে। আর তাঁর সেই চোখের জলে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল হাজার হাজার অপেরা সংগীত প্রেমিকের হৃদয়। তারাও কথা না বলে বাকরুদ্ধ কণ্ঠে কোনো রকমে অস্ফুটে বলে উঠেছিল," শিল্পী আমরা তোমার আরোগ্য কামনা করি। মেলরোজ অমর রহে!"

বাকী সঙ্গীরা এখানে অপূর্ব, সিগনর স্যাম্পানিনির তত্ত্বাবধানে অর্কেস্ট্রাও কোনো অংশে কম নয়, অন্তত যারা ভালো কিছু আশা করেছিল, আশাকরি তারা কোনোভাবেই এতটুকুও বঞ্চিত হয়নি. এদের মধ্যে কেবল একজনই ব্যতিক্রম। এবং শুধু তাঁরই, হ্যাঁ, প্যারিসের সেই সুন্দরী যুবতীর। তাঁর সৌন্দর্য এবং আকর্ষণ ইতিমধ্যেই ওয়ালডর্ফ - অ্যাস্টোরিয়ার সমস্ত কর্মচারীদের মনে আক্ষরিক অর্থে একটা গভীর দাগ কেটে দিয়েছে, আর এখন তার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের অবিমিশ্র যাদু প্রতিটি অপেরা- প্রেমিকের মন জয় করে নিয়েছে রন্ধ্রে রন্ধ্রে, কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই, কিংবা ফাঁকি নেই। সেদিক থেকে বলতে গেলে বলতে হয়, যারা গত রাত্রে ম্যানহাটনে হাজির থেকে গাছের ডাল থেকে নেমে আসা কোকিল কণ্ঠে তাঁর সুরেলা গান শুনেছে তাদের আমি অবশ্যই সৌভাগ্যবান বলবো, এবং আশাকরি তাতে একটুও অত্যুক্তি হবে না।

কিন্তু বেদনার কথা হলো আমাদের মতো তাঁর গানের ভক্তদের কাছে সংবাদটা খুবই দুঃখের, খুব শীগগীর তাঁকে চলে যেতে হচ্ছে। তিনি আমাদের জন্যে আর মাত্র পাঁচটি সন্ধ্যায় গান গাইবেন। তারপর তিনি তাঁর চুক্তিমতো খৃষ্টমাসের আগেই এখান থেকে ইউরোপে

কভেন্ট গার্ডেনে চলে যাবেন। আর পরের মাসে তাঁর জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হবেন ডেম নেলি মেলবা, অস্কার হ্যামারস্টেইনের প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে এ হলো তাঁর দ্বিতীয় অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার যাঁর জন্যে বিজয়োৎসব অপেক্ষা করছে। মেলবা নিজেই তাঁর জীবদ্দশাতেই যেন কিংবদন্তী হয়ে গেছেন। আর নিউ ইয়র্কে তিনিও তাঁর একক গানের প্রোগ্রাম করবেন। তবে সেই সঙ্গে যাতে তাঁর সুনাম নষ্ট না হয় সেদিকে অবশ্যই নজর রাখতে তবে, এবং উঠতি প্রতিদ্বন্দ্বীদের সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। এর ফলে গতকাল রাত্রে যারা ম্যানহাটনে হাজির ছিল না, কিংবা আগামী পাঁচ সন্ধ্যায় হাজির থাকবে না, তারা পরের মাসের প্রোগ্রাম শুনলে লা ডিভিনাকে কখনো ভুলতে পারবে না।

এবার মেট্রোপলিটন অপেরা হাউসের প্রসঙ্গে আসা যাক। তাদের কি খবর? বড় বড় রাজা বা শাসকদের মধ্যে যাঁরা অর্থ দিয়ে মেট্রোপলিটনকে সাহায্য করে থাকেন আমার মনে হয় আমি তাঁদের লক্ষ্য করে থাকবো, হ্যাঁ তাঁদের চোখে আমি যে আনন্দোচ্ছ্বাস দেখেছি, নতুন মাস্টারপীস দেখে তাঁরা পরস্পর পরস্পরের চোখের দিকে চকিতে তীর্যক দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন এমন ভাবে যেন তাঁরা জানতে চান, এরপর কি? স্পষ্টতই ছোট্ট অডিটরিয়াম সত্বেও ম্যানহাটনের মঞ্চটা বিরাট, একেবারে লেটেস্ট টেকনোলজিতে সমৃদ্ধ, যন্ত্রপাতি এবং দর্শকদের মন-পসন্দ সেট ও বসার আসন। এ সবের জন্যেই ম্যানহাটনের জনপ্রিয়তা রাতারাতি তুঙ্গে উঠে গেছে। যদি মিস্টার হ্যামরস্টেইন আমাদের মনোরঞ্জনের জন্যে নিয়মিত ভাবে ভালো কিছু উপহার দিয়ে যেতে থাকেন, অন্তত গতকাল রাত্রে আমরা যা পেয়েছি তাহলেও চলবে, আর সেক্ষেত্রে অপেরা জগতের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে মেট্রোপলিটন কতৃপক্ষকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে ম্যানহাটনের সমকক্ষ হওয়ার জন্যে।

অ্যামি ফনটেইনের রিপোর্ট

সোসাইটি কলাম, নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড, ৪ ডিসেম্বর, ১৯০৬

কেবল পার্টি আর পার্টি। কিন্তু ''দ্য অ্যাঞ্জেল অফ শিলোহ'' গীতিনাট্যে যুদ্ধে পরাজিত সৈনিকের সর্মপনের দৃশ্য দেখে দর্শকরা, বিশেষ করে আমেরিকান লেডিরা পর্যন্ত দুঃখে চোখের জল সম্বরণ করতে না পেরে যেখানে যে যার রুমাল দিয়ে চোখ মুছেছে, তাতে নাটকের অভূতপুর্ব সাফল্যেরই সুচনা হতে দেখা যায়। আর সেই জয়োল্লাসের মজা উপভোগ করা আর এক নাটকের আর এক দৃশ্যের অবতারণা হয় গতকাল নিউ ম্যাটহাটন অপেরা হাউসে। এই দশকে এমন জীবনধর্মী ও মর্মস্পর্শী নাটকের সাফল্যে গতকাল পার্টি দেওয়া হয়েছিল।

নিউ ইয়র্ক ওয়ার্লডের পাঠকদের পক্ষে আমি সেই পার্টিতে হাজির ছিলাম, বছরে

এরকম হাজার সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয় আমাকে। সত্যি কথা বলতে কি একই ছাদের নিচে এক সঙ্গে অতগুলো বিখ্যাত আমেরিকানদের আমি কখনো দেখেনি।

ঘন ঘন হাততালির পর যখন শেষবারের মতো যবনিকাপাত ঘটলো, খুশিতে ডগমগ দর্শকরা তখন ওয়েস্ট থার্টি-ফোর্থ স্ট্রীট পোর্টিকোর দিকে এগোতে থাকলো গুটি গুটি পায়ে। সেখানে তাদের জন্যে ঘোড়ার গাড়ি অপেক্ষা করছিল। পার্টিতে যারা যোগ দেয়নি, না আসাটা তাদের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। আর যারা অশংগ্রহণ করেও যদি পর্দাটা আর একবার ওঠে এই আশায় বসেছিল তাদের ভাগ্যও খারাপ বলতে হয়, কারণ তারা যখন এক সময় হল ত্যাগ করলো তখন তাদের মধ্যে হুটোপুটি, ধাক্কা ধাক্কি লেগে গেল, আর যেসব কলাকুশলীরা আজ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেনি, তারা মঞ্চের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো।

সেদিন সন্ধ্যায় আমাদের হোস্ট ছিল টোব্যাকো ম্যাগনেট মিস্টার হ্যামারস্টেইন। মিস্টার হ্যামারস্টেইন নিজেই ম্যানহাটন অপেরা হাউসের ডিজাইন করা থেকে শুরু করে বিল্ডিং তৈরী করা সবই নিজের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেন। মঞ্চের ঠিক মাঝখানে মধ্যমণি হয়ে দাঁড়িয়ে অডিটোরিয়ামের দিক থেকে আগত প্রতিটি অতিথিকে তিনি নিজে অভ্যর্থনা জানালেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিল, নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ডের সত্ত্বাধিকারী মিস্টার যোসেফ পুলিজার।

মেয়র জর্জ ম্যাকলিন দ্রুত চলে এসেছিলেন সেখানে। আর জনতার ভীড় যত এগিয়ে যেতে থাকে সেদিকে দৃষ্টি রেখে মেয়র মিশে যাচ্ছিলেন রকফেলার এবং ভ্যান্ডার বিল্টস-এর সঙ্গে। অপেরা সুন্দরী গায়িকা মাদাম স্যাগনির সঙ্গে উপস্থিত সমস্ত অতিথিকেই সম্মান জানানো হচ্ছিল। মাদাম স্যাগনি তাঁর চমৎকার অনুষ্ঠানের পর বিজয়োৎসবে মেতে উঠছিলেন মঞ্চের ওপর। ওদিকে নিউ ইয়র্ক-এর গণ্যমান্য লোকেরা তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারছিল না। শুরুতে তিনি তাঁর ড্রেসিংরুমে অপেক্ষা করছিলেন। আর সেখানে বসেই তিনি পেতে থাকেন অভিনন্দন বার্তা, ফুলের তোড়া, সংখ্যায় সেগুলো এতই বেশী ছিল যে, উদ্যোক্তারা তাঁর নির্দেশে সেগুলো বেলভিউ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করলো।

ক্রমবর্ধমান ভীড়ের মধ্যে দিয়ে যেতে গিয়ে আমি লোক খুঁজছিলাম, যারা নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ডের পাঠকদের আকর্ষণ করতে পারে। খুব বেশী খুঁজতে হয়নি। হাত বাড়াতেই পেয়ে গেলাম দুজন অভিনেতা অভিনেত্রীকে। ডি.ডব্লু গ্রিথি এবং মিস্টার ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস। আমি ওদের সঙ্গে যথেষ্ট আন্তরিক ভাবেই কথা বললাম। মিস্টার গ্রিফিথ যিনি সবেমাত্র বোস্টন থেকে অভিনয় করে আসছেন, আমাকে জানালেন, নিউ ইংলন্ড ছেড়ে লস অ্যাঞ্জেলসের বাইরে কোনো এক সূর্যস্নাত গ্রামে যেতে চান, যেখানে তিনি একটা নতুন ধরনের বিনোদনের জন্যে খুবই আগ্রহী (নাছোড়বান্দার মতো শোনালো)। সেই মজার খেলার নাম "বায়োগ্রাফ"। আপাতদৃষ্টিতে এই খেলার বৈশিষ্ট্য হলো, নগ্ন সেলুলয়েডে চলমান প্রতিবিম্ব। মিস্টার ফেয়ারব্যাঙ্কস তখন তার অনুগামী নাটকের অভিনেতার সঙ্গে হেসে হেসে বলছিল আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম, যদি সে ব্রডওয়েয় কখনো স্টার বনে যায় তাহলে সে হয়তো তাকে অনুসরণ করে হলিউডে চলে যাবে। কিন্তু, এর মধ্যেও অবশ্য

একটা কিন্তু থেকে যায়, যদি বায়োগ্রাফের ব্যাপারে কিছু ঘটে তবেই। এই সময় একজন নৌ- সৈনিক ম্যানসনের পের্টিকো থেকে বেরিয়ে এসে ঘোষণা করলো,' ভদ্রমহোদয়া এবং ভদ্রমহোদয়গণ, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট........

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ! কথাটা শুনলাম বটে। কিন্তু নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, কিন্তু সেটাই সত্য, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তিনি এসে হাজির হলেন, প্রেসিডেন্ট টেডি রুজভেল্ট। চশমাটা তাঁর নাকের নিচে ঝুলে পড়ছিল। হাসতে গিয়ে তাঁর সারিবদ্ধ দাঁত গুলো প্রকাশ পেল। তবে তাঁর মুখ খানি হাস্যরতই বলা যায়। আর তেমনি হাসতে হাসতে ভীড় ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে তাঁর ডাইনে বাঁয়ে প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করে যেতে থাকলেন। বলাবাহুল্য তিনি একা আসেননি, চিরাচরিত প্রথা মতো তাঁর খ্যাতি অনুযায়ী আমাদের হাই সোসাইটির কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁর চারপাশে ভীড় করেছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি দেখলাম প্রাক্তন বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ান বব ফিজসিমনস-এর বলিষ্ট হাতের মধ্যেই আমার দুর্বল হাতটা স্থান পেয়েছে, সেখান থেকে কয়েক গজ দূরে আর একজন প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ান সেলর টম সারকি এবং বর্তমান চ্যাম্পিয়ান কানাডার টমি বার্নস দাঁড়িয়েছিল। এদের মতো বিরাট মাপের চেহারার মধ্যে আমার ছোটো মাপের চেহারাটা বড় বেমানান দেখাচ্ছিল বলে আমার অন্তত তাই মনে হলো।

সেই সময় ম্যানসনের দোরগোড়ায় এসে হাজির হলেন স্বয়ং তারকা। তিনি নেমে এলেন, নামবার সময়েই তিনি তাঁর প্রশংসা শুনছিলেন নিজের কানে। প্রেসিডেন্ট নিজের থেকেই তারকার সামনে এগিয়ে আসতেই মিস্টার হ্যামারস্টেইন পরিচয় করিয়ে দিলেন। সেই প্রাচীন প্রথায় মিস্টার রুজভেল্ট তাঁর হাতটা নিজের কাছে টেনে নিয়ে চুমু খেলেন। ভীড়ে ঠাসা জনতার ভেতর থেকে জয়ধ্বনি উঠলো। তারপর তিনি অভিবাদন জানালেন চীফ টেনর সিগনর গোনসিকে। অন্যদের সঙ্গে তারকার পরিচয় করে দিল হ্যামারস্টেইন।

আচার আচরণের পর্ব শেষ হতেই আমাদের অন্য চীফ এক্সিকিউটিভ মিষ্টিমধুর চেহারার ফরাসী শিল্পীকে তাঁর বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে ঘরের চারপাশে ঘোরালেন তাঁকে। সেই ফাঁকে তিনি তাঁর পরিচিত লোকজনদের সঙ্গে তারকার পরিচয় করে দিলেন।

প্রেসিডেন্টের অনুগামীদের কাছে যেতে গিয়ে আমি শুনলাম, টেডি রুজভেল্ট মাদাম স্যাগনিকে তাঁর ভাইঝির স্বামীর সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন।এর ফাঁকে তাঁর ভাইঝির স্বামী বর্নিত সুপুরুষ যুবকটির সঙ্গে আলাপ করার একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম। তিনি সবেমাত্র তখন হারভার্ড থেকে এসেছিলেন এবং কলম্বিয়া আইন বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। বলা বাহুল্য আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি তাঁর জ্যাঠামশায়ের মতো রাজনীতিতে নিজেকে নিয়োজিত করবেন কিনা এবং তিনি স্বীকার করলেন একদিন না একদিন তিনি একজন বড় মাপের রাজনীতিবিদ হবেন।

পার্টির সদস্য যত বাড়তে থাকে, মদের ফোয়ারা ততই বাড়তে থাকে। সেখানে তখন একটা খুশির মেজাজে আনন্দধারা ঝর্ণাধারায় নেমে এলো। আমি লক্ষ্য করলাম, এক কোণায় পিয়ানোর সামনে বসে আছে একটি যুবক। তার আঙুলগুলো পিয়ানোর কী বোর্ডের

ওপর হালকা সুরের ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। এ যেন অপেরা সংগীতের ঠিক উল্টো, কারণ সাধারণত সেখানে ক্লাসিক্যাল সংগীতের সুর বাজানো হয়। রুশ যুবকটি আমেরিকায় এসেছে বসবাস করতে। এখনও খুব জোর দিয়ে সে ইংরাজী উচ্চারণ করে থাকে । সে আমাকে বলেছে, সে একজন প্রতিষ্ঠিত সুরকার হতে চায়। খুব ভালো কথা আরভিং বারলিন, শুভেচ্ছা রইলো।

উৎসবের শুরুতে একজন লোকের অভাব অনুভূত হয়েছিল অনেকেরই যার সঙ্গে মিলিত হয়ে অভিনন্দন জানাতে চেয়েছিল, অপরিচিত সে, অসুস্থ ডেভিড মেলরোজকে যে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল, ট্রাজিক ক্যাপ্টেন রেগান। প্রথমে মনে হয়েছিল তার অনুপস্থিতির ব্যাখ্যা করা একটু কষ্টকর হবে। কারণ তার মুখটা মেকআপের জন্য প্রায় ঢাকা ছিল বলা যায়। অবশিষ্ট চরিত্রের অভিনেতারা স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, নাটকের দৃশ্যে তাদের ভূমিকা ছিল গাঢ় নীল ও সোনালি রঙের ইউনিয়ন ইউনিফর্ম পরিহিত মৈত্রীবদ্ধ সৈনিকের। তবে হাসপাতালের দৃশ্যে যারা এতক্ষণ আহত সৈনিকের অভিনয় করছিল তারা এখন তাদের ক্ষতস্থানের ব্যান্ডেজ খুলে ফেলেছিল এবং তাদের নকল ক্র্যাচগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। আর তখনো সেই রহস্যময় টেনর নিখোঁজ।

সে যখন এলো তার আর্বিভাব ঘটলো প্ল্যানটেসন হাউসের প্রধান দরজা পথে। ওপরে মঞ্চে ওঠার জোড়া সিঁড়ি, যেখানে আমরা সবাই পার্টিটা উপভোগ করছিলাম। খুবই স্বল্প ক্ষণের জন্যে তার সেই আবির্ভাব. এই অভূতপূর্ব মেধাবী গায়কটি কি সত্যি সত্যিই একটু লাজুক প্রকৃতির? পোর্টিকোর নিচে যারা ছিল তাদের অনেকেই তাকে পুরোপুরি দেখতে পেল না। কিন্তু সেখানে এমন একজন ছিল যে কিনা তাদের মধ্যে ব্যতিক্রম।

সে যখন দরজাপথ দিয়ে এসেছিল আমি তাকে দেখতে গিয়ে লক্ষ্য করি, তখনও তার মেকআপটা তেমনি অক্ষত অবস্থায় ছিল। অপেরার ব্যান্ডেজে তার সারা মুখটা ঢাকা ছিল। কেবল চোখদুটি খোলা ছিল এবং চোয়ালের সামান্য একটু অংশ দেখা যাচ্ছিল তখনও। সে তার সঙ্গী বালকের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, যে আমাদের মিষ্টি গান শুনিয়ে মুগ্ধ করেছিল, সে হলো পিয়ের মাদাম ডি স্যাগনির ছেলে। মনে হলো বালকটির কানে কানে সে যেন ফিসফিসিয়ে কি বললো এবং বালকটি বুঝতে পারার মতো করে মাথা নাড়ল।

মাদাম ডি স্যাগনি তাদের দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন বদলে গেলেন, তাঁর মুখে ভয়ের ছায়া পড়তে দেখা গেল। তার মুখোশের আড়ালে মাদাম স্যাগনির দৃষ্টি আটকে গিয়েছিল। তিনি লক্ষ্য করলেন তাঁর ছেলে ইউনিয়ন সৈনিকের নীল ইউনিফর্ম পরিহিত টেনরের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দৃশ্যটা ভালো চোখে নিতে পারলেন না তিনি। তাঁর মুখটা ভয়ে আতঙ্কে কালো হয়ে গেল। তিনি তাঁর ভয়ের ভাবটা লুকাতে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকলেন। তারপর তিনি সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকলেন সেই অপচ্ছায়ার দিকে যাওয়ার জন্যে। সেই সময় যথারীতি পিয়ানোর সুর ধ্বনিত হতে থাকে এবং ভীড়ে ঠাসা দর্শকরা হাসিতে ফেটে পড়ে নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করছিল।

দেখলাম তারা দু'জনে গভীর মনযোগ সহকারে পরস্পর কথা বললো বেশ কয়েক মুহূর্ত ধরে। মাদাম ডি স্যাগনি তাঁর ছেলের কাঁধের উপর থেকে টেনরের হাতটা সরিয়ে

দিলেন এবং চোখের ইশারায় ছেলেকে সেখান থেকে চলে যেতে বললেন। ছেলেটি তার মায়ের নির্দেশ পালন করলো। ছেলে চলে যাওয়ার পরেই মাদাম ডি স্যাগনি হঠাৎ হেসে উঠলেন এমন করে, যেন তিনি স্বস্তি পেলেন। টেনর কি তাঁর গানের প্রোগ্রামের জন্যে অভিনন্দন জানাচ্ছিল, নাকি তিনি তাঁর ছেলের জন্যে ভয় পেয়ে গেছেন?

শেষ পর্যন্ত আমি লক্ষ্য করলাম, টেনর একটা চিরকুটে তাঁর বার্তা পাঠালেন, যা তিনি হাতের মুঠোয় চেপে ধরে তাঁর বডিসের নিচে চালান করে দিলেন। তারপর সে ম্যানসনের দরজা পেরিয়ে চলে গেল। এবং অপেরা গায়িকা সিঁড়ি বেয়ে নেমে চললেন অতঃপর পার্টির সঙ্গে আবার মিলিত হওয়ার জন্যে। এমন এক অদ্ভুত দৃশ্য অন্য কেউ দেখেছে বলে তো আমার মনে হয় না।

তখন রাত অনেক গভীর, আনন্দোৎসবে যোগদানকারীরা যখন ক্লান্তির মধ্যেও চরম পুলকে তাদের যে যার ঘোড়ার গাড়িতে চেপে তাদের হোটেল আর কেউ বা তাদের বাড়ির দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল পরস্পরের কাছ থেকে, আমিও তখন নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড পত্রিকা অফিসের উদ্দেশ ছুটে চললাম আপনাদের নিশ্চিত করার জন্যে। আমার মাধ্যমেই আমার পাঠক পাঠিকারা প্রথম জানতে পারবেন, গতরাত্রে ম্যানহাটন অপেরা হাউসে কি ঘটেছিল!

প্রফেসর চার্লস ব্লুম-এর বক্তৃতা

স্কুল অফ জার্নালিজম, কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি, নিউ ইয়র্ক, মার্চ ১৯৪৭

ভদ্রমহোদয়া এবং ভদ্রমহোদয়গন, আমার বিশ্বাস, তরুণ আমেরিকানরা যারা এখন জীবন সংগ্রামে কঠোর পরিশ্রম করছে, একদিন না একদিন তারা ঠিকই মহান জার্নালিস্ট হবে। যেহেতু আমরা এর আগে কখনো মিলিত হইনি, আসুন আপনাদের কাছে নিজেকে পরিচয় করিয়ে দিই। অধমের নাম চার্লস ব্লুম। এই শহরে প্রায় পঞ্চাশবছর ধরে সাংবাদিকতার কাজ করে যাচ্ছি।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে আমি পুরোনো নিউ ইয়র্ক আমেরিকান পত্রিকার অফিসে কপি বয়-এর কাজে যোগ দিই। তারপর ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ নাগাদ আমি কর্তৃপক্ষের কাছে দরবার করি আমার পদমর্যাদার উন্নতিসাধন করার জন্যে। আমার আবেদনে সাড়া দিয়ে তারা আমাকে সিটি ডেস্কে সাধারণ রিপোর্টারের পদে উন্নীত করেন। দৈনিক কাজের ভিত্তিতে শহরের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর সংগ্রহ করতে হবে আমাকে।

বছরের পর বছর ধরে আমি অনেক, অনেক ঘটনার সাক্ষী, আর কত শত কাহিনীর খবরই না সংগ্রহ করে এসেছি, কিছু বীরোচিত, কিছু তাৎক্ষণিক ঘটনার, এমন কিছু কিছু

ঘটনা যা আমাদের এবং পৃথিবীর ইতিহাস পরিবর্তন করে দেওয়ার মতো, আবার এমন কিছু ঘটনা আছে যা স্রেফ বিয়োগান্ত, দুঃখের, বেদনার। আমি দেখেছি কুয়াশাচ্ছন্ন মাঠ প্রান্তর থেকে একা একা চার্লস লিন্ডবার্গকে আটলান্টিক অতিক্রম করার জন্যে চলে যেতে, এবং তাঁর বিশ্ব নায়ক হয়ে দেশে ফিরে আসার মুহূর্তেও আমি সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্যে। আমি ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেল্টের অভিষেকের খবর সংগ্রহ করেছি আবার গত দুবছর আগে তাঁর দুঃজনক মৃত্যুর খবরও ,সংগ্রহ করতে হয়েছে আমাকে। কিন্তু গত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমি কখনো ইউরোপে যাইনি, তবে এই বন্দর থেকেই বহু তরতাজা তরুণ সৈনিককে ফ্ল্যান্ডার্স যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে দেখেছি।

পরবর্তী কালে বিভিন্ন সময়ে আমি 'নিউ ইয়র্ক আমেরিকান' থেকে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং সহকর্মী ড্যামন রানয়নকে ছেড়ে ' হেরল্ড ট্রিবিউনে' চলে যাই, পরে 'টাইমস-এ' যোগ দিই।

আমি কত খুন, জখম, আত্মহত্যা, মাফিয়া গ্যাং-এর সঙ্গে সংঘর্ষ, মেয়র নির্বাচন, যুদ্ধ ও শান্তি চুক্তির সময় হাজির থেকে সমস্তখবরই সংগ্রহ করেছি। আমি গরীব ও বিত্তবান, সবার সঙ্গেই বাস করেছি, তাদের সুখ দুঃখের কথা জেনেছি। আর এ সবই কেবল এই একটি মাত্র শহরের, যার কখনো বিনাশ নেই, নেই চোখে ঘুম।

গত যুদ্ধে, যদিও সে আজ অনেকদিন আগেকাব কথা, আমাকে তখন ইউরোপে পাঠানো হয়েছিল খবর সংগ্রহের জন্যে। আমার প্রথম গন্তব্যস্থল ছিল জার্মানি, আমাদেব B17 এরোপ্লেনে উড়ে যাওয়া। আমার কাজ ছিল প্রায় বছর দুই আগে জার্মানদের আত্মসমর্পনের ঘটনার খবর সংগ্রহ করা, ১৯৪৫ সালে পোর্টসডাম সন্মেলনের চূড়ান্ত চুক্তির বিষয়বস্তু জানার জন্যেই আমাকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে আমি ব্রিটিশ সমরনায়ক উইনস্টন চার্চিলের সঙ্গে মিলিত হই, সম্মেলনের মাঝেই তিনি নির্বাচনে পরাজিত হন এবং তাঁকে স্থলাভিষিক্ত করেন নতুন প্রধানমন্ত্রী লেবার পার্টির ক্লেমেন্ট অ্যাটলি, অবশ্যই আমাদের নিজস্ব প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানও হাজির ছিলেন সেখানে, এমনকি রাশিয়ার মার্শাল স্ট্যালিনও যাঁকে আমার আশঙ্কা এখন বন্ধু হলেও অচিরেই তিনি আমাদের ভয়ঙ্কর শত্রু হতে চলেছেন।

ফিরে আসার পর আমার তখন অবসর নেওয়ার পালা। আর তখনই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিভাগের চেয়ারম্যানের কাছ থেকে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে যোগদানের জন্যে আমন্ত্রণ পাই। এখন আমার কাজ করার অভিজ্ঞতার কথা আমি তোমাদের জানাতে চাই।

তোমাদের মধ্যে যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করো, ভালো জার্নালিস্ট হওয়ার জন্যে কি কি গুণ থাকা দরকার, আমি তাহলে বলবো, এর জন্যে চার রকম গুণ অবশ্যই অর্জন করতে হবে। প্রথমত, তোমরা সব সময় চেষ্টা করবে স্রেফ দেখা নয়, সাক্ষী হওয়া নয়, রিপোর্ট করা নয়, ভালোভাবে সব কিছু উপলব্ধি করার চেষ্টা করবে। যে সব ব্যক্তির সঙ্গে তোমরা দেখা করবে প্রথমে তাঁদের বোঝাবার চেষ্টা করবে, যেসব ঘটনা তোমরা দেখছো উপলব্ধি করার চেষ্টা করবে। একটা পুরোনো প্রবাদ আছে: সবকিছু বোঝবার জন্যে সব

কিছুই ক্ষমা করে দিতে হয়। মানুষ সব কিছু বুঝতে পারেনা, কারণ সে একেবারে ক্রটিমুক্ত নয়, কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে পারে সে। তাই আমাদের কাজ হওয়া উচিত যাদের আমরা ঘটনাস্থলে দেখতে পাইনি, অথচ তারা সেই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তাদের খুঁজে বার করার জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত, আর ঠিক সেই মতোই আমাদের রির্পোট করা উচিত। আর এভাবে যদি আমরা আমাদের কর্তব্য সঠিক ভাবে পালন করি, তাহলে ভবিষ্যতে ইতিহাস বলবে, আমরা সাক্ষী ছিলাম, আমরা রাজনীতিবিদ, আমলা, ব্যাঙ্কার, ফাইনান্সার, টাইকুন এবং সাধারণ লোকেদের চেয়েও অনেকবেশী কিছু দেখেছি এবং জেনেছি। আমাদের এই বেশী জানার কারণ হলো, তারা তাদের আলাদা একটা নির্দিষ্টজগতে সীমাবদ্ধ থেকে যায়, যেখান থেকে বেরিয়ে তারা অন্যত্র কোথাও যেতে পারে না, এর ফলে তাদের দেখাশোনা জানা অসম্পূর্ণ থেকে যেতে বাধ্য। কিন্তু আমাদের বিচরণ তো সর্বত্র। আর যদি আমাদের পর্যবেক্ষণে কোথাও ক্রটি থেকে থাকে, অসম্পূর্ণ থেকে থাকে, যেমন আমরা কি দেখেছি এবং শুনেছি সেসব উপলব্ধি না করেই যদি আমরা যেটুকু জেনেছি, অর্থাৎ সেই অসম্পূর্ণ জানা ও দেখাকে সত্য বলে জাহির করে রিপোর্ট লিখি, তাহলে বলবো তার মতো ডাহা মিথ্যে আর কিছু হতে পারে না এবং ইতিহাস আমাদের কখনোই ক্ষমা করবে না। পরবর্তীকালে ইতিহাসই বলবে আমাদের রিপোর্টে আমরা মিথ্যের বেসাতি করেছি।

দ্বিতীয়ত, শেখায় কখনো ইতি টানবে না। শিক্ষার কখনো শেষ নেই, যত শিখবে তত বেশী করে জানার সুযোগ পাবে। কাঠবিড়ালের মতো হওয়ার চেষ্টা করবে। প্রতিটি কেসের খবরাখবরগুলো একটা একটা করে তোমাদের জ্ঞানের ভান্ডারে মজুত করে রাখবে। এবং আরো খবর সংগ্রহের চেষ্টা করে যাবে। তারপর যখন মনে হবে, খবরের আর কিছু বাকী নেই, তখন শেষ প্রাপ্ত খবরগুলোর মধ্যে থেকে বুদ্ধিতে যেগুলোর ব্যাখ্যা নেই, সেগুলে কাটছাঁট করে তবেই তোমাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরী করবে।

তৃতীয়ত, একটা কাহিনীর সন্ধানে তোমাদের ঘ্রাণশক্তি বাড়াতে হবে। এর অর্থ হলো, পঞ্চেন্দ্রিয়াতিরিক্ত অনুভূতি বা স্বতঃলব্ধ জ্ঞান, একটা কিছু যেন ঠিক নয় এরকম অবগত হওয়া। আবার এই উপলব্ধি থেকে মনে হবে, যেন কিছু একটা অস্বাভাবিক ঠেকছে, যা কেউ দেখতে পাচ্ছে না। যদি তুমি তোমার ঘ্রাণশক্তির উন্নতিসাধন করতে না পারো, তাতে তোমার কিছু এসে যাবে না। হয়তো তুমি তোমার কাজে যোগ্য ব্যক্তি বলে প্রতিপন্ন হতে পারো। তোমার কাহিনী উতরে যেতে পারে কোনো সন্দেহের ব্যতিরেকেই। তুমি তোমার কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মানবে, আর তোমাকে বলা হবে, ঠিক কি ধরনের ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে তোমাকে। তারা মিথ্যে বলুক কিংবা সত্যিই বলুক, তাদের নির্দেশ মতোই তোমাকে রিপোর্ট করতে হবে। তারপর তুমি তোমার পারিশ্রমিক বাবদ পেমেন্ট হাতে নিয়ে বাড়ি চলে যাবে, তোমার কর্তৃপক্ষের প্রশস্তি শুনবে, খুব ভালো কাজ হয়েছে তোমার ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু যদি তোমার ঘ্রাণশক্তি প্রবল না হয়, তাহলে তো তুমি পার্টি কিংম্বা কোনো ঘটনাস্থলে ঘুরে বেড়াতে পারবে না। যেমন পুলিশ কুকুরের ঘ্রাণশক্তিই যদি না থাকে তাহলে সে অপরাধীকে ধরবেই বা কি করে? তখন তুমি দেখবে, বছরের সব চেয়ে বড় স্ক্যান্ডাল তুমি উড়িয়ে দিয়েছো, কারণ তুমি সেই কেসের তদন্তের কাজে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করে থাকবে,

যেমন ডাক্তারি রিপোর্ট, অন্যায্যভাবে অপরাধীর বেকসুর খালাস, হঠাৎ অভিযোগ প্রত্যাহার, এবং তোমার সমস্ত সহকর্মীদের এসব প্রত্যক্ষ না করার ফলেই তোমার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল সেই স্ক্যান্ডাল থেকে। আমাদের যা পেশা, তাতে ব্যর্থতার কোনো অবকাশ নেই, এ যেন গ্র্যান্ড প্রিক্স দৌড়ে বিজয়ী হওয়া, তোমাকে জানতে হবে, তুমি সত্য-নিষ্ঠা এবং ক্লান্তি হীন পরিশ্রম করে একটা সত্য কাহিনী সৃষ্টি করেছ, এখানে প্রচার–মাধ্যমকে তুড়ি মেড়ে উড়িয়ে দিতে হবে কারণ তারা প্রচারের চেয়ে অপপ্রচারই বেশী করে থাকে। একটা কথা স্যার মনে রাখতে হবে, তোমাকে গুড স্টোরি টেলার হতে হবে।

আমরা সাংবাদিকরা কারোর প্রিয় হবো কিংবা কারোর ভালোবাসার পাত্র হবো, সেদিকে লক্ষ্য রেখে চলবো না। আমরা কারোর মনোরঞ্জনের কিংবা ফরমাসি লেখা লিখবো না কখনো। যদি আমরা আমাদের এই অদ্ভুত ভবিষ্যৎকে মেনে নিয়ে সত্যের পথে এগিয়ে যেতে চাই, তাহলে পুলিশের মতো এই পেশাটাকে গ্রহণ করতে হবে। আমাদের মতো পুলিশকেও কখনো কখনো সৎ কাজের জন্যে অপ্রিয় হতে হয় অপরাধীদের কাছে। তবে তারা হয়তো আমাদের পছন্দ করবে না, কিন্তু অনেক উঁচু মানের এবং শক্তিমান ব্যক্তিত্বের মানুষের প্রয়োজন আছে আমাদের।

সিনেমার তারকা হয়তো আমাদের দূরে সরিয়ে চলে যাবে, কারণ সে লিমোসিন গাড়ি চরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু প্রেস যদি তার সম্পর্কে কিংবা তার বর্তমান ও আগামী ছবি সম্পর্কে কিছু উল্লেখ না করে তার এজেন্ট অচিরেই চি ৎকার করে আমাদের কাগজের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাদের অকর্মন্যতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে ছাড়বে না।

রাজনীতিবিদ যখন ক্ষমতায় থাকবেন তখন তিনি হয়তো আমাদের দোষারোপ করবেন, তখন তাঁর মিথ্যে অভিযোগের প্রতিবাদ করবে না। অপেক্ষা করে থাকবে পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত, তখন তোমরা তাঁকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করবে। তিনি তখন তাঁর নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্যে তোমাদের কাছে অনুরোধ করবেন তাঁর নির্বাচনী বক্তৃতা কাগজে ফলাও করে ছাপানোর জন্যে। না, তাঁর সেই অনুরোধ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে দেবে। এই ভাবে তাঁকে উচিত শিক্ষা দিয়ে বুঝিয়ে দেবে সাংবাদিকরা অবহেলার পাত্র নয় কোনো সময়েই। সে নির্বাচনী প্রচার করার সময়েই হোক কিংবা নির্বাচনে জয়ী হয়ে পার্লামেন্টের গদিতে আসীন হওয়ার পরেও।

উঁচু মানের এবং শক্তিমান ব্যক্তিত্বের মানুষেরা আমাদের প্রতি খুবই খুশি, এবং তারা আমাদের ওপর নির্ভর করে থাকেন। কেন জানো ব ৎস, আমাদের প্রয়োজন আছে তাঁদের। হ্যাঁ, এ কথা খুবই সত্য, কারণ সত্যিকারের কোনো পরিচয় নেই তাঁদের। তাই কেবল আমরাই তাঁদের প্রচারের আঙ্গিনায় তুলে আনতে পারি। আবার খেলোয়াড়রা চায় তাদের প্রদর্শিত ক্রীড়াকৌশলের খবর যেন যথাযথভাবে কাগজে রিপোর্ট করা হয় কারণ তাদের প্রিয় ফ্যান বা অনুরাগীবা তা জানতে চায়। সোসাইটি হোস্টেসরা ব্যবসায়ীদের আসরে অংশ গ্রহণের জন্যে নির্দেশ দেয়, কিন্তু যদি আমরা তাদের সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করি তাহঁলে তারা খেপে লাল হয়ে যাবে।

সাংবাদিকতা যেন একটা ক্ষমতার প্রতিভূ। খারাপভাবে ব্যবহার করা হতে পারে,

ক্ষমতা নিষ্ঠুর অত্যাচারের একটা পাসপোর্ট বলা যায়, যখন যা খুশি মতো যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা যায়। তাই সেটা ভালো ভাবে এবং সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করার প্রয়োজন আছে, যাকে বাদ দিয়ে কোনো সমাজ বেশীদিন টিঁকে থাকতে পারে না আর উন্নতও হতে পারে না। আর এটাই হলো ভালো সাংবাদিক হওয়ার চতুর্থ গুণ। কখনো কোনো প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়াটা আমাদের কাজ নয়। তাই কখনো সেরকম কোনো তরফ থেকে আহ্বান এলে আমাদের ভান করতে হবে, আমরা উঁচু মাপের এবং শক্তিমান ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে থেকে কিছু ভালো কাজ করে দেখাতে চাই, এবং বিশেষ কোনো দল বা প্রতিষ্ঠানের অনুগত বা অনুগামী হতে চাই না, কারণ তাতে আমাদের নিরপেক্ষতা বজায় থাকে না। হয়তো একদিন কোনো না কোনো ভাবেই কোনো দলে বা প্রতিষ্ঠানের অনুরক্ত হয়ে উঠতে পারি। কিন্তু তা তো হওয়ার নয়, গণতন্ত্রে আমাদের কাজ হলো অনুসন্ধান করা, অজানাকে জানা, গোপন কিছু ফাঁস করে দেওয়া, নিয়ন্ত্রণ করা. কারোর দৃষ্টি আকর্ষণ করা, প্রশ্নের জাল বোনা এবং জিজ্ঞসাবাদ করা আর আমাদের প্রধান কাজ হলো যতক্ষণ না আমরা কোনো ঘটনার বিশ্বস্ততা সত্য বলে প্রমাণ করতে পারছি ততক্ষণ অপরের বক্তব্য বা প্রমাণ এমন কি পুলিশী রিপোর্টকেও অবিশ্বাস করে যাওয়া। এর কারণ আমাদের যথেচ্ছ ক্ষমতা আছে, আমাদের চারপাশে ভিড় করে আছে, ভন্ড, জাল লোক, হাতুড়ে ডাক্তার, নাছোড়বান্দা সেলস্ম্যান; এদের দেখা যায় অর্থসংস্থায়, বাণিজ্যে, কলকারখানায়, চিত্তবিনোদনে এবং সবার উপরে রাজনীতিতে।

মনে রাখবে তোমাদের প্রভু হচ্ছে সত্য এবং সত্যের একনিষ্ঠ পাঠক, অন্য আর কেউ হতে পারে না। আর একটা কথা মনে রেখো কখনো কাউকে তোষামোদ করবে না, কারোর ভয়ে নিজেকে গুটিয়েফেলবে না, নিজেকে কখনো কারোর কাছে বিকিয়ে দেবে না, আর কখনো ভুলে যেও না, তোমাদের সমস্ত কাজ, প্রচেষ্টা ও সম্মানের ওপর পাঠকের অনেক দাবি আছে যেমন দাবি সেনেটের মতো সত্য শ্রবণ করা। অতএব ক্ষমতা ও সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে অবিশ্বাসী মন নিয়ে বসে থাকবে আর তাহলেই সাংবাদিকতার সব কৃতিত্বের অধিকারী হতে পারবে।

অনেক দেরী হয়ে গেছে, আর পড়াশোনার চাপে তোমরাও খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছো, তোমাদের ক্লান্ত চোখ-মুখ থেকেই বুঝতে পারছি হয়তো তোমরা একঘেয়েমি অনুভব করছো। তাই এই একঘেয়েমি কাটাতে বাকী সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করতে আমি তোমাদের একটা গল্প বলবো। এ হলো গিয়ে গল্পের গল্প। না, না, তোমরা যা ভাবছো তা নয়, এ সেই ধরনের গল্প নয়, যে গল্পে আমি একজন বিদায়ী নায়ক, তবে হ্যাঁ, ঠিক তার উল্টোটাই ভাবতে পারো। এ সেই একটা গল্প, যে গল্পে আমি দেখতে ব্যর্থ হয়েছি, আমার চারপাশে তখন যেন একটা অস্পষ্টের জাল ফেলা ছিল। আমি তখন বয়সে তরুণ, রক্ত টগবগ করছিল, আর এমনি বেপরোয়া ছিলাম যে, বুঝতে পারছিলাম না, সত্যি সত্যি আমি কি দেখছিলাম, আমি কিসের সাক্ষী হতে যাচ্ছি!

এ আবার সেই গল্প, যার উপকরণ পেয়েছিলাম জীবনে মাত্র একবারই, যে গল্প আমি এর আগে কখনো লিখিনি। আমি কখনো ফাইলও করিনি যদিও এ গল্পের সার মর্ম

মহাফেজখানায় সংরক্ষিত, তবুও পুলিশ বিভাগ সেটা ছাপানোর জন্যে পান্ডুলিপি প্রেসে জমা দিয়েছে। কিন্তু আমি তখন সেখানে ছিলাম, আমি সব কিছুই দেখেছিলাম। আমাকে জানতেই হবে, কিন্তু আমি সেটা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হই। আমি যে সেটা কখনো ফাইল করিনি, আংশিক ভাবে আমার ব্যর্থতার এটাও একটা কারণ হতে পারে। তবে ব্যর্থতার কারণ আংশিক ভাবে আরো একটা ছিল। তখন একটা ঘটনা ঘটেছিল, যদি সেটা পৃথিবীতে প্রকাশ হয়ে পড়তো তাহলে তার সঙ্গে জড়িত লোকেরা ধ্বংস হয়ে যেত। অবশ্য কারো কারোর ভাগ্যে সেরকম কিছু একটা প্রাপ্য ছিল আর আমি পরে তাদের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। আর তারা হলো ঃ নাজি জেনারেল, মাফিয়া ডনেরা, দুর্নীতিগ্রস্ত শ্রমিক নেতারা এবং এমন কয়েকজন রাজনীতিবিদ ছিল যাদের টাকা দিয়ে কেনা যেত। কিন্তু বেশীরভাগ লোকেদের ধ্বংস হওয়ার মতো তেমন জোরালো কোনো কারণ ছিল না। আবার ইতিমধ্যেই কতকগুলো লোকের অবস্থা এতই শোচনীয় হয়ে উঠেছিল যে, এর ওপর তাদের দুর্ভাগ্যের কথা জাহির হয়ে গেলে তাদের যন্ত্রণা দ্বিগুণ হয়ে যেত। হয়তো তাই, তবে যদিও আমি তখন র‍্যানডলফ্ হার্স্ট-এর ইয়েলো প্রেসে কাজ করতাম, তাই যদি তার সম্পাদক জানতে পারতেন, আমি যা দেখেছিলাম. শুনেছিলাম তা শুধুমাত্র আমি বেদনা অনুভব করায় তাঁর দপ্তরে রিপোর্ট করিনি, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই আমার ওপর প্রচন্ডভাবে ক্রুদ্ধ হতেন। এখন চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত, তাই সেটা প্রকাশ পেলে তেমন অঘটন কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না আমার।

১৯০৬-এর শীতের মরসুম তখন। আমার বয়স তখন চব্বিশ, নিউ ইয়র্কে 'নিউ ইয়র্ক আমেরিকান' পত্রিকার একজন সাংবাদিক হিসেবে আমি গর্বিত, আর এ পেশা আমি ভালোও বাসি। পিছনে ফেলে আসা দিনগুলির কথা যখন ভাবি কেমন যেন একটা বিহ্বলতায় পেয়ে বসে আমায় আমার হঠকারিতার জন্যে। আমি তখন খুবই বেপরোয়া স্বভাবের যুবক ছিলাম, একেবারে পুরোপুরি বেপরোয়া, কিন্তু আমার বোঝার মতো ক্ষমতা ছিল যৎসামান্য, অতি নগণ্য।

সেই শীতের ডিসেম্বরে নিউ ইয়র্ক শহর যখন বিশ্বের সেরা এক অপেরা সংগীত শিল্পী ক্রিস্টিন ডি স্যাগনিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, তার মানে আমেরিকাবাসী সেই প্রথম বিশ্বসেরা গায়িকার গানে মোহিত হতে চলেছে, তিনি তখন নতুন অপেরা হাউস ম্যানহাটন অপেরার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তাঁর গান শোনাচ্ছেন। তাঁর বয়স তখন বত্রিশ, রীতিমতো সুন্দরী এবং আকর্ষণীয়া। তিনি তাঁর বারো বছরের পুত্র পিয়েরকে সঙ্গে করে এনেছিলেন, সঙ্গেএকজন পরিচারিকা এবং ছেলেটির শিক্ষক ফাদার যোসেফ কিলফয়েল। তাছাড়া আরো দু'জন পুরুষ সেক্রেটারিও ছিল। ৩ ডিসেম্বর, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ছ'দিন আগেই তিনি নিউ ইয়র্কে এসে পৌঁছলেন তাঁর স্বামী ছাড়াই। তাঁর স্বামী নরম্যান্ডিতে তাঁর এস্টেটের কাজে আটকা পড়েছিলেন তখন, তবে পরবর্তী জাহাজেই চলে আসেন তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে।

যদিও অপেরা সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান ছিল না। কিন্তু নিউইয়র্কে তাঁর আবির্ভাব একটা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, কারণ তাঁর মতো সুপ্রসিদ্ধ কোনো গায়িকা এর আগে আটলান্টিক অতিক্রম করে নিউ ইয়র্কে আসেনি। তিনি এখন নিউ ইয়র্ক শহরের মধ্যমণি। নিউ ইয়র্কে তাঁর গাইড হওয়াটা আমার সৌভাগ্য বলা যায়, সেই সঙ্গে আমার

পরিচিতিটাও কাজে লাগিয়েছিলাম, এই শহরের সমস্ত দর্শনীয় স্থানগুলো দেখানোর ভার ছিল আমার ওপরে। আমার কাছে এ কাজটা যেন একটা স্বপ্নের মতো মনে হয়েছিল। তাঁকে নিয়ে প্রেস এতই হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিল যে, তাঁর হোস্ট অপেরা হাউসের মালিক অস্কার হ্যামারস্টেইন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করার ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করে বসেন। তাঁর স্যুইটে সবার প্রবেশাধিকার বন্ধ হয়ে গেলেও আমার কিন্তু ওয়ালডর্ফ অ্যাস্টোরিয়ায় তাঁর সান্নিধ্যলাভে একটুও ঘাটতি পড়েনি। যথারীতি আমাদের পত্রিকায় তাঁর প্রতিদিনের গন্তব্যস্থল এবং শহরের হাই সোসাইটি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের খবর ছাপতে থাকলাম। আমেরিকান সিটি ডেস্কে থাকাকালীন সময়ে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে কত অজানা তথ্য সংগ্রহ করতে পারার জন্যে প্রথমেই ধন্যবাদ জানাতে হয় আমার কর্তৃপক্ষকে।

তবু তা সত্ত্বেও আমাদের চারপাশে তখন একটা অদ্ভুত রহস্যময় কিছু ছড়িয়েছিল, যা আমি চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হই। ''অদ্ভুত কিছু'' বলতে আমি এখানে বোঝাতে চাইছি, এক ভয়ঙ্কর আকৃতির চেহারার মানুষ নাকি অতিমানব বলবো ঠিক বুঝতে পারছি না, হঠাৎ আমাদের সামনে এসে হাজির হচ্ছিল এবং ছলে বলে কৌশলে নিজের ইচ্ছে মতো আবার আচমকা উধাও হয়ে যাচ্ছিল, আমরা হদিশ করতে পারছিলাম না তাকে। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য, চমক জাগিয়ে দেয়, বিহ্বল করে তোলে। তাকে চকিতে একবার দেখা যায়, কিন্তু ধরা যায় না। আমার তখন মনে হয়েছিল, হয় সে অপচ্ছায়া কিংবা অতিমানব বা মহাপুরুষ, কারণ শুনেছি মহাপুরুষরা যদি বা তাঁর ভক্তদের দেখা দেন, কিন্তু সব সময়েই তিনি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যান। তবে তিনি যাই হোন না কেন, একটা কথা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল তখন, সেই দৃশ্যের অন্তরালে তিনি এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছিলেন। আর যে কোনো সময়ে সেই দৃশ্যের আড়ালে আর এক যে দৃশ্যের খেলা চলছিল তখন, অচিরেই তার অবতারণা হতে পারে।

হতে পারে নয়, হয়েছিল তাই একদিন, তখন ঠিক বুঝতে পারিনি। প্রথমে ফ্রান্সের প্যারিস শহর থেকে একজন আইনজ্ঞ নিজের হাতে করে একটা চিঠি নিয়ে এলেন। সে এক অদ্ভুত কাকতালীয় ব্যাপার, সেই চিঠিই প্রাপকের পৌঁছে দিতে আমি সাহায্য করি। সেটা পৌঁছে দিতে হয়েছিল নিউ ইয়র্কের বিত্তবান এবং অত্যন্ত শক্তিশালী একটি প্রতিষ্ঠানের হেডকোয়াটারের অফিসে। সেখানকার বোর্ডরুমে সেই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারকে চকিতে একবার দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার, বলাবাহুল্য চিঠিটা তাঁর উদ্দেশ্যেই লেখা হয়েছিল। দেওয়ালের স্পাইহোল দিয়ে আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়েছিলেন তিনি, সে এক ভয়ঙ্কর বিভীষিকাময় মুখ, মুখোশের আড়ালে ঢাকা ছিল। এ ব্যাপারে আমি খুব কমই চিন্তা করলাম, কারণ আমি বেশ ভালো করেই জানতাম, আমার কথা কেউ বিশ্বাসই করবে না।

চার সপ্তাহের মধ্যে ম্যানহাটন অপেরার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্যে নির্ধারিত প্রধানা গায়িকার প্রোগ্রাম বাতিল করা হয় এবং তার পরিবর্তে ফ্রান্সের প্যারিস থেকে এই বিশ্বসেরা ফরাসী গায়িকাকে অস্বাভাবিক মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিকে আহ্বান করা হয়। এই সময় একটা গুজব রটে যায়, অস্কার হ্যামারস্টেইনের পিছনে এক গোপন এবং এমন কি অতি

বিত্তবান পুরুষ রয়েছেন, একজন অদৃশ্য ফাইনান্সার-কাম-পার্টনার, যাঁর নির্দেশে গায়িকা বদল করা হয়েছিল। এই যোগাযোগের ব্যাপারে আমার সন্দেহ করা উচিত ছিল, কিন্তু আমি তা করিনি।

ফরাসী গায়িকা মাদাম স্যাগনি যখন হাডসন জাহাজঘাটার জেটীতে অবতরণ করলেন, সেই অদ্ভুত চেহারার অতিমানব তথা মহামানব বা মহাপুরুষের আবার আবির্ভাব ঘটেছিল সেখানে। এবার কিন্তু আমি তাঁকে দেখতে পাইনি, তবে আমার এক সহকর্মী দেখতে পেয়েছিল। তার দেওয়া সেই মহামানবের বিবরণ আমার দেখা অদ্ভুত প্রকৃতির লোকটিরই অনুরূপ, দীর্ঘদেহী পুরুষ, মুখে মুখোশ লাগানো, ওয়্যারহাউসের ছাদে দাঁড়িয়ে প্যারিস থেকে নিউ ইয়র্কে আগত অপেরার প্রধানা গায়িকাকে দেখছিলেন। আগের মতো এবারেও আমি আবার তার যোগসূত্রটা দেখতে ব্যর্থ হলাম। পরে সুস্পষ্ট হয়ে যায়, হ্যামারস্টেইনকে বাতিল করে দিয়ে তিনি নিজে মাদাম স্যাগনিকে দেখতে গিয়েছিলেন। কিন্তু কেন? পরবর্তীকালে ঘটনাচক্রে সেই কারণটা আমি জেনেছিলাম, কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিলো।

আমি আগেই বলেছি, মাদাম স্যাগনির সঙ্গে আমি যখন প্রথম মিলিত হই, মনে হয়েছিল তিনি আমাকে পছন্দ করতেন, এবং এক বিশেষ সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্যে তিনি আমাকে তাঁর স্যুইটে প্রবেশাধিকার দিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে দেখি তাঁর ছেলে পিয়ের একটা উপহারের প্যাকেট খুলতে ব্যস্ত ছিল, সেই উপহার প্রেরকের নাম অজ্ঞাত ছিল। সেই উপহারটা একটা বানরবেশী মিউজিক্যাল বক্স। পিয়ের যখন সেই মিউজিক্যাল বক্সের চাবি ঘুরিয়ে বাজাতে শুরু করলো, মাদাম ডি স্যাগনি এমন বিহ্বল চিত্তে তাকালেন মনে হলো যেন তাঁর মাথায় বাজ পড়লো। ফিস্ ফিসিয়ে বলে উঠলেন তিনি, "মুখোশধারী। বারো বছর আগেকার কথা। তিনি নিশ্চয়ই এখানে রয়েছেন।" আর এরপরেও আমি তার বেশী এগোতে চাইলাম না।

মাদাম স্যাগনি সেই বানর-পুতুলটির উৎস সন্ধানে মরিয়া হয়ে উঠলেন। আমার অনুমান, কোনি দ্বীপের কোনো টয় শপ থেকে সেটা এসে থাকবে। দু'দিন পরে আমরা সবাই তখন সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। আমি গেলাম সেই পার্টির গাইড হিসেবে। আবার খুবই অদ্ভুত ধরণের কিছু একটা সেখানে ঘটতে দেখা গেল। বলাবাহুল্য, এবারেও কোনো রকম সতর্কীকরণ ঘন্টা বাজতে শোনা গেল না।

আমাদের দলের সদস্য-সদস্যা ছিলেনঃ অপেরার প্রধানা গায়িকা, তাঁর ছেলে পিয়ের এবং তার শিক্ষক ফাদার জো কিলফয়েল।

খেলনার ব্যাপারে আমার তেমন কোনো আগ্রহ না থাকার দরুন মাদাম ডি স্যাগনি এবং তাঁর ছেলে পিয়েরকে ফান মাস্টারের হাতে তাঁদের ভার দিয়ে টয় শপের বাইরে অপেক্ষা করতে থাকি। ফান মাস্টার সেই মেলার পূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন তখন। টয় শপে প্রবেশ করার কোনোরকম ইচ্ছে আমার ছিল না। তবে আমার সেখানে যাওয়া উচিত ছিল, কারণ পরে আমি জানতে পারি যে লোকটি পিয়ের এবং তার মাকে দোকনের ভিতরটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাচ্ছিল, সে আর কেউ নয় সেই অশুভ দর্শনের লোকটি, যে নিজেকে ডারিয়াস বলে পরিচয় দিয়েছিল, যাকে আমি কয়েক সপ্তাহ আগে প্যারিসের চিঠিটা দিতে গিয়েছিলাম।

পরে ফান মাস্টারের কাছ থেকে জানতে পারি, সে সর্বক্ষণ ছেলেটির কাছে কাছেই ছিল, এই লোকটি নিজেকে খেলনার এক্সপার্ট হিসেবে পরিচয় দিয়ে টয়শপে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। সেই সময় টয় শপে এরকম একজন লোকের খুবই প্রয়োজন ছিল, কারণ তাদের নিয়মিত টয় এক্সপার্ট কর্মচারিটি তখন ছুটিতে ছিল বলে ফান মাস্টার তাকে সেদিনের জন্যে বহাল করে তাদের টয়শপে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি সে তখন সারাটা সময় কাটায় পিয়েরকে তার অভিভাবকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে।

যাইহোক ক্যাথলিক যাজককে সঙ্গে নিয়ে আমি সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়াই, আর সেই সময় ছেলে আর তার মা দোকানের ভেতরে খেলনাগুলো পরীক্ষা করে দেখতে থাকে। সেখনে বানর-পুতুল খেলনার সারি সারি র‍্যাক সাজানো ছিল। কিন্তু মাদাম স্যাগনির ওয়ালডর্ফ অ্যাস্টোরিয়া হোটেলের স্যুইটে সেই উপহার হিসেবে পাঠানো বানর খেলনা থেকে যে সুর আমি শুনেছিলাম, সেরকম সুরের কোনো বানর-খেলনা ছিল না সেখানে।

তারপর সেখান থেকে ফান মাস্টারের সঙ্গে তিনি যান মিরর হলে সেই জায়গাটা পরীক্ষা করে দেখার জন্যে। এবারেও আমি সেখানে গেলাম না, তবে আবার এ কথাও ঠিক যে, এক্ষেত্রে আমাকে আমন্ত্রণ করা হয়নি। সব শেষে আমি আবার মেলায় ফিরে এসে খোঁজ নিই পার্টি ম্যানহাটনে ফিরে যাবার জন্যে প্রস্তুত কিনা।

আমি তখন দেখি, আইরিশ যাজক পিয়েরকে সঙ্গে নিয়ে অপেক্ষারত ঘোড়াগাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। সেই ঘোড়ার গাড়িটা আমরা রেলওয়ে স্টেশন থেকে ভাড়া করে এনেছিলাম। স্ট্যান্ডে সেই গাড়িটাই কেবল দেখে এসেছিলাম, কিন্তু তখন দেখলাম যে, আর একটা ঘোড়ার গাড়ি ঠিক তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। দৃশ্যটা একটু অদ্ভুত ধরনের মনে হলো আমার এই কারণে যে, জায়গাটা মরুভূমির মতো শুন্য, এক বুক নির্জনতা বিরাজ করছিল সেখানে।

আমি তখন বাইরে বেরোবার গেটটা আর মিরর হলের ঠিক মাঝামাঝি একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম। সেই সময় একটি লোককে মনে হলো আমার দিকে ছুটে আসছে, তার চোখে-মুখে আতঙ্ক। সেই লোকটি আর কেউ নয় ডারিয়াস। সেই রহস্যজনক প্রতিষ্ঠানের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার সে, যার সত্যিকারের বস হলো মুখোশের আড়ালে সেই রহস্যময় অতিমানব পুরুষটি, যার আতঙ্কে সবাই স্তম্ভিত। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, বুঝি সে আমার দিকেই ছুটে আসছে, কিন্তু সে যেন আমাকে দেখতেই পায়নি এমনি ভাবে আমার পাশ দিয়ে সোজা ছুটে চলে গেল। মিরর হল থেকেই ছুটে আসছিল সে। আমার পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে চিৎকার করে কি যেন বলছিল সে, তবে আমাকে নয়, যেন সমুদ্রের বাতাসকে বলছিল যাতে করে তার কথাগুলো হাওয়ায় ভেসে গিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সে যাইহোক, আমি তার ভাষা বুঝতে পারিনি। আমি ইংরিজিতে তেমন অভ্যস্ত নই, তবে কথা বলার শব্দ শুনে একটু-আধটু বুঝতে পারি, যদিও সব সময়েই যে মানে বুঝতে পারি তা নয়। তাই সঙ্গে সঙ্গে আমার নোটবই আর পেন্সিল হাতে নিয়ে লিখতে বসে গেলাম, আমি যা যা শুনেছি খেয়াল করে সেসব লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করলাম।

পরে, অনেক পরে, এবং তখন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল, আমি কোনি দ্বীপে ফিরে

গেলাম এবং ফান মাস্টারের সঙ্গে আবার কথা বললাম। তার কাছে খোঁজ নিলাম, মিরর হলে একটু আগে তেমন কোনো ঘটনা ঘটেছে কিনা। সে তখন আমার চোখের সামনে একটা জার্নাল মেলে ধরলো, যাতে আমি সমুদ্রের ধারে বেড়াবার সময় যা যা ঘটেছিল দেখতে পাই, সবকিছুই লিপিবদ্ধ করে রেখেছিল। যদি আমি সেই পরিচ্ছদটার ওপর ভালো করে নজর দিতাম, তাহলে আমার চারপাশে তখন কি ঘটেছিল তা আমি অনায়াসে টের পেয়ে যেতাম এবং পরে যে সব অপ্রিয় ঘটনা ঘটেছিল আমি তা প্রতিরোধ করতে পারতাম। কিন্তু ফান মাস্টারের জার্নালের গভীরে আমি যাইনি, মানে দেখিনি। তাছাড়া লাতিন ভাষায় লেখা তিনটি শব্দ আমি বুঝতে পারিনি।

বৎস, এখন তোমাদের কাছে সেটা খুবই অদ্ভুত বলে মনে হবে, কিন্তু সেই সব দিনগুলিতে পোশাকের ব্যাপারে একটা নিয়মনিষ্ঠা ছিল। যুবকদের ক্ষেত্রে আশা করা হতো তারা সব সময়েই গাঢ় রঙের পোষাক পরবে। জামার কলার হাতার অগ্রভাগ সাদা হবে। কিন্তু মুশকিল হলো কি, তখনকার দিনে তারা যে বেতন পেত তাতে ধোবিখানার বিল মেটানো সম্ভব ছিল না। তাই আমাদের অনেকেই যখন আলাদা সেলুলয়েডের কলার এবং জামার হাতার অগ্রভাগ ব্যবহার করতো, যা রাত্রে আলাদা করে নিয়ে বাড়িতে নিজেই ধোলাই করে নিতে পারতো। এর ফলে বেশ কয়েকদিন শার্টটা পরা যেত, সেই সঙ্গে সব সময়েই পরিষ্কার কলার আর কাফ ব্যবহার করা সম্ভব হতো। আমার বাঁপাশ দিয়ে যে লোকটা চিৎকার করতে করতে ছুটে গিয়েছিল তার সেই কথাগুলো বুঝতে না পারলেও আমার নোটবুকে লিখে রেখেছিলাম। আমি জানতাম, লোকটা ডারিয়াস না হয়ে যেতেই পারে না।

তাকে ওই ভাবে ছুটে যেতে দেখে আমার মনে হয়েছিল, প্রায় নাছোড়বান্দা, অথচ তাকে যখন বোর্ডরুমে দেখেছিলাম, বরফের মতো ঠান্ডা মাথার এক্সিকিউটিভ এর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তার ঘন কালো চোখদুটি বিস্ফারিত এবং দৃষ্টি তার স্থির অকম্পন, তার মুখটা করোটির মতো সাদা ফ্যাকাশে, যখন পাগলের মতো দৌড়চ্ছিল তখন সেই কালো চুলগুলি হাওয়ায় উড়ছিল। আমি তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করলাম, সে তখন পার্ক গেটের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। সেখানে সে আইরিশ যাজকের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল, যিনি পিয়েরকে ঘোড়ারগাড়িতে তুলে দরজা বন্ধ করছিলেন। তারপর তিনি মিরর হলের দিকে ফিরে চললেন তাঁর নিয়োগকর্ত্রীর খোঁজ নেবার জন্যে।

যাজককে দেখে ডারিয়াস থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো এবং তারা দু'জনে পরস্পর পরস্পরের দিকে বেশ কিছুক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো। এমন কি নভেম্বরের শীতল বাতাসে তিরিশ গজ অতিক্রম করে এসেও আমি একটা টেনশন অনুভব করছিলাম, তারা যেন দু'টি ষাঁড়, লড়াই-এর আগে মহড়া দিয়ে নিচ্ছিল। তারপর ডারিয়াস রণে ভঙ্গ দিয়ে নিজের ঘোড়াগাড়িতে চড়ে উধাও হয়ে গেল সেখান থেকে।

ফাদার কিলফয়েল পথ চলতে থাকলেন অতঃপর, তাঁকে খুবই কঠোর এবং চিন্তিত দেখা যাচ্ছিল। এই সময় মিরর হল থেকে মাদাম স্যাগনিকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল, তাঁর মুখটা কাঁপা কাঁপা দেখাচ্ছিল। আমি যেন তখন এক রহস্যময় নাটকের মাঝে এক অবাঞ্ছিত চরিত্র এবং বুঝতেই পারছিলাম না আমি কি দেখছি। তারপর আমি এল রেলস্টেশনে

ফিরে গেলাম এবং তারপর ট্রেনে ম্যানহাটনে। আমরা সবাই তখন একেবারে নীরব হয়েই ছিলাম কেবল পিয়ের ছাড়া, সে তখন টয়শপে কি দেখেছিল না দেখেছিল, সে ব্যাপারে বকে যাচ্ছিল।

আমার শেষ ক্লু পাওয়া গেল তিনদিন পরে। নতুন অপেরার উদ্বোধন অনুষ্ঠান দারুন সফল হয়েছিল একটা নতুন অপেরা, যার নাম আমি ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু তারপর থেকে আমি কখনো আর অপেরা বাফে যাইনি! মাদাম স্যাগনি যেন স্বর্গ থেকে দেবদূতের গান গেয়েছিলেন এবং অর্ধেক শ্রোতা চোখের জল ফেলতে ফেলতে অপেরা হাউস থেকে বেরিয়ে যায়। পরে মঞ্চের ওপর একটা ছোট খাটো পার্টি দেওয়া হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট টেডি রুজভেল্ট সেই পার্টিতে হাজির ছিলেন আর তাঁর চারপাশ ঘিরে ছিল নিউ ইয়র্কের সোসাইটি; সেখানে হাজির ছিল বক্সার বাফেলো বিল, হ্যাঁ। এবং অবশ্যই অনেক যুবতী গায়িকাও। আমি যখন বক্সারের সঙ্গে মিলিত হয়ে তার সঙ্গে কথা বলছিলাম, তখন সবাই অপেরার প্রধানা গায়িকাকে শুভেচ্ছা জানাতে ব্যস্ত ছিল।

আমেরিকান সিভিল ওয়ার-এর ঢং-এ অপেরার সেট সাজানো হয়েছিল, আর মূল সেটটা ছিল চমৎকার ভার্জিনিয়ান প্ল্যান্টেশনের সামনে, সামনের দরজাটা খোলা এবং মঞ্চের দু 'ধারে দুটি সিঁড়ি, মেঝে পর্যন্ত নেমে গেছে। উ ৎসব পার্টির মাঝখান দিয়ে দরজাপথে একজন লোকের আবির্ভাব ঘটতে দেখা গেল।

আমি সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলাম তাঁকে, কিংবা আবার এও ভাবলাম, আমি চিনতে পেরেছি। তিনি তাঁর ভূমিকার কস্টিউম পরেছিলেন বলে, ইউনিয়ন সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম পরিহিত একজন আহত ক্যাপ্টেন, তবে যাঁর মাথায় এমন ভয়ঙ্কর ভাবে চোট লেগেছিল যে তাঁর মুখটা সম্পূর্ণভাবে মুখোশের আড়ালে ঢাকা ছিল। হ্যাঁ নাটকের শেষ দৃশ্যে তিনিই সেই আবেগময় দ্বৈত সংগীত গেয়েছিলেন মাদাম ডি স্যাগনির সঙ্গে। তিনি তখন তাঁদের বিয়ের বাগ্‌দানের আংটিটা মাদাম স্যাগনিকে ফেরত দিচ্ছিলেন। হঠাৎ আমার চোখে একটা অদ্ভুত জিনিস ঠেকলো, অপেরার অনুষ্ঠান শেষ হলেও আহত ক্যাপ্টেন তখনো তাঁর মুখে তেমনি মুখোশ পরেছিলেন। তারপর শেষ পর্যন্ত আমি উপলব্ধি করলাম, কেন এই ব্যতিক্রম। তিনি হলেন সেই অতিমানব, তথা মহাপুরুষ ছদ্মনামময় চেহারা, যিনি নিউ ইয়র্কের প্রচুর অর্থ ও সম্পদের মালিক, যিনি তাঁর অর্থ দিয়ে ম্যানহাটন অপেরা হাউস সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিলেন এবং তিনিই ফরাসী গায়িকাকে আটলান্টিক পার করিয়ে নিউ ইয়র্কে আনিয়েছিলেন। কিন্তু কেন? এর কারণ আমি পাইনি, তার পরে যখন পেয়েছিলাম তখন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল।

আমি যখন মাদাম স্যাগনির সঙ্গে কথা বলছিলাম তখন একজন আকর্ষণীয় ভদ্রলোক, যিনি অবিশ্বাস্যভাবে তাঁর স্ত্রীর সাফল্যে গর্বিত এবং সেইমাত্র আমাদের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে তিনি যেন খুশিতে ডগমগ। তার কাঁধ ছাপিয়ে পিছনে তাকাতেই অপেরার প্রধানা গায়িকাকে দেখলাম সিঁড়ি বেয়ে পোর্টিকোয় উঠে গেলেন এবং একজনের সঙ্গে কথা বললেন, যাকে আমি দেখেছি, মাত্র কয়েকবার, কিন্তু চিনতে একটুও ভুল হয়নি, তিনি হলেন সেই অতিমানব নাকি মহামানব কিংবা মহাপুরুষ বলা যায়। অবশ্য যাঁর মুখের দিকে

তাকালে একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্কও যে সৃষ্টি যে হয় না তা নয়, কারণ তাঁর মুখোশের অন্তরালে না জানি আরো কত কত ভয়ঙ্কর আতঙ্ক লুকিয়ে আছে, কে জানে। আর তখনি খেলা বুঝতে পারলাম, তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল আমার। পৃথবীটা যে গোল বুঝতে পারলাম, তা না হলে একজন মানুষকে ঘুরে ফিরে বার বার দেখা হবেই বা কেন? হ্যাঁ, এখন আমি জোর গলায় বলতে পারি উনি ছাড়া অন্য আর কেউ হতে পারে না। আবার এও মনে হলো, যিনি একজন বিশ্বসেরা অপেরা গায়িকা, তাঁর দেখা পাওয়া, এমন কি একটি হাসি মুখ দেখতে পাওয়া, কিংবা দু'দন্ড দাঁড়িয়ে থেকে যাঁর সুমধুর কণ্ঠস্বর শোনার জন্যে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করতে হয়, এ হেন মহিলার ওপর যথেষ্ট প্রভাব আছে ওই মহামানবের। বোধহয় তিনি মহামানব বলেই আর এক মহামানবীর ওপর তাঁর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছেন। এ তো গেল আমার অনুমান। কিন্তু আমার আবার এও মনে হয়, ওঁদের দু'জনের মধ্যে এমন একটা কোনো গোপন সম্পর্ক আছে যা প্রমাণ করা যায়, করলে হয়তো উভয়কেই বর্তমান খ্যাতির চূড়া থেকে অনেক নিচে নেমে আসতে হবে। আর সেই ভয়েই কি বার বার ওঁদের এমন গোপন মিলন। নাকি গোপন অভিসার? তবে ঠিক এই মুহূর্তে কোনো কিছুই ভাবা যায় না, আবার অনেক কিছুই ভাবা যায়। তাছাড়া ওঁরা যে পরস্পরের পরিচিত এখনো পর্যন্ত আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। আজ থেকে বারো বছর আগে প্যারিসের ঘটনাবহুল ঘটনা সব এবং বলাবাহুল্য সবই রহস্যে ঘেরা এক একটা কুহেলিকা যেন, যার সূত্র আছে, কিন্তু সমাধানের কোনো পথ নেই।

ওঁরা এ ওর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে মহামানব ভাঁজ করা কাগজের একটা ছোট্ট নোট মহামানবীর হাতে দিতেই তিনি নিমেষে সেটা নিজের তালুবন্দ করে তাঁর বডিসের ভেতরে চালান করে দিলেন। তারপর মহামানব আবার অদৃশ্য হয়ে গেলেন আগের মতোই, দেখা দেওয়া এবং মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া।

আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকা, ''নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড'' পত্রিকার গমিক কলামিস্ট পরের দিন লিখলো, নিজের চোখে ঘটনাটা দেখেছে সে, এবং তার ধারণা অন্য আর কেউ সেটা দেখেনি। তাঁর ধারণা যে বড় ভুল তার একমাত্র সাক্ষী আমি। হ্যাঁ, আমিও দেখেছিলাম বৈকি। এবং তার থেকে অনেক বেশী খবর আমি জানি, এ আমার গর্ব, এ আমার সুখ, এ আমার আনন্দ। সন্ধ্যার বাকী সময়টা মাদাম স্যাগনির ওপর নজর রাখলাম। লক্ষ্য করলাম, ভেতরে ভেতরে খুবই ছটফট করছিলেন তিনি, বেশ বুঝতে পারছিলাম তাঁর সেই ছটফটানির কারণ কি হতে পারে। কিছুক্ষণ পরে তিনি ভীড় ঠেলে একটা নির্জন জায়গায় চলে গেলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে চারদিক তাকিয়ে একবার দেখে নিলেন তিনি। তারপর বুকের ভেতর থেকে চিরকূটটা বার করে পড়লেন। পড়া শেষে তিনি আবার একবার তাকালেন চারদিক, না, কাউকে দেখতে পেলেন না তিনি। এমন কি আমি যে একটা থামের আড়াল থেকে তাঁর গতিবিধি সব লক্ষ্য করছিলাম তা তিনি ঘূণাক্ষরেও জানতে পারলেন না। নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি তখন চিরকূটটা দলা পাকিয়ে একটা বলের মতো করে ময়লা ফেলার একটা ক্যানে ফেলে দিলেন। কয়েক মুহূর্ত পরে আমি সেটা সেখান থেকে উদ্ধার করলাম। বৎস, তোমরা তরুণরা যদি আগ্রহী হও আমি সেটা দেখাতে পারি, সেটা আমার সঙ্গেই আছে।

সেদিন রাত্রে আমি সেটা আমার পকেটে চালান করে দিয়েছিলাম। সেটা আবার ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে ড্রেসিংটেবিলের ওপর সপ্তাহখানেক পড়েছিল। পরে সেটা আমি পড়ে দেখি. সেই লেখাটা ছিলো এইরকম ঃ "ছেলেটিকে অন্তত একটি বারের জন্যে আমাকে দেখতে দিও। আমাকে শেষ বারের মতো বিদায় জানাতে দিও। প্লিজ। যেদিন তুমি চলে যাওয়ার জন্যে জাহাজে চড়বে, সেদিন আমি তাকে দেখতে চাই। ডন। ব্যাটারি পার্ক। এরিক।"

তারপর, কেবল তারপর থেকেই আমি কিছু কিছু ঘটনা একত্রিত করলাম। বারো বছর আগে প্যারিসে তাঁর বিয়ের আগে তাঁর গোপন ভক্ত কিংবা প্রেমিক থাকতে পারে। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে কোনো রকম প্রতিবাদ না করেই যিনি আমেরিকায় দেশান্তরিত হয়েছিলেন, পরবর্তীকালে যেখানে তিনি বিত্তবান এবং যথেষ্ট ক্ষমতাবান হয়ে ওঠেন, তিনিই ওঁকে প্যারিস থেকে এখানে এনে তাঁর অপেরা হাউসে প্রধানা গায়িকার সম্মান দেন। ব্যাপারটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর। তোমাদের রোমান্টিক লেডি ঔপন্যাসিকার চেয়ে নিউ ইয়র্ক সিটির রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো সাংবাদিকের সংগ্রহ করা লেখার খোরাক মনে হয় অনেক ভালো। আমি নিজেকে সেই রকম সাংবাদিক বলেই মনে করি। কিন্তু কথা হচ্ছে সব সময় তিনি তাঁর মুখটা মুখোশের আড়ালে ঢেকে রাখতে যাবেনই বা কেন ? অন্যদের মতো কেনই বা তিনি মুখোশ খুলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন না ? আমার এসব প্রশ্নের উত্তর আজও পাইনি, কিংবা জানবার চেষ্টাও কখনো করিনি। আর সেটাই আমার সব থেকে বড় ভুল।

যাইহোক, মাদাম স্যাগনি ছ'রাত্রি গান করেন। প্রতিবারেই অপেরা হাউস ভীড়ে ঠাসা হয়ে যায়। ৮ ডিসেম্বর তাঁর শেষ অনুষ্ঠান। আর একজন অপেরা প্রধানা গায়িকা ডেম নেলি মেলবা, বিশ্বে ফরাসী অভিজাত গায়িকার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী, ১২ ডিসেম্বর এখানে পৌঁছনর খবর ছিল। এদিকে মাদাম ডি স্যাগনি, তাঁর স্বামী, পুত্র এবং দলের অন্য সদস্যরা কভেন্ট গার্ডেনে যাওয়ার জন্যে সাউদাম্পটন, ইংল্যান্ডগামী RMS সিটি অফ প্যারিস জাহাজে উঠলেন। তাঁদের আমেরিকা থেকে ফিরে যাওয়ার দিন ধার্য হয়েছিল ১০ ডিসেম্বর। আমার সঙ্গে ওঁর যে বন্ধুত্বের বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল তাঁরই জোরে আমার ইচ্ছে আছে ওইদিন হাডসন বন্দরে গিয়ে ওঁকে বিদায় জানিয়ে আসবো এবং এ ব্যাপারে আমি একেবারে বদ্ধপরিকর ছিলাম। ইতিমধ্যে তাঁর সব অনুগামীরা আমাকে তাঁর পরিবারের একজন হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিল। 'নিউ ইয়র্ক আমেরিকান' পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর শেষ সাক্ষাৎকার নেবার সুযোগ আমি পেয়ে গেলাম। এরপরেই মাদাম ডি স্যাগনির অধ্যায় শেষ হয়ে যাবে। তারপর আমি আমার আগের কাজে ফিরে যাবো।

৯ ডিসেম্বর রাতে আমার চোখে ঘুম বলতে একরকম ছিলই না। যখনই চোখের পাতাগুলো এক করার চেষ্টা করেছি, কেমন যেন একটা বিভীষিকা দেখছিলম বার বার। এর কারণ কি আমি জানি না, বলতে পারবো না। কিন্তু সব কিছু অবগত হলে তোমরা সবাই বুঝতে পারবে এমন কিছু রাত্রি আছে, এবং কিছু সময় পরে তোমরা বুঝতে পারবে, ঘুম যখন আসেই না তখন ফিরে আবার ঘুমোবার জন্যে অহেতুক চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। ঘুম ভেঙে যাওয়াটা অনেকটা বীণা বা সেতারের তার ছিঁড়ে যাওয়ার মতো, একবার ছিঁড়লে তার যেমন আর জোড়া লাগে না, ঘুমের অবস্থাও ঠিক তাই। তখন নতন তারের

সংযোজন দরকার, তেমনি নতুন করে পরের রাত্রে ঘুমোবার চেষ্টা করা উচিত। অহেতুক বিছানায় পড়ে থাকার কোনো মানে হয় না। তাই আমি ভোর পাঁচটায় বিছানা থেকে নেমে এসেছিলাম। তারপর আমি প্রাতঃকৃত্য সেরে দাড়ি কামাই। তারপর আমার সব থেকে ভালো গাঢ় পোশাকটা পরলাম। গাঢ় রঙের শার্টে সেলুলয়েডের সাদা স্টিফ কলার এবং হাতের অগ্রভাগের সাদা কাফ লাগিয়ে নিলাম। তারপর টাইটাও ঝুলিয়ে নিলাম ত্রস্ত হাতে। অত ভোরে ঘুম থেকে জেগে ওঠার দরুন একবার ভাবলাম ওয়ালডর্ফ অ্যাস্টোরিয়া হোটেলে গিয়ে মাদাম স্যাগনির সঙ্গে প্রাতঃরাশে যোগ দিই। ট্যাক্সি ভাড়া বাঁচানোর জন্যে আমি হাঁটা পথই ধরলাম, কারণ তখন হাতে আমার যথেষ্ট সময় ছিল। অতটা পথ হেঁটে এলেও সাতটা বাজার দশ মিনিট আগেই আমি পৌঁছে গেলাম সেখানে। তখনো যথেষ্ট অন্ধকার ছিল, কিন্তু ব্রেকফাস্টরুমে ফাদার কিলফয়েলকে কফির পেয়ালা হাতে একা বসে থাকতে দেখলাম। অবশ্য তিনি আমাকে উৎফুল্ল সহকারে স্বাগত জানালেন এবং চোখের ইশারায় আমাকে একটা চেয়ারে বসতে বললেন।

'আঃ মিস্টার ব্লুম, তিনি বলেন, 'তাহলে আপনাদের এমন চমৎকার শহর ছেড়ে আমাদের চলে যেতেই হচ্ছে। আমাদের বিদায় জানাতে আসবেন, আসবেন না ? আসবেন বলছেন ! খুব ভালো কথা। আপনার জন্যে গরম পুডিং আর টোস্টের ফরমাস দিই, কেমন ! ওয়েটার ...... '' একটু পরেই মিস্টার স্যাগনি এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তিনি এবং যাজক নিজেদের মধ্যে ফরাসী ভাষায় কিছু আলোচনা সেরে নেন। আমি ওঁদের কথা বুঝতে পারলাম না, কিন্তু ওঁদের কাছে জানতে চাইলাম, ওঁরা আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন কিনা। ফাদার কিলফয়েল মাদামের স্বামীকে আমার কথাটা ফরাসী ভাষায় বললেন। তারপর আমাকে জানালেন, মাদাম এখন পিয়েরের ঘরে গেছেন তাকে প্রস্তুত করার জন্যে। এটা ওঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার, এবং আমার করার কিছুই ছিল না, এই কারণে যে, মাদাম যদি কিছুক্ষণের জন্যে উধাও হয়ে যান ওঁর সেই অদ্ভুত ধরনের স্পনসরকে বিদায় জানাতে, কিছু বলার থাকতে পারে না। তবে আমি ওঁকে আটটার সময় আশা করছিলাম এবং মনে মনে একটা ছবিও এঁকে ফেলেছিলাম ঃ একটা সুন্দর ট্যাক্সি থেকে নেমে এসে তাঁর স্যুইটের প্রবেশপথের দরজায় দাঁড়িয়েই তিনি আমাদের সম্ভাষণ জানাবেন ওঁর সেই স্বভাবসুলভ মিষ্টি হাসি হেসে।

অগত্যা আমরা তিনজনে তখন গল্পগুজবে মেতে উঠলাম। আমি ফাদারকে জিজ্ঞাসা করলাম, নিউ ইয়র্কে কিরকম উপভোগ করলেন তিনি ? উত্তরে তিনি বলেন, খবু চমৎকার সিটি। জিজ্ঞেস করলাম, আর কোনি দ্বীপটা কেমন লাগলো, । এক্ষেত্রে তাঁর চেয়াল দুটো কেমন যেন শক্ত হয়ে উঠলো, তাঁকে কঠোর হয়ে উঠতে দেখা গেল। অদ্ভুত জায়গা, অবশেষে তিনি বলেন, অদ্ভুত অদ্ভুত লোকের বাস সেখানে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ফান মাস্টার? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি তো বটেই, অন্যেরাও।

আমি এবার আন্দাজে ঢিল মারার চেষ্টা করলাম। ওহো, আপনি কি অন্যেরা বলতে ডারিয়াসকে বোঝাতে চাইছেন? সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘুরে বসলেন। আমার দিকে সরাসরি তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি ওঁকে জানলেন কি করে? তাঁর নীল চোখের দৃষ্টি কেমন তীক্ষ্ণ দেখালো। উত্তরে বললাম, 'ওঁর সঙ্গে আমার মাত্র একবারই দেখা হয়েছিল। '....

তিনি বললেন, 'কোথায় আর কখন বলুন', । তাঁর কথাটা অনুরোধের চেয়ে হুকুমের মতোই যেন শোনালো। আমি তখন একটু সময়ের জন্যে মনে মনে ভেবে নিলাম, বলবো কি বলবো না। তারপর মনে হলো চিঠির ব্যাপারটা প্রকাশ করা তেমন ক্ষতিকারক কিছু নয়। তাই আমি তখন আমার আর প্যারিসের উকিল ডুফোরের মধ্যে কি ঘটেছিল ব্যাখ্যা করে বললাম। তারপর নিউ ইয়র্ক শহরের সর্বোচ্চ টাওয়ারের একেবারে ওপরতলার পেন্টহাইস স্যুইটে যাওয়ার কথাও বললাম, কিছুই বাদ দিলাম না। এর আগে আমার কখনো মনে হয়নি, ফাদার কিলফয়েল কেবল পিয়েরের শিক্ষকই নয়, সেই সঙ্গে মাদাম ডি স্যাগনি এবং তাঁর স্বামী অপরাধ শ্রবণকারী যাজকও বটে।

মাদাম স্যাগনির স্বামী ইংরিজী জ্ঞানের অভাবে একঘেয়েমি ভাব অনুভব করছিলেন অনেকক্ষণ থেকে। একটু পরেই তিনি নিজে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ওপর তলায় ফিরে গেলেন। উনি চলে যাবার পর আমি আমার কথার জের টেনে বলতে শুরু করলাম, সেদিন ডারিয়াসকে অদ্ভুত ভাবে আমার পাশ দিয়ে ছুটে যেতে দেখে খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমি। শুধু তাই নয়, তাকে কেমন যেন খেপাটের মতো দেখাচ্ছিল। তিনটি অবোধ্য শব্দ উচ্চারণ করছিল সে তখন। ফাদার কিলফয়েলের সঙ্গে তার রক্তচক্ষুর দৃষ্টি বিনিময় হয়েছিল, এবং তারপরেই চলে যায় সে। যাজক ভুরু কুঁচকে নীরবে আমার কথা শুনছিলেন। আমি থামতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ 'সে কি বলেছিল আপনার মনে আছে?' আমি তাঁকে বললাম, বিদেশী ভাষায় বলে ছিল সে, তবে সে যা বলেছিল যতখানি মনে রাখতে পেরে রেখেছিলাম নোট করে রেখেছি।

এই সময় মিস্টার ডি স্যাগনি ফিরে এলেন। তাঁকে চিন্তিত দেখাচ্ছিল। ফরাসী ভাষায় ফাদার কিলফয়েলকে বললেন, ফাদার ইংরিজীতে তার অনুবাদ করে শোনালেন আমাকে। 'ওরা কিন্তু ওদের ঘরে নেই। মা ও ছেলেকে দেখতে পেলাম না।' আমি অবশ্যই জানি, কেন ওরা ওঁদের ঘরে নেই, আর কোথায় বা যেতে পারেন। আমি ওঁকে আশ্বস্ত করে বলি, 'চিন্তা করবেন না। ওঁরা একজনের সঙ্গে মিলিত হতে গেছেন।'

যাজক আমার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকলেন, আমি কি করে জানলাম জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলেন তিনি, তবে কথাটা স্রেফ পুনরাবৃত্তি করলেন, "মিলিত?"..... "তার এক পুরোনো বন্ধু, মিস্টার এরিককে বিদায় বন্ধু বিদায় বলার জন্যে," এই কথাটা আমি যোগ করলাম, তখনো আমি তাঁকে সাহায্য করার চেষ্টা করলাম। আইরিশম্যান তখনো আমাক দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে ছিলেন, মনে হলো মিস্টার স্যাগনি ফিরে আসার আগে আমরা যে ব্যাপারে কথা বলছিলাম তিনি সেটা মনে করার চেষ্টা করছিলেন। তিনি আমার কাছে এসে আমার কনুইটা চেপে ধরলেন, তাঁর নিজের দিকে আবার টেনে নিয়ে হাতটা উল্টে-পাল্টে দেখলেন।

আর সেখানেই সেই তিনটি শব্দ লেখা ছিল। গত দশ দিন ধরে আমার হাতের এই কাফটা অন্য সব গুলোর সঙ্গে আমার ড্রেসিং টেবিলের ওপর পড়েছিল আর আজই সকালে সুযোগ পেয়ে সেটা তুলে নিয়ে আমার কব্জিতে লাগিয়ে নিয়েছিলাম। ফাদর ফিলফয়েল চকিতে একবার কাফটা দেখে নিয়ে একটা শব্দ উচ্চারণ করলেন আমি জানতাম না

ক্যাথলিক যাজক সেটা অবগত ছিলেন। তারপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন, এবং আমাকে চেয়ার থেকে তুলে আমার মুখের কাছে তাঁর মুখ সরিয়ে এনে চিৎকার করে উঠলেন। ঈশ্বরের নামে বলুন উনি কোথায় গেছেন? ...... তাঁর হাতদুটো আমার গলার ওপর চেপে বসার দরুন আমি রুদ্ধকণ্ঠে কোনো রকমে বললাম,' ব্যাটারিপার্ক।''

তিনি তখনআমার সঙ্গে ছুটে গেলেন লবিতে, আর বেচারা মিস্টার স্যাগনি তাঁর পিছু পিছু ছুটতে থাকলেন। প্রধান দরজা দিয়ে বেড়িয়ে গেলেন তিনি, একটা বড় তাঁবুর নিচে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন তিনি। টুপি পরিহিত এক ভদ্রলোক ঠিক সেই সময় ঘোড়ার গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিলেন, আমি ছুটে গিয়ে সেই ঘোড়ার গাড়িতে লাফিয়ে উঠে বসলাম।

ফাদার কিলফয়েল কোচোয়ানের উদ্দেশে চিৎকার করে উঠলেন, 'ব্যাটারি পার্ক, ছুটে চলো। তোমার ঘোড়াটাকে পক্ষীরাজ করে তোলো।'

সারাটাক্ষণ ফাদার কিলফয়েল গাড়ির এক কোণায় কুঁজো হয়ে বসেছিলেন, তিনি তাঁর হাতদুটো চিবুকে ঠেকিয়ে কি যেন ভাবছিলেন। তিনি প্রচন্ড ক্রোধে বিড় বিড় করে বলছিলেন,' পবিত্র মেরি, ঈশ্বরের মাতা আমাদের হয়ে কামনা করুন, আমরা যেন ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারি।' এক সময় তিনি থামলেন, এবং আমি ঝুঁকে পড়ে আমার শার্টের হাতায় লাগানো কাফের ওপর লেখাটা তাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম,' এর অর্থ বলতে আপনি কি বোঝেন?' তিনি আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কি যেন বোঝবার চেষ্টা করলেন।

''ডেলেন্ডা এস্ট ফিলিয়াস?'' আমার নোট করা কথাটার পুনরাবৃত্তি করে উত্তরে তিনি বললেন,'এই তিনটি শব্দের অর্থ হলোঃ ছেলেটিকে খতম করতেই হবে।'' কথাটা শুনেই আমি অসুস্থবোধ করলাম, অসুস্থ শরীরটা পিছনে এলিয়ে দিলাম।

এখন বুঝতে পারছি কোনি দ্বীপে যে লোকটি আমার পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল, তার তরফ থেকে অপেরার প্রধানা গায়িকার কোনো বিবাদের আশঙ্কা ছিল না, আসলে বিপদ ঘনিয়ে আসছিল তাঁর ছেলের। কিন্তু তখনো একটা রহস্য থেকে যায়। ডারিয়াস কেনই বা তাঁর ছেলেকে খতম করতে যাবে? আমার মনে তখন একটা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল, হয়তো সে তার প্রভুর মৃত্যুর পর তাঁর সৌভাগ্য এবং সম্পদের উত্তরাধিকার হতে পারবে না, তাই যদি হয় তবু সেই ফরাসী দম্পতির একমাত্র পুত্রকে কেনই বা সে হত্যাকরতে চেয়েছিল? ওদিকে ঘোড়ার গাড়িটা তখন প্রায় ফাঁকা ব্রডওয়ে রাস্তায় ছুটে চলছিল। পূর্বে ব্রুকলিন ছাড়িয়ে ভোরের সূর্য তার আলোর ছটা ছড়িয়ে দিচ্ছিল সারা আকাশ পথে। স্টেট স্ট্রীটের মেন গেটের সামনে এসে হাজির হলাম আমরা, যাজক গাড়ি থেকে নেমেই পার্কের দিকে ছুটতে শুরু করে দিলেন।

ব্যাটারি পার্ক তখন যেরকম ছিল এখন ঠিক সে রকমটি নেই। আজ ভবঘুরে আর বহিরাগতরা এখানে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে পারে। এখন সেখানে চেনা অচেনা কত মানুষই না লনের চত্বরে দেখা যায়। কিন্তু তখন জায়গাটা খুবই ফাঁকা থাকতো, পার্কের ভেতরে পাথরের নুড়ি বিছানো পথগুলো জনমানবশূন্য, কচ্চিত দু'একজন পরিচিত মানুষজনকে

পাথরের বেঞ্চে বসে থাকতে দেখা যেত। এবং সেখানকার যে কোনো একটা বেঞ্চে আমরা যাকে খুঁজতে যেতাম ঠিক পেয়ে যেতাম, এখন যা একেবারেই অসম্ভব, কারণ অনেক অচেনা ভীড়ের মধ্যে থেকে একজন চেনা মানুষকে খুঁজে বার করা যে কত কঠিন কাজ তা তোমারা নিজেরাই বুঝতে পারবে বৎস।

ব্যাটারি পার্কের বাইরে তিনটি আলাদা আলাদা ঘোড়ারগাড়িকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। সেগুলোর মধ্যে একটা ছিল ঢাকা, যার ওপর ওয়ালডর্ফ অ্যাস্টোরিয়া হোটেলের লেবেল আঁটা ছিল। এর থেকেই সহজেই ধরে নেওয়া যায় যে, ওই ঘোড়ার গাড়িতে চেপেই মাদাম ডি স্যাগনি এবং তাঁর ছেলে এখানে এসে থাকবেন। কোচোয়ান তার বক্স আসনে যথারীতি গুটিসুটি মেরে বসেছিল, শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছিল সে তখন। দ্বিতীয় ঘোড়ারগাড়িটাই একই আকারের, কিন্তু তাতে কোনো লেবেল আঁটা ছিল না। সেটা যে কোনো প্রতিষ্ঠানের ধনী মালিকের তাও মনে হয় না।

কিছু দূরে আর একটা ছোটো ঘোড়ারগাড়ি পার্ক করা ছিল, নিজ চালিত গাড়ি, ঠিক এরকম একটি গাড়িই আমি দশদিন আগে ফানফেয়ার গ্রাউন্ডের বাইরে দেখতে পেয়েছিলাম। তাই এর থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, ডারিয়াসও হাজির হয়েছে এখানে।আর সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝে গেলাম, এখন নষ্ট করার মতো সময় আমাদের হাতে নেই। তাই আমরা সবাই তখন পার্কের গেট পেরিয়ে প্রায় ছুটতে শুরু করলাম।

পার্কের ভিতরে প্রবেশ করে আমরা এক একজন এক দিকে ছড়িয়ে পরে ভিন্ন ভিন্ন পথে চলতে থাকলাম এই কারণে যে, এর ফলে আমরা পার্কের সারা জায়গাটা দেখতে পাবো। তরুবীথি ছায়া জায়গাটা তখনো ভোরের কুয়াশায় ঢাকা ছিল। তাই এ অবস্থায় আমাদের আকাঙ্খিত মানুষজনকে খুঁজে বার করা খুবই কঠিন কাজ বলে মনে হয়েছিল আমার। কিন্তু বেশ কয়েক মিনিট ধরে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানোর পর এক সময় আমরা এক পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, গভীরএবং সুরেলা কণ্ঠস্বর। এবং অপর জনের সেই সুন্দরী অপেরা গায়িকার। আমি তখন ভাবছিলাম সন্ধান তো পেলাম, তবে কি আমি এখন আমার অপর সঙ্গীদের খোঁজ করতে মোড় নেব তাদের জায়গায় ? সত্যি কথা বলতে কি আমি তখন সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়ে এমন একটা ঝোপঝাড়ের আড়ালে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম, সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল তাঁদের।

আমার তখনি এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল সেখানে। আমার উপস্থিতির কথা জানান দেওয়া উচিত ছিল, সেই সঙ্গে তাঁদের সতর্ক করে দিলে ভালো হতো। কিন্তু যার জন্যে সতর্ক করে দেবার কথা ভাবছিলাম, সেই ছেলেটিই তখন ছিল না সেখানে। তখন আমার আর একটা সম্ভবনার কথা মনে পড়ে গেল, আচ্ছা মাদাম স্যাগনি তাঁর ছেলেকে হোটেলে রেখে আসেননি তো? তাই আমি এখানে একটু নীরব থেকে কান পেতে রইলাম ওঁদের পরবর্তী কথা শোনার জন্যে। ওঁরা দুজনে একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন। তবে ওঁদের নীচু গলার কণ্ঠস্বর আমি ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে অনায়াসে স্পষ্টতই শুনতে পাচ্ছিলাম।

লোকটির মুখে যথারীতি মুখোশ লাগানো ছিল। তাঁর মুখোশ ঢাকা মুখটা দেখেই

আমি চিনতে পারি, এই লোকটিই সেদিন ইউনিয়ন অফিসারের ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় অপেরা হাউসের প্রধানা গায়িকা মাদাম ডি স্যাগনির সঙ্গে সেই করুণ দ্বৈত সংগীত গেয়ে দর্শকদের চোখ জল এনে দিয়েছিলেন। সেই একই ভঙ্গিমা, একই কণ্ঠস্বর। কিন্তু সেই প্রথম আমি ইউনিয়ন অফিসারের ভূমিকায় অবতীর্ণ লোকটিকে কথা বলতে শুনলাম। এর আগে কখনো তাঁর কণ্ঠস্বর আমি শুনিনি।

'পিয়ের কোথায়?' তিনি জানতে চাইলেন।

উত্তরে মাদাম বললেন,' সে এখনো ঘোড়ার গাড়িতেই বসে আছে। আমি তাকে বলে এসেছি, তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে আমাদের কিছু সময় দেবার জন্যে, খুব শীগরীর এসে যাবে সে।'

আমি তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, যদি ছেলেটি ঢাকা ঘোড়ার গাড়িতে বসে থাকে তাহলে এ তো ভালোই, পার্কে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়ালেও ডারিয়াস তার সন্ধান পাবে না।

' এখন বলো , তুমি আমাকে কি করতে বলো?' সেই অতিমানবকে জিজ্ঞেস করলেন মাদাম স্যাগনি।

' সারাটা জীবন ধরে আমি প্রত্যাখ্যাত হয়েছি, আমাকে আমার ভলোবাসা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, আমার সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয়েছে, আমার জীবনকে নিয়ে জুয়া খেলা হয়েছে। কেন, কেন এসব করা হয়েছে........ তা তুমি বেশ ভালো করেই জানো। স্রেফ একটি বার সেই সব বছরগুলি পেরিয়ে গেলে দেখতে পাই , এক অতি স্বল্প মুহূর্তে আমি হয়তো ভালোবাসার সন্ধান পেয়ে থাকবো, এমনই একটি অনুভূতি হয়েছিল আমার তখন। সেই মুহূর্তটার কথা ভাবতে গিয়ে এখন আমার কি মনে হচ্ছে জানো, এই যে এখন আমার বুকে যে হাহাকার, না পাওয়ার বেদনা ধিকি ধিকি জ্বলছে অহরহ, যা অন্তহীন, আমার এখনকার এই দুঃসময়ের থেকে তখনকার সেই ভলোলাগার মুহূর্তটি যেন অনেক ভালো ছিল আমার কাছে। ক্ষনিকের হলেও সে তো অনেক সুখের, আনন্দের, অনেক ভালোলাগার মুহূর্ত। সেই মুহূর্তটা কি তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারো না?'

চুপ করো এরিক। এখন তা আর সম্ভব নয়, তা কখনোই হতে পারে না। সেই সময় আমি একবারই মাত্র ভেবেছিলাম, তুমি সত্যিকারের অতিমানব, আমার গানের অদৃশ্য দেবদূত, পরে আমি সত্যকে জানতে পারি, তুমি স্বাভাবিক পুরুষ নও, সব দিক বিবেচনা করে দেখেছি, তুমি কেবলি মানুষ, তার বেশী কিছু নও। আর তোমার ক্ষমতার কথা ভেবে পরে আমি ভীষণ ভয় পেয়ে যাই। এক একসময় তোমার প্রচন্ড রাগ দেখে ভয় পেতাম, পরক্ষণেই তোমার দক্ষতা আমার মুগ্ধতায় পরিণত হতো। তবু তোমার সেই দক্ষতা, তোমার সব রকমের গুনাগুণের মধ্যে থেকে তোমার মধ্যে যে ক্রোধ দেখতে পেয়েছিলাম, সেটাই তখন আমার কাছে সবকিছু ছাপিয়ে যেন প্রধান হয়ে উঠেছিল, এবং তোমাকে ভয় পাওয়ার সেটাই আমার মুখ্য কারণ ছিল। যেমন গোখরো সাপের সামনে পড়লে খরগোসের ত্রাহি ত্রাহি রব ওঠে আমারও তখন সেই অবস্থা।

' সেই শেষ সন্ধ্যায় অপেরা থেকে অনেক দুরে লেকের অন্ধকারে আমি তখন এতই ভয় পেয়েছিলাম যে, আমি ভেবেছিলাম ভয়ে আমার মৃত্যু হবে। সেই ঘটনার পর আমার

তখন প্রায় মূর্চ্ছা যাওয়ার মতো অবস্থা। ঘটনাটা এই রকম, তুমি যখন আমায় আর রাওলকে ছেড়ে দিয়ে আবার অন্ধকারে উধাও হয়ে গেলে, তখন আমি মনে করলাম তোমাকে আর কখনো দেখতে পাবো না। পরে আমি অবশ্য ভালো করে বুঝতে পারলাম, তুমি এতদিন যা করে এসছো আর অনুভব করে এসেছো সে সবই কেবল আবেগের বশে এবং আমার ভয়ের কারণ খুঁজে দেখার জন্যে, এসব কারণেই তোমাকে এখন আর দোষ দিতে পারি না। কিন্তু ভালোবাসা আমার সত্যিকারের ভালোবাসা, আর আমার সেই ভালোবাসার জন্যে যে আবেগ তুমি অনুভব করেছিলে তার কি কোনো মূল্য নেই, আমার তখনকার সেই অনীহা, তোমার প্রতি অবহেলার কারণ আমি বুঝতে পারিনা। এখন আমি কি ভাবি জানো, আমি যদি সেদিন তোমাকে না ভালো বেসে বরং ঘৃণা করতাম তাহলে বোধহয় ভালো ছিল।'

'না, ক্রিস্টিন তুমি কখনো আমাকে ঘৃণা করতে পারো না। কেবল ভালোবাসতেই পারো আমাকে, আমি তোমাকে ভালোবাসতাম, আর এখনো তেমনি ভালোবাসি, ভবিষ্যতেও সমান ভালোবাসবো। এখন আমি স্বীকার করছি, অবশেষে আমার ব্যথা বেদনা সব উপশম হয়ে গেছে কেন জানো? তোমার বিকল্প আর এক ভালোবাসা তোমার ভালোবাসাকে আমায় ভুলিয়ে দিয়েছে, সে আমার ছেলে, তোমার আমার ছেলে পিয়ের। তাকে তুমি আমার ব্যাপারে কি বলবে ভাবছো?'

'তাকে আমি বলবো, তারএকজন বন্ধু আছে, একজন সত্যিকারের আর প্রিয় বন্ধু আছে এখানে এই আমেরিকায়। আগামী পাঁচবছর ধরে তাকে আমি এসব সত্যই বলে যাবো। আর এও বলবো, তুমি তার সত্যিকারের পিতা। আর তাকেই ভার দেবো, তার সত্যিকারের পিতা কে, নিজের বিচার বিবেচনা দিয়ে নির্বাচন করে নেবার জন্যে। যদি সে এটা গ্রহণ করে নেয় এই ভেবে যে, রাওল তার কাছে সব কিছু, যা একজন পিতা করে থাকেএবং সে তার জন্যে সবকিছু করেছে যা একজন পিতা করে থাকে, আর তা সত্ত্বেও সে তার সত্যিকারের পিতা বা অভিভাবক নয়, তাহলে সে তখন আমার আর্শীবাদ নিয়ে তোমার কাছে চলে আসবে।'

আমি তাদের কথাবার্তা শুনে স্তম্ভিত। ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে যে সব কথা আমি শুনলাম, নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। হঠাৎ আমার মনে হলো, আমার না জানা, না বোঝা বিষয়গুলো এখন যেন জলের মতো স্বচ্ছ, পরিষ্কারহয়ে গেল আমার কাছে। প্যারিসের চিঠি থেকে জানতে পারা এই মহাপুরুষটির একটি ছেলে আছে, যে এখনো জীবিত, আর গোপনে মা ও ছেলেকে নিউ ইয়র্কে নিয়ে আসা, তাদের দুজনকে দেখার গোপন বাসনা তাঁর। কিন্তু এসব ছাপিয়ে সব থেকে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো, ছেলেটির বিরুদ্ধে ডারিয়াসের জঘন্য মনোভাব, যে তাকে সেই মহামানবের কোটি কোটি ডলারের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে যাচ্ছে, তাকে সে কোন্ অধিকারে হত্যা করার পরিকল্পনা করতে গেলো? এ আর এক রহস্য, যা সমাধান হওয়া উচিত বলে আমার মনে হলো।

ডারিয়াস....... আমার খেয়াল হলো, এই ছায়াঘন রহস্যের অন্তরালে তারও নিশ্চয়ই একটা স্থান থাকতে পারে। কথাটা ভাবামাত্র আমি দীর্ঘ বিলম্বিত হুশিয়ারির কথা মাথায় রেখে আমি প্রায় নিজেকে এর সঙ্গে জড়িয়ে ফেলার জন্যে সামনের দিকে পা বাড়াচ্ছিলাম,

ঠিক তখনি আমার ডানদিকে কয়েক জোড়া পায়ের শব্দ এগিয়ে আসতে শুনলাম। এই সময় আকাশে সূর্য উঠে আসতে দেখলাম, সূর্যের আলোয় ফিকে লাল আভা, সেই আলোয় রাতের কুয়াশা একটু একটু করে সরে যেতে থাকলো। আর তারপরেই তিনমূর্তি ভেসে উঠলো আমার চোখের সামনে। আমার ডানদিকের আলাদা আলাদা পথ ধরে মিস্টার স্যাগনি এবং যাজককে এগিয়ে আসতে দেখলাম। তারা দুজনেই যখন একটি লোককে, সুদূরপ্রসারিত হাতাহীন কোট এবং চওড়া টুপি মাথায় একটি লোককে অদূরে দেখতে পেয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো, সেই মানুষটির মুখ যথারীতি মুখোশে ঢাকা ছিল। তিনি তখন মাদাম স্যাগনির সঙ্গে কথা বলছিলেন। মিস্টার স্যাগনিকে ফিসফিসিয়ে বলতে শুনলাম ঃ 'এ যে দেখছি সেই অতিমানব!' আমার বাঁদিক থেকে পিয়ের তখন ছুটে আসছিল। আর ঠিক তখনি তার পায়ের শব্দ ছাপিয়ে একটা ক্লিক শব্দ উঠলো। অস্পষ্ট হলেও আমার কানে ঠিকই প্রবেশ করলো। সঙ্গে সঙ্গে আমি সেই শব্দের উৎসস্থলের দিকে ফিরে তাকালাম।

দু'টি বিরাট ঝোপঝাড়ের মধ্যে থেকে, দশগজের বেশী দূরত্বে হবে না, ছায়াঘন অন্ধকারে প্রায় অদৃশ্য একটা ছায়ামূর্তিকে হামাগুড়ি দিয়ে বসে থাকতে দেখলাম। তার সারা অঙ্গে কালো পোশাক, কিন্তু তার করোটির মতো ধপধবে সাদা মুখটা চকিতে একবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে দেখলাম। তার বাঁ হাতে একটা লম্বা ব্যারেল সহ তার ডান হাতে একটা অস্ত্র জাতীয় কিছু যেন দেখতে পেলাম। আমার বুকটা কেঁপে উঠলো থর থর করে; আমি তখন বেশ বুঝে গেছি, একটা অঘটন কিছু নিশ্চয়ই ঘটতে চলেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সবাইকে বিশেষ করে মাদাম স্যাগনিকে ও তাঁর ছেলেকে সতর্ক করে দেবার জন্যে প্রায় চিৎকার করে উঠেছিলাম কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। তারপরের ঘটনা এমনই দ্রুততার সঙ্গে ঘটে গেল যে, পরে আমি তোমাদের সবিস্তারে ধীরে ধীরে বলবোখন।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, পিয়ের তখন তার মায়ের উদ্দেশে হাঁক দিয়ে বলছিল, 'মা, আমরা কি এখন বাড়ি ফিরে যেতে পারি?' 'মাদাম স্যাগনি তার দিকে ফিরে মুখে তাঁর সেই সুন্দর মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে হাতদুটি তার দিকে প্রসারিত করে বলে উঠলেন, ' এখনি যাবো। এসো বাছা আমার কাছে।' পিয়ের ছুটতে শুরু করলো। এবার সেই ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে থাকা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি উঠে দাঁড়ালো, এবং ছুটন্ত ছেলেটিকে অনুসরণ করতে শুরু করলো সেও। চমকে উঠলাম, আমার চমকানোর কারণ তার হাতের কোল্ট রিভলভারটা। আর তখনি আমি সতর্কতামূলক চিৎকারধ্বনি দিলেও আমার কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে আরো বেশী গোলমালের শব্দে চাপা পড়ে গেল সেটা।

ছেলেটি তার মায়ের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল, এবং তার মাও তাকে তাঁর বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন বটে, কিন্তু তার শরীরের ভারে পাছে তাঁর পাদুটি টলে পড়ে তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাতদুটি ধরে চকিতে ঘুরে দাঁড়ালেন, অভিভাবকরা যেমন করে থাকেন। আমার সতর্কীকরণ চিৎকার এবং কোল্টের বিস্ফোরণের শব্দ একসঙ্গে উঠলো। আমি তখন দেখলাম সুন্দরী যুবতীর শরীরটা আচমকা ঝাকুনি দিয়ে উঠলো এমন করে, যেন পিছন থেকে কেউ তাঁকে ধাক্কা দিয়ে থাকবে, বাস্তবিক সেটাই ঘটেছিল, কারণ একটা অশুভ কিছু অনুমান করে নিয়ে তিনি ঘুরে দাঁড়িয়েই তাঁর ছেলেকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া বুলেটটা থামিয়ে দেন। তাতে

তিনি তাঁর প্রিয় পুত্রের প্রাণ রক্ষা করলেন বটে কিন্তু নিজের জীবনে ভয়ঙ্কর সংকট ডেকে এনে.......

ওদিকে মুখোশধারী সেই মহামানব চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। যেদিক থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে এসেছিল চকিতে সেদিকে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। এবং অদূরে ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ছায়ামূর্তিকে দেখতে পেলেন। এবার তাঁর ডানহাতটা দ্রুত তৎপর হয়ে উঠতে দেখা গেল, তিনি তাঁর ক্লোকের নিচ থেকে কিছু একটা টেনে বার করলেন, এবং তেমনি দ্রুত ডানহাতটা প্রসারিত করে চোখের নিমেষে তাঁর হাতের আগ্নেয়াস্ত্রের ট্রিগার টিপলেন, সঙ্গে সঙ্গে একটা আগুনের ঝিলিক এবং সেই সঙ্গে গুলির তীব্র আওয়াজ। তাঁর হাতের ছোট্ট ডেরিঞ্জারের গর্জন আমি শুনতে পেলাম, মাত্র একটি বারই, তবে একটি বুলেটই যথেষ্ট ছিল। আমার কাছ থেকে মাত্র দশগজ দূরে গুপ্তঘাতকটিকে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ভূপতিত হতে দেখলাম. তার দেহটা ঝোপঝাড় ছাড়িয়ে তুষারাবৃত মাটির উপর ছিটকে পড়েছিল, মুখটা তার সদ্য তুষারমুক্ত সকালের আকাশের দিকে , দেখে মনে হবে সে যেন সূর্য দেবতার কাছে ক্ষমা চাইছে তার অপরাধের জন্যে। তার কপালের ঠিক মাঝখানে একটা কালো গর্তের নিশানা, তার জীবন থেকে প্রাণটা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে সেই একটা বুলেটই যথেষ্ট ছিল।

এদিকে আমি তখন আর একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিলাম। আমি নড়তে চড়তে পারছিলাম না, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কোনোভাবেই আমি তখন কিছু করতে পারি না। আগে হলে আমি যা করতে পারতাম, এখন পারি না। কারণ খুবই দেরী হয়ে গেছে। আমি অনেক কিছুই দেখেছি আর শুনেছি, তবে বুঝতে পেরেছি খুবই কম।

দ্বিতীয়বার গুলির আওয়াজ শোনা সত্ত্বেও ছেলেটি তখনো কিছুই বুঝে উটতে পারছিল না। সে তার মায়ের বন্ধন ছিন্ন করে দেয়, এবং তখন সে তার মায়ের হাঁটুর ওপর আছড়ে পড়ে। ইতিমধ্যে মাদাম স্যগনির পিঠে রক্তের ধারা নামতে শুরু করেছিল। তিনি বন্দুকের কাতুর্জটা তাঁর ছেলের দেহে বিদ্ধ হতে দেন নি, যা তিনি নিজেই হজম করে নিয়েছিলেন! সেটা তখনো তাঁর দেহের অভ্যন্তরেই অবস্থান করছিল। "ক্রিস্টিন!" স্ত্রীর প্রিয় নাম ধরে চিৎকার করে উঠলেন মিস্টার স্যাগনি। এবং ছুটে গেলেন তাঁকে তাঁর বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করার জন্যে। মাদাম তাঁর স্বামীর বুকে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে তাঁর দিকে তাকালেন এবং হাসলেন। হাসতে গিয়ে তার যে খুবই কষ্ট হচ্ছিল হাসির ধরন দেখেই বোঝা গেল।

ফাদার কিলফয়েল তুষারাচ্ছন্ন ভূমির ওপর হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন। তিনি তাঁর কোমরের উত্তরীয়টা একটানে খুলে ফেললেন, সেটার উভয় প্রান্তে চুমু খেলেন, তারপর নিজের গলায় জড়ালেন সেটা। তিনি দ্রুত প্রার্থনা সারতে থাকলেন, আইরিশ যাজকের গাল বেয়ে অশ্রুর বাদল নামতে দেখা গেল। মুখোশধারী লোকটি তাঁর হাতের ছোট্ট পিস্তলটি তুষারের উপর নিক্ষেপ করলেন। তারপর স্ট্যাচুর মতো সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, মাথাটা নিচু করে। কাঁদছিলেন তিনি নিঃশব্দে, তবে থেকে থেকে তাঁর কাঁধদুটি কান্নার দমকে বুঝি বা একটু কাঁপছিল।

বালক পিয়ের হঠাৎ কি যে ঘটলো প্রথমে বুঝতে পারেনি। একবার তার মা তাকে

জড়িয়ে ধরলেন, পরমুহূর্তেই আবার তার চোখের সামনে মাকে শেষ হয়ে যেতে দেখলো। প্রথম বার সে "মা" বলে ডাকলো, সে ডাক যেন একটা প্রশ্নের মতো শোনালো। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার "মা" ডাকার মধ্যে একটা অসহায় চিৎকারের ভাব ছিল। তারপর সে মিস্টার স্যাগনির দিকে ফিরে তাঁর কাছে জানতে চাওয়ার মতো করে বললো, "বাবা?"

ক্রিস্টিন ডি স্যাগনির দেহে প্রাণটা তখন অবশিষ্ট ছিল। ক্লান্ত বিষণ্ন চোখ দুটি মেলে তিনি তাকালেন তাঁর প্রিয়পুত্র পিয়েরের দিকে। তাঁর কণ্ঠস্বর চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে শেষবারের মতো খুবই স্পষ্ট করে বললেন," শোনো পিয়ের, উনি তোমার সত্যিকারের বাবা নন। তিনি তোমাকে তাঁর নিজের ছেলের মতো করে বড় করে তুলেছেন বটে, তবে তোমার সত্যিকারের বাবা ওই যে ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।" এই বলে তিনি অদূরে মুখোশে ঢাকা নত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকা মহামানব মূর্তিটির দিকে চোখ ফিরিয়ে কোনো রকমে একটি বার মাথা নাড়বার চেষ্টা করলেন। 'প্রিয়তম, আমি দুঃখিত।'

সেই তাঁর শেষ দেখা, শেষ কথা বলা। তারপরেই তিনি চোখ বুজলেনএবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। তাঁর মৃত্যুর বর্ণনা আমি বেশী করে দিতে চাই না। স্রেফ মারা গেলেন, মনে হয় এই কথাটা বললেই অনেক কথা বলা হবে। তাঁর চোখ দুটি ধীরে ধীরে বুজে এসেছিল আমার চোখের সামনে। বহিরাগত হিসাবে আমিই তাঁর মৃত্যুর একমাত্র সাক্ষী। একসময় তাঁর নিস্প্রাণ মাথাটা তাঁর স্বামীর বুকের উপর ঢলে পড়েছিল। বেশ কয়েকমুহূর্ত একটা নিরবিচ্ছিন্ন নীরবতা নেমে এসেছিল সেখানে, যা তখন আমার কাছে মনে হয়েছিল একটা যুগ, বালক পিয়েরের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল তখন, কাকে সে বাবা বলে সম্বোধন করবে? তার দৃষ্টি ঘোরাফেরা করতে থাকে দুজন পুরুষের মধ্যে। তারপর সে মিস্টার স্যাগনিকে উদ্দেশ্য করে আর একবাব ডাকলো "বাবা!"

এখন গত কয়েক দিনের ঘটনা প্রসঙ্গে আমি সেই ফরাসী আভিজাত্যপূর্ণ ব্যক্তিটির কথা ভাবতে গিয়ে আবার মনে হয়েছিল ওঁর মতো মহৎ ও সুন্দর সভ্যভব্য মানুষ বোধহয় আর কেউ হয় না, কিন্তু কেমন যেন একটা নিস্ফল ভাব দেখেছিলাম তাঁর মধ্যে। আমি আমার সেই উপলব্ধির কথা বলেছিলাম ফরাসী যাজককে। কিন্তু এখন মনে হয় তাঁর মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলাম।

তাঁর স্ত্রীর মৃতদেহটা তাঁর বাঁহাতে ঝুলছিল। তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে মাদাম স্যাগনির অপর হাতটির সন্ধান করলেন, এবং ধীরে ধীরে সেই হাত থেকে একটা সোনার আংটি খুলে ফেললেন। আমার তখন অপেরার শেষ দৃশ্যটার কথা মনে পড়ে গেল, যখন ইউনিয়ন ক্যাপ্টেন, যার মুখটা যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল, ওই আংটিটা মাদাম স্যাগনির হাতে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর ভালোবাসার স্বীকৃতি হিসাবে যা তিনি কখনো আশা করতে পারে না মাদাম স্যাগনির কাছ থেকে। কারণ তিনি তখন বিবাহিতা। ফরাসী ভদ্রলোক আংটিটা তাঁর বিধ্বস্ত সৎপুত্র পিয়েরের হাতের তালুতে গুঁজে দিলেন।

ওদিকে গজ খানেক দূরে ফাদার কিলফয়েল তেমনি হাঁটু মুড়ে বসেছিলেন। মাদাম স্যাগনির মৃত্যুকালের আগে তিনি তাঁর সব অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে ঈশ্বরের কাছে শেষ প্রার্থনা জানিয়ে ছিলেন। তাঁর কর্তব্য শেষ। তিনি তাঁর অমর আত্মার জন্যেও প্রার্থনা জানালেন।

মিস্টার স্যাগনি এবার তাঁর মৃতা স্ত্রীর দেহটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর যে মানুষটি অন্যের সন্তানকে নিজের সন্তান হিসাবে লালন-পালন করে এসেছিলেন এবার ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরিজেতে বলতে শুরু করলেন .' শোনো পিয়ের, একটু আগে তোমার মা যা বলে গেলেন তা একবারে খাঁটি সত্য। হয়তো আমি আমার সাধ্য মতো সব কিছু করেছি তোমার জন্যে, কিন্তু আমি কখনো তোমার সত্যিকারের বাবা ছিলাম না, থাকতে পারি না। কারণ তোমার সঙ্গে আমার কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই। ওই আংটিটা ওঁর, অদূরে দন্ডায়মান মহামানবের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে তিনি আবার বললেন,' ঈশ্বরের চোখে যিনি তোমার সত্যিকারের বাবা, যাঁর রক্ত বইছে তোমার প্রতিটি শিরায় উপশিরায়, এটা ওঁকে ফিরিয়ে দিও। উনি তোমার মাকে খুবই ভালোবাসতেন, এক দিক থেকে যা আমি কখনো পারিনি। আমি তোমার মাকে ফ্রান্সে নিয়ে যাচ্ছি, তাঁর জন্মভূমিতে কবর দেওয়ার জন্যে, যাকে আমি ভালোবাসতাম, যাকে আমি স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিলাম, যাঁর প্রিয়পুত্রকে নিজের ছেলে মনে করে ভালোবেসেছিলাম। আজ এখানে, এই মুহূর্তে তুমি আর বালক নও, অসহায় নও, মাতৃহারা হতে পারো, কিন্তু পিতৃহারা কখনোই নও। তুমি চাইলে তোমার মায়ের মৃত্যুর পরেও আমি তোমার পিতৃত্বের দায় স্বীকার করে নিয়ে আমার সঙ্গে ফ্রান্সে নিয়ে যেতে পারি। তবে এর মধ্যে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তুমি এখানেও তোমার আসল বাবার কাছে থেকে যেতে পারো। এখন তুমি ঠিক করো তুমি কি করবে।'

তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন স্থির হয়ে, বুকের মধ্যে প্রিয়তম স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে পিয়েরের উত্তরের অপেক্ষায়।

ওদিকে পিয়ের তখন ঘুরে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ বলিষ্ট চেহারার মানুষটির দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো। সে এখন বেশ ভালো করে জেনে গেছে, এই মানুষটিই তার জন্মদাতা, যাঁর রক্ত তার ধমনীতে বইছে।

যে মানুষটিকে আমি এখন জোর গলায় বলতে পারি, ম্যানহাটনের মহামানব, না মহামানব বললে বোধহয় কম করে বলা হবে, বরং ম্যানহাটনের মহাপুরুষ বললেই তাঁকে উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হবে, হ্যাঁ সেই মহামানব একা একা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর একদা প্রেমিকা যাঁকে তিনি তাঁর প্রাণের থেকেও বেশী ভালোবাসতেন সেই মাদাম ডি স্যাগনি এখন আর বেঁচে নেই, তাই তিনি এখন বলতে গেলে একেবারে নিঃস্ব, নিঃসঙ্গ। সঙ্গিনীহীনার যাতনা কেবল তিনিই এখন উপলব্ধি করে ভেতরে ভেতরে গুমরে উঠছেন, এখন তাঁর একমাত্র ভরসা তাঁর ঔরসজাত সন্তান পিয়ের, যাকে পেলে নতুন করে আবার আশায় বুক বাঁধতে পারেন, মাদাম ডি স্যাগনির অভাব ভুলতে পারেন। এখন দেখার বিষয়, পিয়ের তাঁকে তার বাবা বলে মেনে নেয় কিনা। আর অস্বীকার করলে তাঁর মানসিক অবস্থা যে কত করুণ হবে তা আমি এখন থেকেই অনুমান করতে পারছি। আর মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিলাম, তিনি যেন পিয়েরের মনে সুমতি জাগিয়ে তোলেন এবং ওই মহাপুরুষটিকে তাঁর বাবা বলে স্বীকার করে নিতে পরামর্শ দেন। অন্তত একবার সে যেন তাঁকে বাবা বলে ডাকে। এই বাবা ডাক শোনার জন্যে তিনি কি আকুল ভাবেই না প্রতীক্ষা করছেন এখন। তিনি তাঁর ছেলের কাছ থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে থেকেও যেন সহস্র

যোজন দূরে বাস করে এসেছেন এতদিন ধরে, এবং এখনও তাই করছেন, যে ব্যবধান তাঁকে আলাদা করে দিয়েছে অন্যদের থেকে। আর মনে হয়, এই যে নিজের ছেলের মধ্যে দূরত্ব, ব্যবধান, এ সবই মানুষের সৃষ্টি, যাঁরা তাঁকে দূরে ঠেলে দিয়েছে, যেখান থেকে তিনি আর কোনো দিনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেন না, যদি না তাঁর নিজের ছেলে পিয়ের সেই ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে একবার তাঁকে বাবা বলে ডাকে, আর সেই সঙ্গে তাঁর সব অভিমান, সব ব্যাথা-বেদনা জল হয়ে যাবে। তাই তো এখন সেই সুন্দর মুহূর্তটির জন্যে অপেক্ষা করে থাকতে তাঁর একটুও কষ্ট হবে না। আর হলেও বা। একটু কষ্ট করে যদি নিজের ছেলেকে ফিরে পাওয়া যায় সে কি কম লাভ? সেই লাভের আশাতেই তো বসে আছেন তিনি এখন। নির্জন বাসী সন্ন্যাসীও যিনি অনাদি ও অনন্তকাল ধরে মানবসমাজের বাইরেই থেকে গেলেন সমাজ ব্যস্থাপকদের চোখ রাঙানিতে, তাঁদের কড়া অনুশাসনের বেড়াজাল টপকে মানুষের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার অনেক বাধা ছিলো, অনেক নিষেধ ছিল তাঁর। একবার তিনি ভেবেছিলেন, মানুষের শখ-আহ্লাদের অংশীদার হবার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন, এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন এখন তাঁর শরীরের প্রতিটি রেখা যেন আমাকে বলে দিচ্ছে এবার তিনি তাঁব জীবনের সব কিছু হারিয়েছিলেন. যা তিনি মনে প্রানে আশা করেছিলেন, এবং আশাহত বেদনা তিনি একাই অনুভব করেছিলেন যা এখনো তাঁকে ভাবায়, যন্ত্রণা দেয় পুরোনো স্মৃতির বেদনায়। আর এখন আমার মনে হচ্ছে যে, তাঁর জীবনের বিয়োগান্ত নাটকের সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি বোধহয় ঘটতে যাচ্ছে আবার, আবার তিনি সব কিছু হারাতে যাচ্ছেন।

বেশ কয়েক মুহূর্তের জন্যে আবার নীরবতা নেমে এলো সেখানে, কারণ ছেলেটি তখন স্থির চোখে তাকিয়েছিল কুয়াশা অপসৃত আকাশের দিকে, আঁধার কেটে যাচ্ছে,. সবকিছু বুঝি স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে মানব-মনে, তার মতো শিশু মনেও চেতনার ও বিবেচনার জাগরণ দেখা যাচ্ছে! তাই এখন কারোর দিক থেকে মুখ ফেরানো নয়, বরং তাকে বরণ করে কাছে টেনে নেওয়ার সময় এখন, যাকে মিথ্যে পর বলে এতদিন অন্যায় ভাবে দূরে ঠেলে রাখা হয়েছিল, তাকে আপন করে নিয়ে কাছে টেনে নেওয়ার সময়। পিয়ের কি এসব কথাই ভাবছে, নাকি অন্য কিছু? জানি না, আমার উপলব্ধির কথা সে শুনতে পেয়েছে কিনা। যাইহোক, এখন তার সিদ্ধান্ত জানতে একটু অপেক্ষা করতে হবে আমাকে। এখন আমার সামনে, ফরাসীরা কি যেন বলে তাকে, হ্যাঁ মনে পড়েছে, '' আশা নিরাশায় দোলায় দোদুল্যমান।'' ছ'টি মূর্তি, তাদের মধ্যে দু'জন মৃত এবং অবশিষ্ট চারজন বেদনায় কাতর।

ফরাসী স্বামী একটা হাঁটু মুড়ে তার ওপর নিজের স্ত্রীকে অর্ধশায়িত অবস্থায় রেখে তিনি তাঁর চিবুকটা মাদাম স্যাগনির মাথায় রাখলেন, যার ফলে তার বুকের ওপর স্ত্রীর নরম বুকের স্পর্শ লাগে, যার কোনো উত্তাপ নেই, দেহে কোনো সাড়া জাগায় না, কিন্তু মনে আনে এক অপার শান্তি, এক অদ্ভুত অনুভূতি, যা মরেও মরে না, যা চিরন্তন, যার পরশ পাওয়া যায় অনাদি অনন্তকাল ধরে। আর তারই আবেশে তিনি তাঁর স্ত্রীর চুলে বিলি কাটতে থাকেন তাঁর হাতের আঙুলগুলো দিয়ে, যেন তাঁকে আরাম দিতে চাইছেন তিনি।

ওদিকে সেই মহাপুরুষ অনড়, অটল হয়ে তেমনি দাঁড়িয়ে থাকেন, তাঁর মাথাটা তেমনি নিচু হয়ে ছিল, তিনি যেন ভয়ঙ্কর ভাবে পরাজিত। আমার কাছ থেকে কয়েক ফুট দূরে

ডারিয়াসের মৃত দেহটা পড়েছিল, চোখদুটি তার খোলা, শীতের আকাশ পানে সে যেন স্থির চোখে তাকিয়েছিল, যদিও সে আর কখনো দেখতে পাবে না। ছেলেটি তার সৎবাবার পাশে দাঁড়িয়েছিল, এতদিন যা কিছু সে বিশ্বাস করে এসেছিল এবং অপরিবর্তনীয় ছিল, এখন যেন ঘটনার আকস্মিকতায় আর মনের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে সব ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে।

আর যাজক তখনো হাঁটু মুড়ে বসেছিলেন উপরে আকাশপানে মুখ করে, চোখ দুটি বন্ধ, কিন্তু আমি দেখলাম তাঁর হাতদুটি স্থাপিত রয়েছে ক্রুশ চিহ্নের ওপর এবং প্রার্থনার ভঙ্গিমায় ঠোঁট নেড়ে চলেছেন। পরবর্তী কালে কি যে ঘটেছিল তার ব্যাখ্যা তখনো আমি করতে পারছিলাম না, তাই পরে একদিন আমি লোয়ার ইষ্ট সাইডে একটা ঘিঞ্জি নোংরা পল্লীতে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা করি। তখন তিনি আমাকে কি যে বলেছিলেন, সত্যি আমি এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি, তবে সেটার পুনরাবৃত্তি করছি তোমাদের কাছে।

তিনি বলেন, সেই নিঃশব্দ স্বচ্ছ পরিবেশে তিনি যেন একটা অস্পষ্ট হাহাকার শুনতে পাচ্ছিলেন তখন। কয়েক ফুট দূরে ফরাসী ভদ্রলোকের আক্ষেপধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি। স্তব্ধ হতবাক বালক পিয়েরের চাপা কান্নার শব্দও শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি, যাকে তিনি দীর্ঘ সাত বছর ধরে পড়িয়ে আসছিলেন কিন্তু এসব ছাপিয়ে তিনি বলেন, অন্য কিছু যেন শুনতে পেয়েছিলেন। সে এক হারানো আত্মার বিলাপ, যেন কোলরিজের বিস্ময়কর অ্যালবাট্রোসের দুশ্চিন্তায় চিৎকার করার মতো যে হতাশায় একা একা সমুদ্রাকাশে বিচরণ করতে গিয়ে যন্ত্রনায় ছটফট করছিল। তাঁর ধারণা মাদাম ডি স্যাগনির আত্মাও বুঝি হারিয়ে গেছে। তাই তিনি প্রর্থনা করছিলেন, এই হারানো আত্মা যেন ঈশ্বরের প্রেমে নিরাপদে স্বর্গের সন্ধান পায় আবার। তিনি আবার এমন এক অলৌকিক ঘটনার জন্যে প্রার্থনা করছিলেন যা সম্ভবত ঘটতে পারে না। দেখুন, আমি ব্রোনেক্সের একজন বেপরোয়া স্বভাবের ইহুদি ছেলে ছিলাম। হারানো আত্মার দায়মোচন এবং অলৌকিক ঘটনার ব্যাপারে আমি কি জানি? আমি কি দেখেছিলাম কেবল সেটাই বলতে পারি।

পিয়ের এবার সচল হলো, ধীরে ধীরে সেই মহামানবের দিকে এগিয়ে গেল। সে তার একটা হাত তুলে তাঁর মাথা থেকে চওড়া টুপিটা সরিয়ে দিল। আমার মনে হলো মুখোশ পরিহিত মানুষটি নিচু গলায় কি যেন বললেন। তাঁর মাথা ভর্তি টাক, মাত্র কয়েকগাছা চুল, দু'একটা আঁচিল আর তিল চোখে পড়ে, এবং অনেকটা গলানো মোমবাতির মতো। কোনো কথা না বলে সহজেই সে তাঁর মুখের ওপর থেকে মুখোশটা সরিয়ে দিলো।

বেলভিউ-এ পাথরের স্লাবের ওপর অনেক মৃতদেহ দেখেছি, সেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু মৃতদেহ হাডসন নদীতে বেশ কিছুদিন ধরে ভেসে থাকতে দেখা গিয়েছিল। ইউরোপে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের নিহত হতে দেখেছি আমি, থ্যাতলানো, গলিত ও বিকৃত সব মুখ, যা চোখে দেখা যায় না, আঁতকে উঠতে হয় ভয়ে আতঙ্কে। কথা হচ্ছে সে তো মৃত মানুষের মুখ, এরকম হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে একটা জীবন্ত মুখ অত বিকৃত হবে? মুখোশের আড়ালে অমন বীভৎস মুখ এর আগে কখনো দেখিনি। নিচের চোয়ালের সামান্য একটু অংশ এবং চোখদুটি যা অক্ষত ছিল, যে চোখ দিয়ে বেদনাশ্রু বিধ্বস্ত চিবুক দিয়ে

গড়িয়ে পড়ছিল, আর ওইটুকু দেখেই তাঁর মধ্যে মানুষের একটু যা চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়, তা না হলে মুখটা এতই বিকৃত যে, সেটা কেনো মানুষের মুখ বলে বিশ্বাস করা কঠিন, অবশেষে আমি তখন বুঝতে পারি, কেন তিনি সর্বক্ষণের জন্যে মুখে মুখোশ লাগিয়ে থাকতেন এবং সাধারন মানুষের সামনে আত্মপ্রকাশ করতেন না, সব সময় নিজেকে মানব সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। তবু তিনি তখন আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর বিকৃত মুখটা প্রকাশিত এবং আমাদের সবার সামনে তিনি অবমানিত, এমন কি একটি ছেলের কাছেও যে কিনা তাঁরই নিজের সন্তান।

পিয়ের স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে সেই ভয়ঙ্কর ভয়ার্ত্ত মুখের দিকে, তবে তার সেই দৃষ্টিতে ভয়, আতঙ্ক কিংবা বিরাট কোনো পরিবর্তনের চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল না। তারপরই তার ডানহাত থেকে মুখোশটা খসে পড়তে দেখা যায়। এবার সে সবাইকে চমকে দিয়ে তার বাবার বাঁ হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে সোনার আংটিটা তাঁর আঙুলে পরিয়ে দিল, তার হাত একটুও কাঁপলো না।

তারপর সে বহু আতঙ্কিত কাজটা সম্পন্ন করলো সবাইকে তেমনি চমকে দিয়ে, দুহাত বাড়িয়ে ক্রন্দনরত মানুষটিকে আবেগে জড়িয়ে ধরলো এবং সহজও পরিষ্কার গলায় বলে উঠলো, ' বাবা আমি তোমার সঙ্গেই এখানে থাকতে চাই।'

এরিক তথা মহামানব বহু আকাঙ্খিত ছেলেকে নিজের বুকের মধ্যে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। তাঁর চোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়লো। পিয়ের তার দুহাত দিয়ে বাবার চোখের জল মুছিয়ে দিতে গিয়ে আবেগকম্পিত গলায় বললো, 'কাঁদছো কেন, এখন তোমার কিসের দুঃখ বলো, এই তো আমি তোমার পাশে রয়েছি, এমনি থাকবো তোমার পাশে যতদিন বাঁচি, যতদিন থাকি এই পৃথিবীতে। এরপরেও তুমি কাঁদবে বাবা?'

'বাবা?' এরিক ছেলের মুখে হাত বোলাতে থাকেন, ' আর একবার, আর একবার আমাকে বাবা বলে ডাকো সোনা আমার। তোমার এমন মিষ্টি ডাক শোনার জন্যে যে আমি অপেক্ষা করে বসে আছি বারোটা বছর ধরে। বলো, বলো আবার.....'

' বাবা ! বাবা আমার, তুমি আমার বাবা, আমার বন্ধু, আমার ফিলোজফার গাইড, সব কিছুই! আমার বিশ্বাস, আমার মায়ের অভাব তুমি ভুলিয়ে দেবে।'

' না বৎস, মায়ের ভালোবাসা অন্যরকম, অন্য জগতের, তার ভালোবাসা কেউ দিতে পারে না, তার ভালোবাসার সঙ্গে কারোর কি তুলনা হয়? তাইতোমার মায়ের অভাব কি আমি পুরণ করতে পারবো পিয়ের?'

' বেশ তো,তুমি তোমার মতো করেই আমাকে ভালোবেসো, বাবার মতো করে ভালোবেসো, তাতেই আমার সুখ, আমার আনন্দ, আমার শান্তি।'

' পিয়ের তুমি যখন আমাকে তোমার বাবার অধিকারই দিলে, আরএকটা অধিকার আমাকে দেবে ?'

' এত সংকোচ কিসের বাবা?' পিয়ের তাঁর একটা হাত নিজের মুঠোয় আবদ্ধ করে তাঁকে আশ্বস্ত করে বললো, ' বলো কিসের অধিকার তুমি চাও?'

' তোমার মায়ের মৃতদেহ শেষবারের মতো একবার আমাকে স্পর্শ করতে দেবে?' আবেগকম্পিত গলায় তিনি বললেন, ' তোমার পবিত্র মায়ের মৃতদেহ স্পর্শ করে আমি

ধন্য হতে চাই। এ জীবনে তো তোমার মাকে একান্ত নিজের করে পেলাম না আমাদের ঘুণ ধরা সমাজের অনুশাসনে। তাই ওর মৃতদেহ স্পর্শ করে ঈশ্বরের কাছে প্রর্থনা করবো, পরের জন্মে আমি যেন ওকে আবার নিজের করে পাই।'

পিয়ের গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'তখন তোমার এজন্মের কথা মনে থাকবে?'

'জন্মান্তরবাদ যদিও আমি মানি না তবুও বিশ্বাস করবো, মানুষ আন্তরিক ভাবে যা চায়, ঈশ্বর তাকে কখনো নিরাশ করেন না। আর সেই বিশ্বাস নিয়েই আমি মরতে চাই। বলো, এখন তোমার কি রায় বৎস?' কথাটা তিনি পিয়েরকে বললেও সেই মুহূর্তে তিনি বেশ ভলো করেই জানতেন এ ব্যাপারে তাঁর একদা প্রেমিকার স্বামী মিস্টার স্যাগনিরও অনুমতি নেওয়া দরকার। তাই তিনি এবার অসহায় দৃষ্টি ফেলে তাকালেন মাদাম ডি স্যাগনির স্বামীর দিকে।

মিস্টার স্যাগনি তাঁদের কাছেই ছিলেন, এবং এরিকের চাহনি দেখামাত্র বুঝতে পারলেন তিনি কি চান। উত্তরটা বুঝি তাঁর তৈরী ছিল। তবু তিনি এরিকের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ কোনো কথা না বলে।

এরিক চোখ নামিয়ে নেন। তাঁর বুকটা কাঁপছিল, কে জানে ফরাসী ভদ্রলোক কি বলেন! যদি না বলেন তাহলে লজ্জায়, ঘৃণায় তিনি তাঁর ছেলের সামনে মুখ দেখাবেন কি করে? তিনি তাঁর বাবা হবেন কি করে, যে বাবার তার মাকে স্পর্শ করার অধিকার নেই, তার বাবা হওয়ারও কোনো অধিকার থাকার কথা নয়। পিয়ের যদি রাগের মাথায় সে রকম কিছু বলে ফেলে ? এরিক আঁতকে উঠলেন,তীরে এসে বুঝি তরী ডুবে যায়?

ওদিকে পিয়েরও ভাবছিল তাঁর সৎবাবা তার সত্যিকারের বাবার অনুরোধ রাখবেন তো! না রাখার তো কোনো কারণ সে দেখতে পাচ্ছে না। তার মতে তার নিজের বাবার দাবী অস্বীকার করা যায় না, কারণ বিবাহ সূত্রে তার সৎবাবা তার মায়ের দেহ স্পর্শ করতে পারে স্বামী হিসেবে। আর তাই যদি হয়, তাহলে আমার নিজের বাবাই বা পারবে না কেন? তিনিও তো তার মায়ের প্রেমিক। তার সৎবাবা মাকে বিয়ে করে তিনি তাঁকে যা দিতে পারেননি, আমার নিজের বাবা কিন্তু সেই উপহারটা আমার মাকে দিয়েছিলেন আজ থেকে বারো বছর আগে। আর সে উপহার আমি। জলন্ত প্রমাণ। এর থেকে এটাই কি প্রমাণ হয় না যে, স্বামীর থেকে প্রেমিকের দাবী বেশী? তাছাড়া তার মাকে স্পর্শ করতে না দেওয়ার কি আছে? তার নিজের বাবা তো তাঁর আগেই মাকে স্পর্শ করে বসে আছেন? অতএব.....'

পিতা পুত্রের সম্ভব অসম্ভব নিয়ে জল্পনা কল্পনার অবসান করে দিলেন মিস্টার স্যাগনি এক কথায়। 'কেন আপনি স্পর্শ করবেন না মিস্টার এরিক?' হাসতে হাসতে তিনি বললেন, 'ক্রিস্টিনের উপর আমার থেকে আপনার দাবী তো সব থেকে বেশী। দেরী করবেন না, এখনি আমাদের ফ্রান্সে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে। তাই আসুন, স্পর্শ করুন আপনার মনের মানুষটিকে।'

'আপনি সত্যিই একজন অতি ভদ্র, সজ্জন আর বিচক্ষণ ব্যক্তি।' এরিক ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন মাদাম স্যাগনির মৃতদেহের দিকে।

মিস্টার স্যাগনি মৃদু হেসে বললেন, 'আমি যদি ভদ্র, সজ্জন আর বিচক্ষণ হই, তাহলে

আপনাকে বলতে হয়, আপনি একজন মহামানব, একজন মহাপুরুষ মিস্টার এরিক।'

মাদাম স্যাগনির কপালে আলতো চুমু খেয়ে এরিক হাসতে হাসতে বললেন, 'এ আপনার বিনয়ের আর এক পরিচয় মিস্টার স্যাগনি। ধন্যবাদ.....'

'ধন্যবাদ কিসের জন্যে? আমার কথার জন্যে, নাকি ক্রিস্টিনকে স্পর্শ করার জন্যে?'

'যদি বলি দুটোর জন্যেই!'

'তাহলে তো এবার আমাকে ধন্যবাদ দিতেই হয় আপনাকে।' কথাটা বলে হো হো করে হেসে উঠলেন বিনয়ী ফরাসী ভদ্রলোক।

ওদিকে মিস্টার স্যাগনির কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়ে এরিক তাঁর অনেক দিনের সুপ্ত সাধ শেষ বারের মতো মেটাতে ধীরে ধীরে ক্রিস্টিনের মৃতদেহটা দু'হাত দিয়ে ধরে নিজের বুকে টেনে নিয়ে তাঁর স্বামীর উদ্দেশ্য বলে উঠলেন,' আপনি তো ক্রিস্টিনের ভার দীর্ঘ বারো বছর ধরে বহন করে নিয়ে এসেছেন, এবার শেষ ভারটুকু বহন করার সুযোগটা না হয় আমাকেই দিন।'

'আপনি আমাদের হোটেল পর্যন্ত যাবেন ?'

'কেন যাবো না?'

'না মানে, এর আগে তো আপনি কখনো লোকালয়ে এভাবে যাননি। আপনাকে কচ্চিৎ যাও বা কোথাও দেখা গেছে, তাও তো সে মুখোশের আড়ালে মুখ লুকিয়ে। তাই বলছিলাম আর কি.......'

এবার পিয়ের তার বাবার কাছে এগিয়ে এসে যে হাত গিয়ে এরিকের মুখ থেকে মুখোশটা খুলে ফেলেছিল, সেই হাত দিয়েই সে তার মুখে মুখোশটা পরিয়ে দিল।

এবার এরিক একটা অদ্ভুত কাজ করে বসলো, মুখোশটা নিজের মুখ থেকে খুলে ফেলে বলে উঠলেন,' এটার আর প্রয়োজন হবে না।'

'কেন ?' পিয়ের অবাক চোখে তাকালো তার বাবার পানে।

'কেন জানতে চাও?' এরিক তাঁর ছেলের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন,' তুমিই তো এখন আমার মুখোশ বৎস!'

বৎস, এই হলো ফ্যানটমের সেই মহাপুরুষের কাহিনী।

তারপর? তরুণ সাংবাদিকরা সমবেত কণ্ঠে জানতে চাইলো, তারপর কি হলো স্যার?

তারপর! কয়েক ঘন্টার মধ্যে বিশ্বসেরা অপেরা প্রধানা গায়িকা মাদাম ডি স্যাগনির নিহত হওয়ার খবরটা সারা নিউ ইয়র্ক শহরে ছড়িয়ে পড়ে। দুঃসংবাদটা শুনে মাদাম ক্রিস্টিন ডি স্যাগনির এক অন্ধ ভক্ত আত্মহত্যা করে বসে, নিজেই নিজের বুকে গুলি করে। সে তার কলঙ্ক ঢাকতেই নাকি আত্মহত্যা করেছিল। কলঙ্ক? ক্রিস্টিনের সঙ্গে তার কি এমন সম্পর্ক থাকতে পারে, বুঝতে পারি না। তবে এ মন্তব্য শহরের মেয়রের এবং সিটি কর্তৃপক্ষের। আর আমার কাছে এ এমনই এক কাহিনী যা আমার সারা জীবনে কখনো এরকম মর্মস্পর্শী কাহিনী লিখিনি, এমন কি যদি সেটা জানাজানি হয়ে যেত আমি তাহলে রাগে ফেটে পড়তাম। এখন খুবই দেরী হয়ে গেছে সে কাহিনী লেখার পক্ষে।

উপসংহার

ব্রিটানি একটি ছোট্ট গ্রাম। সেখানকার চার্চইয়ার্ডে ক্রিস্টিন ডি স্যাগনি তাঁর বাবার কবরের পাশে চির শান্তিতে শায়িতা। তাঁরা দুজনেই ব্রিটানির সেই ছোট্ট গ্রাম থেকে এসেছিলেন।

ওদিকে সেই সৎ সজ্জন ও বিনয়ী ফরাসী ভদ্রলোক মিস্টার স্যাগনি তাঁর নরম্যান্ডি এস্টেটে ফিরে গেলেন। পরে তিনি আর কখনো বিয়ে করেননি এবং তিনি তাঁর ছবির পাশে সব সময়েই তাঁর অতি প্রিয় স্ত্রীর ফটোটা সাজিয়ে রাখতেন। ১৯৪০ সালের বসন্তে তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়।

ফাদার জো কিলফয়েল নিউ ইয়র্কেই স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে তিনি লোয়ার ইষ্ট সাইডে পরিত্যক্ত এবং অবাঞ্ছিত শিশুদের শিক্ষাদানের জন্যে একটা স্কুল খুলে বসেন। চার্চের সবরকম পদোন্নতি প্রত্যাখ্যান করেন তিনি এবং সমাজের সমস্ত অনাদৃত শিশুদের কাছে তিনি শুধুই ফাদার জো পরিচয়ে রয়ে গেলেন। তাঁর বাড়ি এবং স্কুলের খরচপত্রাদি বেশ ভালোভাবেই চলছিল, কখনো অভাববোধ করেননি তিনি, কিন্তু কোত্থেকে যে টাকা আসে তা তিনি কখনো পর্যালোচনা করে দেখেননি। ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি মারা যান তিনি পরিণত বয়সেই। শেষ তিনটি বছর লং আইল্যান্ডের উপকূলে একটা ছোট্ট গ্রামে যাজকদের বৃদ্ধাশ্রমে কাটান, যেখানে নানরা তাঁর দেখাশোনা করতো। তাদের রিপোর্ট হলো, তিনি খোলা ডেকের সামনে বসে থাকতেন ব্ল্যাঙ্কেট জড়িয়ে, পূবে সমুদ্রের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে মুলিনগরের কাছে একটা খামারের স্বপ্ন দেখতেন।

অস্কার হ্যামারস্টেইন পরে ম্যানহাটন অপেরার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন মেট্রোপলিটন অপেরার কাছে। তিনি নাকি তৃতীয় অস্কার রিচার্ড রজার্সের সঙ্গে যৌথভাবে পঞ্চাশ দশকে গানের সুরের বই লিখতে শুরু করেন।

পিয়ের ডি স্যাগনি নিউ ইয়র্কে তার স্কুলের পাঠ শেষ করার পর আইভি লীগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়। তারপর সে তার বাবার ব্যবসায় যোগ দিয়ে বিরাট পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের কর্নধার হয়ে ওঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পিতা পুত্র উভয়েই তাদের পারিবারিক নাম মুলহেইম বদল করে অন্য নাম রাখে। তবু তাদের পরিচিতি সর্বজন বিদিত। এবং তাঁরা আজও আমেরিকায় সমান সম্মানিত।

তাদের প্রতিষ্ঠান মানুষের কল্যান সাধনের কাজ করার জন্যে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। তাছাড়া বিকলাঙ্গদের চিকিৎসার জন্য তারা একটা বিরাট চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করে এবং বহু চ্যারিটেবিল ফাউন্ডেশন সৃষ্টি করে।

বিশ শতকের শুরুতে এরিক অবসর গ্রহণ করার পর বই পড়ে, ছবি এঁকে এবং তার প্রিয় গানের চর্চা করে অবসর সময়টা কাটিয়ে দেন। যুদ্ধ ফেরত দুজন প্রাক্তন সৈনিক তাঁর দেখাশোনা করতো, যুদ্ধক্ষেত্রে ট্রেঞ্চে লড়াই করার সময় নিষ্টুর ভাবে তারা বিকলাঙ্গ হয়ে যায়। এখানে বলে রাখা দরকার ব্যাটারি পার্কে সেই হৃদয়বিদারক ঘটনার পর থেকে তিনি আর কখনো মুখে মুখোশ লাগাননি, ছেলে পিয়েরই এখন তাঁর একমাত্র মুখোশ এবং মুখপত্র।

পুত্র পিয়ের একবারই বিয়ে করে এবং বৃদ্ধ বয়সে মারা যায়, যে বছর প্রথম একজন আমেরিকান চাঁদে অবতরণ করেছিলেন। তার চারটি সন্তান এখনো জীবিত এবং সুখে শান্তিতে বাস করছে তারা।